

চর্যাগীতি গণশিক্ষা

ডঃ জুমঙ্গল রায়



কার্খা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * * ১৯৮১

প্রকাশক :

কার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড.

২৫৭-বি, বিপিনবিহারী গাজুলী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৮ -

মুদ্রাকর :

এন. সি. শীল

ইম্প্রেশন সিগ্নিফিকেট

২৬/২এ তারক চ্যাটার্জী লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৫

স্বৰ্গগত মাতামহ
অমরহরি ৰায়-এৰ পুণ্যস্মৃতিৰ উদ্দেশ্যে-

সূচীপত্র

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ	i
ভূমিকা	এক
পদকর্তার পরিচয়	সাতচল্লিশ
পদাবলী ও ব্যাখ্যা	১.
শব্দসূচী	১১৩



বঙ্করীপাদ



লুইপাদ



নাগাজ্জ'নপাদ



কুকুরীপাদ

॥ গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেণের মেয়ে’ উপন্যাসখানি পড়িয়া লুই-পা-আদি বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণের একটা ছবি মনে মনে অঙ্কিত হইয়াছিল। পরে লুই, কুক্কুরী, নাগাজুর্ন ও কঙ্করী-পার [কল্পিত-] মূর্তি তিব্বতী চিত্রপটে দেখিয়াছি। কিন্তু ভরসার কথা এই যে, তাঁহাদের কেহ-ই স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের পদ-গীতিকা পুনরায় (যাহা ইতিপূর্বে বহুবার বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে) সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিবার আদেশ আমাকে দান করেন নাই ; তাহা হইলে গ্রন্থোৎপত্তির কৈফিয়ৎ দান করা সম্পাদকের পক্ষে সহজ হইত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ধর্মঠাকুর এদেশে প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের লুপ্তাবশেষ। এই বিশ্বাসের ‘পাথুরে প্রমাণ’ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তাঁহার নেপাল গমন এবং ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধগান ও দোহা’র আবিষ্কার। যাহাই হউক, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে গ্রন্থখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এই রচনার প্রতি তৎকালীন পণ্ডিতবর্গের বিশেষ আগ্রহ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের’ চতুর্থ সংস্করণে এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে চর্চাগীতির নাম-গন্ধ নাই।

অবশ্য পরবর্তিকালে আচার্য সুনীতিকুমার, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ স্বকুমার সেন, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখের প্রচেষ্টায় চর্চাগীতির সহগামী বিচিত্র বিজ্ঞান মূল্যবান আলোচনা এবং পদ সম্পাদনার কার্য সম্পন্ন হয়। সাম্প্রতিক কালেও গ্রন্থখানির বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ অব্যাহত ধারায় চলিতেছে। স্মরণ্য প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক, এইরূপ পরিস্থিতিতে চর্চাগীতির আর একটি সংস্করণ প্রকাশে কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এক কথায় এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তবে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে অগ্রসর হইবার অধিকার সকলেরই আছে। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে অন্ধকারটা প্রায় এক হাজার বৎসরের।

এতাবৎকাল চৰ্খাগীতি সম্পাদিত হইয়াছে সম্পাদকগণের স্বকীয় প্রবণতা অনুসারে। ডঃ স্কুমার সেন সম্পাদিত (সাহিত্য-সভা-বর্ধমান) সংস্করণে অবলম্বিত হইয়াছে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনার প্রচলিত পদ্ধতি। প-বর্তী সংস্করণে (ইষ্টার্ন পাবলিশার্স) তিনি প্রধানত ধরিয়াছেন মূল পাঠ; পাদটীকায় স্থান পাইয়াছে সম্ভাবিত পাঠ। প্রাচীন সাহিত্যের গ্রন্থ সম্পাদনার প্রধান উদ্দেশ্য যথাসম্ভব মূলের কাছাকাছি পৌঁছানো। কাণ পরবর্তিকালে অনুলিপিত পুঁথিতে মূল পাঠের বিপর্যয় ঘটিয়া যায় নানাবিধ কারণে। সেক্ষেত্রে একাধিক পুঁথির পাঠ সংগ্রহ ও সংকলন করিয়া অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও বিশুদ্ধ পাঠ বাছাই করা প্রচলিত-রীতি। কিন্তু চৰ্খাগীতির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্নরূপ। প্রথমতঃ পুঁথি সবেমাত্র একটাই; তাও সেটি মূল হইতে লিপিকৃত তো নহেই উপরন্তু মূলে এবং মুনিদন্তে অনেক ব্যবধান। প্রাপ্ত-পুঁথি আরও পরবর্তিকালের।

চৰ্খাগীতির প্রাপ্ত-পুঁথির পাঠে অবিচল থাকিলে দুর্বোধ্য চৰ্খাগীতি অবোধ্য হইয়া পড়ে। ৩নং পদের মূল-পাঠ ‘শুণিনিগী’ অপেক্ষা ‘শুণিগী’ পাঠ আমাদের বিবেচনায় শুদ্ধ। ২৮নং পদের ‘পইসন্তে’ বাদ দিয়া মূলের পাঠ ‘সইসন্তে’ ধরিলে অর্থ বিগড়াইয়া যায়। ১৪নং পদের মূল-পাঠ ‘পোইআ’ স্থলে ‘ঘোইআ’ পাঠ গ্রহণ-যোগ্য। মুনিদন্ত উক্ত শব্দের প্রসঙ্গে স্পষ্টতই বলিয়াছেন ‘ঘোগীন্দ্র’। ৩৬নং পদের মূল পাঠ ‘স্বশবাহ’ পরিত্যাগ করিয়া ‘স্নবাহ’ পাঠ ধরিলে মূলের প্রতি আভ্যুগত্য ক্ষুণ্ণ হয় কিন্তু অর্থসংগতি বজায় থাকে। একই যুক্তিতে ৪নং পদের ‘সগাঅ’ ছাড়িয়া ‘সমাঅ’ ধরা চলে। টীকাকার এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন ‘অন্তর্ভবতি’। ১৭নং পদের মূল পাঠ ‘পিচিউ’ ছাড়িয়া মুনিদন্তের ‘চাপিতং’-এর অনুসরণে ‘চাপিউ’ পাঠ ধরিলে অশুদ্ধ ভাগবত কিয়দংশে শুদ্ধ হইবে। এগুলি স্পষ্টতই লিপিকর-প্রমাদ।

কিন্তু তাই বলিয়া সন্দিগ্ধ স্থলে সর্বত্রই মুনিদন্তকে আকড়াইয়া ধরিলে ঠিকিতে হইবে। ৩নং পদের ‘সহজে থির করি বাকনি সাক্কে’র সাক্কে শব্দটি দুর্বোধ্য ভাবিয়া মুনিদন্তের ‘বন্ধনং কুহ্মার’ অনুসরণে ‘বাক্কে’ পাঠ-ই নিরাপদ বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু মূল ‘সাক্কে’ পাঠ শুদ্ধ। কারণ বিভাপতির কীর্তিলতায় মদ তৈয়ারী অর্থে ‘সঁধ’ শব্দের উল্লেখ আছে। মূল সর্বত্রই ভ্রান্তিজনক এমন নহে। ৩২নং পদে শাস্ত্রী ও বাগচীর ‘কাকণ’ পাঠ অপেক্ষা মূল-পাঠ ‘কাক্কাণ’ শ্রেয়। তেমনি ৩৩নং পদের ‘হাড়ীত’ শব্দটি মুনিদন্ত সংস্কৃত শ্রীতির দরুন ‘হণ্ডী’ বলিয়া বাহাহুরি করিয়াছেন। বলাই বাহুল্য, মুনিদন্তের এই প্রবণতা সর্বত্র

অনুসরণযোগ্য নহে। এ সকল ক্ষেত্রে সম্পাদককে ‘কাণ্ডজ্ঞান’ সজাগ রাখিতে হইবে।

কাণ্ডজ্ঞানের স্বত্রে বলি, চর্যাপদের পুঁথিতে word-division ছিল না। প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না। পুঁথি পঠনের প্রাথমিক জ্ঞান সক্রিয় রাখিলেই এই বিষয়টির সহজ মোকাবিলা হইয়া যায়। চর্যাপদের শব্দ অ-চেনা কিন্তু এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবেই ঊনবিংশ-শতাব্দীর অনুলিখিত অমদ্যমঙ্গলের পুঁথিতে উল্লিখিত ‘তোটক ছন্দ’ ‘ছোট কবিচন্দ্র’-রূপে একদা গবেষকদের চিত্ত চমৎকৃত করিয়াছিল। যাহাই হউক, পুঁথিতে শব্দ-বিভাজন না থাকায় চর্যাপদের সৃষ্ট সম্পাদনা উৎকটরূপে ব্যাহত হয় নাই।

মুনিদত্তের সংস্কৃত-প্রীতি এক জায়গায় কাজে লাগাইয়াছি। ২০নং পদের ‘হাঁউ নিরানী খমণ ভতারে’র পরিবর্তে টাকায় উল্লিখিত ‘সর্বশূণ্য মনঃস্বামী’ অনুসরণে ‘সাঁঙ্গি’ পাঠ ধরিয়াছি। ‘ভতারে’ অপেক্ষা ‘সাঁঙ্গি’ শব্দটি Sophisticated এবং তাহাতে পরবর্তী ছত্রের সঙ্গে Consistency বজায় থাকে। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত কোনো কোনো গ্রন্থে আবার উক্ত পাঠটি দেখিতেছি ‘ভতারেই’ রূপে। এই পাঠের উৎস সম্পর্কে সম্পাদক কোনো হৃদিশ দেন নাই। ‘ভতারে’ শব্দটি অক্ষত রাখিয়া অন্ত্যমিলের তাড়নায় উক্ত পাঠ জ্ঞাতসারে সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য সম্পাদনায় এই রীতি সর্বৈব পরিত্যাজ্য। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের ইষ্টার্ণ পাবলিশার্সের ২৮নং পদের ‘উম্মা উম্মা’ পাঠ কোথা হইতে পাওয়া জানি না। মুদ্রাকর-প্রমাদ হইলে মঙ্গল। এই গ্রন্থে মূল পদ-অংশে একটি মূত্রণপ্রমাদ রহিয়া গেল। ১৬নং পদের বিপথ শব্দটি ‘বিপথ’ হইয়া গিয়াছে।

তিব্বতী অনুবাদে সহায়তায় চর্যাপদের উন্নততর পাঠ আবিষ্কৃত হইতে পারে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিব্বতী-অনুবাদে পাঠ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। যেমন, ২৩নং পদের ‘কদিনি’ স্থলে ‘কহানী’; ৩৭নং পদের পিথক স্থলে ‘পথক’।

আমি ব্যাকরণ জানি না; ফলতঃ লাভ হইয়াছে দুই প্রকার। (১) ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বলিয়া কোনো পাঠ ব্যাকরণ-সম্মতভাবে সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি নাই। (২) চর্যাপদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা হইতে রেহাই পাইয়াছি। এ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠক আচার্য সুনীতিকুমারের O.D.B.L. পড়িয়া লইবেন। চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে খুদ সাধারণ অথবা নগণ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া রাখি।

এদেশে এখনও মদা হাঁসকে বলা হয় হাঁসা, জীকে বলে হাঁসি। ৬নং পদে পুরুষ হরিণকে বলা হইয়াছে হরিণা, জীকে হরিণী, ৯নং পদে পুরুষ হস্তীকে বলা হইয়াছে করিণা, জীকে করিণী। এছাড়া ৩নং পদের ‘চিঅন বাকলঅ বারুণী বাকঅ’ ছত্রটির সবল অর্থ শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থে—চিকণ বঙ্কল দ্বারা বারুণী মত্ত বাঁধিলেন। সেন মহাশয়ের গ্রন্থে—চিয়ান-বাকড মদ বাঁধে। প্রথমটি গোলমালে, দ্বিতীয়টিতে অর্থ স্পষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, এদেশে মদ চোলাই করার দেশীয় বিশেষ-প্রক্রিয়ার নাম ‘চিয়েন-ভাঁটা’, আর মত্ত প্রস্তুতের রাসায়নিক বটিকার নাম বাকড়। এই সকল তথ্যের সাহায্য লইলে ছত্রটির অর্থ পরিষ্কার হইবে।

অনেক পদের অভিধা-অর্থ-ও অত্য়াপি আমাদের নিকট অজ্ঞাত। ১৬নং পদের ‘নিরস্তর গঅগন্ত তুঁসে ঘোলই’ ছত্রটি সম্পর্কে ডঃ স্কুমার সেন আমাকে এক পত্রে জানান—“তুঁসে” শব্দটির ঠিক অর্থ বোধ হয় না। “তৃক্ষায়” পরিকল্পিত হলেও সম্ভব। “তৃ” > “তু” এমন বিকৃতির উদাহরণ নেই।...তৃক্ষাতুর জল ঘাঁটছে তবুও তৃক্ষা মিটেছে না—এ অর্থ গ্রহণ ছাড়া উপায় দেখি না।” এই অনুমান অনেকাংশে তথ্যভিত্তিক অতএব গ্রহণযোগ্য কিন্তু ‘রুথের তেস্তলি কুস্তীরে থাঅ’ ছত্রের অর্থ নিরূপণে নদী-বহুল বঙ্গদেশে প্রবল বন্যায় তেঁতুল বৃক্ষ সমান জলক্ষীতির সূত্রে কুস্তীরের তেঁতুল বৃক্ষে আবোহন ও ক্ষুধার তাড়নায় তেঁতুলফল ভক্ষণের প্রসঙ্গ-ও কোথাও কোথাও আলোচিত হইতে দেখা যায়। ও সব কথা থাক।

১৭নং পদের—“অনতাস্থিধ্বনি বিলসই রুণা’র শেবোক্ত শব্দটির অর্থ দেওয়া হইয়াছে শাস্ত্রীর গ্রন্থে—করণ, ডঃ সেনের গ্রন্থে—করণ, ককণভাবে < রুগ্ণ। কোনো গ্রন্থে আবার মধুরভাবে। রুগ্ণই ঠিক। কারণ এদেশে গ্রামাঞ্চলে কোনো চারাগাছ উপযুক্ত বৃদ্ধি না পাইলে বলা হয় ‘গাছ রুনিয়ে যাওয়া।’ এই তথ্যটি জানিতে পাবি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের সহিত সংক্ষেপে আলোচনায়।

প্রস্তুত গ্রন্থে চর্যাগীতির বৌদ্ধিক বিচার করি নাই কারণ ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে অনেক বিচার হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে এই ভরসায়। ধর্মতত্ত্ব-দর্শন প্রসঙ্গ যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টা করিয়াছি কারণ এ বিষয়ে অধিকারী ভেদ আছে। কেবলমাত্র পদের Internal evidence ধরিয়া যতখানি পাইয়াছি তাহাই বলিয়াছি তদতিরিক্ত বাড়-বাঁড় করি নাই। চর্যাপদের ছন্দ, আলাংকারিক সৌন্দর্য, রূপক-উপমা প্রয়োগের চমৎকারিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ভিজা

কমল ভারী করি নাই। তাহাতে গ্রন্থের কলেবরও স্ফীত হইয়া উঠিত বিপুল পরিমাণে। একে তো প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি ভীতি সর্বজনবিদিত !

পদকর্তাগণের পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইল। উৎসাহের আতিশয্যে চারিজন সিদ্ধাচার্যের ছবিও ছাপাইয়া দিলাম। সাহিত্যিক পরম্পরায় চর্চাগীতির অমরুত্তি সম্পর্কে নূতন তথ্যভিত্তিক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি যথাস্থানে। ৪নং পদের ‘তিঅডা চাপী জোইনি দে অক্বালী’ ছত্রটি গোর্থবিজয়ে প্রায় হুবহু অমুসৃত হইতে দেখি ‘চাপ তিন তিহড়ি’ রূপে। শূণ্য-পুরাণের ‘ধবল বরণ ঘোড়া নিলয় না জানি’ সংজেই স্মরণ করায় ৬নং পদের প্রথম ছত্রটি। ৫নং পদে চাটিল ধর্মের জন্ত শেতু তৈয়ারীর কৃতিত্ব দাবী করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাহাকেই বলিয়াছেন ‘ধর্মসেতু’। তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ পাইতেছি—‘নিজ ছিষ্টে রক্ষিবারে কৈলে ধর্মসেতু’।

রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরীতে’ কমলাস্বর-পার ‘সোনে ভরিলী করুণা নাবী’র সাদৃশ্য আবিষ্কার না করিয়া সরহ-পার ২২ নং পদ ‘অপণে’ রচি যচি ভবনিবান’র সহিত রবীন্দ্রনাথের ‘আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারই আবরণ !’ এর ভাবগত সাদৃশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। যদিচ এই ভাবনাটিও আমার নিজস্ব নহে।

চর্চাপদের প্রাদেশিক দাবী কি এবং কেন বুঝিতে পারি না ; তথাপি তাহার অস্তিত্ব আছে। প্রস্তুত গ্রন্থের ভূমিকায় স্বভাবতই উক্ত প্রসঙ্গ আসিয়াছে। আমার ধারণা ছিল ‘রাউত’ পদবী কেবলমাত্র ওড়িশ্যাতেই প্রচলিত আছে কিন্তু এদেশেও এই পদবীর সন্ধান মিলিতেছে। শাস্ত্রীর মতে, ‘রাউত’ গন্ধবেণেদের একটি আশ্রমের নাম। ইহার ছাউনিতে বসিয়া গন্ধজব্য বিক্রয় করিত।

প্রাচীন সাহিত্য সম্পাদনার অগতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শব্দ-স্মৃতি ও শব্দার্থ টীকা। চর্চাগীতির ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বোধহয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে অতীতে একজন পণ্ডিতের কৃতকর্ম পরবর্তিকালের গ্রন্থাদিতে অমুসৃত হইতে দেখা যায় পরিসংখ্যানগত ভ্রান্তি এবং মুদ্রণ-প্রমাদ সমেত। এ বিষয়ে আমিও মুজিত গ্রন্থাবলীর সাহায্য লইয়াছি কিন্তু নির্ভর করিয়াছি মুনিদত্তের টীকার উপর। ডঃ সেনের দুইখানি গ্রন্থেই ‘অপতিঠান’ ৩১নং পদের শব্দরূপে মুজিত। ‘চর্চাপদ’ (অতীন্দ্র মজুমদার) গ্রন্থেও তদ্রূপ। The old Bengali Language and Text গ্রন্থেও Apatithana-Baseless-3। শব্দটি আসলে ৩৪নং পদের।

তেমনি ‘উলাস’ শব্দটিও পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থে ৩৫নং পদের শব্দরূপে উল্লিখিত। বলা বাহুল্য, এই ভ্রান্তিগুলি ডঃ সেনের গ্রন্থ হইতে মুদ্রিত। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইতে চাহি না। সেন মহাশয়ের গ্রন্থে ‘কমলিনী’ ২৮ নং পদের শব্দ; অর্থ পদ্মলতা। The old Bengali Language and Text গ্রন্থে Kamalini—Lotus Stem 28। প্রথমতঃ শব্দটি ২৮ পদের নয়; ২৭ নং পদের। দ্বিতীয়তঃ কমলিনী অর্থে পদ্মলতা বা Lotus Stem এমন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। মুনিদত্তের মতে, ‘কমলরসং মহান্থরসমশ্রুতীতি কমলিনী সৈব প্রকৃতি পরিপূজ্য-বধূতিকা নৈরায়া।’ কঙ্কচিনা অর্থে শাস্ত্রী-মহাশয়ের কাঁকড় নয় কাক্কনিদানা, ক্রামাঘাসের বোজ; অধুনা এদেশে পক্ষীখাদ্যরূপে ব্যবহৃত। Etymological অভিধানে আছে Bird-Seed. ঘাটে শব্দটির প্রতিশব্দ Stir খুব লাগসৈ হইয়াছে; প্রচলিত অর্থে ঘাঁটাঘাঁটি কিন্তু মুনিদত্ত বলিয়াছেন সংযোগ্যগুণে। মুনিদত্তের সব অর্থই ব্যাকরণসম্মত এমন নহে কিন্তু চর্চাপদের দুরূহতা অপনোদনের সহায়ক বলিয়া গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিয়াছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের কাণ্ডজ্ঞান (যেটুকু আছে) কাজে লাগাইয়াছি। বলিতে ভুলিতে গিয়াছি মুনিদত্তের টীকার সার্বিক বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থে সম্মিলিত হইল।

শ্রুত গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় নাই। চর্য্যচর্য্যবিনিস্চয় : চর্য্যগীতিকোশ প্রভৃতি নাম গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যভিত্তিক কিন্তু ওজনে ভারী। ‘আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে’র আশ্চর্য্য শব্দটির ধারে গ্রন্থের কি পরিণাম ঘটবে স্থির করিতে না পারিয়া বাদ দিয়াছি। ‘চর্য্যগীতি পদাবলী’ নামটি বাংলাসাহিত্যের সহিত সূন্দর খাপ খায়। ২নং পদের ‘চর্য্য’ এবং ৩৩ নং পদের ‘গীত’ জোড়া লাগাইয়া ‘চর্য্যগীত’ এবং তৎসহ ‘পদাবলী’ সংযোজন গুঢ় অর্থহ্যোতক। চর্য্যগীতি-পঞ্চাশিকা নামটি গৃহীত হইয়াছে নিছক গীত সংখ্যার কথা স্মরণে রাখিয়া। মূল সংকলন-গ্রন্থে মোট কতগুলি গান সংকলিত হইয়াছিল জানা যায় না। প্রাপ্ত পুঁথির সর্বশেষ পদটি ৫০ সংখ্যক। তিব্বতী অনুবাদে মোট গীতসংখ্যা ৫১। মূলের সংখ্যাও মনে হয় ৫১। হিন্দু সংস্কারে ৫০ অপেক্ষা ৫১ সংখ্যাটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই গ্রন্থের নামকরণে শূন্যস্থ পঞ্চাশিকা শব্দই গৃহীত হইল; কারণ কোনোরূপ প্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখি না।

যাঁহার প্রেরণায় গ্রন্থখানি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হইল তিনি অশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ ভূদেব চৌধুরী। সমগ্র গ্রন্থখানির পরিকল্পনায় তাঁহার মূল্যবান

উপদেশ কাজে লাগাইতে পারিয়াছি। যাহাকে আশ্রিত গোপন রাখিয়া গ্রন্থ সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করিয়াছি তিনি বিশ্বভারতীর বাংলাপুঁথি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড: পঞ্চানন মণ্ডল। তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাচীন সাহিত্যের কোনো গ্রন্থ সম্পাদনা করিতে হইলে অনেক জন্ম লাগিয়া যায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীহৃথময় মুখোপাধ্যায়ের কোনো পরিকল্পনাই এই লংকরণে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ইহারা প্রত্যেকেই আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক; হৃদয়ংগণ স্বীকারের কোনো দায় নাই; কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রায়ই ওঠে না।

মুনিদত্তের টীকা অনুবাদে আমার প্রথম হাতে খড়ি বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড: নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট। পরে ড: দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দুর্গেশদা) এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেন। কয়েকটি শব্দের সাহায্যে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব না। বিভিন্ন সময়ে সময়োপযোগী সাহায্য করিয়াছেন অগজপ্রতিম শ্রীঅমিত্রহৃদন ভট্টাচার্য। শ্রীমান চন্দন রাণার নামও গ্রন্থে যুক্ত হইল।

গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ফার্মা কে এল এম এর অন্ততম স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। গ্রন্থ প্রকাশের লগ্নে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উক্ত সংস্থার অন্ততম কর্মী শ্রীশচীন চক্রবর্তী মহাশয়ের কর্মতৎপরতাও উল্লেখযোগ্য।

॥ এক ॥

প্রথমে জাতি এবং ভাষা ; তারপরে দেশ ; সাহিত্য আরও পরবর্তিকালের ঘটনা । ‘বঙ্গ’ শব্দটির অর্থ ও ব্যুৎপত্তি বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে । ‘বঙ্গ’ শব্দের ‘অং’-অংশের সঙ্গে গঙ্গা, হোয়াং-হো, ইয়াং-সি-কিয়াং প্রভৃতি নদী-নামের ‘অং’ অংশের সমত্ব ধরে অহুমিত হয় শব্দটির মৌলিক অর্থ জলাভূমি । এ ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ । মধ্যযুগের একটি প্রাচীন গ্রাম—নাম ‘ব্যাঙ-চাত্ৰা’ অধুনা বঙ্গছত্র নামে পর্যবসিত । এই সূত্রে কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা ‘ব্যাঙ’ শব্দটি বঙ্গ শব্দের প্রাকরূপ । চাত্ৰা শব্দের অর্থ জানি না । এই নাম উত্তর-রাঢ়ে আরও আছে । গ্রাম-দেবতা অথবা গ্রাম-দেবীর নাম অনেকক্ষেত্রে স্থান-নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় । প্রাচীন স্কন্ধ দেশের দেবী স্কন্ধারূপা । ঈশতাল-পরগণার আলগ্-পথর গ্রামের গ্রাম-দেবী আলগ্-চণ্ডী । কোনো দেবতার বীজমন্ত্রের বিশেষ কোনো শব্দ সহযোগে কোনো দেশের নাম নিম্পন্ন হয় কিনা জানা নেই ; তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ-রাঢ়ে বোড়ো গ্রামের বলরাম দেবতার বীজমন্ত্র ‘বং’ । বোড়ো নামটি নিশ্চিতরূপে মঙ্গোলয়েড্ গোষ্ঠীর ‘বোদো’ জাতির নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত । বঙ্গদেশের প্রাচীন নাম ‘বাজ্’ বা ‘বঙ্গ’-দেশ তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তবকাং-ই নাসেরী গ্রন্থ থেকে । এই গ্রন্থে বঙ্গদেশ Bang রূপে উল্লিখিত । ১২৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মীনহাজ-ই-সিরাজ গ্রন্থ-খানির রচনা সম্পূর্ণ করেন ।

‘বঙ্গ’ শব্দটি ঋক্বেদীয় নয় । পণ্ডিতেরা মনে করেন, ঐতরেয় আরণ্যকে (২-১-১-৫) ‘বয়াংসি বঙ্গাব ধাশ্চেরপাদা বা বগধাশ্চ ইরঃপাদা’—জ্যোৎস্নাংশে বঙ্গ, বগধাশ্চেরপাদ বা ইরপাদ এই তিনটি জাতি নামের উল্লেখ রয়েছে । বৈদিক আর্যগণের দৃষ্টিতে এদেশের প্রাক্ আর্য আদি-অধিবাসীরা ছিল বয়াংসি বা বায়স বা পক্ষী-স্বভাব । হয় ভ্রাম্যমান যাযাবর অর্থে ; নয়ত যাদের মুখের ভাষা অক্ষুট—এই অর্থে । জলাভূমিতে বসবাসের দরুন তাদের উচ্চারণে নানা-রকম বিকৃতি ঘটে গিয়েছিল । তারা মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতো । এই প্রসঙ্গে শতপথ-ব্রাহ্মণের কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য ।

আৰ্ঘ-অভ্যাগমের আদি-পৰ্য্যয়ে প্রাচীন ধারার যে পুরাতন শাখা ‘সদানীরা’ অতিক্রম ক’রে ‘বিদেঘ’ অর্থাৎ বিদেহভূমিতে উপনিবিষ্ট হয়েছিল সে ধারাকে অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে আত্মর বা ত্রাত্যরূপে অভিহিত করা হয়েছে। ‘ওহে শক্রগণ!’ এই অর্থে ‘হে হরয়ঃ’র পরিবর্তে ‘হেলয়ো’—এই উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে নবাগত আৰ্ঘধারার কাছে এরা পরাভূত হয়।

‘বয়াংসি’র অর্থ দস্যুজাতীয় ধরলে বঙ্গ বা বঙ্গাল মানে দুর্ধর্ষ-লুটেরা হতে হয়। চর্চাগীতির ৪২ নং পদে নির্দয় দস্যুদল কর্তৃক লুণ্ঠিতরাজের একটি প্রতীক-কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে। রাতের মতো ‘বঙ্গাল’-শব্দটিরও নিন্দাবাচক অর্থ-পরিণতি ঘটেছিল। জিপ্সী ভাষার ওয়েলেশ্-উপভাষায় ‘বেঙ্গালী জুবল’ মানে অসতী-নারী।

॥ দুই ॥

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল বাংলা নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ‘বঙ্গ’ শব্দের সঙ্গে আল্ (আলি বা আইল) যুক্ত হয়ে বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। আল্ শুধু শব্দক্ষেত্রের আলি নয়; আল অর্থে ছোট-বড় বাঁধ। নদীমাতৃক (সদানীরা—সর্বদা জলপ্রাবিত অঞ্চল) দেশে বৃষ্টি ও বন্যাস্রোত প্রতিরোধের নিমিত্ত এবং বারিপাত যেখানে কম সেখানে বর্ষার জল সংরক্ষণের জন্ত (যেমন বৌরভূম অঞ্চলে) এই উভয় প্রয়োজন-ই আল দ্বারা সিদ্ধ হ’তো। ‘বঙ্গ’ শব্দের সঙ্গে ‘আল’-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বঙ্গাল শব্দটি দশম-বাদশ শতকে অথবা তারও অনেক পূর্ব থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। চর্চাগীতি-পদাবলীতে ‘বঙ্গ’ শব্দ নেই; কিন্তু ৪৩ নং পদটি বঙ্গাল-রাগে গীত হবার নির্দেশ আছে। ৪২ নং পদের বর্ণনা থেকে মনে হয়, বঙ্গাল বিশেষ কোনো জাতি বা সম্প্রদায় কর্তৃক লালিত আচার অথবা সংস্কৃতির নাম। সেই বঙ্গাল আচারের প্রধান ধারক তখন চণ্ডাল জাতি। সংস্কৃত পর্বাঙ্গের অভিজাত সঙ্গীত ধরনা অর্জন করার মতো শিক্ষাচার্হ-ভূম্বু চণ্ডালী-বিবাহের মধ্য দিয়ে সেই বঙ্গীয় আচারে দীক্ষিত হয়ে বাঙ্গালী হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—বঙ্গ জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণাণ। ৩২ নং পদ।

বিশেষজ্ঞগণের মতে, চণ্ডাল ও ডোম দু'টি জাতি বরাবর আর্থভাষী ছিল। অনেকে বলেন, এরা আদিতে আর্থশাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল পরে আর্থশ্রেণীভেদে হয়। অর্বাচীনকালের পুরাণগুলিতে এরা অন্ত্যজ রূপে উল্লিখিত। বৃহদ্রম পুরাণোক্ত বর্ণবিভাগ-সূচিতে দেখা যায়—চণ্ডাল (বা চাঁড়াল) অধম-সংকর (বা অন্ত্যজ), বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত অতএব অস্পৃশ্য। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে চণ্ডাল অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য পর্ধ্যায়ের অন্ততম জাতি-বিশেষ। কিন্তু কবিকর্ণধরের কাব্যের বর্ণনা থেকে জানা যায়, লোকলের সমাজে চণ্ডালেরা অস্পৃশ্য ছিল না।^১ দ্বাদশ শতাব্দের বৌদ্ধ-পণ্ডিত অদয়-বজ্রের উক্তি অনুসারে, চণ্ডাল জাতির উপবীত সংস্কার ছিল।

এদেশের আর একটি অতি প্রাচীন জাতি ডোম। এরা মতপানে আসক্ত; বলিষ্ঠ এবং দুর্ধর্ষ। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী কতদিনের জানি না; ঐতিহাসিকতাও সন্দিগ্ধ তবে উক্ত কাহিনীর পরম্পরায় দুটি চরিত্র মনে হয় কাল্পনিক নয়। একজন আশোয়া-চণ্ডাল; অপরজন কালুডোম। কালুডোম এদেশের ডোম জাতির আদিপুরুষরূপে কথিত। এর জন্মতিথি অথবা বিজয়-তিথি এদেশের ডোমজাতি কর্তৃক সাড়ম্বরে পালিত হয়। কালুবীর বা কালুডোমের বংশোদ্ভূত সম্ভান এদেশের ডোমজাতি 'বীরবংশী' পদবীতে চিহ্নিত। বীর অর্থে কালুবীর; বংশী অর্থে বংশীয় বা বংশোদ্ভূত। ডোম এবং চণ্ডাল এই দুটি জাতি প্রাচীন বঙ্গীয় সংস্কৃতির শীর্ষদেশে একদা আসীন ছিল এবং সম্ভবতঃ দেশরক্ষা ও শাসনকার্কে এদের নৈপুণ্য ছিল সুবিদিত। কারণ সর্দার, দলুই (দলপতি), প্রধান বা পরধান ইত্যাদি পদবী ডোম বা চণ্ডালদের মধ্যে অতাপি প্রচলিত। নিজেদের সমাজে এরা নিজেদের স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে আর্থ-ভাষাভাষী ডোমদের কয়েকটি দল দুই হাজার—দেড় হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ ছেড়ে ইরানে চলে যায় এবং তারপরে ইরোপে পৌছে। তাদেরই ইংরেজী নাম জিপ্সি।^২ এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিমূলে কি তথ্য আছে জানি না। সে যাই হোক, বৈদিক মতে, এদের সংস্কারহীন ব্রাত্য^৩ বলা হয়েছে। পুরাণোক্ত তালিকায় এদের

১ চণ্ডাল নিবসে পুরে | লবন বিক্রয় করে | পানিফল কেন্দর পসারে ॥ —চণ্ডীমঙ্গল।

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড পূর্বার্ধ।

৩ ব্রাত্য শব্দটি পরবর্তীকালে প্রযুক্ত হয়েছে ব্রতবাহু অর্থাৎ আর্থ-সংস্কৃতিচ্যুত অর্থে, কিন্তু শব্দটির প্রকৃত অর্থ অন্তরূপ। বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃঃ—১৩০.

অস্বাভাবিকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরাই তখন বঙ্গীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আচার-আচরণে, ধর্মবিশ্বাসে, ভাষায় এরা আধ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাভাবিক অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে। এরা কদাচ সংস্কারহীন ছিল না।

এই সংস্কৃতির দুর্নিবার আকর্ষণেই ভূস্বক-পার বঙ্গদেশে আগমন এবং চণ্ডালী-বিবাহ। কাকু-পার ডোহী-বিবাহের কারণ-ও একই। তারও অনেক পূর্বে জৈনধর্মের ২৪তম তীর্থংকর রাঢ়দেশে এসেছিলেন এবং তাঁর ‘আর্হৎ’ লাভ হয়েছিল। এদেশের জম্মীক গ্রামে (অধুনা বর্ধমান জেলার জোঁগ্রাম) শ্রামাক নামে কৃষকের কৃষিক্ষেত্রের সংলগ্ন শালবৃক্ষের নীচে; ঋজুপালিকা নদী-তীরে।

মুনিদত্তের টীকায় উক্ত ‘লাড়ী-ডোহী’ নামটিও গৃঢ়-অর্থসূচক। লাড়ী অর্থে রাঢ়-দেশীয়। সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্গজনদেরা লাল (রাঢ়) জনদের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। জৈন-প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থে বঙ্গজনদের সঙ্গে লাল (রাঢ়) জনদের ‘উল্লেখ ক’রে উভয়কেই আঁখ বলা হয়েছে। আচারঙ্গ সূত্রে রাঢ়া জনপদের দু’টি বিভাগ—বজ্জ বা বজ্জভূমি, হুব্ভ বা হুম্ভভূমি। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে (একাদশ শতকের প্রথম দিক) উত্তর লাঢ়ম (উত্তর-রাঢ়) তৎকাল লাড়ম (দক্ষিণ-রাঢ়) নাম দুটি পাওয়া যায়। ষোড়শ-শতকে রচিত কবিকঙ্কণের কাব্যে ‘রাঢ়’ শব্দটি কখনও অস্পৃশ্য (অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়ার। কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥), কখনও চোয়ার-জাতির ঘৃণাসূচক বিশেষণ (আমার দেশের কাকড়া রাঢ়-চোয়ারে খায়॥) কখনও ব্যাধ জাতির বিশেষণ (অক্ষটি হিংস্রক রাঢ় চৌদিগে পল্লর হাড়) রূপে উল্লিখিত। ‘রাঢ়-চোয়ার’ শব্দটির মতো ‘ডোম-চণ্ডালী’ শব্দটিও কালক্রমে নিন্দাবাচক যৌনাচারের নামে পরিণতি ঘটে। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—‘কিসক পাতহ রাধা ডোম-চণ্ডালী।’ অন্ত্যদিকে ‘ডোম-চাঁড়ালি’ এ দেশের কোনো কোনো তান্ত্রিক দেবীর উপাসনার অপরিহার্য রুঢ়া-বিশেষ, প্রকারান্তরে পূজা-পদ্ধতির রূপান্তর। কৃষ্ণবজ্জ পা রচিত ১৮ নং পদটি ডোম চণ্ডালী নয় কামচণ্ডালী। চর্চাগীতে ডোম-চণ্ডালী গীত আসলে শবর-পা রচিত ২৮ নং পদটি। কারণ শবর-শবরীর দৈহিক মিলন কাহিনী এই পদে যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমন আর কোনো পদে নয়। এইরূপ ঘটনাই সম্ভবতঃ এ দেশের স্মৃতিকার-উক্ত শবরোৎসবের আদিক্রম অথবা রূপান্তর।

চণ্ডাল ও ভোমের মতো শবর জাতিও পূর্ব-ভারতের অন্যতম প্রাচীন জাতি-বিশেষ। এই জাতিও প্রাক্-আর্য যুগের এবং একদা বিশেষ সংস্কৃতি-সম্পন্ন ছিল। সংস্কৃতি-সম্পন্ন এই কারণে যে এই জাতির নামে চিহ্নিত একটি সঙ্গীত-ঘরানার সন্ধান পাওয়া যায়। চর্যাপদের ২৬ নং পদ শীবরী এবং ৪৬ নং পদ শবরী রাগে গীত হবার নির্দেশ আছে। প্রধানত ওড়িয়ার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল এই জাতির আদিবাসভূমি। উক্ত অঞ্চলে শবর-পূজিত শবরী-নারায়ণের অস্তিত্ব আজও আছে। তাছাড়া পুরীর জগন্নাথদেব মূলত শবর-জাতির দেবতা। এই দেবতার মূর্তি-কল্পনা কদাচ আর্ঘ্যভাবনা-আশ্রিত নয়। জগন্নাথ দেবের ভোগ আয়োজনের অন্যতম প্রধান সামগ্রী কাঁজি (আমানি = পচা ভাত এবং জলমিশ্রিত মাদক রস-বিশেষ) আর্ঘ্যগণের খাদ্যকচির অন্তর্গত নয়। জগন্নাথের পূজায় ‘হাড়ির ঝাঁটা’ অনুর্দ্ধান অত্যাধিক অপরিহার্য কৃত্য-বিশেষ।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে। চর্যাপদের কোনো কোনো পদকর্তা ওড়িয়া-বাসী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অকুণ্ঠ বক্তব্য—একজন পদকর্তার বাড়ী উড়িয়াদেশে, তাঁহার গানটিও উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাঙ্গলায় যেখানে ক্রিয়ার শেষে ‘ল’ থাকে, তাহাতে সেখানে ড় আছে, যেমন ‘গাহিল—গাইড’। সে পদটিকে আমি উড়িয়া ভাষার পদ বলিয়া স্থির করিয়াছি।^১—হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগানও দোহা। —মুখবন্ধ পৃ-১৭। কিন্তু তৎসঙ্গেও History of Oriya literature (Sahitya-Academi) গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার রীতিমতো ক্ষুদ্রকণ্ঠে বলেছেন, In the fine introduction to his book Buddha Gan O Doha M. M. H. P. Sastri, the discoverer of those Songs, Says (P.6) : I believe those who wrote in this language (i. e. that of these Buddhist Songs and Psalms) were of Bengal or the neighbouring Countries. He admits again in the same introduction at page 17 that one poet's domicile happens to be Orissa, and his Songs also is written in the Oriya language. I have taken that to be an Oriya poem. But strangely enough he forgot to name this Supposed Oriya Poem or the poet. কিন্তু চর্যাপদে যে কোনো

১ উক্ত শব্দের প্রকৃত পাঠ গাইড নয় গাইউ।

সংস্করণের মাত্র দুটি পাতা ওলটালেই বোঝা যায় পদটি ২নং ; শব্দকর্তা কুকুরী। ৬ পৃষ্ঠার অপরাধ সম্পর্কেও জবাবদিহি আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে কেবলমাত্র ওড়িয়া বললে হ'তে না তাঁকে বলতে হতো ওড়িয়া-আসাম-বিহার-মিথিলা। তার চেয়ে প্রতিবেশী রাজ্য বাংলায় ভাগবত অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

ওড়িয়া সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মতে, ৫০ নং পদে চিত্রিত পরিবেশে ওড়িয়ার কোনো পাহাড়ী গ্রাম চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এই পদে ব্যবহৃত 'তইলা' শব্দটি ওড়িয়া ভাষায় Newly reclaimed Jungle অর্থে ব্যবহৃত। এখানকার অধিবাসীরা কুঠার (Kuradhi)-এর সাহায্যে জঙ্গল কেটে অকৃত-ভূমিকে কৃতক্ষেত্রে পরিণত ক'রে তাদের প্রিয় শস্য Kangoo এবং Jahna (Cheena) বপন করে। কিন্তু কঙ্গুচিনার সূত্র ধরে কোনো রচনার ওড়িয়ায় প্রমাণ হয় না। কারণ কঙ্গুচিনা উড়িয়ার একচেটিয়া ফসল নয় ; কঙ্গুচিনা বাংলাদেশেও উৎপন্ন হতো ; বর্তমানে এদেশে এর নাম কান্ধনিদানা ; ব্যবহৃত হয় বিশেষত পক্ষীখাদ্যরূপে। তাছাড়া জঙ্গল কেটে কঙ্গুচিনা বপন করার যে প্রসঙ্গ ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে অতুরূপ প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজু পাড়ে' গল্পটি। উক্ত গল্পের পটভূমি উড়িয়া নয় বিহারের লবটুলিয়া-বইহাং অঞ্চল। এছাড়া ২৮ নং পদের 'দারী' এবং 'লোড়িব' শব্দ দুটি অবলম্বনেও ওড়িয়া দাবী প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু দারী শব্দটি এদেশেও প্রচলিত অসতী রমণী অর্থে। গোর্থবিজয় কাব্যে বর্ণনা আছে—এমত সাহস তোর কৈলি চুরিদারি। পৃঃ—১১৬। স্তবরাং একটি দুটি শব্দের উপর নির্ভর করে বিশেষ কোনো প্রাদেশিক দাবী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, বলা বাহুল্য, উচ্চস্তরের গবেষণাপ্রীতি নয়।

প্রকৃতপক্ষে লোকায়ত স্তরে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপ এবং উক্তর ভারতের সর্বজনবোধ্য শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রচলন ছিল যথেষ্ট। এই শেষোক্ত ভাষায় বৌদ্ধ শিক্ষাচার্যেরা গান ও পদ রচনা করেছিলেন। মাগধী-অপভ্রংশের স্থানীয় গোড়বঙ্গীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী-অপভ্রংশের বড় কিছু পার্থক্য ছিল না। নব-সৃজ্যমান বাংলাভাষায় রচিত চর্চাপ্রীতিগুলিতে যে-ভাষা অমূল্য হইয়াছে তা মাগধী-অপভ্রংশের গোড়বঙ্গীয় রূপেরই সহস্র স্বাভাবিক বিবর্তন ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার উপর শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবও কিছু পড়েছে।^১

সেইজন্য অভ্যস্ত স্বাভাবিক কারণে চৰ্যাপদের ভাবারীতিতে এমন অনেক বৈশিষ্ট্যই আছে যা বাঙ্গালা ভাষার এবং একই সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির। চৰ্যাপদ যে যুগে রচিত হয়েছে, ভরসার কথা, তখন আজকের মতো প্রাদেশিকতাবোধ মানুষকে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে নি।

হরপ্রসাদের মন্তব্যের সূত্র ধরে নিছক একজন পদকর্তা ওড়ি়ায়াবাসী এবং একটি পদের একটি মাত্র ক্রিয়াপদ-ই যে ওড়িয়া প্রভাবিত এমন নয়। ভূম্বু-পার জীবনী আলোচনায় দেখা যায়, তিনি কিছুকাল ওড়ি়ায় অবস্থান করেছিলেন। ভূম্বু ৪৩ নং পদে নিজেকে ‘রাউতু’ বলেছেন। ‘রাউত’ রাজকর্মী হতে পারে, Horseman হতে পারে, রাজপুত্র হতে পারে কিন্তু রাউত পদবীর প্রচলন বর্তমানে ওড়ি়াতেই আছে। সিদ্ধাচার্য সরহ-পাদ ওড়-বিষয়ে মন্তব্যান শিক্ষা করেন; পরে মহারাষ্ট্রে গিয়ে যোগিনী-আচারে সিদ্ধ হন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, লুই-পা কে ময়ূরভজ্ঞ অঞ্চলে পূজা করা হয়।

স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখলে চৰ্যাপদের ঐতিহ্যের সঙ্গে ওড়িয়া-সংস্কৃতির সংযোগাত্মক সাদৃশ্য আরও অনেক পাওয়া যাবে। পুরীর বড়-দেউলের ভিত্তি-চিত্রে দিগম্বর নরনারীর বিপরীত-বিহার চিত্রের সঙ্গে—‘বিপরীত করণে দায়ক সিধা’ অংশের সাদৃশ্য আছে বলে; জনৈক পণ্ডিত অনুমান করেছেন।

এছাড়া অর্বাচীন কালের কোনো কোনো পুরাণে ‘জগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য’ অংশে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। সূর্য-বংশজাত রাজা ইন্দ্রহ্যায়ের বাসনা হ’লো স্বর্ণদেউলে কমললোচন স্থাপনের। সমুদ্রের বালুকাতে তিনি স্বর্ণ দেউল নির্মাণ করলেন। কিন্তু দেবতার হুঁচুয় সে দেউল বালুকাগর্ভে তলিয়ে গেল। এই ভাবে রূপা ও তামার মন্দিরও তলিয়ে গেল। সবশেষে তৈরি হল প্রস্তর দেউল। কমললোচন স্থাপিত হলেন। তিঅ-ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী—২৮নং পদের এই ছত্রটি, আমার মনে হয়, উক্ত গল্পের সঙ্গে কোনো ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। চৰ্যাপদ বহুলাংশে ‘বৌদ্ধ গান ও দোহা’। ওড়ি়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ঘটেছিল এই ধর্ম-প্রচারের আদিযুগেই। উদয়গিরি খণ্ডগিরিতে ব্রাহ্মী হরফে খোদিত অশোকের অনুশাসন আছে। শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমূর্তি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতীক বলে অনেকে মনে করেন। দেববিগ্রহে সংযুক্ত বিষ্ণুপঙ্কজ অনেকের মতে, বুদ্ধাঙ্কি। তবে ওড়ি়ায় আদি শবর সংস্কৃতিঃ সঙ্গে নবাগত বৌদ্ধধর্মের সমন্বয় সহজে হয়নি তার পরিচয় বড়-

দেউলের দেওয়াল-চিত্রে অজ্ঞাপি স্থপতি। দশাবতারের মূর্তিতে বুদ্ধের মূর্তি বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে জগন্নাথ বিগ্রহ অঙ্কিত হয়েছে।

শবর বা শবরী জাতির আদি বাসভূমি যদি ওড়িষ্যা হয় তাহলে উক্ত জাতির কোনো শাখা কোনো কারণে এদেশে এসে বসতি স্থাপন ক’রে হাড়ি রূপে পরিচিত হয়েছিল। এই নামের ভাষাগত বিবর্তন এই রকম—শবরী > হাড়ি > হারি, হাড়ি।^১

এদেশে হাড়ি জাতির সাধারণ পদবী হাজরা। বীরভূমে হাজরা নামে গ্রাম আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত জাতি-নামের তালিকায় ‘হাড়ি’ নামে একটি জাতি অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। হাড়ি সম্ভবতঃ হাড়ি নামের কষ্টকল্পিত সংস্কৃত-রূপ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণও কত পুরানো বলা মুশ্কিল। প্রকৃতপক্ষে হাড়ি জাতির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে এদেশের ধর্মপদম্পরায়—নাথ ঐতিহ্যের সৃষ্টিপত্তন কাহিনীতে।

বলুকা নদীর ঘাটে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পিতৃস্বর্বে নিরত হলে আদিনাথের পুতিগন্ধময় মৃতদেহ বলুকার স্রোতে ভেসে এলো। গলিত শবের দুর্গন্ধে ব্রহ্মা আসন ছেড়ে পালালেন; বিষ্ণুর কাছে গেলে তিনি জল ঠেলে মৃতদেহ দূরে সরিয়ে দিলেন; শিবের কাছে গেলে তিনি বুঝতে পারলেন এ নিশ্চয় পিতার মৃতদেহ। দুই ভাইকে ডেকে শিব পিতার মৃতদেহ সংকারে উত্তোগী হলেন। শিবের জাহ্নব উপর আদিনাথের শবদাহ করা হলো। ব্রহ্মা হলেন অগ্নি, বিষ্ণু হলেন কাঠ। দাহমান শবের নাভি থেকে উদ্ভূত হলেন মীননাথ, ললাট (মস্তান্তরে জটা) থেকে নির্গত হলেন গোর্থনাথ, হাড় থেকে নির্গত হলেন হাড়ি-পা।^২

ঘটনার পটভূমি যেহেতু বলুকা নদী এবং কল্লনা যেহেতু বঙ্গীয় কবির তাই স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে ঘটনাস্থল বঙ্গদেশ। সে যাই হোক, দেবতার অভিশাপে মীননাথ বামনা ভোগ করতে গেলেন কদলী-কামরূপে নারী রাজ্যের

১ সাহিত্য-প্রকাশিকা। —৪র্থ খণ্ড

২ হাড়ি-পার নামাস্তব জালন্ধরি। কারুপাদের ভূমিতায় ১২টি চ্যাপীতি মিলিয়াছে তাহার মধ্যে অন্ততঃ ছয়টিকে তান্ত্রিক যোগীসিদ্ধ কান-পার রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই। একটিকে গুপ্ত জালন্ধরির দোহাই আছে—শাপি করিব জালন্ধরি পাএ।

রাজা হয়ে। হাড়ি-পা গেলেন মেহায়কুলে (ত্রিপুরা) রাণী-ময়নামতীর ঘোড়া-শালায় হাড়ি-কর্ম (কাড়ুদারের কাজ) করতে।

এই যোগসাধনার সূত্রেই বঙ্গদেশের সঙ্গে ত্রিপুরা-আসাম-কামরূপের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। দিবসই বহুড়ি কাগ ডরে ভাঅ। রাত্তি ভইলে কামরু জাঅ ॥—কুকুরী-পার ২নং পদটির যে গৃহবধু দিনের বেলা কাক ভয়ে ভীত হয়; রাত্তি গভীর হলে সে-ই কামরূপে অভিসার করে। বহির্বঙ্গে ছত্রটি ঈষৎ রূপান্তরে গ্রাম্যছড়ায় চালু আছে—কামরূপের পরিবর্তে ভোটান।

একটি তিব্বতী পুঁথির তথ্যের উপর নির্ভর করে Dr. G. Tucci সিদ্ধান্ত করেন, মীননাথ কামরূপে জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরদর্শন নিবন্ধ থেকে যে চারছত্র মূনিন্দ্র উদ্ধৃত করেছেন, অসমীয়া পণ্ডিতদের মতে, পদটি কামরূপের মীননাথের রচনা।^১ পদটি এইরূপ—

কাস্তি গুরু পরমার্থের বাট। কর্মকুরঙ্গ সমাধি কপাট ॥

কমল বিকশিল কহি [হ] ন জমরা। কমল মধু শিবি ধোকে ন ভমরা ॥

আসামের এই দাবী অসঙ্গত নয়। কিন্তু পদটির ভাষা বিচার ক’রে অসমীয়া সাহিত্যের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করেছেন পদটি আসলে কামরূপ এবং মিথিলার মিশ্র উপভাষায় রচিত—From a careful study of these compositions it appears that the dohas fit into the prevailing spirit of age. Though they appear to be written in a mixed dialect of kamrupi and Maithili and are mainly didactic in purpose these poems have a significant literary value in the evolution of old Assamese poetry. P 40-41—Assamese literature—Hem Barua.

১ প্রকৃতপক্ষে মীননাথ “বঙ্গদেশে” সম্ভবতঃ দক্ষিণবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন এবং মংস্ত্র-ঐতির জন্তু তাঁকে ধীর বলে অনুমান করা হয়। তাঁর আদিলীলা স্মরণবন সন্নিহিত সমুদ্র অঞ্চলে; গোখবিজয়ের সাগর বঙ্গোপসাগরের ঈদ্রিত হতে পারে।……মধ্যলীলা কামরূপে। শেষ বয়সে মীননাথ গোখ কৰ্ত্তৃক ‘বিজয়া ভুবনে’ সম্ভবতঃ নেপাল অঞ্চলে নীত হন।……উপরোক্ত চার ছত্রের……অত্রান্ত অতিক্রমি শোনা যায় দ্বিজলক্ষণের ‘অনিল পুরাণে’ মীননাথ-শ্রুত হরগৌরীর তত্ত্ব সংবাদে—

পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা। মংস্ত্র নাহি চেনে বক জল কৈল খোলা ॥

—ভূমিকা : গোখবিজয়

প্রকৃতপক্ষে, শিষ্ট সমাজের উচ্চস্তরে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা বাদ দিলে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপই ছিল এই পর্বে রাঢ়-বরেঞ্জ-বঙ্গ-সমতট-চট্টলের লোকায়ত ভাষা। মূলতঃ এই ভাষায় আর্যের অষ্টিক, দ্রাবিড়, ভোটব্রহ্ম প্রভৃতি ভাষাগোষ্ঠীর নানা স্থানীয় 'বুলির' যথেষ্ট প্রভাব ছিল উচ্চারণ ভঙ্গীতে, বাক-ভঙ্গীতে, পদবিছাসরীতিতে। কাজেই এই ভাষায় রচিত সাহিত্যে পূর্বভারতের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষার স্ফুরক কম-বেশী থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এতৎসঙ্গে খাস বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য চর্যগীতি পদাবলীতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(ক) চর্যাপদের পাঠকদের কাছে এই সংবাদ আজ আর অজ্ঞাত নয় যে, নদীমাতৃক বঙ্গদেশের পটভূমিতে অধিকাংশ পদ রচিত। ৪৬ইটি পদের মধ্যে অন্ততঃ সাতটি পদে কোনো-না-কোনো ভাবে নদ-নদীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। অনেকে বলেন, ৪২ নং পদের 'পউআ থাল' আসলে পদ্মানদী। বিষয়টি বিবেচনা-সাপেক্ষ। কারণ কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, পদ্মা অর্বাচীন নদী। রাধা-কমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, ষোড়শ শতক থেকে গঙ্গার পূর্ব-যাত্রা অর্থাৎ পদ্মার সূত্রপাত।

১৪নং পদে উল্লিখিত 'গঙ্গা জউন' মার্বোঁ রে বহই নান্দ' অংশে হুগলীর ত্রিবেণী-সংগমের কথা বলা হয়েছে বলে মনে করি। ত্রিবেণী-সংগমের অন্ততম নদী সরস্বতীর এখন আর অস্তিত্ব নাই। যমুনাকেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের কবি বিপ্রদাসের কাব্যে উল্লেখ আছে—গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বরী। রেনেলের মানচিত্রে যমুনা অতি-খর্ব ক্ষীণ একটি রেখা মাত্র।

ত্রিবেণী-পাণ্ডুরা সপ্তগ্রাম একদা বৌদ্ধতান্ত্রিকতার কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাছাড়া, এই অঞ্চলের খ্যাতি ছিল বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে। কবিকল্প উল্লেখ করেছেন—সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না জায়। ঘরে বসি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায় ॥ এই অঞ্চল একদা বৈষ্ণবদের স্থায়ী বাসভূমি ছিল। বৈষ্ণবরা ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বৈষ্ণবদের বলা হয়েছে বৌদ্ধ—বৈষ্ণব বৌদ্ধ ইব। নিত্যানন্দ প্রভু এঁদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। চৈতন্য-ভাগবতে তাঁর উল্লেখ আছে। তৎপূর্বে এই অঞ্চল ছিল দয়াপ-খাঁ প্রমুখ গাজী-পীরের আশ্রয়। কাজেই ১৪নং পদের রচয়িতা সিদ্ধাচার্য ডোহী-পা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণে এই অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন।

(খ) অনেক চৰ্ণাপদ বহির্বঙ্গেও রচিত হতে পারে ; কিন্তু একমাত্র ‘বঙ্গ’ ছাড়া আর কোনো দেশ-নাম কোনো পদে পাওয়া যায় না। ‘গোড়’ নামটিও আছে পদশীর্ষে রাগ-নামে। ২নং ও ৩নং পদে রাগ-গবড়া ; ১৮নং পদে আছে ‘গউরা’ ; ৪০নং পদে রাগ-নির্দেশ করা হয়েছে ‘মালসী গবুড়া’ নামে। ৪৩নং পদে ‘বঙ্গাল’ রাগের উল্লেখ আছে। দেশ-নাম ও জাতি-নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাগ-নামের পরিচয় সঙ্গীতশাস্ত্রে অনেক আছে। এগুলিও গোড় বঙ্গে উদ্ভূত নিজস্ব রাগমার্গ। অবশ্য তার দ্বারা নিশ্চিত প্রমাণ হয় না যে এগুলি একমাত্র বাংলা সাহিত্যের-ই সামগ্রী। কারণ কাওয়ালী গান কাওয়াল জাতি ছাড়া অত্র জাতির মধ্যেও বেশ প্রচলিত আছে। আবার জারিগান, সারিগান বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ।

(গ) ‘বঙ্গাল’ শব্দটি চৰ্ণাপদে পাওয়া যায় জাতি নাম রূপে। তাছাড়া বাঙ্গালা দেশের ভূমজ জাতিগুলির নাম চৰ্ণাপদে আছে। যেমন—ডোম, চণ্ডাল, শুডি, কুলান, কাবালি, তাঁতি, কৈবর্ত, গোয়াল, তাহুলী। পদকর্তাগণের নামগুলি যদি জাতি-বাচক হয় তাহলে তৈলিক পাদ, তস্তি-পা, ধোবী, চর্মার, কর্মার, কুস্তকার ইত্যাদি নাম বর্তমান প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) চৰ্ণাগীতিকারগণ অধিকাংশই বঙ্গদেশীয়। অনেকে জন্মস্থানে ; অনেকে কর্মস্থানে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—‘পদকর্তা-পরিচয়’ অংশে। এ ছাড়া তিব্বতী-গ্রন্থের সাক্ষ্য আরও কয়েকজনকে জন্মস্থানে বাঙ্গালীরূপে পাওয়া যাচ্ছে। তেজুরে সরোহ [-বজ্জ] বা সরহকে বলা হয়েছে উড্ডীয়ান বিনির্গত ; কিন্তু পাগ্-সাম জোন-জাং গ্রন্থে সেই সরহকে বলা হয়েছে বঙ্গালের অধিবাসী। অবধূতপাদ বা অবয় বজ্জকে তেজুরে এক জায়গায় বলা হয়েছে উড্ডীয়ান বাসী অত্র অংশে সেই অবয় বজ্জকে বলা হয়েছে বাঙ্গালী। পাগ্-সাম-এ যে লুইকে বলা হয়েছে উড্ডীয়ান বিনির্গত, তেজুরে সেই লুইকে বলা হয়েছে বাংলার অধিবাসী। তেজুরে যে তৈলিক-পাদকে বলা হয়েছে উড্ডীয়ান-বাসী সেই তৈলিকপাদকে পাগ্-সাম-এ চট্টগ্রামীয় এক ব্রাহ্মণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পাগ্-সাম-এ নাগবোধির বাড়ী বলা হয়েছে বরেন্দ্রের শিব সর গ্রামে। অথচ স্বয়ং নাগবোধি নিজের বর্ণনা দিয়েছেন উড্ডীয়ান-বিনির্গত বলে। এইসব সাক্ষ্য উপর নির্ভর করে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সিদ্ধান্ত করেছেন, উড্ডীয়ান বাংলা দেশে-ই। পাগ্-সাম গ্রন্থে শান্তি রক্ষিতের পরিচয় আছে বাঙ্গালীরূপে ; অন্তত শান্তি রক্ষিতকে-বলা হয়েছে গোড়ের অধিবাসী।

তারনাথের মতে, সরোবহ-বজ্রের সমসাময়িক ছিলেন কুকুরীপাদ, কল্পল পাদ বা কখলাধর পাদ। কুকুরী বাংলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্বম্পার মতে, শবরী ছিলেন বঙ্গাল দেশের পর্বতবাসী এক ব্যাধ বা শবর। রসায়নাচার্য নাগাজুন যখন বাংলাদেশে ছিলেন তখন তিনিই শবর-পাদ ও তাঁর দুই স্ত্রীকে তন্ত্রধর্মে দীক্ষা দান করেন। বাংলার সিদ্ধাচার্য লুই-পা ও নারো-পার শিষ্য দায়িক-পা। তিব্বতী মতে, এঁর বাড়ী ছিল সালিপুত্র নামক স্থানে। তিনি পালবংশীয় ইন্দ্রপালের সমকালীন।

(৬) চর্চাপদের ঐতিহ্যগত ধর্ম ও সাধনা প্রকাশিতরে এদেশের বিভিন্ন ধর্ম-ধারায় অনুসৃত হতে দেখা যায়। সে সম্পর্কে অনেক গ্রন্থে অনেক আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে একটি নূতন তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ৪০ নং পদে কাহ্ন-পা গুরুশিষ্যের আচরণ বিধির নির্দেশ দান প্রসঙ্গে বলেছেন—জ্ঞেতুই বোলি তে ত বিটাল। গুরু বোব সে সীসা কাল ॥ হেবজ্ঞ-তন্ত্রের ছোয়া পটলে গুরুশিষ্যের কায়িক-সংকেতের একটি ফরমূলা আছে। যদিচ মৌনী সাধনার পরম্পরায় কায়িক ইংগিতের মাধ্যমে মনোভাব ব্যক্ত করার রীতি ভারতবর্ষের সর্বত্রই কম-বেশী প্রচলিত আছে তৎসত্ত্বেও বাউলতীর্থ বীরভূমের প্রাক-গোড়ায়-বৈষ্ণব পীঠস্থানে এই রীতি হুবহু অনুসৃত হতে দেখেছি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে। দধিয়া বৈরাগ্যতলা গ্রামে গোপাল-দাসের মহোৎসবে সমবেত মাধব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই রীতিতে নির্দিষ্ট কয়েকদিন এই সাধনায় মগ্ন হন।

(৮) চর্চাগীতে প্রতিফলিত সমাজ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সে সমাজ বাঙালী সমাজের সৌরভমণ্ডিত। জাতি-বৃত্তি তো বটেই এমনকি চর্চাপদে যে সকল জাতকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি বঙ্গীয় সমাজব্যবস্থায় একই রূপে অনুসৃত হচ্ছে। দশ-সংস্কারবিধির অন্তর্গত প্রধান তিনটি সংস্কার (জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু) চর্চাপদে যেভাবে পালিত হয়েছে তার মধ্যে বঙ্গীয় প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত। ২০ নং পদে জন্ম, ১৯ নং পদে বিবাহ এবং ৫০ নং পদে শব-বহন, মৃত সংস্কার ও পারলৌকিক ক্রিয়া এদেশের বৈশিষ্ট্যকেই অনুসরণ করেছে।

(৯) চর্চাগীতে পদাবলী বিশিষ্ট সাহিত্যরীতির অনুবর্তন দেশী সাহিত্যে যতখানি হয়েছে ততখানি অল্প কোনো দেশের সাহিত্যে বোধহয় নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, স্মৃতি-সংগ্রহে একটি পদ আছে; পদটির ভাব ও ভাষা চর্চাপদের অনুরূপ। পদটি এইরূপ—

[তের]

করণ ছড়ী জো সুল্লহী লগ্গু ।

গাই সো পাইবে উত্তম মগ্গু ॥

অহবা করণা কেবল ভাইবে ।

জন্ম সহস্রসংখ্য মোকখুণি পাইবে ॥

সুন্ন করণ জৈ জোউহু সন্টকৈ ।

গো ভবে গো নিকগহী থক্ঠকৈ ॥

[করণা ছাড়িয়া যে শূণ্য আশ্রয় করে, সে উত্তম গতি পায় না । অথবা শূণ্য-বিরহিত কেবল করণাচিন্তনে সহস্র জন্মেও মোক্ষলাভ হয় না । করণা ও শূণ্য একত্র উপলক্ষিত হইলে দ্রষ্টার ভব ও নির্বাণ এক হইয়া যায় ।]

কুকুরী এবং চেন্টণ-পা যে রীতিতে পদ রচনা করেছেন তাকে বলা যায়—
অসম্ভব ঘটনামূলক প্রহেলিকা-রীতি । বলাবাহুল্য, এঁরা উক্ত রীতির উদ্ভাবক
নন । সাহিত্যশ্রুতিতে প্রহেলিকা-বিলাসিতা এদেশে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য । পতঞ্জলি
তার মহাভাষ্যে এই জাতীয় শ্লোকের নাম দিয়েছেন ভ্রাজ্জ । চেন্টণের পদের সঙ্গে
কবীরের একটি দোঁগার আশ্চর্য মিল আছে । আবার ‘বেঙ্গ সে সাপে বহিল জাঅ’
(বেঙ্গ সাপের উপর চড়ে যায়) এই ছত্রটি বৈষ্ণব রাগাঙ্গিকা পদাবলীর বহু-
ব্যবহৃত লাগসৈ উৎপ্রেক্ষা-বিশেষ । সহজিয়া বৈষ্ণব পদ তাঁদের রচনায় অসম্ভব-
ঘটনামূলক রীতির ব্যবহার বেশ প্রচলিত । একটি পদের অংশ-বিশেষ উদ্ভূত
হ’লো—

তোরা পরপতি সনে সদাই গোপনে সতত করিবি লেহা ।

নীর না ছুঁইবি সিনান কনিবি ভাবিনী ভাবের দেহা ॥

তোরা না হইবি সতী না হবি অসতী থাকিবি লোকের মাঝে ।

চণ্ডীদাস কহে এমনি হইলে তবে ত পিরীতি সাজে ॥

শূণ্য-পুরাণের সম্পাদকের মতে, শূণ্য-পুরাণের বহুস্থানে রূপকাক্রমী প্রহেলিকা
জাতীয় রচনায়, যার সূত্রপাত চর্যাপদে, এই বঙ্গীয় উদ্ভারাদিকার প্রকটিত ।
যেমন—

মন হৈল নৌকা পবন কেরআল । স্নান নৌকা যে পবন কেরআল ॥

—বৈতরণী

মন পবনের বস গোসাঞি ডাক নাহি যায় । গঙ্গা যমুনা তারা হালে ঢেকে রয় ।

—সৃষ্টিপত্তন, ধর্মপূজাবিধান

এই রীতি অমূল্য হয়েছে বাংলার নাথসাহিত্যের ধারায় । দু'একটি রচনার
অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হ'লো—

গুরু কার বোলে কে না পাতিয়ায় ॥ ধ্রু ॥

পুতকি-দুগুধে সমুদ্র উথলিল পৰ্বত ভাসিয়া যায় ।

... ...

মধ্য সমুদ্রে নৌকা রাখিছ কঁকড়া ধরিল কাছি ।

মশার লাথিতে দেউল ভাঙ্গিল পিণীড়ার মনে হাসি ॥

... ...

গাই বুড়াইল বলদ বিয়াইল চিঙ্গিড়া ঘন দেয় স্তন ।

আকাট বাঝার পুত্র হইয়াছে সে খাত্যে চায় পয়সার দুখ ।

... ...

সকুনি-দুগুধে লাকড়ি গুণিল বিলাই পালায় তরাসে ।

... ...

বাঘে বলদে হালখানি জুড়িলাও মন-পবন তাহার কৃষণ ।

পানির কুন্তীরে হুড় ঝাড়িয়া যান মুষায়ে বুনীঞা যান ধান ॥

মশার হাড়ে কুড়াখানি নিল কুমের লম্বের ঘর ছায় ।

বন্ধিকার পুত্র খড় তুলিয়া দেন আঙ্কলা গাড়ি চিয়ায় ॥ ইত্যাদি ।

বাউল সঙ্গীতে—

মনচোরা রে ধরবি যদি মন ফাঁদ পাতো আজ তিরপিনে,

আমাবস্তা পূর্ণিমাতে বারাম খানা লেইখানে ॥

... ...

ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে ॥

সদাএ সে নীরঞ্জন নীরে ভাসে ॥

... ...

জানা গাই আমাবস্তা [য়] থাকে চাঁদ কোথায় ॥ ইত্যাদি ।

সবশেষে, চর্চাপদে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন দেশীয় সাহিত্যে অমূল্যতার প্রসঙ্গ ।
আলোচনার প্রারম্ভে বলে রাখা ভালো এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে অনেক
বিজ্ঞ পণ্ডিতও কোঁকের মাথায় নিতান্ত কষ্ট-ক্লান্ত সব সাদৃশ্যের অবতারণা
করেছেন । ধর্ম পূজা-পদ্ধতির 'পথুর পাড়েতে সদা জোমের কুড়িয়া । ঘন ঘন

আইলে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া ॥’ এই দুই ছত্র কাহ্ন-পাদের ১০ নং পদের প্রথম দুই ছত্রের রূপান্তর কি? ৪১নং পদের.....খেলই বহুবিহ খেড়া।-র সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ‘চোর রাজা খেড়ি খেলো দেব বনমালী’র একটি মাত্র শব্দ ছাড়া আর কি সাদৃশ্য আছে বুঝতে পারি না। ১০নং চর্যায় ‘তু লো ভোষী হাঁটু কপালী’র সঙ্গে দীনবন্ধু দাসের ‘হাম চাতক ধনি তুহঁ নব মেহ’ কোন্ সূত্রে সম্পৃক্ত বোঝা দুষ্কর। আবার অনেকে, ৮নং পদ ‘সোনে ভরিলী ককণা নাবী’র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরীর’ সাদৃশ্য আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হন। এ রকম দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। বর্তমান গ্রন্থে চর্যাপদে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন এবং বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী কিভাবে পরবর্তীকালের সাহিত্যে এবং আধুনিক বাংলা কথ্য-ভাষায় প্রচলিত আছে তাই দেখাবার চেষ্টা করছি।

(১) অপণা মাংসে হরিণা বৈরী। চর্যা-৬

আপন গাএর মাংসে হরিণী বিকলী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আপনার মাংসে হরিণী জগতের বৈরী।

জগৎ হৈল বৈরী আপনার মাংসে। কবিকঙ্কণ

(২) আপনে নাহি মো কাহেরি শকা। চর্যা-৩৭

পরিবর্তিত রূপ—জ্যাংটার নেই বাটপারের ভয়। আধুনিক বাংলা

(৩) আখি বুজিঅ বাট জাহউ ॥ চর্যা-১৫

পরিবর্তিত রূপ—চোখ কান বুজে.....। আধুনিক বাংলা

(৪) কোড়ি মর্যে একু হি অহি সয়াইউ। চর্যা-২

লাথো না মিলল এক : ঐক্যব পদাবলী

কোটিকে গুটিক হয়। ”

ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস : আধুনিক বাংলা

(৫) জো বুঝ তা গলে গলপাস ॥ চর্যা-৩৭

গলায় দড়ি।—মেয়েলি কথ্য-ভাষা

(৬) জো সো চোর সোই দুষাধী ॥ চর্যা-৩৩

দিনে সাধু রাতে চোর।—আধুনিক বাংলা

(৭) বেঙ্গ সে সাপে বহিল জাঅ। চর্যা-৩৩

সাপের মুখেতে ভেকেয়ে নাচাবি। পদাবলী

সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি। বাংলা ছড়া

- (৮) তাঁহি তোলি শবর ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিখালী । চর্চা-৫০
 দুঃখে শিয়াল কুকুর কাদা ।—আধুনিক বাংলা
- (৯) তিন ন চ্ছুপই হরিণা শিবই ৭ পানী । চর্চা-৬
 ঘাস জল খাওয়া । (ব্যঙ্গার্থে)—আধুনিক বাংলা
- (১০) হুহিল হুধু কি বেণ্টে সামায় । চর্চা-৩৩
 ক্ষীরাইল দুধ বানে হামায় না । আসামের গ্রবচন
- (১১) সংস্কৃত মহুক্তি ছড়ায়—
 দিবা বিভেতি কাকৈভ্যো রাত্রৌ সম্বরতে নদীম্ ।
 তত্র নক্রভয়ং নাস্তি তাক্সি জানস্তি তদ্বিদঃ ॥
- [দিনের বেলা কাককে ভয় করে, রাত্রিতে নদী সাঁতরে পার হয় ।
 নদীতে কুমীরের ভয় নেই ? নদী যারা পার হয় তারা তার প্রতিকার জানে ।]
 ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ—

- দিবসই বহড়ি কাড়ই (কাগ) ডরে ভাঅ ।
 রাত্রি ভইলে কামরু জাঅ ॥ চর্চা-২
- (১২) বলদ বিআএল গবিআ বায়ে । চর্চা-৩৩
 পরিবর্তিত—বাঁকা গাই দুহিআ চু ডি ।—বিপ্রদাস
- (১৩) হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী । চর্চা-৩৩
 ঈষৎ পরিবর্তিত—ঘরে ভাত নাই নাঙে ঢেলাচ্ছে ।
 —বীরভূমের গ্রবচন
- (১৪) ...বর স্রণ গোহালী কি মো' ছুঠ বলন্দে' । চর্চা-৩২
 দুই গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো ।—আধুনিক বাংলা
- (১৫) হখ কঙ্কণ কিং দগ্গনেন শেক্খীয়দি-কঙ্গুরমঞ্জরি
 হাথেরে কঙ্কণ মা লোউ দাপন । চর্চা-৩২
 হাথের বলআ কতু দর্পণে না চিনি । গোপাল বিজয়
 কোথাহো হাতের শঙ্খ দর্পণে না দেখি ।
 হাতক কঙ্কণ কিয়ে দরপণ হেরি চল তুঁহ তাকর গেহ ।

—গোবিন্দ দাস

করের কঙ্কণে নেহালি দর্পণে বিমল কুলের কালি ॥ কবিকঙ্কণ
 হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাহি খুঁজি । ধনরায়

এছাড়া, ১৩নং পদের ‘তিশরণ গাবী’ বিগয়লক্ষণের শিবায়ণ কাব্যে পরিণত হয়েছে তুঁষের নৌকায়—তুঁষের নৌকায় দেবী বল্লভা হৈলা পার। ১২নং পদে ‘জাল’ শব্দ যোগে বহুবচন করা হয়েছে—জোইনি জালে রএণি পোহাঅ। এই রীতি মাইকেল গধুস্বদনের বচনায়—মাতৃভাষা কপে থনি, পূর্ণ মণিজালে ॥—বঙ্গভাষা।

শেষোক্ত তথ্যটি চর্চাগীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবসমূহ। গণনা চর্চাপদের অচুমরণ, অল্পকরণ বা রূপান্তর এমন কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের নেই; তবে এই সাদৃশ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তাই প্রামাণিক ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করা গেল।

চা-চা সঙ্গীত ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল দরবার-গ্রন্থাগার থেকে বৌদ্ধগান ও দোহা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে। অতঃপর রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর ‘দোহাকোষে’ কয়েকটি চর্চাগীত প্রকাশ করেন। পদগুলির রচয়িতা ‘বিনয়শ্রী’। গানগুলির ভাষা প্রাচীনত্বের পরিপন্থী নয়। তন্মধ্যে একটি পদ ভূম্বুর ৪৯নং পদের সমালোচনা বলে মনে হয়। উক্ত পদের ‘আজি ভূম্বু বঙ্গালী ভইলী। নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে নেনী ॥’ অংশের প্রতি ইঙ্গিত করেই বিনয়শ্রী লিখেছেন,—

মেহনি চণ্ডালী ঘরবি বামহণ। জগ নিটালন্তি তে হুই লামন ॥ ধ্রু ॥

তল সহি কা মণি অচাভুঅ দিট্টা। বাক্ষণ মণুস চণ্ডালিএঁ তুট্টা ॥

অইসি নিরাজক মান ন দিশই। মাউগ চণ্ডালী বাক্ষণে পইসই ॥

দেখু চণ্ডালীর বাক্ষণ জার। পাঞ্চ বাম ভইল্ল একাকার ॥

... .. ভণই বিনয়শ্রী পদগুরু বোটে ॥

রাহুল সাংকৃত্যায়ন-আবিষ্কৃত চর্চাগানের মধ্যে ১২টি গান ‘বিনয়শ্রী’ নামাঙ্কিত; ১টি পদে কাছিল, ১টি পদে লুই, ২টি পদে সকাঅ, ১টি পদে অবধু ভনিতা আছে; ২টি পদ ভনিতাহীন।

১৯৫৫ খ্রিঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের বীভার বিশিষ্ট ভারতীয় সংগীতবিদ Dr. Arnold Bake নেপালে বজ্রাচার্য সম্প্রদায়ের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কয়েকটি গান সংগ্রহ করেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লণ্ডনে গিয়ে সেই গানগুলি শুনে তার কাব্যরূপ ও ভাবার সঙ্গে চর্চাপদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। তাঁর মতে, গানগুলি চর্চাপদের কাল থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যের কালের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এবং হুই যুগের মধ্যে এই গানগুলি

[আঠার]

যোগসূত্র রক্ষা করেছে। দেশে ফিরে এসে ডঃ দাশগুপ্ত নেপাল অঞ্চলে গিয়ে ওই রকম শতাধিক গান সংগ্রহ করেন। তাঁর আকস্মিক অকাল-মৃত্যুতে এই গানগুলির গভীরতর গবেষণায় ছেদ পড়ে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই গানগুলি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশের চেষ্টা চলছে।

অধ্যাপক বাকে যে বাইশটি গানের সন্ধান পান তন্মধ্যে অন্ততঃ চার-পাঁচখানি গানে হাজার বছরের পুরাতন সুর শোনা যায়, এগুলির সঙ্গে চর্যাগীতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তাঁর আবিষ্কৃত একটি গান উদ্ধৃত হ'লো—

এ মহিমগুল হেরু সমুদ্রা
ধন জন যৌবন উদক বিন্দু চন্দ্রা।
প্রেমুরে অমুশ্বিন্ লোয়ন গয়ণে
ফুল্ল পরিহাসই জিন গুণ লয়া ॥ ধ্রু ॥
কণ্ঠে দারী ইন্দ্রিয়া বিষয় সর্ব একা
সমুদ্র তরঙ্গ জিম একু অনেকা।
পবন ছুয়ি ভেদিয়া দূচ থিরে চিআ
জলয়ি বজ্রানল দহদিহ কাহা।
সুগতি ভান ভাবয়িয়া না হোয়ি রে স্বধা
সুগত বজ্র ভণয়িয়া অচিন্তালয় বোধা ॥

(শশিভূষণ দাশগুপ্তের সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত)^১

নীলরতন সেন রচিত Early Eastern NIA Versification গ্রন্থে এই পদটি মুদ্রিত হয়েছে নিম্নলিখিতরূপে—

এ-মহি মগুল মে-রু সমুদ্রা।
জলধারা জৌবন উদ বিন্দু চন্দ্রা।
পেথরে অতুদিন লোঅনে গমনে।
ফুল্ল পরিহাসই জিনগুণ বঅনে ॥
সুখে ধারী ইন্দি বিষয় সর্বএকা।
সমুদ্র তরঙ্গ জিম একু অনেকা ॥

১ স্বর্ণলেখায় সংকলিত নিবন্ধ 'ইতিবৃত্ত ও স্মৃতিকথা'—ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

[উনিশ]

পবন দুই ভেদিয়া দিচ খিবে চিআ ॥

জল য় বজ্জানল দহদিহ দহিআ ॥

সুগত ভেদ ভাবই আন হোয়িরে স্বধা ।

সুগত ভগই অচিন্তালয় বোধা ॥

(গীত সংখ্যা-৫ দাশগুপ্ত সংগ্রহ 'ক' শ্রেণী)

সুগত-বজ্জের এই পদটি ভাবে এবং ভাষায় চর্যাগীতিকারই অনুরূপ । অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশ থেকে স্থানান্তরিত চর্যাপদগুলি নেপাল অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করার পর এর কিছু অংশ তিব্বতে যায় এবং তিব্বতী ভাষায় সেগুলি অনূদিত হয় । কালক্রমে সনাতন হিন্দুধর্মের দাপটে এবং ইসলামের প্রতিকূলতায় এদেশে প্রকাশ্যভাবে চর্যাগীতির চর্চা বাহত লুপ্ত হয়ে যায় । কিন্তু চা-চা সংগীত আবিষ্কারের পর বোঝা গেল এখনও দার্জিলিং-নেপাল-ভুটানের বৌদ্ধবিহারগুলিতে সাধু-সিদ্ধাদের মধ্যে চর্যাপদের অনুরূপ গীতিকার প্রচলন আছে । চা-চা শব্দ চর্যা শব্দের অপভ্রংশ হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট ।

এগুলি মূলতঃ বৌদ্ধ মহাযানের উপশাখা বজ্জ্যান ও সহজ্যানের সাধন-ভজন বিষয়ক গীতিকা । কিন্তু পরবর্তিকালে বঙ্গদেশে প্রচারিত ব্রাহ্মণ্য-শাক্ত-তন্ত্রের প্রভাব এতে প্রচুর । তাই অণেক পদে বৌদ্ধ মতের সঙ্গে শাক্ত-তন্ত্রের অনেক তত্ত্ব সহজেই মিশে গেছে । দেবী নৈরামণি সহজেই পরিবর্তিত হয়েছেন উমা পর্বতী দুর্গা চণ্ডিকায় । ভঃ দাশগুপ্ত এই পদগুলির মধ্যে বাচ্ছালি, বাচ্ছলি নামক দেবীর উল্লেখ পেয়েছেন । এ তথ্য নিঃসন্দেহে বহুবিবর্তিত 'বাসলি' সমস্তার সমাধানে নূতন আলোকপাত করতে পারবে । আমাদের মনে হয়, বজ্জেশ্বরী বা বিশালাক্ষীর বিবর্তনে বাসলির উদ্ভব হয়নি । ভঃ দাশগুপ্তের 'বৎসলার' রূপান্তরও বাসলি নয় । দেবীর মূল নামটাই বাসলি । বীরভূমে অজয় তীরবতী অঞ্চলে 'বাসুরি' বা বাসরি পদবীযুক্ত সদগোপ জাতি বিহঙ্গরি দেবীর পূজা করেন । এঁদের পূর্বপুরুষেরা রাজপুত্রেরা অঞ্চলে বসবাস করতেন । দেবী বাসলি 'বাসরি' পদবীযুক্ত রাজপুত্র-সদগোপ জাতির কুলদেবী । বজ্জেশ্বরী স্পষ্টতই বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী ; বিশালাক্ষীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে দেবী চণ্ডী বলে চেনা যায় । সদগোপ-প্রধান বীরভূমেই বাসলী দেবীর বিশেষ প্রাচুর্য্যব ।

সে যাই হোক, বৌদ্ধ সহজিয়া ধারার সঙ্গে শাক্ত ধারার সমন্বয়ে রচিত একটি পদ এখানে উদ্ধৃত হলো—

বাগাতিবে স্থিত ত্রিদল সরোজা দিনকর মণ্ডল মধ্যস্থিতা ।
 রক্ত ধনোদয়া চাপিয়া তাণ্ডবী মৃত্তকেশা দিগম্বরী ॥ ৫ ॥
 প্রণমামি বাচ্ছসি শ্রীবজ্জযোগিনী অমৃতর বোধি প্রদায়িনী ।
 বিভূজ এক মুখ ত্রিনি লোচনা লোহিত বর্ণ প্রজ্জলিতা ॥
 বিভূবন ব্যাপিণী দহিণ কয়োটীধারী মজ্জপুত্রি ও কপালধারী ।
 ত্র্যম্বক কুণ্ডল কণ্ঠধারী হাণ্ডে লোচক বিভূষণী ॥
 চরণে নৌপূর দহিণ কটিয়ে মেখলা নরশির মাল বিভূষিতা ।
 বিশ্বজননী পরম গুহেখরী ভবভয় তারিণী বীৰেশ্বরী
 সহজানন্দ স্বরূপিণী দেবী সিক্তি সিক্তি চরণ প্রসাদ দায়িনী ॥

শ'শতুষ্পদাশপ্ত মোট ২৮টি গীত সংগ্রহ করেন । রচনাকাল অনুসারে
 এগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । তন্মধ্যে ১২টি গান দশম-দ্বাদশ শতকের
 ৫৮না, ৪৪টি গান দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের এবং ৩৫টি গান পঞ্চদশ থেকে
 ষষ্ঠদশ শতকে রচিত বলে অনুমান করা হয় ।

স্বরূপ ॥ বৌদ্ধ-সহজিয়া ধর্ম ধারার সাধনক্রমে মপ্রপঞ্চ-চর্চা, নিস্প্রপঞ্চ-চর্চা,
 'নারন্তক-চর্চা—নামগুলি পাওয়া যায় । এ সকল ক্ষেত্রে 'চর্চা' অর্থে যোগীর
 ব্যবহার-বিধি বা আচার-আচরণ । মূনিদত্তের টীকায় চর্চাধারী কাপালিকের
 উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—ইউ কাপালিকঃ । চর্চাধরশচ ।

সাহিত্যিক পরম্পরায় 'চর্চা' শব্দ দিয়ে গ্রন্থ-নাম রাখার বিশেষ প্রচলন ছিল
 সে যুগে । যেমন, বোধিসত্ত্ব-চর্চাবতীর, প্রজ্ঞাপারমিতাচর্চা, যোগচর্চা ইত্যাদি ।
 সাধারণভাবে তান্ত্রিক-বৌদ্ধদের একটি সাহিত্য শাখার নাম—চর্চা ।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিস্কৃত পদগুলি নামে চর্চা এবং স্বরূপে দুর্বোধ্য
 মঙ্গীত লেখক কুঙ্কুমী-পার রচনায় স্পষ্টতই নির্দেশিত হয়েছে—এইসন চর্চা কুঙ্কুমী
 পাএ গাইউ । কোড়ি ময়ে একু হিহিহি সমাইউ ॥ প্রকৃতপক্ষে পদগুলি কয়েকটি
 ধ্রুপদের সমষ্টি । প্রত্যেক পদশীর্ষে রাগের উল্লেখ আছে । 'ইন্দ্রজাল' নামে
 একটি তালের (?) উল্লেখ পাওয়া যায় । ঢেংঢং-পা তাঁর পদটি 'গীত' রূপেই বর্ণনা
 করেছেন—ঢেংঢং পাএর গীত বিরলে বুঝই ॥

পঞ্চাশত্রে, চর্চাপদগুলিতে লিঙ্গাচার্ঘ্যগণ প্রায়ই উত্তমপুরুষে নিজেদের বক্তব্য
 নিবেদন করেছেন । যেমন, ভণই লুই আমহে কাণে দিঠা । ১নং ॥ হাঁউ নিরাসী
 খমণ সাঁদি । মোহোর বিগোআ কহণ না আই ॥ ২০নং ॥ অন্তে ন জানহু অচিভ

জোই । জাম মরণ ভব কইসন হোই ॥ ২২নং—এ রকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে ; পদমধ্যে পাত্র-পাত্রীর উক্তি অনেক ক্ষেত্রে নাট্য সংলাপে পরিণত হয়েছে । যেমন, জোইনি উই বিহু খনহিঁ ন জীবমি । তো মুহ চুখী কমলরস পীবমি ॥ ৪নং ॥ অথবা, হালো ডোয়ী তো পুছমি সম্ভাবে । আইসসি জাসি ডোয়ী কাগরি নাবে ॥ ১০নং ॥ অবশ্য এগুলি সবই এক-তরফা উক্তি ; one-way traffic-এর মতো । কিন্তু প্রায়োত্তর বা উক্তি-প্রত্যুক্তিও কোথাও কোথাও আছে । যেমন, কাফু কহি গই করিব নিবাস । জো মনোগোএর সো উআস ॥ ৭ নং ॥ ভণ কইসে সহজ বোলবা জাঅ । কাঅ বাক চিঅ জসু ন সমায় ॥ আলে গুরু উএসই মীস । বাকপথাভীত কাহিব কীস ॥...ভণই কাহু জিগরঅণ বি কইসা । কালে বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ ৪০নং । ১০নং পদে নট-পেটিকার উল্লেখ আছে । স্বয়ং ডোয়ী নৃত্য কবেন চৌষট্টিদল পদ্যের উপর । ১৭নং পদে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—নাচন্তি বাজিল গাস্তি দেবী । বুদ্ধনাটক বিষয়া হোই ॥

এই সব তথ্যের সাপেক্ষে চণ্ডীগীতিগুলিকে প্রাঙ্গনিক ক্ষেত্রে বলা যায় গীতি-নাট্য অথবা নাটীগীতি । কোনো পদের বর্ণনায় বীণাধ্বনি অসীম শূন্যে মিলিয়ে যেতে শোনা যায় । কোনো পদে পটহ-মাদল করণকশালায় সম্মিলিত ঐক্যতান । তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসন ঘন গাজই । ১৬নং ॥ ইত্যাদি বর্ণনায় আনন্দের সঙ্গীতের অল্পকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে । একেলী শবরী এ বণ হিওই কর্ণকুল বজ্রধারী । ২৮নং ॥—চমৎকার নাটকীয় মুহূর্ত । এই রকম বর্ণনা চৰ্চাপদ-গুণিত ইত্যন্ততঃ ছড়ানো আছে ।

হেবজ্ঞতস্বেব চম্পটলে (প্রথম কল্প : ষষ্ঠ পটল) চর্যার ছয়টি শ্রেণী উল্লিখিত হয়েছে—১. নিবংশচর্য ২. মুদ্রাগ্রহণ ৩. বজ্রপদ নৃত্যগীত ৪. উদ্যত ব্রতচরণ ৫. সপ্তপঞ্চ চর্য ৬. নিষ্প্রপঞ্চ চর্য । টীকাকার মনিন্দর অনেক পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন্টি কোন্ শ্রেণীর চর্য সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন । তাঁর মতে, ২নং চর্য অন্তীত নিষ্প্রপঞ্চ চর্য, ১০নং চর্য নিবংশ চর্য এবং সপ্তপঞ্চ চর্য, ১১নং চর্য কপাল চর্য, ১২নং চর্যকে তিনি বলেছেন, যোগীন্দ্র *সাদান্দ যোগীন্দ্র চর্য ।

মণ্ডলচক্রের মতো কোনো তাত্ত্বিক অস্থানে নৃত্যগীতের মাধ্যমে বজ্রপদ পরিবেশিত হ'তো । উদ্দেশ্য, নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগানো অর্থাৎ মোহ নিদ্রায় অভিভূত যোগীকে অধ্যাত্মচেতনায় উদ্ধৃত্ত করা । গোরখবাণী গ্রন্থে স্পষ্টতই উল্লিখিত হয়েছে—

মনসা দেবী বোঁপার বোঁধোঁ পবন পুরষি উত্তপণা,
জাগ্যো জাগী অধ্যাত্ম লাগ্যো, কায় পাটণ মৈ জাঁনা।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা—মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে। বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মনসামঙ্গলের মূলপালা ‘জাগরণ’ নামে চিহ্নিত।

১৮নং পদটি কাহ্ন-পা ‘কাম-চণ্ডালী’ নামে চিহ্নিত করেছেন। শব্দটি সংস্কৃত কর্মচণ্ডালিকার অপভ্রংশ নয়। এই পদের উদ্দিষ্ট নায়িকা ডোষী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই শব্দটি কালোচিত পরিবর্তন লাভ ক’রে পরিণত হয়েছে ‘ডোষচণ্ডালীতে’; অর্থ, অবৈধ প্রণয়-ঘটিত ছলাকলা। ধাম-পার ৪৭নং পদটিও এই শ্রেণীভুক্ত। এই পদে নায়িকারূপে ডোষী এবং চণ্ডালী দু’জনেই উপস্থিত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কোনো কোনো পদ প্রমোত্তর-রীতি অনুসারে পরিকল্পিত। বৈদিকযুগের ব্রহ্মোত্ত বা বাকোবাক্য প্রমোত্তরমূলক। ওঁবাচীন কালের মেয়েলি রূতে, ধর্মীয়-ছড়ায় এই রীতির অনুসরণ লক্ষণীয়। পুণ্যপুস্তুর ব্রতাহুষ্ঠানে—

প্রশ্ন : পুণ্যপুস্তুর পুষ্পমালা

কে পোজেরে সকালবেলা ?

উত্তর : আমি সতি লীলাবতী

সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী।

প্রশ্ন : এ পুঞ্জে কি হয় ?

উত্তর : সাত ভাই-এর বোন হয় ॥ ইত্যাদি।

কোনো কোনো পদে সিদ্ধাচার্য প্রত্যক্ষ-রীতিতে উপদেশ দান করেছেন ; কোনো কোনো পদে রূপকের আশ্রয়টুকুর উপর নির্ভর করে। কোনো কোনো পদের উদ্দেশ্য বিধেয় গোপন রাখাই সিদ্ধাচার্যগণের অভিপ্রায়। সে সব ক্ষেত্রে ‘দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা ঠাট’ অমূল্য হইয়াছে। এই রীতি খুব জনপ্রিয় এবং বেশ প্রাচীন। পতঞ্জলি এই শ্রেণীর কবিতা ‘ভাজ্জ শ্লোক’ রূপে উল্লেখ করেছেন। বৈদিক যুগের ব্রহ্মোত্ত, মধ্যযুগের অর্ধাত্তর্জা ইয়ালির আধারে পরিবেশিত। বৈদিককাল থেকেই ইয়ালি রচনার উৎকর্ষের উপর কবির খ্যাতি নির্ভর করতো। বেদের স্তব্ধ-প্রণেতা কবি এবং অধ্যাত্ম-জ্ঞানী। চর্চাপদেও ইয়ালি-কবিতা অনেকক্ষেত্রে উচ্চস্তরের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম।

পরিশেষে, চর্চাপদের স্বরূপ বিশ্লেষণে আর একটি সম্ভাবনার উল্লেখ করতে

হয়। যে পদটি পরিকর্তা ‘চর্যা’ বলে উল্লেখ করেছেন ; মুনিদত্তের মতে সেটি সন্ধ্যাভাষায় রচিত। পদটির প্রথম couplet ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে রচিত। দুই দুই পিটা ধরণ ন জাই। কথের তেস্তুলি কুস্তীবে খাঅ ॥ ২নং। আবার, ৩৩নং পদটি, মুনিদত্তের মতে, সন্ধ্যাভাষায় রচিত। এদের রচনা-রীতিও ব্যঙ্গাত্মক। তা’হলে চর্যাগীত, সন্ধ্যাভাষা এবং অসম্ভব-ঘটনামূলক-প্রাহেলিকা-আশ্রিত ব্যঙ্গ-শ্লেষ—এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে কোথায় যেন যোগসূত্র রয়েছে। সন্ধ্যা বা সন্ধ্যা শব্দের সঙ্গে ‘সন্ধি’ শব্দের সম্পর্ক আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সন্ধি অর্থে শ্লেষ।

বৃত্তি ও অনুবাদ ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল দরবার-গ্রন্থ গারে তালপাতার যে পুথিখানির সন্ধান পেয়েছিলেন সেটি সটীক চর্যাগীতি-সংগ্রহ। মূল গ্রন্থখানির নাম ছিল—চর্যাগীতিকোষ। ‘চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়ঃ’ নামটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেওয়া। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে গ্রন্থের নাম হওয়া উচিত—আশ্চর্যচর্যাচয়। প্রাপ্ত পুথিখানি অসলে টীকার তবে লিপিকর টীকার সঙ্গে মূল চর্যাগুলিও যোগ করেছিলেন। টীকাকারের নাম যে মুনিদত্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক আবিষ্কৃত তিব্বতী অনুবাদ থেকে সে কথা জানা যায়। চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদের প্রথম সন্ধান পান আচার্য সুনীতিকুমার। পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী সমগ্র অনুবাদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। দীপকরের ‘চর্যাগীতিবৃত্তি’-ও চর্যাপদের টীকা-বিশেষ। আধদেবের ‘চর্যামোলায়েনপ্রদীপ’-ও এই শ্রেণীর গ্রন্থ। আচার্য শাক্যমিত্র গ্রন্থখানির পঞ্জী রচনা করেন।

ভাষা ॥ চর্যাগীতির ভাষা দুর্বোধ্য। দুর্বোধ্যতার একটা কারণ অ-পরিচয়ের দূরত্ব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সপক্ষে যে ওকালতনামা একদা উচ্চারিত হয়েছিল চর্যাগীতির পক্ষেও সেটি সমভাবে প্রযোজ্য। “শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বানান একটু বিশেষ রকমের এবং ইহার ভাষা প্রাচীন বলিয়া কিছু দুর্বোধ বটে, কিন্তু অবোধ্য নহে। আগুনাসিকের সঙ্গীন-খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ বর্ণের কণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের লতাগুহ্ন ছাড়াইয়া যিনি এই কাব্য-কুঞ্জে একবার প্রবেশ লাভ করিবেন, তিনি কৃতার্থ হইবেন।”

চর্যাগীতির ভাষার দুর্বোধ্যতার অগ্রতম প্রধান কারণ তার সন্ধ্যাভাষা। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের মতে, ‘সম্ ধৈ ধাতুর পরিবর্তে, ‘সম্-ধা’ থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তাই তাঁর মতে, শব্দটির বৈজ্ঞানিক বানান ‘সন্ধ্যা’

নয়, সন্ধা । বিজ্ঞান বানান যাই হোক, সন্ধা ভাষা যদি Language Enigm-
 atique বা ভাষা-প্রহেলি হয় তাহলে শব্দটি নিঃসন্দেহে দুর্বোধ্যতার ইঙ্গিত-বাহী ।
 সর্বোপরি, এ ভাষা অহুধাবন করার ক্ষেত্রে অধিকারীভেদ আছে । সম্ভবতঃ এই
 কারণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একরকম হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছেন,—সন্ধাভাষা মানে
 আলো আধারী ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক
 বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্ততাবের
 কথাও আছে সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয় । ধাঁহারা সাধন-ভজন করেন,
 তাঁহারা এই সেকথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই... ।

চর্যাপদ বুঝতে হলে সন্ধাভাষা জানতেই হবে এমন কোন কথা নেই । কারণ
 তথাকথিত সন্ধাভাষায় কোনো পদই রচিত হয়নি । সন্ধাভাষা পুরোপুরি
 আভিপ্রায়িক নয় ; কারণ আভিপ্রায়িক অর্থবিশিষ্ট শব্দমাত্রই সন্ধাশব্দ নয় ।
 Eliade-এর ...intentional Language—a secret, obscene language
 with a double meaning”ও সন্ধা-ভাষার প্রকৃত সংজ্ঞা হতে পারে না ।
 কারণ চর্যাপদে ব্যাঙ্গ ও উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে ভাব গোপনের সংকেত
 রয়েছে কিন্তু সেগুলি যে সন্ধাভাষা এমন কোনো উল্লেখ কোথাও নেই ।

হেবজ্ঞতন্ত্রে সন্ধা শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আছে কিন্তু তার মধ্যে একমাত্র
 ‘অবধূতি = নৈরাশ্রা’ ছাড়া আর কোনো শব্দই চর্যাপদকর্তার ব্যবহার করেন নি ।
 বরঞ্চ শহীদুল্লা দোহাকোষ থেকে যে সন্ধা শব্দাবলী সংগ্রহ করেছেন চর্যাপদে
 তার অনেক ব্যবহার আছে । যেমন, পদ্ম = ভগ, উষীষ = কমল, বজ্র = লিঙ্গ,
 রবি = পিজলা, শশি = ইড়া, বোধিচিত্ত = শুক্র, গৃহিণী = মহামুদ্রা, দিব্যমুদ্রা, জ্ঞান-
 মুদ্রা, করিণ = চিত্ত ইত্যাদি ।

চর্যাপদগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুনিদত্ত সন্ধাবচনগুলির উল্লেখ করে দিয়েছেন ‘
 তাঁর মতে,

২ নং পদে ছলি = ছয়।কার যে মহাস্থকমলে লীন হয়

৩ নং পদে বারুণী = সংবৃদ্ধি-বোধিচিত্ত

৫ নং পদে নদী—ললনা রসনা

৬ নং পদে হরিণী = জ্ঞানমুদ্রা নৈরাশ্রা

৮ নং পদে কল্পণা = বোধিচিত্ত

১০ নং পদে ভোষী = পরিপূর্ণাবধূতি নৈরাশ্রা

১২ নং পদে ঝেড়ে = ষষ্ঠস্তর শত প্রকৃতি

১৩ নং পদে নৌকা = মহাস্থকায়

১৪ নং পদে গঙ্গায়মুনা = চন্দ্রাভ্যাস স্বর্ঘ্যভাস গ্রাহগ্রাহক

১৪ নং পদে নৌকা = শুক্র নাড়িকা

১৪ নং পদে পুলিন্দ = নপুংসক

১৭ নং পদে শূত্ৰতা ধনি = প্রভাষর অনাহতকণ

১৮ নং পদে ডোষী

২১ নং পদে মুষক = চিত্ত পবন

২৬ নং পদে বেমকটরণ = প্রাণ অপান প্রজ্ঞোপায়াত্মক বাতস্থয়

৪৭ নং পদে বান্ধ = বিট নাড়িকা

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ‘সঙ্ক্যাভাষা’ নামক বিষয়টি আমাদের কাছে গোলমালে হয়ে রইল কারণ ২ নং পদ সম্পর্কে মুনিদত্ত বলেছেন, তমেব মহাস্থকরাজানং স্বানন্দাসবপান প্রমদোমনন্দা কুকুরী-পাদাঃ সঙ্ক্যাভাষয়া প্রকটয়িতুমাতঃ। দুর্নীত্যাदि—দুর্গাকারং যস্মিন্ লীনাং গতং মহাস্থককমলং। তুলি সঙ্ক্যাসঙ্কেতে বোদ্ধ(ধ) বাৎ। কিন্তু তুলি ছাড়া আর কোনো সঙ্ক্যাশব্দের উল্লেখ তিনি এ পদ থেকে করেন নি। অথচ এই পদেই রয়েছে ‘সম্বরেত্যাदि ত্বরিতাদিশ্বাসং’ কিন্তু এটা সঙ্ক্যাশব্দ নয়। তেমনি ৩৩ নং পদটি, মুনিদত্তের জবানীতে, সঙ্ক্যাভাষায় রচিত অথচ এই পদের বিশেষ কোনো শব্দকে তিনি সঙ্ক্যাশব্দ বলে চিহ্নিত করেন নি। তবে কি ৩৩নং পদের সব শব্দই সঙ্ক্যাশব্দ? না একমাত্র ২নং এবং ৩৩নং পদ ছাড়া আর কোনো পদই সঙ্ক্যাভাষায় রচিত নয় কেবলমাত্র একটি দুটি শব্দ ছাড়া? ৫০নং পদে প্রথমেই দু’বার ‘গগন’ শব্দের উল্লেখ আছে। মুনিদত্তের মতে, দু’বার গগনের উল্লেখ থেকে শূত্ৰাতিশূত্ৰ বুঝতে হবে কিন্তু “তল্লগ্নবাটিকা সঙ্ক্যয়া তৃতীয়ং মহাশূত্ৰঞ্চ হৃদয়েনেতি।” একই শব্দ সঙ্ক্যাভাষায় বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন ‘গৃহিণী’ শব্দটি। আবার, সঙ্ক্যা শব্দ সর্বত্র সঙ্ক্যা অর্থে ব্যবহৃত নাও হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, চর্যাপদ যেহেতু ধর্মীয় পদ; গুরু সাধন সংকেত এগুলির বিষয়বস্তু তাই সরাসরি সর্বজনবোধ্য সহজ ভাষা স্বতই পরিহার করে কিছু পরিভাষা কিছু বাচনিক-সংকেত বা সংকেত-বচন ব্যবহার করতে হয়েছে। এই রীতি শুধুমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রে নয়; ব্যবহারিক জীবনেও ক্ষেত্রবিশেষে প্রযুক্ত হতে দেখা

যায়। সেনাবাহিনীতে এই রীতি বিশেষ কাৰ্যকৰ। যুদ্ধক্ষেত্ৰে শত্ৰুবাহ্যেৰ মধ্য সৈনিকদেৰ কথা বলা নিষিদ্ধ। সেনক্ষেত্ৰে প্ৰয়োজনীৰ নিৰ্দেশ কাৰ্যিক-সংকেতেৰ মাধ্যমে দান কৰা হয়। চৰ্ঘাৰ সাধনক্ৰমেও বলা হয়েছে, গুৰু বোবা এবং শিশু কালা হপেও পৰিস্থিতি অচল হয় না।

সংকেত বচনেৰ ব্যবহাৰ ব্যবশায়ী মহলে বিশেষভাবে প্ৰচলিত আছে ব্যবসা সংক্ৰান্ত ‘সংগুপ্ত-পৰ্য্যায়ের’ খবৰ আদান-প্ৰদানেৰ উদ্দেশ্যে। বিশ্বভাৰতীৰ প্ৰাচীন পুঁথি বিভাগে রক্ষিত ‘স্বৰ্ণকাৰেৰ ব্যবসায় সংকেত’ নামে একটি পুঁথিতে কোন্ শব্দেৰ গোপন অৰ্থ কি তাৰ একটি তালিকা আছে।

এই রকম সাংকেতিক ভাষাৰ প্ৰচলন সবচেয়ে বেশী বোধহয় অপৰাধ জগতে। কেৱলমাত্ৰ এদেশে নয় বিদেশেও। এদেশে অপৰাধীৰা ‘ধনী ব্যক্তি’ বোকাতে সোনাৰ হৰিণ শব্দটিও ব্যবহাৰ কৰে; ইংল্যাণ্ডে অপৰাধ জগতেৰ পৰিভাষায় Wealthy Person অৰ্থে Gold Fish; আবার একটি শব্দেৰ প্ৰতিশব্দও অনেক। যেমন ল্যাটা মাছ মানে পিস্তুল, বিড়ি মানেও পিস্তুল। ধনী-ব্যক্তি বোকাতে ‘সোনাৰ হৰিণ’ ও ‘মূৰগি’ দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুলিছ অৰ্থে মাচি, রাবোণ-বিভিসোন ছাড়াও আৰও অনেক।

শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনেৰ ‘ৰাধাবিৰহ’ খণ্ডে শ্ৰীকৃষ্ণেৰ যোগধ্যানমগ্নতাৰ প্ৰসঙ্গে বড়ু-চণ্ডীদাস লিখেছেন—

আহোনিশি যোগ ধৈআই।

মন পবন গগনে রহাই ॥

* * *

ইড়া পিঙ্গলা স্তমমনা সন্ধী।

মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥

দশমী দুয়াৰে দিলো কপাট।

এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥

কিছু চৰ্যাপদে ৪৬৫ টি কবিতাৰ মধ্যে কোথাও ইড়া-পিঙ্গলা শব্দেৰ ব্যবহাৰ নেই; তাৰ পৰিবৰ্তে ধমণ-চমণ, বাম-ডাহিন, গঙ্গা-জউনা, আলি-কালি, চান্দ-সুজ, রবি-শশী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহাৰ কৰা হয়েছ। অগ্ৰসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আলি-কালি শব্দটি তাসেৰ জুয়াৰ পকেটমাৰদেৰ সাংকেতিক ভাষা।

তবে ভৱসাৰ কথা এই যে, চৰ্ঘাৰ ভাষা সন্ধ্যাশব্দ কণ্টকিত নয়; একটি দুটি

পদ ছাড়া অধিকাংশই সরল সহজ ভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ রীতিতে সাধনার কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে চর্যাপদের ভাষা ছুৰ্বোধ্য করার চেয়ে উপমারূপকের সার্থক প্রয়োগে সহজবোধ্য এবং শোভন ক'রে তোলার দিকেই সিদ্ধাচার্যগণের প্রয়াস নিবদ্ধ হয়েছে।

চর্যাপদের ভাষা কতদিনের? হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর খুব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল চর্যাপদের ভাষা 'হাজার বছরের পুরান'। তাঁর সিদ্ধান্ত যে তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রধানত সিদ্ধাচার্যগণের আবির্ভাবকাল। এই আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে যেসব লোকশ্রুতি কিস্বদন্তীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলি ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে কোনো কোনো পণ্ডিত নারাজ। কিন্তু বলা বাহুল্য, সিদ্ধাচার্যগণের কাল নিরূপণে কেবলমাত্র লোকশ্রুতি-কিস্বদন্তী-ই একমাত্র তথ্য নয়। প্রত্যেক সিদ্ধাচার্য সম্পর্কে না হলেও কোনো কোনো সিদ্ধাচার্যের অস্তিত্বকাল নির্ণয়ে যেসব ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গেছে তাতে চর্যাপদের ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করলে ঐতিহাসিক প্রমাণ অগ্রাহ করা হয়।

এখন সমস্যা হচ্ছে, চর্যাপদের যে পুঁথিখানি পাওয়া গেছে সেই পুঁথিতে বিধৃত ভাষা কতদিনের। চর্যাপদের প্রাপ্ত পুঁথিখানি যে তারিখে অঙ্কলিখিত সেই সময়কার ভাষা পুঁথিতে ব্যবহৃত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পুঁথিটি তারিখ-যুক্ত নয়। শাস্ত্রীর ধারণা ছিল চর্যাপদের পুঁথি দ্বাদশ শতাব্দে লিপিকৃত। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যে পুঁথিগুলি [চর্যা ও দোহার পুঁথি] পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান আমলের পূর্বে লেখা; সে তালপাতা প্রায় কাগজের মতো। আর অক্ষর সেই সেকালের বান্ধালা। পুঁথিগুলিতে তারিখ নাই। কিন্তু ওই কালের যে সংস্কৃত তারিখওয়াল পুঁথি আছে তাহার সহিত ইহাদের বেশ মিল আছে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চর্যাগীতির পুঁথি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির চেয়ে পুরানো নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপিকাল ১৩৮৫ খ্রষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ডঃ স্কুমার সেনের অনুমান চর্যাগীতির পুঁথি চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে অঙ্কলিখিত।

হরপ্রসাদশাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্কুমার সেন—এঁদের অনুমান থেকে জানা যাচ্ছে পুঁথিখানির লিপিকালের উৎকর্ষতম সীমা দ্বাদশ শতক, নিম্নতম সীমা ষোড়শ শতক।

চৰ্যাপদের পদকর্তাদের প্রত্যেকেই এক সময়ে আবির্ভূত হননি। রচয়িতাদের কালের ব্যবধান একশ' দু'শ তিনশ' বছরও হতে পারে। গানগুলির ভাষায় তিনশ' বছরের বিবর্তনের ধারা অবশ্যই রক্ষিত হয়নি। না হলেও চৰ্যাপ্তের পুথির ভাষার Pattern uniform নয়। ভাষার ক্ষেত্রে heterogenous উপাদান কোথাও গানের ভাষার মধ্যে homogenous হয়ে যায় নি। ৩২ নং পদে 'ছুঠ' এবং 'ছুট্ট', 'অপানা' এবং 'অপনা' এক-ই সঙ্গে বিরাজ করছে।

প্রাচীন পুঁথি সম্পর্কে একটি প্রবাদ শোনা যায়—সাত নকলে আসল খাস্তা। চৰ্যাপদের প্রাপ্ত পুঁথিটি কতবার অনুলিখিত হয়েছিল জানি না কিন্তু আসল যে খাস্তা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুনিদত্ত ৩২ নং পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—ঘাটন গুমা (গুমা) খড়দতি বোহঅ অক্ষি বুঝা মাগ (আগ) চালী ॥ এট ছত্রটি যদি ১৫ নং পদের 'ঘাটন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজা মাগ জাইউ ॥ এই ছত্রের প্রাক্করপ হয় তাহলে বোঝা যায় এই পরিবর্তন ভাষা-তাত্ত্বিক বিবর্তন-জাত নয়, এ পরিবর্তন সার্বিক।

॥ ধর্ম ও সাধনা ॥

চৰ্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিমিশ্র, সাধনাও অনির্দেশ্য; হুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা চলে না। বিভিন্ন পদে প্রকাশিত তথ্যাবলী সংকলন এবং বিশ্লেষণ করাই এ ক্ষেত্রে সহজ পথ। বৃহত্তর অর্থে পৃথিবীর তাবৎ ধর্মমতই বিমিশ্র। আদিতে যে মৌলিক বিশ্বাস নিয়ে কোনো ধর্মের সূচনা ঘটে বিখ্যাত প্রবক্তাগণের তিরোধানের পর কালক্রমে সেই মৌলিক চিন্তাধারায় নানা ধর্মের নানা উপাদান স্বাভাবিকভাবেই প্রবেশ ক'রে এক স্বতন্ত্র আবেদন সৃষ্টি করে। কখনও কখনও মৌল প্রতিশ্রুতি চাপা পড়ে যায়। যেমনটি হয়েছিল গোড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্রে।

এক সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তরিত পরিশেষ। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি পুথি অহুস্কানের উদ্দেশ্যে নেপাল গমন করেন। অবশেষে নাকের পরিবর্তে নরুণের সন্ধান মেলে। শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৬ খৃঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে যে বইখানি প্রকাশ করেন তার মধ্যে নেপাল দরবার-গ্রন্থাগারের চারখানি গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে প্রথম গ্রন্থখানিই সবুত্তিক চৰ্যাপ্তি সংগ্রহ। মূল গ্রন্থখানির নাম ছিল

চর্যাগীতিকোষ। মুনিন্দ্র বৃত্তি রচনা করেন পরবর্তিকালে। প্রাণ পুথিখানি আসলে বৃত্তির তবে লিপিকর মূল চর্যাগুলিও অল্প পুথি থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন। পদগুলি কোনো বিশেষ ধর্মমতের উপর নির্ভর করে রচিত। স্বয়ং আবিকর্ভা পদগুলি প্রকাশ করলেন ‘চাজ্জার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা’ নাম দিয়ে। কিন্তু সত্যিই কি এগুলি বৌদ্ধগান? সম্পাদক মহাশয়েরও সংশয় ছিল। তাই উক্ত গ্রন্থের মধ্যেই প্রত্যেক পাতার শিরোনামায় লেখা আছে ‘বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাঙ্গালা গান।’

চর্যাগীতিতে বৌদ্ধধর্ম ও তত্ত্বের প্রভাব-প্রতিপত্তি নির্ণয় প্রসঙ্গে স্বরণ রাখা উচিত জৈনধর্ম যেমন পরবর্তীকালে দিশদব-স্বৈতন্ত্র-আদি সম্প্রদায়বিশেষে বিভক্ত হয়েছিল বৌদ্ধধর্মও তেমনি কালক্রমে মহাযান, হীনযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, মাজ্জয়ন প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ে বিভিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এগুলি কখনই বৈজ্ঞানিক বিভাজন নয়। দীর্ঘকাল পরে গবেষণা ক’বে এই বিভাগগুলির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে ‘কিন্তু মেকালে এই বিভাগগুলি এত স্পষ্ট এবং পরস্পরবিরোধী ছিল না। তাই দেখা যায়, ভূমকু-পা একই সঙ্গে নিদ্বিধায় মহাযান সম্পর্কিত পুস্তকসমূহ, শিক্ষাসমূহ এবং বজ্রযান বা মহাজয়ানের উপর বোধিচর্যাবতার গ্রন্থ রচনা করেছেন।’

চর্যাপদের বৌদ্ধতাত্ত্বিক মতাবলম্বীর যথেষ্ট ব্যবহার চর্যাপদকে বৌদ্ধগানরূপে অভিহিত করার পক্ষে যথেষ্ট। শূন্যতা, করুণা, ত্রিশরণ পঞ্চতথাগত, তথতা, নির্বাণ, মার, অমন ধান, এসব তো আছেই উপরন্তু ‘বুদ্ধনাটক বিসমা হোই’ পর্যন্ত। কিন্তু এহো বাহ। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের মূল বিশ্বাসগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুবহু অচিস্ত হতে দেখা যায়।

চর্যাপদের মহাশ্বত্রে প্রাচীন বৌদ্ধমতের প্রতিফলন। বৌদ্ধদর্শনে তৃষ্ণার নিবৃত্তিই নিবাণ লাভের উপায়। লুইপাও বলেছেন—এড়িএউ ছান্দক বান্দ করণক পাটের আস। ইন্দ্ৰিয় পারিপাট্যের আশা পরিত্যাগ করে শূন্যতায় নির্ভর কর। কামলি-পা বলেন, শূন্যতার সঙ্গে করুণার সম্যক্ মিলন ঘটাতে হবে। করুণাও তাহলে দূরে যাবে। কামলি তুই স্বহৃদে সেই নৌকা বেয়ে চল শূন্যতার দিকে। দেখি কেমন করে জয় ফিরে ফিরে আসে।—এই পথেই বোধিচর্যের অন্তর্য অবস্থা যোগী লাভ করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে স্বীকার করা হয়েছে—‘শূন্যতা করুণাতিঙ্গ বাধিচিন্ত তদুচ্যতে’। শূন্যতা ও করুণার অভিন্ন অর্থ্য অনস্বাই

বোধিচিহ্ন। বিশেষজ্ঞগণের মতে, প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের শূন্যতাদর্শী নওর্থক নির্বাণের সঙ্গে মহাযান মতবাদের সর্ব প্রাণীর প্রতি প্রসারিত করণার সংমিশ্রণে বোধিচিহ্ন গঠিত। ইহা শূন্যতা ও নির্বাণের অদ্বয় যুগলদ্বয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্চাপদগুলিকে বৌদ্ধসহজিয়া মতের বাঙ্গালা গান রূপে অভিহিত করেছেন। সহজ শব্দটি Easy, Inborn, Spontaneous অর্থেও গ্রহণ করা চলে। পদকর্তারাই বলেছেন, এ ধর্মে জটিলতার কোনো স্থান নেই। এই ধর্ম সহজ একথা কদাচ বিস্মৃত হ'য়ে না। অসুভব সহজ মা ভোল রে জোই। সহজ পিথক জোই ভাস্তি মা হো বাস (৩৭ নং)। এই পথ আকাবাঁকা নয় স্বজু। উজুরে উজু ছাড়ি মা লেছরে বাঙ্ক (৩২ নং)। চর্চাযোগীগণের অভিপ্রেত মহাস্থখ নামাস্তরে সহজানন্দ। মুনিদত্ত অনেক সিদ্ধাচার্যের বিশেষণ দিয়েছেন 'সহজ-রসপানেপ্রমত্ত'। এই সহজানন্দ বা মহাস্থখের পরিকল্পনা একই সঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধতত্ত্ব প্রভাবিত। বৌদ্ধমতে, তণ্‌হা বা বাসনা-নিবৃত্তির উপায়রূপে লুই-পা শূন্যতাকেই অবলম্বন করতে বলেছেন। পক্ষান্তরে, সহজস্থখের চরমকেন্দ্রকে অনেক পদে বলা হয়েছে জিনপুয়। কাহুপা দু' দু'বার নিজেকে দিগম্বর-যোগীরূপে বর্ণনা করেছেন। নিধিন কাহু কপালি জোই লাঙ্গ (১০ নং), সহজ নিদালু কাহিলা লাঙ্গা (৩৬) তাছাড়া খাঁটি সন্ধ্যাভাষায় রচিত কুকুরী-পার ২নং পদের প্রথম দুটি ছত্র আমার মতে জৈনতত্ত্ব প্রভাবিত। জৈনধর্মের পরম্পরায় নবম তীর্থংকর সুবিদ্‌নাথ [সুবুদ্ধিনাথ] বা পুষ্পদন্তের প্রতীক কাঁকড়া বা কুমীর এবং বিংশতিতম তীর্থংকর মুনিস্থব্রতের প্রতীক কচ্ছপ। দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। কণের তেস্তলি কুজীরে খাঅ ॥—ছত্র দুটি মনে হয়, জৈনধর্মধারার সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। ফলত: জৈনতত্ত্ববিদ সঙ্গত কারণে দাবী করেন চর্চাপদে প্রতিপাদ্য ধর্মীয়-বিশ্বাস বিশিষ্ট পর্দায়ে জৈনতত্ত্ব প্রভাবিত। অভ্যন্তরীণ তথ্যের মদত থাকলে বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকে না।

কিন্তু চর্চাপদের ঐতিহ্যে অগ্রতম আদি-প্রবক্তা সরহ-পা তীক্ষ্ণ ভাষায় জৈন-বৌদ্ধ ধর্মসাধনের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। আসলে তিনি ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও শাস্ত্র্য—এই ষড়্দর্শন খণ্ডন করার অভিপ্রায়ে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্তেও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর

ব্রাহ্মণ্য রহিল কি করিয়া ? যদি বল সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দেও, সে ব্রাহ্মণ হোক ; যদি বল বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তাহাও পড়ুক । আর তাহা পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে ! আর আশুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্ন লোকে দিক না । হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র । তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে । প্রথম তাহাদের অর্থবৎ বেদের সত্যই নাই, আর অন্ন তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নাই । বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ ত আর শূন্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে ।

যারা ঈশ্বর ধর্ম মানেন তাঁদের সম্পর্কে সরহের উক্তি—ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় ৩টা ধরে, প্রদীপ জালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশাণ কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, ক্ষু মিট্ মিট্ করে, কানে খুসখুস করে ও লোককে ধাঁধা দেয় । অনেক ‘রঙী’ ‘মুণ্ডী’ এবং নানাবেশধারী লোক এই গুরুর মতে চলে । কিন্তু যখন কোন পদার্থই নাই, যখন বস্তুই বস্তু নয় তখন ঈশ্বরও ত বস্তু, তিনি কেমন করিয়া থাকেন । ব্যাপকের অভাবে ত ব্যাপ্য থাকিতে পারে না । বলিবে. কর্তা বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বস্তুই নাই, তখন ঈশ্বর কি করিবেন ?

ক্ষপণকদের সম্পর্কে তাঁর অভিমত—ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয় । নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে । যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল কুকুরের মুক্তি আগে হইবে । যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি হয়, তাহা হইলে অনেক পদার্থের মুক্তি হইবে । ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে হাতী-ঘোড়াকে ত ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজায়, তাহা হইলে তাদের আগে মুক্তি হওয়া উচিত । ক্ষপণকদের যে মুক্তি, সে আমার কিছুই বলিয়া মনে হয় না । তাহারা তত্ত্ব জানে না, তাহারা জীব বলিয়া যে পদার্থ মানে, সে জীব জীবই হইতে পারে না, সকলই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সকলই ভ্রান্তি । তাহারা বলে--মোক্ষ নিত্য, কিন্তু এ কথা হইতেই পারে না ; কারণ, তাহারা বলে, ব্রহ্মাণ্ডের উপর মোক্ষ ছড়াকারে ছিয়াশী হাজার যোজন ব্যাপিয়া আছে, কিন্তু

ব্রহ্মাণ্ড ত অনিত্য, তাহার ত নাশ আছে, ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইলে ছত্র কোথায় থাকিবে? মোক্ষ লোপ হইয়া যাইবে।

ঐশ্বর্যদের সম্বন্ধে সরোরুহ বলেন,—যে বড় বড় স্ববির আছেন, কাহারও দশশিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য—সংলগ্নেই গেরগা কাপড় পরে, সম্রাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহারা হীনমান তাহাদের যদি শীলভঙ্গ হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ নরকে যায়। যাহারা শীল রক্ষা করে, তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, মোক্ষ চাইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে, তাহাদেরও মোক্ষ হয় না, কারণ তাহারা কেহ কেহ সূত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত, সে সকল নূতন ব্যাখ্যায় নরকই হয়। কেহ পুস্তক লেখে, কিন্তু পুস্তকের অর্থ জানে না, স্তবরাং তাহাদের নরকই হয়। সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।

অতঃপর পুঁথির একটি পাতা না থাকায় সরোরুহ কি প্রকারে লোকায়ত ও মাধ্যমত খণ্ডন করেছেন জানা যায় না। তিনি বলেন, সহজ মতই মুক্তির পথ।... ইত্যাদি।

প্রচলিত কোনো ধর্ম-আচরণের প্রতি এদের কোনো রকম আস্থা ছিল না। এটি অনেকের এঁদের Spritual Nihilist রূপে আখ্যাত করতে চেয়েছেন। Spritual Nihilist অর্থে আধ্যাত্মিকতার রাজত্বে নৈরাজ্যবাদী। রাশিয়ায় এই রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। চীনাগোঁরা একমাত্র গণা এবং মাত্র করেন গুরুকে। লু'-পা অত্যন্ত প্রাচীন সিদ্ধাচার্য হয়েও বলেছেন—‘গুরু পুচ্ছি অজান। এই গুরুর অভিধা সদ্গুরু। কামলি-পা স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন—‘বাহ তু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছি ॥’ যে ধর্মে সিদ্ধি-অসিদ্ধি, আচরণীয়-অনাচরণীয় প্রমত্ত আছে অথচ সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রায় কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই; সমস্ত বিষয়টাই যখন গুরুমুখী, তাহলেই বুঝতে পারা যায় এটি ধর্ম-ঐতিহ্যে গুরুর ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ‘সদ্গুরু’ শব্দটি গভীর অর্থগোচক। জ্ঞানে গরিমায় তাকে ‘অন্তর-স্বামী’ রূপে খ্যাতি অর্জন করতে হয়। পাছে গুরু বাকসর্বস্ব হইবে ব্যাখ্যাভীত অমুভবগম্য বিষয়কে বুঝা বাক-আড়ম্বরে পরিণত করেন সেইজগুই বোধহয় অত্যন্ত সিদ্ধাচার্য কাম-পা প্রকৃত গুরুর Code of Conduct লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন ৪০ নং পদে।

আলে গুরু উএসই শীশ। বাক পথাভীত কাছিব কীশ।

জৈতই বোলী তেত বিটাল। গুরু বোব সে শীশা কাল ॥ ইত্যাদি।

লুই-পা রচিত প্রথম পদে ধ্যানযোগের প্রসঙ্গ আছে—ভগ্নই লুই আম্বে ঝাণে দিঠা। এই ধ্যান হয়ত শূণ্যতা-নির্ভর অমনস্ক-ধ্যান—গম্বে উঠি চরম অমন ধান। আবার কুক্কুরী-পার পদে ‘কুস্তীর’ শব্দ যদি কুস্তক-যোগের নির্দেশ বহন করে তাহলে বুঝতে হবে দেহবৃক্ষের ফল বা আত্মাকে তিনি কুস্তক-যোগের দ্বারা বিনষ্ট করতে বলেছেন। এই কুস্তক-যোগ বা শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ ২নং পদে রূপকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। সুস্বরা নিদ গেল বহুডি জাগঅ। ৪নং পদে—সাহ-ঘরে ঘালি কোকা তাল ইত্যাদি। গুওরী-পা কুন্দুর (দ্বি-ইন্দ্রিয় যোগ) যোগের মাহাত্ম্য বোধনা ক’রে বলেছেন—ভগ্নই গুওরী আহমে কুন্দুরে বীরা। ইত্যাদি। মহাস্থ সাধনায় কুন্দুরযোগের গুরুত্ব সরহ-পাও স্বীকার করেছেন—

‘রঅণে মঅল বি জোহি নউ গাহই। কুন্দুর-খনহি মহাস্থ সাহই ॥’ এই দ্বি-ইন্দ্রিয় চর্চাপদের সন্ধ্যাভাষায় ‘কমল-কুলিশ’। ৪নং পদে গুওরী-পা পরিত্যক্ত-অবধূতিকা নিরাত্মাযোগিনীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানান—

তিঅজা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী। কমল কুলিশ ঘাটে করহ বিআলী ॥ ৪৭নং পদে—কমল কুলিশ মাঝে ভইম মিললী। সমতা জোএ জলিঅ চণালী ॥

বর্তমান প্রসঙ্গে ধ্যান ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ ৩৪ নং পদে লুই-শিখা দারিক-পা বলেছেন, কি হবে মজ্ঞতস্নে কি হবে ধ্যান ব্যাখ্যা করে। অপ্রতিষ্ঠান-মহাস্থে লীন হয়ে পরমনির্বাণ ভোগ কর। দুঃখ-স্বখ এক ক’রে ইন্দ্রিয় ভোগ কর। আপন-পর ভেদজ্ঞান জলাঞ্জলি দাও।

৪০ নং পদে কাহু-পাও বলেছেন, ‘দ্যাগম-পুথি-ইষ্টমালা (জপমালা) এ সবই জঞ্জাল কারণ এই ধর্ম মনোগোচর, অহুভবগম্য। এই পদটি প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে রচিত। পদকর্তা প্রশ্ন করেছেন তিনিই উত্তর দিয়েছেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন—বল কেমন করে সহজ-আনন্দের ব্যাখ্যা করা যায়। উত্তর—কায়বাকচিন্তা সেখানে প্রবেশ করে না। বুধাই গুরু শিষ্টকে প্রিজ্ঞাসা করে। যে জ্ঞান বাক্য-পথের অতীত তাকে কেমন ক’রে বলা যায়। স্মরণীয় রামকৃষ্ণ-বাণী—ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হন না; ভাষা দিয়ে যতই বোঝাবার চেষ্টা করা যায় ততই ভুল হয়। তাই গুরুকে বোবা এবং শিষ্টকে কালা হতে হবে। এই কথার মধ্য দিয়ে কাহু-পা অঙ্গভঙ্গী বা কায়িক ইঙ্গিতের কথা বলতে চেয়েছেন। হেবজ্ঞতস্নের ‘ছোখা’ নামক পটলে অঙ্গভঙ্গীর ভাষার একটা ফরমূলা দেওয়া আছে। যেমন—

[চৌত্রিশ]

একটি আঙ্গুল দেখালে বোঝায় জিজ্ঞাসা করছে, সে গ্রহণযোগ্য কিনা ।

দুটি আঙ্গুল দেখালে বোঝায় সে গ্রহণযোগ্য ।

ক যদি চতুর্থ আঙ্গুল দেখায় থ দেখাবে কড়ে আঙ্গুল ।

ক যদি মধ্যম আঙ্গুল দেখায় থ দেখাবে দ্বিতীয় আঙ্গুল ।

ক যদি বুকের দিকে ইঙ্গিত করে থ সিথির দিকে ইঙ্গিত করবে ।

ক যদি মাটির দিকে ইঙ্গিত করে থ মুখের দিকে ইঙ্গিত করবে ।

ক যদি পায়ের তলার দিকে ইঙ্গিত করে থ আনন্দে নৃত্য করবে ।

ইত্যাদি ।

ভারতবর্ষে মৌনী সাধক এখনও অনেক আছেন যারা কায়িক-ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করেন । এই রীতিতে তৈলঙ্গস্বামী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রাক্তত্তর প্রসঙ্গত স্মরণীয় । এসব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় সমস্ত বিষয়টা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত ।

তৎসঙ্গেও চর্যাপদের ধারায় কায়সাধনযোগ স্বীকৃত এবং বহু-আলোচিত । লুই-পা প্রথম পদেই বলেছেন—কাআ তরুণের পঞ্চবি ডাল । এক্ষেত্রে যদিচ ‘কায়’ শব্দটি কায়যোগ অর্থে প্রযুক্ত নয় কিন্তু শব্দটি গভীর তাৎপর্যবাহী । প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা উচিত, চিরায়ত ভারতবর্ষীয় ধর্ম-পরম্পরায় উপনিষদের ‘ভাণ্ডে-ব্রহ্মাণ্ড’ তত্ত্বের ইঙ্গিত প্রতীক্ষনিত হতে শুনি । অতি-সাম্প্রতিক কালের বৈষ্ণব সহজিয়া মতবাদে ‘যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহভাণ্ডে ।’, ‘টলে জীব অটলে ঈশ্বর তার মাঝে খেলা করে রসিক নাগর ।’ চর্যাপদের ধারায় এই রসিক নাগর কাহ্ন-পা সহজ-প্রমতাস্কী ভোম্বীর সঙ্গে লীলাখেলায় মত্ত । লৌকিক অর্থে এই ভোম্বী ভ্রষ্টা রমনী, ‘ছিণালী’ । কখনও কুলীন জন্মের সেবা করেন কখনও কাপালিকের । যোগীর কণ্ঠে আকুল আতি—জোহিনি তই বিহু খনহিঁন জীবমি । তো মুহ চুই কমলরস পীবমি ॥ (৪নং) । এখানে কমল রস অর্থে—উষ্ণীষ কমল মধু মদনঃ পরমার্থ বোধিচিন্তন ।

সেক-বিধান মতে, ভোম্বী, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী ও চণ্ডালী—এই পঞ্চকুল স্বীকৃত । চর্যাপদের বর্ণনায়,—এক সো পছমা চৌষষ্ঠী পাখুড়ী । ঠুঁহি চড়ি নাচঅ বাগুড়ী ॥ (১০ নং) বাজিল নৃত্যরত । ভুঙ্কু চণ্ডালীতে অম্বরজ্জ নিবিড়ভাবে । আর রসিক-নাগর শবর গণিকা-নৈরামনির সঙ্গে প্রেমরাজি যাপন করেন মহাসমারোহে ।

এই সাধনা দেহকে উপেক্ষা করে নয় ; অবলম্বন করে । দেহস্থিত নাভিমূলে স্থিতা নিষাভিমুখী সুষ্প্ত কুলকুণ্ডলিনীকে সাধনার দ্বারা জাগ্রত ও উদ্ধমুখী ক'রে মন্তকস্থিত উষ্ণীষচক্রে উপনীত করাই এই সাধনায় পরম কাম্য । এই মিলনকে তাত্ত্বিকযোগী পার্বতীর সঙ্গে শিবশক্তির মিলন কল্পনা করেন । কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি সুষুম্না নামক নাড়ী-পথে গমন করে । সুষুম্না মধ্যপথ । তার বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুই সাধন-পরিপন্থী নাড়ী-শক্তির স্বাভাবিক-প্রবণতা সুষুম্নার পথ রোধ করা । চর্চাপদে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না শব্দ তিনটিঃ উল্লেখ নেই । ইড়া ও পিঙ্গলাকে চর্চাপদকর্তাগণ আলিকালি, গঙ্গায়মুনা, বামদাহিন, ভবনির্বাণ, রবি-শশী, চানদমুজ—ইত্যাদি বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করেছেন । সুষুম্নার গমন পথে চারটি কেন্দ্র কল্পিত । নাভিমূলে—নির্মাণচক্র, কণ্ঠে—সন্তোগচক্র, হৃদয়ে—ধর্মচক্র, এবং মস্তকে—উষ্ণীষ বা মহাস্থচক্র । নাভিচক্র (নির্মাণকায়ে) যে আনন্দ তা প্রথমানন্দ, কণ্ঠে (সন্তোগকায়ে) পরমানন্দ, হৃদয়ে (ধর্মকায়ে) বিরমানন্দ এবং উষ্ণীষে (সহজকায়ে) সহজানন্দ । বিভিন্ন তন্ত্রের পুথিতে এক একটি চক্রকে এক একটি পদ্যরূপে চিত্রিত হতে দেখেছি । কাহ্নু-পার বর্ণনায়—এক সো পদমা চৌষষ্ঠী পাখুড়ী । উষ্ণীষচক্রে সহস্রদল পদ্মের অধিষ্ঠান তাই এর নাম সহস্রারচক্র । এই চক্রের কল্পনা তন্ত্রসাধনায় স্বীকৃত কিন্তু চর্চাপদকর্তাগণ ভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন । গুণ্ডরী-পার বর্ণনায়—

—থোঁপছ জোইনি লেপ ন জাঅ । মণিকূলে বহিআ ওড়িয়াণে সমাঅ ॥
অর্থাৎ স্বস্থান থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সেই শক্তি...মণিমূলে প্রবাহিত হয়ে ওড়িয়াণ (ওড়িয়াণ ?) বা উদ্ধমুখীতে বা উষ্ণীষচক্রে প্রবেশ করে । সাধনার কোনো পর্ধ্যয়ে ইড়া-পিঙ্গলা সক্রিয় হলে সাধক বিপন্ন হয়ে পড়েন । কাহ্নুপার ৭নং পদে এই সংকটের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—

আলিএ কালিএ বাট কুঙ্কেলা । তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥

কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস । জো মনোগোঅর সো উআস ॥

তে তিনি তে তিনি হো ভিন্না । ভনই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না ॥

আলি এবং কালি (ইড়া পিঙ্গলা) দ্বারা [সুষুম্নার] পথ রুদ্ধ হয়েছে । তাই দেখে কাহ্নু বিমনা (বিশিষ্টমনা নয় বিগতমনা) হলেন । এখন কাহ্নু কোথায় গিয়ে রাস করবেন ? অর্থাৎ রামপ্রসাদের—‘বল যা তারা দাঁড়াই

[ছত্রিশ]

কোথা'র মতো অসহায় অবস্থা। যা মনোগোচর তাতেই মানুষ উদাসী হয়। সেই তিন অর্থাৎ কায়বাকচিত্ত বা ললনা রসনা অবধূতিকা এখন অভিন্নরূপে প্রতীত হচ্ছে। তাই কাহ্নু বলেন, এখন ভব (-চক্র) ছিন্ন হবে। এই ভবচক্র কি। তন্ত্রের একটি পুথিতে (খাতার আকারে বাঁধাই) চক্রের একটি চিত্র পেয়েছি। এই রকম—



প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনে যাকে প্রতীতসমুৎপাদ বা অন্তলোমক্রম বলা হয়ে থাকে সেই তত্ত্বে—অবিজ্ঞাপ্রত্যয় থেকে সংস্কার সমূহ, সংস্কার প্রত্যয় থেকে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান থেকে নামরূপ, নামরূপ থেকে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন থেকে স্পর্শ, স্পর্শ থেকে বেদনা, বেদনা থেকে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকে উপাদান, উপাদান থেকে ভব, ভব থেকে জাতি, জাতি থেকে জরা মৃত্যু ইত্যাদি। এ এক সর্বনাশা চোরাবালির ঘূর্ণাবর্ত। বৌদ্ধগণ বলেন, আমাদের সকল কর্ম তৃষ্ণার মধ্যে নিহিত। তৃষ্ণা বিধৃত অনাদি-অবিজ্ঞায়। এই তৃষ্ণার স্বরূপ জেনে তৃষ্ণাজনিত কর্মপ্রবাহকে রুদ্ধ করতে পারলে সকল ক্রেশের অবসান ঘটবে; জন্মান্তরও লুপ্ত হবে। সরহ-পা তাই প্রস্তাব করেছেন—জন্ম থেকে কর্ম, না কর্ম থেকে জন্ম। সরহ বলেন—অচিন্ত্য সেই ধর্ম।

কিন্তু ভবচক্রে আবর্তনশীল মানব জন্মমৃত্যুর পৌনপুণিক আবর্তনে ক্রেশাদি ভোগ করে। ভূম্বক-পা তাই নির্দেশ দিয়েছেন—মার রে জোইআ মুসা পবণা। জেন তুটঅ অবণাগমণা। কাহ্নু-পাও এই আসা-যাওয়া দেখে নিরাশ হন—

জে জে আইলা তে তে গেলা। অবণাগমণে কাহ্নু বিয়ন ভইলা।

এই চিরন্তন গমন-আগমন থেকে মুক্তি পেতে গেলে ভবচক্র ছিন্ন করতে হয় । কুক্কুরীর মতে, কুস্তক-সমাধির দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করতে হবে । কাহ্নু ভোম্বীর বিবাহের ভোজে জন্ম আহার করা হয়েছে ; যোতুক দেওয়া হয়েছে অমৃত্তর-ধর্ম । এই অমৃত্তর-ধর্মে দীক্ষিত সিদ্ধযোগী স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন—

অন্ধে ন জানহঁ অচিন্ত জোই । জাম মরণ ভব কহঙ্গ হোই ॥

জইসো জাম মরণ বি তইসো । জীবন্তে মঅলে নাহি বিশেসো । ২২নং

আমি তো বুঝতে পারি না অচিন্ত্যযোগী জন্ম মৃত্যু ভব কেমন করে হয় । জন্ম যেমন মৃত্যু ও তেমনি । জীবিত মতে ইত্তরবিশেষ নেই । সিদ্ধির এই স্তরে—

নাস্তিরূপং ন দ্রষ্টা চ ন শঙ্কো ন পি শ্রোতা চ ।

ন গঙ্কো ন পি ভ্রাতা চ ন রসো না পি বাসকঃ ॥

ন স্পর্শো নাপি স্রষ্টা চ ন চিত্তং নাপি চৈত্তিকং ॥

হেবজ : প্রথম কল্প : পঞ্চম পটল ।

রূপ নেই, দ্রষ্টা নেই, শব্দ নেই, শ্রোতা নেই । গন্ধ নেই, ভ্রাণ গ্রহণকারী নেই, রস নেই, রসিক নেই । স্পর্শ নেই—স্রষ্টা নেই । চিত্ত নেই, চৈত্তিক নেই । অর্থাৎ সমস্ত ভেদজ্ঞান ও দ্বৈতবোধের অবসান । এই পর্ধ্যায়ে যোগী স্থল দেহ অতিক্রম ক'রে সূক্ষ্ম দেহ প্রাপ্ত হন । ইহজগতের জরা মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না । কাহ্নু-পার ৪২ নং পদে এই ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

চিঅ সহজে শৃগ্গ সংপুমা । কাক্ক বিয়োএ মা হোহি বিবল্লা ॥

ভন কইসে কাহ্নু নাহি । ফরই অমুদিনং তৈলোএ পমাই ॥

চিত্ত সহজ-শৃগ্গতায় পরিপূর্ণ হয়েছে । [এখন আমার] পঞ্চক-কাত্মক এই দেহের বিয়োগে বিবল হ'য়ে না । বল কোথায় কাহ্নু নাই । তিনি জৈলোক্য প্রবেশ ক'রে নিরন্তর ক্ষুরিত হচ্ছেন ।

এই সিদ্ধদেহী যোগী সহজ অবস্থায়—বায়ু বইলেও কাঁপে না, আগুন জালিলেও সে জলে না, মেঘ বর্ষণ করিলেও ভেজে না । সে না হয় উৎপন্ন, না হয় ক্ষয়—

পবন বহন্তে ৭ উ সো হল্লই । জলন জলন্তে ৭ উ সোডজঝই ॥

ঘন বরিধন্তে ৭ উ সো তিম্মই । ৭ উরজ্জই ৭ উ থঅহি পইসসই ॥

বিষয়টা দুজের ; রহস্যজনকও বটে । কিন্তু যোগিগণ এই ধর্ম ও তত্ত্বকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করতে বলেছেন । মনকে সব সময় চাক্ষা রাখতে হবে । 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে গৃহত্যাগের প্রয়োজন নেই । সরোজবজ্র বলেন—

[আটত্রিশ]

ঘরহি ম থক্কু ম জাহি বনে জহি তহি মন পরিআন ।

সঅলু নিরন্তর বোহি ঠিউ, কহি ভব কহি নিবান ॥—গৃহত্যাগ ক'রে দূর দুর্গম তীর্থে গিয়ে লাভ নেই, সেখানে মোক্ষ মেলে না ; অতএব সরহের নির্দেশ—‘ঘরহি বসন্তে ভজ্জে সহিঅউ ।’ টীকাকার বলেছেন,—গার্হস্থ্য ধর্ম পালন না করলে ব্রতভঙ্গ দোষে পড়তে হয় ইত্যাদি । কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় সরহ বলতে চান—ঘরে বসেই সহজ সাধনা চলে । কিন্তু তাই বলে বিষয়টা মোটেই সহজ নয় ; সিক্কিলাভ হয় বিরলজনের । কৃষ্ণাচার্য বলেন—

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউ পরমেথে পবিন ।

কোটিহ মাহ এক জত হোই নিরংজন লীন ॥

সমাজ-ব্যবস্থা ॥ সমাজ শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে (সম্ + √ অজ্ + অ (ঘঞ) -ধি) জনসমূহ, সংঘ, উদ্দেশ্যবিশেষার্থ মিলিত জনসমূহ, স্বজাতীয় লোক-সমূহ । সাধারণভাবে শেষের অর্থটিই প্রচলিত । গ্রামাঞ্চলে সমাজ শব্দের অর্থ স্বজাতি এবং জাতিভেদ । প্রকৃতপক্ষে সেকালের সমাজ-ব্যবস্থায় জাতিভেদই ছিল মুখ্য অবলম্বন । এই সমাজের একপ্রান্তে কুলীন-জন, ব্রাহ্মণ-নাড়িআ, অগ্রপ্রান্তে ডোম, চণ্ডাল, শবর, শৌণ্ডিক, কেবট প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির বসবাস । বৈদিক বর্ণাশ্রমের সূত্রে তখনও পর্যন্ত ডোমনীর কুঁড়ে অবস্থিত ছিল নগরের বাইরে । কিন্তু সেখানে ব্রাহ্মণ বটুর ঘন ঘন আগমন ঘটতো । কৃষ্ণাচার্যের সঙ্গে ডোম্বীর দীর্ঘকালের প্রণয়, মান-অভিমান, ঈর্ষা বর্ণিত হয়েছে ১০ নং পদে । অবশেষে নায়ক-নায়িকার অভিপ্রেত মিলন সম্পন্ন হয়েছে কাহ্ন-ডোম্বী বিবাহে । ভুহু-পা চণ্ডালীকে গৃহীকরূপে বরণ ক'রে বাঙ্গালী হয়েছেন । এইভাবে দেখা যায়, বর্ণাশ্রমের কাঠামো এই যুগে খুব দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিল ! বিনয়লী একটি পদে আক্ষেপ করেছেন—দেখু চণ্ডালীর ব্রাহ্মণ জার । পাঞ্চ বাম ভইল্ল একাকার ॥

চর্চাপদের কোনো কোনো বর্ণনায় অধুনালুপ্ত প্রাচীন জাতির স্মৃতি বিদ্যুত আছে । ৩০নং পদে—জো ঘো চোঁর সোঁ হুবাধী—এই ‘হুবাধ’ বিহার অঞ্চলের চোঁরাপবাদগ্রন্থ প্রাচীন জাতি-বিশেষ । ৩২নং পদে পদ্মাথালে বজ্রা নোঁকায চ'ড়ে নির্দয় বঙ্গাল বা দঙ্গাল কর্তৃক দেশ লুণ্ঠনের কাহিনী আছে । ‘বঙ্গাল’ শব্দটি জলদস্যু লুটেরা প্রাচীন বঙ্গদেশীয় কোনো বিশেষ জাতি । ‘দঙ্গাল’ শব্দটি হীনার্থে দলবদ্ধ হওয়া । দুর্ধর্ষ স্বভাবের লোককে মধ্যযুগের বাঙ্গালা ভাষায় ডিঙ্গাল, ডিঙ্গর প্রভৃতি বিশেষণ দান করা হয়েছে । যাহ্ননাথের ধর্মপুরাণে বর্ণনা

আছে—আইল ডিঙ্গর মুখত্বী। বর্তমানকালে এই জাতিটি অবলুপ্ত হয়েছে। এই লুপ্ত দুর্ধর্ষ জাতি-নামের স্মৃতি ‘দঙ্গাল’ শব্দে বিদ্যুত থাকে। বিচিত্র নয়।

বৈদিক দশসংস্কারবিধিও এই সমাজে অন্তর্ভুক্ত হ’তো। জাতকের জন্মকর্ণের বর্ণনা আছে ২০নং পদে—

পহিল বিআন মোর বাসনযুড়া। নাড়ি বিআরস্তে সেব বায়ুড়া ॥

জাণ ঘোঁবন মোর ভইলেসি পুরা। মূল নখলি বাপ সংঘারা ॥

১২নং পদে কান্ধ-ডোয়ীর বিবাহের শোভাযাত্রা পটহ-মাদল, করণ্ড-কশালা বাতাসহকারে; তৎসহ জয় জয় ধ্বনি। বিবাহে আহাৰ্য্য পরিবেশন, যৌতুকদান, যোগিনিগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত হয়ে বাসররাত্রি যাপন—এইসব বর্ণনা পাওয়া যায়। দাঙ্গা (Second marriage) নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

৫০নং পদে শবরের মৃত্যুতে চার-বাঁশের ‘চঞ্চালী’ দিয়ে খাটিয়া তৈরি ক’রে শবদেহ বহন ক’রে দাহ করা হ’লো। শবভূক শকুন-শৃগাল বঞ্চিত হ’লো। দশদিকে পিণ্ড নিক্ষেপ ক’রে মৃত শবরের আত্মার সদৃগতি কামনা করা হয়েছে।

জাতি অহুসারে বৃত্তি-বিভাজন সেযুগে কতখানি অহুসৃত হয়েছে ভেবে দেখার মতো। ভোম জাতি একালের মতো সেকালেও বাঁশের টুকরো দিয়ে বুড়ি-চাঙ্গারি বুনতো। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার বর্ণনায়—খাউরি বিটনি করে যত ডুমের নারী। কতদেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী ॥

অহেরী বা আখৈটিকের দল হরিণ শিকারে বেয়িয়ে পড়তো হাঁকডাক দিয়ে। পশু-শিকার প্রাচীন লুক্ক অথবা লোখা জাতির জাতি-বৃত্তি। হাতি ধরা ব্যবসায় বাঙ্গালীর প্রাচীন গৌরবজনক বৃত্তি। হস্তিচিকিৎসাতেও প্রাচীন বঙ্গের সুনাম সুবিদিত। (প্রাচীন বাংলার গৌরব—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। শৌণ্ডিক জাতি মণ্ড-চোলাই কার্বে সিদ্ধহস্ত ছিল। তাঁতিরা প্রায়ই জাতি-ব্যবসা পরিত্যাগ করে বিপাকে পড়তো। চৰ্ণাপদে বর্ণিত যে তাঁতী ‘তহা’ ছেড়ে ‘বাজিল’ হয়েছিলেন পরিণামে তাঁর কি ঘটেছিল জানা যায় না। তুলো ধোনার বর্ণনা আছে ২৬নং পদে। তবে একাঙ্গ কোনো জাতি-বিশেষের একচেটিয়া বৃত্তি ছিল কিনা জানা যায় না। তেমনি খেয়া-পারাপার কার্বে বিশেষভাবে কোনো জাতি নিযুক্ত থাকতো কিনা জানা যায় না। প্রয়োজনবোধে মেয়েরাও নৌকা বাইতো। পারাপারে কড়ি লাগতো। শুক আদায়ের জন্ত থানা বা ঘাঁটি ছিল। -অবশ্য কড়ি-বুড়ি না নিয়েও অনেক সময় পারাপার করা হতো।

মনে হয় নৌকায় পারাপারের পারানি আদায়ের ব্যাপারে জোর জুলুমও চলতো। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কাঠ কেটে পাটা জোড়া লাগিয়ে সাঁকো তৈরির কাজও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

সেযুগে কৃষিকর্মে কোন্ জাতি বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকতো, কোনো পদে সে সম্পর্কে কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ কৃষিকর্মে ছিল সমাজের সকল জাতির সমান দক্ষতা। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীরা ব্রাহ্মণ হয়েও পূর্ষতন ছয়-সাত পুরুষ কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন—দামিগ্রায় করি কৃষি মিরাস পুরুষ ছয়-সাত। সে যাইহোক, সে যুগে প্রধান কৃষিজাত গণ্য ছিল—আমন ধান (২১ নং), ককুচিনা (৫০ নং), এবং কার্পাস (৫০ নং)। ইতুবে শস্য নষ্ট করতো। কৃষিকর্মের প্রধান অবলম্বন ছিল বলদ। গৃহস্থ গাভীপালন করতো এবং তিন বেলা দুগ্ধদোহন চলতো। কৃষিযন্ত্ররূপে ফাল (৮নং) এবং নখলি (২০নং)-র উল্লেখ পাওয়া যায়, বৃক্ষ ছেদনের অস্ত্র টাক্কী।

তুলো ধুনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আশ বের করার বর্ণনা আছে ২৬নং পদে। বস্ত্রবয়ন সম্পর্কিত বর্ণনাও একাধিক পদে পাওয়া যায়। বয়নশিল্পে বাঙ্গালী প্রাচীনকাল থেকেই দক্ষতা অর্জন করে। (প্রাচীন বাংলার গৌরব)। প্রসঙ্গতঃ গোখ'বিজয়ের যোগিনীর উক্তি স্মরণীয়—

আন্ধারে কটিমু স্মৃতি / তুষ্টি যে বুনিবা ধুতি / হাটে নিলে বেচিলে হবে কড়ি।
আচার্য স্মৃতিতীকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন, কাপাসের স্মৃতি থেকে কাপড় বোনার প্রচলন এদেশে অষ্টকেরাই করেন। (ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা)।

ব্যবসায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত নয়। মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্য-গুলিতে বিনিময়-দ্রব্যের বিস্তৃত বর্ণনা, সমুদ্রযাত্রার গতিপথের বর্ণনা কাল্পনিক; তবে সে কল্পনা স্বপ্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি-নির্ভর। চর্চাপদেও নৌ-বাণিজ্য বিষয়ক বর্ণনা পাওয়া যায় ৮নং পদে। পঞ্চ-পাটনের উল্লেখ আছে ৪৯নং পদে। চারকোটি টাকার মূলধনওয়ালা মহাজনের অভাব বোধহয় ছিল না। চাঁদ-সদাগর সম্পর্কে বলা হয়েছে—বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা। অর্থাৎ, বহির্বাণিজ্যে চাঁদসদাগর প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ করতেন। নাব, ভেলা, বজরা প্রভৃতি নানাবিধ নৌকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কড়ি। এককের (unit) নাম ছিল বুড়ি। চলাচলের ব্যাপারে জলপথ ছিল প্রাধান্য; স্থলপথে রথই ছিল নির্ভরযোগ্য পরিবহন।

বান্ধালীর প্রিয় এবং প্রধান খাদ্য ভাত ; সে হাজার বছর পূর্বেও । ইাড়িতে ভাত না থাকার মতো বিপদ আর কিছু ছিল না । তেঁতুল ফল মাহুঘের তক্ষ্য ছিল । প্রাকৃত ছড়ায় আদর্শ খাদ্য-তালিকার^১ বর্ণনায় তেঁতুলের উল্লেখ পাওয়া যায় না । প্রাকৃত সহজি-ছড়া থেকে জানা যাচ্ছে, লবণ-ও ছিল দুশ্রাপ্য—

সের এক জই পাবই ঘিণা মণ্ডা বীশ পকাবিল নিত্তা ।

টক এক জই সে খুব পাবা জো হউ রক মো হউ রায়া ॥

[যদি এক সের ঘি পাওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই বিশটা মণ্ডা পাকানো যায় যদি পোয়াটাক মুন মেলে তো সে গরীব হলেও রাজা ।]

দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রতি বান্ধালীর আকর্ষণ দীর্ঘকালের । ১২নং পদে উল্লেখ রয়েছে—দুধ মাঝে লড় চ্ছন্তে ন দেখই ।

সেকালের সমাজে আসবপ্রিয়তার পরিচয় খুব স্পষ্ট । একদিকে শৌণ্ডিক-বধূর চোঁষটি ঘড়া মদের পসরা ; খরিদার একবার প্রবেশ করলে সহজে বেয়োয় না । পানপাত্র ছিল সরুনল লাগানো ছোট ঘটি ; মদের দোকানে সাক্ষেতিক চিহ্ন দেওয়া থাকতো মাইন-বোর্ড রূপে । অতীতকালে কল্পনা পাকলে তাই দিয়ে মদ তৈরি ক’রে শবর পাড়ায় যথেষ্ট মত্তপান এবং উদ্দাম নৃত্যের ধুম লেগে যেতো । পদ্মন থেকে ‘মোলান’ সংগ্রহ ক’রে মাদকদ্রব্য তৈরি হতো ।

সামাজিক যৌন-আচরণে শৈথিল্য ছিল নানা রকমের । নগরের বাইরে ডোমনীর কুঁড়েতে ব্রাহ্মণ-সঙ্কনের গোপন যাতায়াত ছিল । ক্ষেত্র-বিশেষে গৃহবধূও রাত্রি গুপ্ত-অভিসারে গমন করতো । কৃষ্ণাচার্যের সঙ্গে ডোমনীর প্রণয় ছিল দীর্ঘদিনের ; সে প্রণয়ের পরিণতি ঘটেছিল বিবাহে । ভূমুকু-পা চণ্ডালীকে বিবাহ করেছিলেন । এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে স্বচ্ছন্দে অনুমান চলে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-আদি উচ্চবর্ণ-সম্ভূতগণের প্রবণতা ছিল নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপন করার । মহাভারতে এই রকম গল্প আছে । ধর্মমঙ্গলের ‘পথুর পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িয়া । ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া ॥’ এই ছড়ায় এই ঘটনার ইঙ্গিত স্পষ্ট । এই ধরনের বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় ছিল । বিনয়শ্রী একটি পদে এই রকম অসবর্ণ বিবাহের নিন্দা করেছেন ।

১ ওগ্গর ভত্তা । রক্তঅ পত্তা । গাইক যিত্তা । দুগ্ধ সজুত্তা ॥ মোইনি মচ্ছা । নালিচ গচ্ছা । দিচ্ছই কত্তা । থাই পুনবত্তা ॥ ইত্যাদি ।

ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের রমণীরাও চৌষটি-কলার অনেক বিজ্ঞান পারদর্শী হ'তো। ছলাকলা দিয়ে তারা কখনও কুলীনদের কখনও কাশালিকের মনোরঞ্জন করতো। 'কাজ ন কারণ সম্বর টালিউ'—বর্ণনায় যথেষ্ট যৌনসন্তোগের ইঙ্গিত থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ এদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল না; তবে বিদ্বান-পণ্ডিত লোকও মাঝে-মাঝে গণিকালয়ে পদার্পণ করতো। এই সব গণিকাদের মুখে মুখে ফিরতো 'কামচণ্ডালী'-নামক অল্লী গীত। নট বেশ ধারণ ক'রে কখনও কখনও এরা নৃত্যগীত (Street-singer) ক'রে বেড়াতো। এরাই ডমরু বাজিয়ে ভেলুকি-বাজি দেখিয়ে জনগণের মনোরঞ্জন করতো। ৩১নং পদটিতে অন্তর্ধান বাজি, শূন্তে স্থিতি বাজি, জীৱন্ত বাজি, অখাচ্চ ভক্ষণ (?) বাজি প্রভৃতির বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণনা আছে—ঝালিআর জল (পা—ডাল) যেন তখনে পালাইল।

এসব সম্বন্ধেও সমাজ-জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল পরিবার জীবন। এই পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, শ্যালিকা-পরিবৃত্ত যৌথ-পরিবার। নানাবিধ বিপর্যয়ের মধ্যেও গৃহস্বামীর স্বাধীনতা ছিল—নিজ পরিবারে মহানেহে থাকিউ।

ভক্তের সমাজের পরিবার-জীবনের একটি বর্ণনাত্মক চিত্র আছে ২৮নং পদে। শবরের সঙ্গে দুর্জয়-মান ক'রে মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা পরিধান ক'রে শবরী-বালিকা পাহাড়ের উঁচু জায়গায় বসে থাকতো। এদিকে পত্নীপরায়ণ উন্নত শবর খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। কখনও কখনও টেচামেচি ঝগড়া না বাধতো এমন নয়। অবশেষে ত্রিধাতুর খাট পেতে শয্যা বিছিয়ে কপূর তাম্বুল ভক্ষণ ক'রে মহাস্থখে মিলনরাত্রি যাপন।

নিম্নশ্রেণীর রমণীগণের অঙ্গভরণ প্রধানতঃ ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জার মালা। এছাড়া কঙ্কণ, কানেট প্রভৃতি অলংকারের নাম-ও জানা যায়। দর্পণের ব্যবহার সেযুগে অপরিজ্ঞাত ছিল না।

গলায় হাড়ের মালা পরিধান ক'রে নয়যোগিরা জনপদের মধ্যে পরিভ্রমণ করতো এমন বীভৎস কল্পনা না করাই ভালো; তবে স্বযোগ মতো তারা ডোম, চণ্ডাল রমণীদের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হ'তো। পায়ে বাজুনে-নূপুর, কানে কুণ্ডল পরিধান ক'রে বীরনাদে ডমরু বাজিয়ে কাপালিক-যোগী ঘুরে বেড়াতো বীরদর্পে। ধর্মাচরণে আগম-পুথি, ইষ্টমালা (জপমালা) ব্যবহার ছিল। মন্ত্র-তন্ত্র, ধ্যান ব্যাখ্যা করার লোকের অভাব ছিল না।

নয়-বল বা দাবাখেলা সে যুগের খুব জনপ্রিয় অবসর-বিনোদন। খেলার যারা অংশগ্রহণ করতো না তারা পাশে বসে অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে ছাড়তো না। বীণাবাদ্য সহযোগে নৃত্যগীত প্রাচীনবঙ্গের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক অঙ্গুষ্ঠান। সাধারণতঃ মেয়েরা নৃত্য করতো, গান গাইতো এবং সংগত করতো পুরুষেরা। বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী সম্বলিত নাটক অভিনীত হ'তো।

চুরি, ডাকাতি, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি আধির্দৈবিক উৎপাতের সংবাদও চর্চাপদে অনেক আছে। পথে ঘাটে দস্যু-তরুণের উপদ্রব ছিল। ঘরে তালাচাষি লাগানোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও গৃহবধূর অলংকার চুরি যেতো। বড় বড় ডাকাতিতে সম্পন্ন গৃহস্থেরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়তো। সোনা-রূপা কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। চারকোটি টাকার ভাণ্ডার একেবারে উজার হয়ে যেতো। দারোগা-পুলিশ সেকালেও চোর ধরার পরিবর্তে চোর ডাকাতদের সহায়তা করতো।

ডোম্বীর গৃহে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। দমকল বাহিনীর পরিবর্তে 'সসহর লই ষিঞ্চু' পানী।' কিন্তু কোনো ফল হ'লো না। হরিহর-ব্রহ্মা সব দগ্ধ হ'লো, ভস্মীভূত হ'লো নবগুণ শাসন-পট্ট (দলিল-দস্তাবেজ)। ধর্মপ্রাণ হিন্দু পরিবারে দেববিগ্রহ, শাসন-পট্ট দগ্ধ হ'লে সর্বনাশের বাকী থাকল কী !

দেহজ ব্যাধি-উৎপাতে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করাই ছিল বোধহয় সে কালের রেওয়াজ; তবু অনেকে ব্যাধি প্রতিকারের জন্ত রস-রসায়নের প্রত্যাশা করে উপহাসের পাত্র হ'তো। স্বয়ং সরহ-পা-ই ২০নং পদে বলেছেন—'জা এধু জাম মরণে বিসহা। মো করউ রস রসানেরে কংখা।'—৫০নং পদের বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যায় শবর-পার মৃত্যু হয়েছিল অতিরিক্ত মগপান করার দক্ষণ।

ভক্তের জাতির বসবাস ছিল গ্রাম-বাইরের টোলায় বা বস্তির কুঁড়ে-ঘরে। পক্ষান্তরে, 'তইলা বাড়ী' বা দ্বিতল অট্টালিকা এবং তৎসংলগ্ন জ্যোৎস্না-বাড়ী (উত্তম আলো-বাতাসযুক্ত (?)-র উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক বৈষম্য সেযুগে বেশ প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। যাদের স্বামীরা সংসার-উদ্বাসীন ক্ষপণক তাদের দুঃখ-হুর্দশা বর্ণনার অতীত। দরিদ্র-সাধারণের সংসারে নানা রকমের অভাব-অনটন। হাড়ীতে ভাত নেই অথচ নিত্য অতিথির আনাগোনা। এদিকে অভাবের সংসারে সভ্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলে; কোনো প্রতিকার নেই। অল্পদিকে প্রাচুর্যের চিত্রও আছে। সোনার পরিপূর্ণ নৌকা; রূপা রাখবার

জায়গা নেই। কনকাকীর্ণ রাজপথ, হস্তীবন্ধন স্তম্ভ প্রভৃতির উল্লেখ থেকে আন্দাজ করা চলে—লক্ষ্মীর প্রাসাদে অনেকের দরজায় হাতী বাঁধা থাকতো। এই দুই শ্রেণীর মাঝখানে একদল শ্রমজীবী দিনের বেলা কঠোর পরিশ্রম করে রাত্রে কড়া পানীয় সহযোগে নৃত্যগীতের মধ্যে ডুবে যেতো। এই সম্প্রদায়ই সম্ভবতঃ সে যুগের সমাজকে চলমান এবং প্রাণবন্ত রাখতে সহায়তা করেছিল।

॥ Albert Grunwedel—প্রদত্ত ‘চাঁরাশী-সিদ্ধার’ নাম তালিকা ॥

তিব্বতী-বৌদ্ধ মতে ‘গ্রব্‌ছেন-গ্যাব্‌শি’ বা ৮৪ জন মহাসিদ্ধ স্বীকার করা হয়।
নাথ মতেও তাই। ৩, ৭, ১০৮ প্রভৃতির মতো ৮৪টিও একটি Retual Number
বিশেষ।

১। ল্‌হিয়া, ল্‌ই পা. লুঙ্গি পা, মৎশ্রেত্র বা মৎশ্রা-পাদ ২। লীলা পাদ
৩। বিরূপা ৪। ডোম্বী হেরুক ৫। শবর ৬। শরহ বা রাহুলভদ্র
৭। কঙ্কালি পাদ ৮। মীনপাদ বা বজ্রপাদ ৯। গোরক্ষ ১০। চৌরঙ্গী
১১। বীণাপাদ ১২। বজ্রাকর শাস্তি ১৩। তন্ত্রিপাদ ১৪। চম্বার ১৫। খড়্গ
পাদ ১৬। নাগার্জুন ১৭। কৃষ্ণচারী কানহ্‌পাদ বা কনপ ১৮। কাণের,
কাণেরী বা আর্ঘ্যদেব ১৯। শৃগন ২০। নাড় পাদ বা যশোভদ্র ২১। শৃগানপাদ
২২। তৈলিক পাদ ২৩। ছত্রপাদ ২৪। ভদ্র ২৫। দ্বিখণ্ডী ২৬। অজোগি বা
যোগিপাদ ২৭। কড়পাদ ২৮। ধোবী ২৯। কঙ্কণ ৩০। কঞ্চল ৩১। ঢেঙ্কি
৩২। ভঙ্কে পা বা ভাণ্ডারী ৩৩। তঙ্কী ৩৪। কুকুরি পাদ ৩৫। কুব্জি পাদ
৩৬। ধর্ম ৩৭। মহী ৩৮। অচিন্ত বা অচিন্ত্য ৩৯। বভহি ৪০। নলিন
৪১। শাস্তিদেব বা ভুস্কু ৪২। ইন্দ্রভূতি ৪৩। মেঘপাদ ৪৪। কুঠারী ৪৫। কর্মার
পাদ ৪৬। জালঙ্করী ৪৭। রাহুল ৪৮। ধর্মপাদ ৪৯। টোকরী ৫০। মেদিনীপাদ
৫১। পঙ্কজ ৫২। ঘণ্টা পাদ বা ব্রজঘণ্ট ৫৩। যোগী ৫৪। চলুক ৫৫। বাগুরি
৫৬। লুক্ক ৫৭। নিগুণশ্রী ৫৮। জয়ানন্দ ৫৯। পচারি বা পাচল ৬০। চম্পক
৬১। বিবাণ ৬২। তেলী বা তৈলী ৬৩। কুস্তকার ৬৪। চাপটি ৬৫। মণিভদ্রা
৬৬। মেখল ৬৭। কঙ্খলা ৬৮। কলকলপাদ ৬৯। কহুড়ি ৭০। দৌড়ী
৭১। উড্ডীয় ৭২। কপালপাদ ৭৩। কিলপাদ ৭৪। পুষকর ৭৫। সাত্তিক-

[পৰ্য্যতাল্লিখ]

৭৬। নাগবোধি ৭৭। দারিক পাদ ৭৮। পুতলি ৭৯। উপনাহী ৮০। কোকিলী ৮১। অনঙ্গ ৮২। লক্ষ্মীঙ্করা ৮৩। সামুদ্র ৮৪। ব্যাভি।

বৰ্ণনরত্নাকরে সিদ্ধগণের এষ্টটি নাম-তালিকা আছে। বৰ্ণনরত্নাকর এশিয়াটিক সোসাইটির ৪৮। ৩৪ সংখ্যক তালপাতার পুথি। অক্ষর বাঙ্গালা। লিপিকাল ল. সং-৩৯৮। গ্রন্থকার কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরিন্দ্র মথিলার রাজা হরিসিংহ দেবের সভার একজন কবি ছিলেন। হরিসিংহদেবের রাজত্বকাল ১০০০—১০২০ খ্রিঃ। গ্রন্থে উল্লিখিত—অথ চৌরাসী সিদ্ধ বর্ণনা—

১। মীননাথ ২। গোরক্ষনাথ ৩। চৌরঙ্গীনাথ ৪। চামরী নাথ ৫। তন্ত্রি পা ৬। হালিপা ৭। কদারি পা ৮। ধোঙ্গ পা ৯। দারি পা ১০। বিরুপা ১১। কপালী ১২। কমারী ১৩। কাহ্ন ১৪। কনথল ১৫। মেথল ১৬। উন্নন ১৭। কাণ্ডলি ১৮। ধোবী ১৯। জালন্ধর ২০। টোঙ্গী ২১। মবহ ২২। নাগার্জুন ২৩। দৌলী ২৪। ভিবাণ ২৫। অচিতি ২৬। চম্পক ২৭। ঢেণ্ড ২৮। ভূষরী ২৯। বাকলী ৩০। তুঙ্গী ৩১। চম্পটী ৩২। ভাদে ৩৩। চান্দন ৩৪। কামরী ৩৫। করবৎ ৩৬। ধর্ম-প পতঙ্গ ৩৭। ভদ্র ৩৮। পাতলিভদ্র ৩৯। পলিহিহ ৪০। ভাঙ্গ ৪১। মীন ৪২। নিদ্রয় ৪৩। সবর ৪৪। সাস্তি ৪৫। ভড়্‌হরি ৪৬। ভীষণ ৪৭। ভটী ৪৮। গগন পা ৪৯। গমারী ৫০। মেণুরা ৫১। কুমারী ৫২। জীবন ৫৩। অখোসাধব ৫৪। গিরিবর ৫৫। সিয়ারী ৫৬। নাগবালী ৫৭। বিভবৎ ৫৮। সারঙ্গ ৫৯। বিবিকিধজ ৬০। মগরধজ ৬১। অচিত ৬২। বিচিত ৬৩। নেচক ৬৪। চাটল ৬৫। নাচন ৬৬। ভীলো ৬৭। পাহিল ৬৮। পাসল ৬৯। কমলকঙ্গারি ৭০। িপিল ৭১। গোবিন্দ ৭২। ভীম ৭৩। ভৈরব ৭৪। ভদ্র ৭৫। ভমরী ৭৬। ভূরুকুটী।

এরপর আর নেই।

গ্রন্থে সংকলিত পদগুলির মধ্যে কোন্ কবি কত নম্বর পদ রচনা করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত রচনার মোট সংখ্যা প্রদত্ত হ'লো—

কবি-নাম	মোট পদ	পদ সংখ্যা
১। আর্ঘদেব	১	৩১ নং
২। কঙ্কণ-পা	১	৪৪ নং
৩। কঙ্কলাষর পা	১	৮ নং

[ছয়চল্লিশ]

কবি-নাম	মোট পদ	পদ সংখ্যা
৪। কারু পা	১৩	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ নং
৫। কুক্কুরী পা	৩	২, ২০, ৪৮ (লুপ্ত)
৬। গুণ্ডরী বা গুড়্‌ডরী পা	১	৪ নং
৭। চাটিল পা	১	৫ নং
৮। জয়নন্দী পা	১	৪৬ নং
৯। ডোঙ্গী পা	১	১৪ নং
১০। ঢে-ঢণ পা	১	৩৩ নং
১১। তজ্জী পা	১	২৫ নং
১২। তাড়ক	১	৩৭ নং
১৩। দারিক পা	১	৩৪ নং
১৪। ধাম পা	১	৪৭ নং
১৫। বিরুবা পা	১	৩ নং
১৬। বীণা পা	১	১৭ নং
১৭। ভাদে বা ভদ্র পা	১	৩৫ নং
১৮। ভুস্কু পা	৮	৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯ নং
১৯। মহীধর পা	১	১৬ নং
২০। লুই -পা	২	১, ২৯, নং
২১। শবর পা	২	২৮, ৫০ নং
২২। শান্তি পা	২	১৫, ২৬ নং
২৩। সরহ পা	৪	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ নং

। পদকর্তার-পরিচয় ।

বর্তমান সংকলন গ্রন্থে সবমিলিয়ে ১৩ জন কবি-সিদ্ধাচার্যের রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই কবি এবং খ্যাতিসম্পন্ন সিদ্ধাচার্য। কারণ প্রথমতঃ তিব্বতী-ঐতিহ্যে ‘গ্রুব্ ছেন-গ্যাবশি’ বা ৮৪ জন মহাসিদ্ধের অধ্যাপক Gruenwedel-প্রদত্ত নাম-তালিকায় চর্চাপদকর্তাগণের অধিকাংশের নাম (কোথাও অবিকলভাবে কোথাও ঈষৎ রূপান্তরে) স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পুঁথি অঙ্ক-লেখনের কালে লিপিকর প্রত্যেক পদকর্তার নাম লিখেছেন যষ্টি বিভক্তির বহুবচন দ্বারা। যেমন—লুই পাদানাম্। এই বহুবচন প্রয়োগ গৌরববাচক। তৃতীয়তঃ মুনিদত্ত টীকা রচনার সময় প্রায় প্রত্যেক পদকর্তাকে সিদ্ধাচার্যরূপে অভিহিত করেছেন, উপরন্তু প্রত্যেক কবিকেই বিশেষ গৌরবভোক্তক বিশেষণে ভূষিত করেছেন। যেমন—শ্রীমদগরচরণারবিন্দমকরন্দবিন্দুসন্দোহশাস্ত্রসমুৎপত্তিপিতানন্দস্তিমিত হৃদয়ঃ সত্যদ্বয় মহামোহভ্রমজলধিমধ্য নিমগ্নাহ শরণদীনজনসমুদ্ররণকামো হি সিদ্ধাচার্য শ্রীলুই পাদ। মহাহুথ রাজানং স্বানন্দাসবপানপ্রমদোমনশা কুকুরী পাদাঃ ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ চতুর্দশ শতাব্দে (সম্ভাব্য রচনাকাল—১৩০০-২১ খ্রিঃ) জ্যোতির্বিদ্যার তাঁর বর্ণনরত্নাকর নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ‘অথ চৌরাসী সিদ্ধবর্ণনা’-অংশে উল্লিখিত সিদ্ধাচার্যের নাম-মালায় বেশ কয়েকজন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে অন্ততঃ চতুর্দশ শতাব্দেও এই সকল পদকর্তাগণের সিদ্ধাচার্য-খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল।

১. // লুইপাদ // লুই চর্চাপদের জনশ্রুতিমূলক আদি-কবি। চৌরাসী-সিদ্ধার তালিকার সর্বপ্রথম এই নামটি পাওয়া যায়—ল্হি-পা, লুই পা, লুয়ি পা মৎস্তোদ্ভ বা মৎস্তাভ্রাদ-রূপে। লুই পার নামান্তর মৎস্তোদ্ভ বা মৎস্তাভ্রাদ কিনা সে প্রশঙ্গ স্বতন্ত্র। তবে মৎস্ত পরিবৃত্ত এবং মৎস্ত-অঙ্গ ভঙ্গুরত ই-পার প্রাচীন চিত্র পরিকল্পনা থেকেই এই নামান্তর কল্পিত হওয়া সম্ভবপর। সে যাই হোক, নাম-তালিকায় প্রথম না মাজেথ দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে লুই-পার আদি কবির প্রাপ্ত হয় না। বর্ণন-রত্নাকরের তালিকায় লুই-পার কোনো নামই পাওয়া যায় না। লুই-পাকে আদি কবি রূপে কল্পনা করার দ্বিতীয় কারণ টীকার প্রারম্ভে মুনিদত্তের বর্ণনা—শ্রীলুইচরণাদিসিদ্ধরচিত্তেপ্যার্চ্যচর্চাচয়ে ইত্যাদি। ১নং পদের বিশ্লেষণ

গ্রন্থে আরও একবার তাঁকে আদি সিদ্ধাচার্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে চতুর্থ পদের ব্যাখ্যায়। সংকলন গ্রন্থের ১নং পদটি লুই-পার। কিন্তু কবিদের সময়ের অঙ্কন পদগুলি সংকলিত হলে লুই-পার দ্বিতীয় পদটি ২৬ নং না হয়ে ২নং হতো।^১ এইভাবে দেখা যায় সাম্প্রতিককালের গবেষণায় লুই-পার আদিকবিরের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বসেছে। তবুও গ্রন্থ থেকে যায় মনিদন্ত কেন লুইকে 'আদি সিদ্ধাচার্য' বললেন একাধিকবার!

তারানাতের মতে, লুইপা ছিলেন ওড্ডীয়ানরাজ উদয়ণের করণিক। অতাপি ওড্ডিয়ার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে লুই-পাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করা হয়। মতান্তরে, ইনি ধর্মপালের কায়স্থ ছিলেন। ধর্মপালের রাজত্বকাল ৭৬২-৮০২ খ্রিঃ। লুই-পার কালনির্ণয়ে আর একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য কিন্তু সে তথ্য সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়। লুই-পা দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে অভিমময়বিভঙ্গ রচনা করেন। অতএব লুই ও দীপঙ্কর সমসাময়িক।^২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্থির বিশ্বাস, লুই পা রাঢ়দেশের লোক ছিলেন। তিনি যে বাঙালী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।^৩ লুই পার প্রাচীন চিত্র মংস্ত্র অস্ত্র ভক্ষণরত; নামটিও মংস্ত্রান্নাদ। অতএব বাঙ্গালীর মংস্ত্রপ্রীতির স্ত্র ধরে লুই-পার বাঙ্গালীত্ব প্রতিপাদন একদা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

হরপ্রসাদের মতে, রাঢ়দেশের ধর্মপূজাবিধানে লুই-পাকে অতাপি পূজা করা হয়ে থাকে। লুই-পার নামে উৎসর্গীকৃত পাঠা বলি হয় না; ছেড়ে দেওয়া হয়। ধর্মপূজাবিধান গ্রন্থে 'বারমতি গৃহাভরণ'-পদ্ধতিতে 'লুয়ে উৎসর্গ' নামে একটি অংশ আছে। এ সম্পর্কে বলা হয় ধর্মঠাকুর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষ; বিষ্ণুর অবতার। কিন্তু বিষ্ণুর অবতার হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন চাগবলি গ্রহণ করেছিলেন। তার কৈফিয়তে বলা হয়েছে দাতাকর্ণের নিকট বিষ্ণুঠাকুর যেমন বৃষকেতুর মাংস ভোজন করেছিলেন সেইরূপ হরিশ্চন্দ্র রাজার গৃহে ধর্মঠাকুর হরিশ্চন্দ্র ও মদনার লোহিতাশ্ব (লুইদাস বা লুয়ে) নামক

১ বিস্তৃত আলোচনা। দ্রষ্টব্য—বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়। পৃঃ—৭।

২ দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের জীবৎকাল ৯৮০-৮২ খ্রিঃ। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা। দ্রষ্টব্য—বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়।

৩ হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা।

পুত্রের মাংস ভোজন করেছিলেন সেইজন্ত ধর্মঠাকুরের নিকট যে ছাগ উৎসর্গ হয় তার নাম লুয়ে এবং ক্রিয়া অহুষ্ঠানের নাম 'লুয়ে উৎসর্গ'। মনে হয়, শাস্ত্রীয় গবেষণায় লুয়ে-উৎসর্গ এবং লুই-পা একাকার হয়ে গেছেন। যাইহোক, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিষয়টির অগ্রসন্ধান হওয়া উচিত।

পরিশেষে একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিব্বত অঞ্চলে 'লুই' নামক একপ্রকার শীতবস্ত্র পাওয়া যায়। কামলি-পা যদি কহলওয়ালা হন তাহলে লুই-পার নামও উক্ত 'লুই' বস্ত্রের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভবপর কিনা বিচার্য।

লুই-এর নামে সংস্কৃতে চারখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। (১) বজ্রসত্ত্ব-সাধন (২) বুদ্ধোদয় (৩) শ্রীভগবদভিসময় (৪) অভিসময়বিভঙ্গ। এছাড়া 'লুহিপাদ গীতিকা'-নামে একটি পদসংকলন গ্রন্থ।

একই পদে একাধিক (দু' বার) ভণিতা প্রয়োগ লুই-এর রচনাশৈলীর স্বকীয়ত্ব। এই রীতি তাঁর শিষ্য দারিক-পাও অহুসরণ করেছেন। অগ্রাঙ্গ কবিরা অনেক জেনে প্রায়ই না জানার ভান করেছেন। কারু-পার "আলিএ' কানিএ' বাট রুঙ্কেলা' ভান নয়। কিন্তু মহিত্তা অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ভণিতায় বলেন—ভনন্তি মহিত্তা মই এথু বড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা।

কিন্তু লুই-পা আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ। দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি ঘোষণা করেন, ...আমুহে ঝাণে দিঠা। ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা ॥ তাছাড়া, সমগ্র পদে তিনি উপদেশ-দানস্থলভ ভঙ্গিতে বক্তব্য নিবেদন করেছেন। রচনাশৈলীতে কোনো জটিলতা নেই; সহজ সরল ভঙ্গি। রূপক প্রয়োগ রীতিও সহজ—কাআ তরুর পরঞ্চ বি ডাল।', উদক চান্দ জিম সাচ না মিচ্ছা। খুব সুন্দর বলার ভঙ্গি। প্রসঙ্গটি আমাদেরও ভাবিয়ে তোলে। লুই সন্ধ্যা-শব্দ প্রয়োগ করেননি; পারিভাষিক-শব্দাবলীও যথাসম্ভব পরিহার করেছেন—মহাস্থ, সুস্থপাথ, ধমণ-চমণ, ভাব-অভাব এই পর্যন্ত। লুই-পার দুটি পদ এই সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে; দুটি পদই পটমঞ্জরী রাগের।

॥ সরহ-পা ॥ চক্রস্বরভঙ্গে: তিব্বতী অহুবাদের (দ্র: সা. প. প—১৩৩৫ পৃ ১৫৫-৫৬) গুরু-শিষ্য পরম্পরার তালিকা থেকে জানা যায় ইনি শবর-পার গুরু। শবর-পা লুই-এর গুরু। সরহ-পা লুই-এর পরমগুরু। এঁর নামান্তর রাহুলভদ্র, সরোরুহ বা সরোজবজ্র। রাহুলভদ্র সম্ভবত: ভিক্ষু নাম; বজ্রযানের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝাবার জন্ত সরোরুহ বা সরোজবজ্র নামগ্রহণ।

অনেকে বলেন, এঁর জন্মস্থান উড়িষ্যা; শিক্ষাগ্রহণ করেন নালন্দায়। নালন্দায় সরহের শিক্ষাগুরু ছিলেন হরিতত্ত্ব। রাজল সাংস্কৃত্যায়নের মতে, হরিতত্ত্ব রাজা ধর্মপালের (৭০০-৮১৫ খ্রীঃ) সমসাময়িক। মতান্তবে, সরহের জন্মভূমি পূর্বদিশার অন্তর্গত রাজী (বর্তমান ভাগলপুরের সন্নিকট)। এমতাবস্থায় সরহ-রচিত 'বঙ্গ জায়া নিলেসি পরে... (৩৯ নং) অর্থাৎ বঙ্গদেশে দার-পরিগ্রহ ক'রে—এইরকম অর্থভেদ ক'রে আমাদের অহুমান, সরহ বঙ্গদেশে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। এক্ষেত্রে অবশ্য তিনি বঙ্গদেশের জামাতা। অতীত সরহকে বরেন্দ্রভূমির লোক মনে করেন। জন্মস্থান যেখানেই হোক, জীবনের কোনো এক সময়ে যে তিনি বঙ্গীয় লোকাচার এবং জনজীবনের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে রচনার মধ্যে খাঁটি বঙ্গীয় প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারে। বর হুগ গোহালী কি মো দুঠ্য বলদে' (২৯ নং), হাথেরে কাঞ্চণ মা লোউ দাপণ (৩২ নং)—প্রভৃতি অতি সাধারণ প্রবচন স্বল্পায়তন কবিতায় এমন সার্থকভাবে প্রয়োগ করা ভিন্দেবী কবির কর্ম নয়।

চৌরাশী-সিদ্ধার তালিকায় ইনি ষষ্ঠতম আচার্য; নাম সরহ বা রাজলভদ্র। বর্ণনরত্নাকরের তালিকায় এঁর নাম নেই। আলোচ্য সংকলন গ্রন্থে এঁর চারটি পদ আছে। এছাড়া সরহ-পা রচিত দোহাকোষ ও গীতিকার বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থ প্রচলিত আছে—দোহাকোষগীতি, দোহাকোষচর্চাগীতি ইত্যাদি। প্রচলিত পাণ্ডিত্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা-মিশ্রিত বিনয়-রচন 'পণ্ডিত লোঅহ থমহ' সরহের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। দোহাকোষ ও টীকায় ষড়দর্শনের খণ্ডন করেছেন খুব রূঢ় অথচ যুক্তিপূর্ণ ভাষায়।

॥ শবর-পাদ বা শবরীশ্বর ॥ চৌরাশী সিদ্ধ তালিকায় ইনি পঞ্চম সিদ্ধাচার্য; নাম শবর। এঁর একখানি গ্রন্থের নাম বঙ্গযোগিনী-সাধন। এছাড়া মহামন্ত্রা-বঙ্গগীতি, চিত্তগুহ-গম্ভীরাখগীতি, শূত্রতাদৃষ্টি এবং দু'টি গীতিসংকলন এঁর নামে প্রচলিত। 'শবর'-ছদ্মনামে এক বা একাধিক প্রাচীন সিদ্ধাচার্য থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তবে 'সিতকুরুকুল্লাসাধন' এবং ২৮নং পদের রচয়িতা শবর-পা অভিন্ন ব্যক্তি। ২৮নং পদে ইনি নিজেকে বলেছেন—'শবরো ভূজঙ্গ' আর কুরুকুল্লা মন্ত্র সাপের বিষকাড়া। যে পুথিতে মন্ত্রটি পাওয়া গেছে তার লিপিকাল ১১৬৫ খৃঃ। বিশেষজ্ঞগণ এই তারিখটি শবর-পাদের জীবৎকালের সম্ভাব্য নিম্নতম সীমা বলে মনে করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রযোগিনীর সাধনা প্রচার করেন। শবরীশ্বর বা শবর সেই দলের লোক। তিব্বতী ঐতিহ্যে শবরী বজ্রের একজন নটবিদ। গুরু নাগাজুর্ন তাঁকে শ্রীপর্বতে গমনের নির্দেশ দান করেন। সেখানে অবস্থান ক'রে ইনি শবরীশ্বর বা সিদ্ধশবরী নামে খ্যাতি অর্জন করেন। সেকালে কোন্ পর্বত শ্রীপর্বত নামে অভিহিত হতো জানি না। প্রাচীন তিব্বতী চিত্রে নাগাজুর্ন-পার Insignia সাপ; চিত্রে তিনি সর্প-পরিবৃত।

শবর-পা রচিত দুটি পদ এই সংকলনে আছে। দুটি পদেই যেভাবে ভনিতা প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে পদগুলি শবরের রচনা কি না। ২৮নং পদের রচয়িতা স্বয়ং নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন; ৫০নং পদেও শবর-জীবনের পরিসমাপ্তির করুণ কাহিনী। প্রথম পদে বর্ণিত ভৌগোলিক পরিবেশ, গুজরী, গুহাভা, ঘরিনী, কুরাটী, কঙ্গুচিনা (বর্তমানে এদেশে প্রচলিত পক্ষী-খাত্ত কাঙ্গনিদানা) প্রভৃতি শব্রের ব্যবহার থেকে কবির বাসস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছন্দ অনুমান চলতে পারে। তবে ইনি যে বঙ্গ-সন্তান তা নিয়ে প্রদত্ত দুটি তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হবে না।

(১) শবর বঙ্গদেশের একটি প্রাচীন জাতি-নাম। বর্তমানে এই জাতি হাড়ী নামে পরিচিত। হুতরাং শবর নামটি এদেশের একটি প্রাচীন জাতি-নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(২) ৫০নং পদে শবর-পা শবরাজ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন (চারি বাসে গড়িলা রে' দিআ চকালী) সেটি খাস বঙ্গীয় রীতি। উপরন্তু মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে শকুন-শৃগালদের বঞ্চিত ক'রে। অগ্ন্যাগ্ন জাতির মধ্যে পশুপক্ষী দ্বারা শবদেহ ভক্ষণ করানোর রীতি আছে কিন্তু এক্ষেত্রে সে রীতি গৃহীত হয়নি তাও উল্লেখ করে দিয়েছেন সুকৌশলে। অবশেষে দশদিকে পিণ্ডদানের উল্লেখ এ-দেশীয় আচারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

চক্র-সম্বর্ত্তের তালিকায় ইনি সরহের শিষ্য; লুই-এর গুরু। গুরুপরম্পরার হিসাব-মাফিক এঁর সম্ভাব্য জীবৎকাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। কথিত আছে, ইনি নাগাজুর্নের শিষ্য। প্রাচীন চিত্রে নাগাজুর্ন সর্প পরিবেষ্টিত; শবর নিজেকে বলেন 'শবর ভূজঙ্গ'। শবরের পক্ষে নাগাজুর্নের শিষ্য হওয়া খুব সম্ভব।

॥ ভোদ্বী-পা ॥ ভোদ্বী-পা লুই এর শিষ্য; জীবৎকাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্য অথবা শেষভাগ। তাজুর তালিকায় আচার্য ভোদ্বী বা আচার্য ভোদ্বীশাদ এবং

মহাচার্য সিদ্ধ-ভোষী-হেরুক উভয়ের নামে একাধিক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তারানাতের মতে, উভয়ে অভিন্ন। চৌরানী সিদ্ধার তালিকায় ভোষী-হেরুক চতুর্থ মহাসিদ্ধ।

তিন্ততী তালিকায় ভোষী-হেরুককে মগধের রাজা বলা হয়েছে; তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। মতান্তরে ইনি ত্রিপুরার রাজকুমার। তারানাতের মতে, ভোষী রাঢ়ের রাজাকে দীক্ষিত করেন। ভোষী-গীতিকা নামে ভোষী-পার একটি পদগ্রন্থ আছে। ভোষী ছদ্মনাম হওয়া সম্ভব। আধ্যাত্মিক অর্থে ভোষী হ'লো—বায়ুরূপা অবধূতিকা। বর্তমান সংকলন গ্রন্থে ভোষীর একটিমাত্র পদ আছে তাও যথাস্থানে ভনিতা নেই। কামলি-পার পদের সঙ্গে এ পদের মিল আছে নানা বিষয়ে।

পুথিতে ১০নং পদের পর উল্লেখ আছে—লাড়ীভোষীপাদানাং স্নেনত্যাদি চৰ্য্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি। লাড়ী শব্দের অর্থ রাঢ়দেশীয়। জৈনকল্পহৃত্রে রাঢ়দেশকে লাড়ুরট (রাঢ়রাষ্ট্র) বলা হয়েছে। ভোষী-পা যে এদেশের লোক তাঁর পদের একটি তথ্য থেকে সে সম্পর্কে অনুমান করা যায়। ভোষী পার পদের প্রথম ছত্রের (গঙ্গা জউনা মাঝে রে বহই নার্সি) কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যাখ্যা করেছেন—গঙ্গা যমুনার মধ্যে এই সরস্বতী বহিতেছে। এই সঙ্গম স্থলী জেলার মগরা-জিবেণীতে। এই ছত্রের প্রকৃত অর্থ যদি তাই হয় এবং ভোষী যদি শোনা কথার উপর নির্ভর করে না লেখেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি এদেশের উক্ত সঙ্গমস্থলের সন্নিহিত কোনো অঞ্চলে অবস্থান করতেন। ভোষী নামটিও এদেশের প্রাচীন জাতি নামের সঙ্গে যুক্ত।

॥ দারিক ॥ চক্রবর্ত্তরত্নের গুরুশিষ্যপ-স্পরা অনুসারে, দারিক-পা লুই-পার শিষ্য। এর পদটিতেও তার অব্যর্থ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ ভনিতায় সপ্তম উল্লেখ—লুই পাঅপসাএ দারিক দ্বাদশ ভূঅর্ণে লধা। (৩৪নং)। লুই-পাদপ্রসাদে দারিক দ্বাদশভুবনে লরু [-প্রতিষ্ঠ]। দ্বিতীয়তঃ ভনিতা প্রয়োগেও দারিক গুরু লুই পার প্রদর্শিত রীতি অনুসরণ করে একই পদে একাধিকবার ভনিতা প্রয়োগ করেছেন। বলা উচিত এ ব্যাপারে তিনি গুরুকে নিজগুণে অতিক্রম করে একটি পদে মোট চারবার ভনিতা জুড়েছেন। লুইএর দুটি পদেই ভনিতা আছে ছ'বার করে।

লুই অষ্টমশতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত থাকলে দারিকের জীবৎকাল আইনতঃ

অষ্টমশতাব্দীর শেষভাগে হওয়া উচিত। দারিক কারুপার গুরু গুরু গুরু গুরু। (বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় পৃ—৭)।

Blue Anals গ্রন্থের মতে, দারিক প্রথম জীবনে রাজা ছিলেন। Sa-skya-bka-Bum-এর মতে, ইনি উড়িষ্যার রাজা। দারিকের রচিত পদটিতে পূর্বাশ্রমের রাজপদের স্মৃতি খুব স্পষ্ট—রাজা রাজা রাজা রে অবর রাজা মোঃ রাজা বাধা (৩৪নং)। দারিক কালচক্র, চক্রশব্দ, বজ্রযোগীনী, কঙ্কালিনী প্রভৃতি দেবদেবী সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে ইনি ৭৭-তম মহাসিক; নাম—দারিক পাদ।

॥ কুকুরী পা ॥ কুকুরী নামাঙ্কিত মোট তিনটি পদ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৩৮নং লুপ্ত পদটি তিব্বতী অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত হলো :—

পটহ ইতি নাম রাগ : কুকুরী পাদানং
কুলিশ জাত নিদ্রা ব্যাপ্তা।^১
সমতা যোগ-সেনা গণা : ॥
বিষয়েন্দ্রিয়স্ত পুরস মূহান্ জীবন্তঃ ।
শূত্র তারাজঃ মহাস্থম্ (ইতি) নাম ॥
তুর্ঘ শঙ্করনি নাম্ অনাহত গীতং কেরোতি ।
মোহ ভববলানি হরম্ অতিক্রান্তানি ॥
স্থ ন গর্ঘাম্ অগ্রস্থান সমূহং গৃহীতম্ ।
অজুলিম্ উধর্মুৎক্ষিপ্য কুকুরী পাদ ভনতি ॥
এতৎ ত্রিলোকঃ মহাস্থথেন জিতম্ ।
তৎস্বার্থঃ নিনন্ত কুকুরী পাদেন কথ্যতে ॥

কুকুরী-পার তিনটি পদের ভনিতাতেই নামের সঙ্গে গৌরববাচক ‘পা’ শব্দটি যুক্ত থাকায় অনেকে অনুমান করেন, পদত্রয় কুকুরীর কোনো ভক্ত শিষ্যের রচনা। এরূপ অনুমানে কতখানি যুক্তি আছে জানিনা তবে চেনেচেন-পা ছাড়া চর্চার আর কোনো কবি নিজের নামের সঙ্গে গৌরববাচক ‘পা’-শব্দ যোগ করেন নি।

কুকুরী নামটি অন্নপ্রাশন-লব্ধ নয়; ছদ্মনাম। বলা হয়ে থাকে, কুকুরী পরিত্যক্ত জঞ্জাল স্তরের মধ্য থেকে খাদ্য-প্রাণ সংগ্রহ করে; কুকুরীও পদের মধ্যে

অতি সাধারণ বিষয় থেকে উপমা দিয়ে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে সংস্কৃত উদ্ভট কবিতায় ‘কুক্কট পাদ মিশ্র’ নামটি পাওয়া যায়; কাজেই কুক্কট বা কুক্কুরীর নাম ছদ্ম বা গূঢ় অর্থজ্ঞাতক নাও হতে পারে।

আবার তিব্বতী চিত্রে দেখা যায়, কুক্কুরী-পাকে কুক্কুরের মাথায় হাত দিয়ে আদর করার ভঙ্গীতে। ছবিগুলির পরিকল্পনা Folk-Etymology ভিত্তিক। যারা মৌননাথ বা মংস্ত্রেস্ত্রনাথের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা ক’রে লুই পাকে মংস্ত্র পরিবৃত্ত এঁকেছেন কুক্কুরের সঙ্গে কুক্কুরীর বন্ধুত্ব তাঁদেরই কল্পনা। ৫টি কল্পনাই অজ্ঞতা-প্রসূত। অবশ্য অনেক সময় দেখা যায়, সিদ্ধসাধকেরা প্রায়ই সঙ্গী হিসাবে কুক্কুর গ্রহণ ক’রে থাকেন কিন্তু আপাততঃ কল্পনাকে অতদূর প্রসারিত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

কুক্কুরীপা মহিলা কবি এই রকম সম্ভাবনা কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। কারণ “প্রাপ্ত পদগুলির ভাষা গ্রাম্য এবং ভাব ইত্যর।” এ রকম গ্রাম্যভাষা এবং ইত্যর ভাষা চর্যাপদের অনেক পুরুষ কবির পদেও আকছার পাওয়া যায়। আসলে ২নং পদে গৃহবধূর মনের কথা, আচার-আচরণ প্রকাশিত হয়েছে বটে কিন্তু প্রত্যক্ষ উক্তিতে নয় পরোক্ষ জবানীতে; যেন একজন বলে দিচ্ছেন—আঙ্গণ ঘরপণ শুন তো বিআতী। দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ। অবশ্য ২০নং পদে কবি সরাসরি বলেছেন—হাঁউ নিরাসী খমণ সাঁঈ। এবং তারপর সম্ভ্রান প্রসবের খুটি-নাটি বর্ণনা। এসব থেকে তার নারীত্ব প্রতিপন্ন হয় বটে কিন্তু কুক্কুরীর পদগুলি যদি কোনো শিশুর রচনা হয় তবে কে নারী—শিশু না গুরু? মুনিদত্ত কুত্রাপি পদরচয়িতার কর্তৃত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। অথবা কবির নারীত্ব সম্পর্কে কোনো প্রকার ইঙ্গিত দান করেন নি।

কুক্কুরীপা মহামায়াব সাধক ছিলেন; ইনি মহামায়াসাধনোপায়িকা রচনা করেন; বজ্রযানের উপর লিখিত রচনাও আছে। বজ্রযোগিনী গুরুপরম্পরা অনুসারে, কুক্কুরী লুইপার অগ্রতম শিষ্য। অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে কুক্কুরীর সম্ভাব্য জীবৎকাল।

কুক্কুরীর ২নং পদ সন্ধ্যাভাষায় রচিত কাজেই দুর্বোধ্য। একটি ধ্রুবপদের সঙ্গে পরের ধ্রুবপদের কোনো সামঞ্জস্য নেই। পদটি খাপছাড়া। অবশ্য এই জাতীয় রচনা ঐতিহ্যবিহীন নয়। সংস্কৃতে রচিত এই জাতের উদ্ভট কবিতাকে ‘ব্রাজ্জাঃ নাম শ্লোকাঃ’ বলে পতঞ্জলি উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পদে কবি নিঃসঙ্কোচে

নারী জীবনের দারুণতম অসহায় অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। দু'টি পদেই নারীর মুখের ভাষা (Women dialect) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

॥ চাটিল ॥ চৌগাশী সিকার তালিকায় এঁর নাম নেই। বর্ণনয়ত্নাকরের তালিকায় ইনি ৩৪তম শিক 'চাটল' রূপে উল্লিখিত। এঁর একটিমাত্র পদ সংকলিত হয়েছে সেটিও চাটিলের রচনা না হওয়ার সম্ভাবনা বোলানো। একে 'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গটই। পারগামী লোঅ নির্ভর তরই ॥' তার উপর, জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী। পুচ্ছতু চাটিল অমৃত্তরসামী ॥ ৫নং। এই আত্ম-জ্ঞতি অন্ততঃ সেকালের সাধকের রচনায় স্বভাবতই সন্দেহ জাগায়। আশ্চর্যের ব্যাপার যিনি নিজের বড়াই ক'রে এতকথা বললেন টীকাকার মুনিদত্ত সেই কবিকে কোনো বিশেষণই দান করেন নি। কেবলমাত্র উল্লেখ করেছেন—তমেব যথাভূতার্থকাটিল পাদাঃ। শব্দান্তরেণ প্রকটয়ন্তি। অথচ মুনিদত্ত অগ্ৰাণ্ড সব কবিকেই বিরাট বিরাট বিশেষণে ভূষিত করেছেন।

অনেকে মনে করেন, ইনি চট্টগ্রাম নিবাসী। মতান্তরে, চাটিল চন্দ্রদ্বীপের অধিবাসী। চন্দ্রদ্বীপ বরিশালে।

॥ কঞ্চলাস্বর ॥ পুথিতে এঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে—'কঞ্চলাস্বর পাদানাম্' কিন্তু পদে দু'বারই বলা হয়েছে—কামলি। কামলি কঞ্চলাস্বরের সংক্ষিপ্ত রূপ; যেমন রুক্ষাচার্যের বেলায় কাহু, কাহি—ইত্যাদি।

'প্রজ্ঞপারমিতাউপদেশ' নামে ইনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এর অধিকাংশ রচনাই বজ্রঘান সম্পর্কিত। ইনি নিজে যুগনক-হেরকের উপাসনা করতেন। কঞ্চলাস্বরের বাংলা গ্রন্থের নাম কঞ্চলগীতিকা। ইনি বজ্রঘণ্টের শিষ্য; দারিক-পার শ্রিষ্য। দারিকের জীবৎকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষ; সূত্রায় নবম শতাব্দীর শেষভাগ এঁর জীবৎকাল হওয়া সম্ভবপর।

তাৎপ্যজুর তালিকায় একজন কঞ্চলাস্বরের নাম পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থ 'অভিসময়নামপঞ্জিকা'। লুই-পার গ্রন্থ অভিসময় এর পঞ্জিকা রচনা করা এই কঞ্চলাস্বরের পক্ষে সম্ভব কারণ লুই-পা কঞ্চলের পরম গুরু দারিকের গুরু।

॥ কঞ্চণ পা ॥ ইনি কঞ্চলাস্বরের শিষ্য। সম্ভাব্য জীবৎকাল নবম শতাব্দীর শেষার্ধ। অনেকের মতে, ইনি কঞ্চলাস্বরের বংশধর। 'চর্বাদোহাকোষগীতিকা'—নামে এঁর একখানি পুথি আছে। ২নং ২য় 'কঞ্চণ' কবির আসল নাম নয়;

কবিকল্পের মতো উপাধি-বিশেষ । অলঙ্কারের নামের সঙ্গে কবিদের নাম যুক্ত করা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিশেষ রেওয়াজ । মনে হয়, সেকালে কবির সমাজের অলঙ্কার রূপে গণ্য হতেন । চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় এঁর নাম অবিকল কল্প , ২২তম মহাসিদ্ধ ।

॥ আর্ঘদেব ॥ পদের আরম্ভে বলা হয়েছে আর্ঘদেব ; ভনিতায় আছে— আচদেব । এই পরিবর্তন ভাষাতত্ত্বের নিয়মমাত্তিক না হলেও আর্ঘদেবই আজদেব । এঁর জীবৎকাল নির্ধারণ করার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র পাওয়া যায় না । তবে দারিক-পা, লুই-পার মতো ইনিও পদমধ্যে যেন-তেন-প্রকারে একাধিকবার ভনিতা প্রয়োগ করেছেন । এই বৈশিষ্ট্য প্রাচীনত্বের পরিচায়ক । চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ইনি অষ্টাদশ মহাসিদ্ধ ; নাম—কাণের, কাণেরী বা আর্ঘদেব । ‘কাণেরী-গীতিকা’—নামে তাঁর একখানি গ্রন্থ আছে । ‘চর্যামেলায়ণপ্রদীপ’—আর্ঘদেবের আর একখানি গ্রন্থ । কাণেরিণ বা বৈরাগীনাথ—এঁর নামান্তর ।

প্রভুতাই প্যাটেল মনে করেন, আর্ঘদেব রাহুলভট্টের শিষ্য সিদ্ধ-নাগাজুন এবং ওড়িয়ারাজ ইন্দ্রভূতি পাদের (যিনি বজ্রযোগিনীর উপাসনার প্রবর্তক । এঁর বিদ্বশী কন্যা লক্ষ্মীকরা এ-ব্যাপারে পিতার সহায়তা করেন) সমসাময়িক । প্যাটেলের মতে, Aryadeva was somewhat earlier than the beginning of the eighth Century. (Citta-Visuddhi Prakarana : Introduction (Visva-Bharati).

॥ বিরূপা ॥ পদের আরম্ভে উল্লেখ আছে—বিরূপাপাদানাম্, পদের ভনিতায় বিরূপা কিন্তু চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় নাম বিরূপা (তৃতীয় মহাসিদ্ধ) এবং বর্ণনরত্নাকরের তালিকায় দশমসিদ্ধ, নাম বিরূপা । সেইজন্তু আমরাও ‘বিরূপা’ রূপে উল্লেখ করলাম । মনে হয় ইনি একজন প্রাচীন কবি । এঁর রচিত পদটি ৩নং এবং সিদ্ধ-তালিকায় নাম তৃতীয় স্থানে । এমন মর্গকাঞ্চনযোগ লুইপার ভাগ্যেও ঘটেনি ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষণা অনুসারে, ইনি একজন খ্যাতনামা সিদ্ধাচার্য । ইনি ছিন্নমস্তাশাধন, রক্তযমারিশাধন নামে দুটি শাধন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন । বিরূপগীতিকা, বিরূপপদচতুরশীতি, কর্মচণ্ডালিকা, দোহাকোষগীতি, বিরূপ-বজ্র-গীতিকা এঁর সঙ্গীতের গ্রন্থ ।

কাহ্নপার নামান্তর বিরূপ নয় তবে তিনি বিরূপের শিষ্য হতে পারেন কারণ

কাহুপা বলেছেন, কাছে গাইউ কাম চণ্ডালী। এদিকে বিরূপ বচনা করেছেন—
কর্মচণ্ডালিকা দোহাকোষগীতি।

তারানাথের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রামপালের সমকালে একজন যোগী
বিরূপরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বিরূপ অর্থে বিরুদ্ধ (Spritual Nihi-
list ?)

॥ কৃষ্ণাচার্যপাদ, কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণবজ্রপাদ, কাহুপাদ ॥ পুথিতে চার
রকম নাম থেকে একাধিক কাহুপাদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় যদিও মুনিদত্ত টীকায়
প্রত্যেককেই কৃষ্ণাচার্য বলে অভিহিত করেছেন। চৌরাশী-সিদ্ধার তালিকায়
সপ্তদশ-সিদ্ধার নাম কৃষ্ণচারী কাহুপাদ বা কনপ। বর্তমান সংকলন গ্রন্থে
প্রায় পঞ্চাশটি পদের মধ্যে ১৩টি পদ (সর্বাধিক) কাহুপার নামাঙ্কিত। পদগুলির
রচনাশৈলী, বিষয়-বস্তুর বিভিন্নতা থেকে মনে হয় সব পদ এক কবির লেখনী-
সজ্জাত হতে পারে না।

একজন কাহুপার (গুহু পার গুরু জালঙ্কারির শিষ্য) জীবৎকাল নবম শতাব্দীর
মধ্য ও শেষভাগ। Saska-bka-Bum গ্রন্থের মতে, কাহুপা দেবপালের
রাজত্বকালে পণ্ডিতভিক্ষুরূপে পরিচিত ছিলেন। ওই সময়ে তিনি সোমপুরী
বিহারে অবস্থান করতেন। ৩৬নং পদ এঁর রচনা। কারণ পদের ভূমিতায়
কাহুপা জালঙ্কারীপাকে সাক্ষী মেনেছেন—শাখি করিব জালঙ্কারি পাএ। পাখি ৭
রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ। নাথ সাধনার ঐতিহ্যে কাহুপার গুরু জালঙ্কারি-পা ;
নামাস্তর হাড়ি-পা।

পণ্ডিতাচার্য শ্রীকৃষ্ণপাদ ‘হেবজ্রপঞ্জিগাধোগরত্মমালা’ রচনা করেন পালবংশের
শেষ রাজা গোবিন্দপালের রাজত্বকালে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গ্রন্থে সংস্কৃত মেঘলা
টীকা সমেত যে কৃষ্ণাচার্য পাদের দোহাকোষ মুদ্রিত হয়েছে সেগুলির রচয়িতা
এই কৃষ্ণাচার্য হওয়া সম্ভব। কারণ রচনার প্রারম্ভে তিনি বজ্রধরকে প্রণতি
জানিয়েছেন—ওঁ নমো বজ্রধরায়।

ভিক্রমী ঐতিহ্যে বলা হয়ে থাকে, একজন কাহুপার নামাস্তর ছিল বিরূপা।
নাম ছিল কাল-বিরূপ। কৃষ্ণবজ্র-পা রচিত ১৮নং পদে ‘কেহো কেহো তোহোরে
বিরূপা বোলই’ থেকে প্রমাণ হয় না যে কাহুপার নামাস্তর বিরূপা। এখানে
শ্রীভট্ট ডোহীকে বিরূপ (মন্দ) বলা হয়েছে। নাথ সাধনার ঐতিহ্যে একজন
কানপা বা কানফা-যোগী বিখ্যাত। কানফাটা যোগী অর্থে কান্ফা নাম-পরিণতি-

ঘটতে পারে আবার ‘কেহো কেহো’ তাঁকে এই কাহুপার সঙ্গে অভিন্ন বিবেচনা করেন। নাথ ঐতিহ্যের কানফা মেহারকুল দেশে গিয়ে ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

॥ মহীধর ॥ চৌরাশী সিদ্ধার ৩৭তম সিদ্ধার নাম ‘মহী’। রাহুলজীর গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকায় মহীপা কাহুপার শিষ্য। জীবৎকাল নবম শতাব্দীর শেষভাগ। মহিল নামে কাহুপাদের একজন শিষ্য ছিলেন। মহী, মহিল, মহিণ্ডা, মহিত্তা, মহীধর একই ব্যক্তির নামের রূপভেদ। মহিণ্ডা ও মহিত্তা তো লিপিকর-প্রমাদ। ১৬নং পদটির ভনিতা মহিণ্ডা পাঠান্তর ‘মহিত্তা’। এঁর গ্রন্থের নাম—বায়ুতত্ত্ব-গীতিকা।

॥ ভাদে বা ভদ্র পা ॥ ভদ্র রাহুল সাংস্কৃতায়ন-রচিত গ্রন্থে প্রদত্ত গুরু-শিষ্য পরম্পরার তালিকা থেকে জানা যায়, ভদ্র-পা বীনাপার গুরু। নবম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে এঁর জীবৎকালের সম্ভাব্য সময়।

চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ইনি ৩৪-তম সিদ্ধাচার্য নাম ‘ভদ্র’। এঁর একটি মাত্র পদ সঙ্গীত হয়েছে (৩৫নং)। পদে আছে—বাজুলে দিল মোহকথু ভনিয়া। বজ্রগুরু বা বজ্রকুলের গুরু ভাদে-পাকে পরমার্থের পথ বাওলে দেন। ইনি কি অষ্টম সিদ্ধাচার্য মীনপাদ? যার নামান্তর বজ্রপাদ?

গোপীচন্দ্রের গানে কৃষ্ণাচার্যের শিষ্য ‘বাইল ভাদাই’ এবং ভাদে-পা অভিন্ন কিনা ব্যাপকভাবে অস্বস্তিকান প্রয়োজন। বর্ণনরত্নাকরের সিদ্ধতালিকায় ৩২-তম ব্যক্তি ভাদে, ৩৭-তম ব্যক্তি ‘ভদ্র’, ৭০তম ব্যক্তি ভদ্র।

॥ বীণা ॥ এই সঙ্কলনে বীণাপা রচিত একটি মাত্র পদ আছে তাও যথাস্থানে ভনিতা নেই। মুনিদত্তের সাক্ষ্য ছাড়া বীণাপার অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যও পাওয়া যায় না। যদি ‘বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা’ ছত্রের ‘হেরুঅ বীণা’ ভনিতা হয় তাহলে কবির উপাধি সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। অনেকের মতে ইনি বিরূপের বংশধর। বিরূপ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। এদিকে তিব্বতী ঐতিহ্যে বীণাপা ভদ্রপার শিষ্য; জীবৎকাল দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। বিরূপ থেকে বীণায় ১৫০ বৎসরের ব্যবধান। ইনি ‘বজ্রভাকিনীনিষ্পন্নক্রম’ নামে বজ্রভাকিনী দেবীর উপাসনা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় বীণাপাদ একাদশতম মহাসিদ্ধ।

রচিত পদে বীণা যেভাবে ভনিতা প্রয়োগ করেছেন ১৪নং পদে ভোদীপাও অল্পরূপ রীতিতে ভনিতা জুড়েছেন। বোধহয় হেরুক সাধকগণের নাম প্রকাশ করার এই রকম রীতি প্রচলিত ছিল।

বীণাপার পদে বীণা নির্মাণের বর্ণনা আছে। তাই মনে হয় নামটি বৃত্তি-বাচক। যেমন গুণুরি-পা গুণুরিক বা মশলা গুঁড়া করা যার বৃত্তি। খড়্গ বা খাড়া নির্মাতা লোহকারদের খাড়া পদবী আছে। জড়োয়া অলঙ্কার নির্মাণকারী স্বর্ণকারদের পদবী জড়োয়া। Diamond Cutter সম্প্রদায়ের পদবী ‘হীরা’।

॥ ধাম-পা ॥ তারানাতের বর্ণনা ও তাল্পর থেকে জানা যায় ধাম-পা কাহুপার শিষ্য। গুরু কাহু-পা কথিত কামচণ্ডালী গীতি শিষ্য ধাম-পা রচনা করেছেন। (৪৭নং পদ)। ধামপার পদের রাগ গুঞ্জরী। কোনো কোনো গবেষক ধাম-পার নামটির গুঞ্জরী বলেছেন। এদিকে গুণুরী নামক একজন স্বতন্ত্র পদকর্তা ৮নং পদের রচয়িতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, ধামপাদের আর এক নাম গুণুরীপাদ। “মূল গানে ধামপাদ থাকিলেও পুথিতে তাঁহার গানের মাথায় তাঁহাকে গুণুরী বলা হইয়াছে।”^১ কিন্তু সবাই জানেন গুণুরী স্বতন্ত্র পদকর্তা। গানের মাথায় যা লেখা আছে সেটি হয় গুঞ্জরী কিম্বা গুড়রী। আসলে ওটি রাগনাম—গুঞ্জরী। এই রাগ এখনও চালু আছে—যেমন গুঞ্জরী-টোড়ি। নিপিকরের এই ভ্রান্তি-বিলাসিতা পরবর্তীকালের গবেষণায় রাগনাম এবং কবিনাম একাকাঃ হয়ে যাবে এটা প্রত্যাশিত নয়। যাইহোক, ধামপা গুঞ্জরী বা গুণুরী নন। ধাম-পা ধাম-পা-ই। গুণুরী স্বতন্ত্র ব্যক্তি; গুঞ্জরী রাগের নাম।

ধামপাদের বাংলা বইয়ের নাম—স্বগতদৃষ্টিগীতিক। চৌরাশী সিক্কার তালিকায় ৩-তম মহাসিক্কা ‘ধর্ম’।

॥ গুণুরী-পা ॥ এর পদের প্রথমে উল্লেখ আছে ‘গুণুরী পাদানং; পদের অন্তিমায় মূলের পাঠ গুডরী; বৃত্তির পাঠ গুডুরী। অনেকে মনে করেন, নামটি ছদ্মনাম; বৃত্তিবাচক। গুণুরিক (মশলা গুঁড়া করা বা আখের রস থেকে গুড় তৈরি করা যার পেশা) থেকে উদ্ভূত। এ যুগে জম্ম গ্রহণ করলে গুণুরী বিচূর্ণ মশলা কোম্পানী অথবা Suger Mill-এর পরিচালক হতে পারতেন অনায়াসে। সে যাই হোক, পদে কবি স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন—ভণই গুণুরী অহমে কুন্দুরে বীরা। অর্থাৎ গুণুরী বলেন, আমি কুন্দুর [-যোগে] বীর (সিদ্ধ)। খুব কম কবিই সাধনার বিষয় এমন খোলাখুলি ভাবে উল্লেখ করেছেন।

॥ তন্ত্রী-পা ॥ তৈলিক-পাদের মতো ইনিও তাঁতি। তন্ত্রী নামটি স্পষ্টতই জাতিবাচক। এঁর পদটি খণ্ডিত হলেও জাতিবৃত্তির বিস্তৃত উল্লেখ পাই। ‘তন্ত্রী ছাড়ি বাজিল হোই’-ছত্রটি এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তন্ত্রীর একটিমাত্র পদ তাও লুপ্ত; কিন্তু চৌরাশী-সিদ্ধার তালিকায় ‘তন্ত্রি-পাদ’ উল্লেখ স্পষ্ট। এই তালিকায় ইনি ত্রয়োদশ-সিদ্ধাচার্য। বর্ণনরত্নাকরের তালিকায় ইনি পঞ্চম-সিদ্ধাচার্য। নাম তন্ত্রি-পা।

॥ জয়নন্দী ॥ চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ৫৮-তম সিদ্ধাচার্য জয়নন্দ। সংকলন গ্রন্থে এঁর পদে সর্বত্র নাম আছে জয়নন্দী। পদে উল্লিখিত ‘রাগ শবরী’ এ দেশের স্থপ্রাচীন জাতি নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

॥ ভুস্কু-পা ॥ চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ৪১তম সিদ্ধাচার্য শান্তিদেব বা ভুস্কু। অনেক পণ্ডিত ভুস্কু পাদকে বৌদ্ধলেখক শান্তিদেবের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ণের মতে, তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে, শান্তিদেব-ভুস্কু দেবপালের সমকালীন। সুতরাং খৃঃ নবম শতাব্দী এঁর জীবৎকালের নির্ভরযোগ্য সীমা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির ১৯২০ সংখ্যক তাল পাতার পুথি থেকে শান্তিদেবের যে জীবন-কাহিনী উদ্ধার করেছেন তার মধ্যে তাঁর জন্মভূমির নামটি এমনভাবে কাটা আছে যে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। ইনি গৃহত্যাগী রাজপুত্র। কর্মক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালন্দা। তিনি যখন বাড়ী থেকে বের হন তাঁর মা নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘তুমি মঞ্জুজ্ঞান লাভের জন্ত মঞ্জুবজ্র-সমাধিকে গুরু করবে।’ কাহিনীর এই অংশ এ দেশে প্রচলিত গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গীতের কাহিনীর সঙ্গে মেলে। কিন্তু সেজগৎ তাঁকে গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন মনে করার কারণ নেই।

তারানাতের মতে, এঁর নিবাস ছিল সৌরাষ্ট্রে; কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, সৌরাষ্ট্রে মঞ্জুবজ্রের প্রাচুর্যব শোনা যায় না। ফলত এঁর নিবাস সৌরাষ্ট্রে নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃঢ়-বিশ্বাস ইনি বঙ্গ সম্ভান। ভুস্কুর নামাঙ্কিত ৪২নং চর্চায় এই বিবাদের সমাধান আছে। পদটিতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে—আজি ভুস্কু বঙ্গালী ভইলী। নিম্ন ঘরিনী চণ্ডালী তেলী ॥ অর্থাৎ আজ ভুস্কু [আমি], বঙ্গালী হইলাম। চণ্ডালীকে নিজ গৃহিণী করিলাম।

এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। ভুস্কুর চণ্ডালী-বিবাহ ব্যাপারটি ধর্মীয় নয়; সাত্য

সত্যিই তিনি চণ্ডালীকে গৃহিণীরূপে বরণ ক’রে বাঙ্গালী হয়েছিলেন এবং এই ঘটনায় সেকালের সমাজে বেশ টি-টি পড়ে গিয়েছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বিনয়শ্রী রচিত পদটিতে। পদটি উদ্ধৃত হ’লো—

মেহলি চণ্ডালী ঘরবি ব্রাহ্মণ । জগ বিটালস্তি তে দুই লাম্বন^১ ॥

হল সহি কা মঞ্জি^২ অচাভুষ দিট’ঠা । ব্রাহ্মণ মণ্ডুস চণ্ডালিএ^৩ তুট’ঠা ॥

অইসি নিরাজ কমাল ন^৪ দিসই । মাউগ চণ্ডালি ব্রাহ্মণে পইসই ॥

দেখু চণ্ডালীর ব্রাহ্মণ জার^৫ । পাঞ্চবান্ন ভইল্ল একাকার ॥

১ লাম্বল ২ কামঞ্জি ৩ নিরাজক মান ন ৪ বয়

বিনয়শ্রী বিশেষ কারণে নামটুকু উহ্ন রেখেছেন। উক্ত পুথির কাহিনী অত্সারে, মাতৃ-আজ্ঞা পালনার্থে শাস্তিদেব ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলেন; পথে মঞ্জুবজ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি মঞ্জুশ্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। অতঃপর তিনি মগধের রাজধানীতে অবস্থান করেন রাউত (Horse-man, Royal officer) রূপে। ভূমুকু ভগই কট রাউত ভগই কট (৪৩ নং)-ভনিতায় এই ইতিহাসের ইঙ্গিত পাষ্ট। তাহলে দাঁড়ায় শাস্তিদেব, রাউতু, ভূমুকু তিনজন একই ব্যক্তি। মগধ-রাজ্যের নিকট রাউতরূপে কার্ধিকালে তাঁর নাম ছিল অচল সেন। পরে তিনি রাজকার্য ত্যাগ করে নালন্দায় আসেন। সেখানে তাঁর একটি কুটী বা কুঁড়েঘর ছিল। ভোজনকালে, স্তম্ভাবস্থায় এবং কুটীতে অবস্থানকালে সর্বদা তাঁর মুখ প্রসন্ন থাকত—ভূঞানোপি প্রভাস্বরঃ। স্তম্ভোপি প্রভাস্বরঃ। কুটীং গতোপি প্রভাস্বরঃ॥ এই পদত্রয়ের আত্মকর গ্রহণ ক’রে তাঁর নাম হয়েছিল ভূমুকু। শাস্তিদেব তিনখানি গ্রন্থ-রচনা করেন (১) স্তম্ভসমুচ্চয় (২) শিক্ষাসমুচ্চয় (৩) বোধি-চর্চাবতীর। প্রথম দু’খানি গ্রন্থ মহাযান সম্পর্কিত; তৃতীয়টি হয় বজ্রযানের না হয় গহজজ্ঞানের। একই ব্যক্তির পক্ষে মহাযান, বজ্রযান এবং সহজযান সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব নয় কারণ মূলে এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না।

শাস্তিদেবের জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর জন্মভূমি যদি হয় সৌগাষ্ট্রে কর্মক্ষেত্র মগধের রাজধানী, অধ্যয়ন নালন্দায়। অর্থাৎ তাঁর গতিপথ ক্রমশঃ পূর্বদিকে। সুতরাং তাঁর পক্ষে বঙ্গদেশে এসে চণ্ডালীকে বিবাহ ক’রে স্থায়ীভাবে বসবাস করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

হরপ্রসাদের মতে, বোধিচর্চাবতীরে শাস্তিদেব বায়ংবার বিপক্ষদের গালি

দিবার উদ্দেশ্যে ‘গৃথভক্ষক’—শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই গালি কেবলমাত্র এদেশেই প্রচলিত আছে। সুতরাং ইনি বাঙালী। গৃথভক্ষক গালি বর্তমানে এদেশে কিরূপে প্রচলিত আছে হৃদয় গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান জানা যেতে পারে। তেজুর গ্রন্থের মতে, এঁর বাড়ী জাহোর। জাহোর কোথায় হরপ্রসাদ জানতেন না; আমরাও জানি না।

শান্তি বা শান্তিদেব নামে এক বৌদ্ধ-আচার্য বাঙালী ছিলেন। ত্রিপুরা জেলার গুনইঘর গ্রামে প্রাপ্ত শৈব-মহারাজ বৈষ্ণবগুণের তাম্রপট্টাংশাসনে ‘মহাযানিক শাক্য ভিক্ষু’ আচার্য শান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত আর্ধ্যবলোকিতেশ্বর বিহারে বৃদ্ধ মূর্তির তিনবেলা পূজা, ভিক্ষুদের জীবনধারণ এবং মন্দির সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। দলিলটি লেখা হয়েছিল ১৮৮ গুপ্তাব্দে (৫০৭ খৃঃ)। এই শান্তিদেবকে বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষাসমুচ্চয়ের রচয়িতা বলে মনে করেন।

॥ শান্তি-পা ॥ ভূম্বকুর আসল নাম শান্তিদেব; এদিকে সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় শান্তি-পা এবং শান্তিদেব-ভূম্বকু অভিন্ন রূপে বিরাজ করছেন।

উইৎস উরে ভূম্বকু তারা। শান্তি ভনই পোহাস্ত পহারা—এই ছত্র দুইটি থেকে কি প্রমাণ হয়? ভূম্বকু রূপ তারকার উদয় দেখে শান্তি আশ্রয় হয়ে বলেছেন এবার প্রহর পোহাবে (অন্ধকার দূরীভূত হবে)। এর থেকে ভূজন ব্যক্তির একত্ব প্রতিপন্ন হয় কি করে?

আসলে শান্তি-পা চৌরাসী-সিদ্ধ তালিকায় ষাটশ-মহাসিদ্ধ; নাম রত্নাকর-শান্তি। এই রত্নাকর-শান্তিই শান্তিপাদ। তারানাথের বিবরণ অনুসারে, রত্নাকর-শান্তি শবর-পার সমসাময়িক। এদিকে চক্রসম্বরতন্ত্রের তালিকায় দেখা যাচ্ছে শবর ও শান্তির মাঝে অন্ততঃ দশজন সিদ্ধার নাম আছে। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় ইনি নারো-পার (যিনি Krsnapada, the Junior রূপে খ্যাত) শিষ্য; দীপকর ব্রীজ্ঞানের গুরু।

সহজরতিসংযোগ, সহজযোগক্রম, সুখদুঃখদ্বয়পরিত্যাগদৃষ্টি ইত্যাদি গ্রন্থ শান্তির নামে প্রচলিত। এছাড়া ইনি অনেক দোহা রচনা করেন। এঁর ২৬নং পদে দু’বার ভনিতা আছে; দুটি পদই স্বসংবেদনের স্বরূপ-বিচার-বিষয়ক।

॥ চেন্চল-পা ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, ভোটবাসীরী চেন্চল উচ্চারণ করতে পারে না তাই ধেতন বলে। তিব্বতী চৌরাসী-সিদ্ধার নাম-তালিকায় এঁর নাম নেই। বর্ণনরত্নাকরের তালিকায় ইনি ২৭-তম সিদ্ধাচার্য; নাম চেন্চল। এঁর

[ভেষট্টি]

রচিত ৩৩ নং পদটি সন্ধ্যাভাষায় রচিত নয় ; সন্ধ্যাশব্দ পদে একটিও নেই ।
আসলে অসম্ভব ঘটনামূলক-গ্রাহেলিকার স্থনিপুণ প্রয়োগে পদটি দুর্বোধ্য ।

চেন্দণ-পার পদেব ভনিতায় ‘পা’-শব্দটি থাকায় সন্দেহ হয় পদটি তাঁর কোনো
ভক্ত-শিষ্যের রচনা ।

॥ তাড়ক ॥ কঙ্কণ-পার মতো তাড়ক নামটিও অলঙ্কারের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত
হওয়া বিচিত্র নয় । তাঞ্জুর তালিকায় মহাপণ্ডিত তারশ্রী ও উপাধ্যায়-তার-পাদের
নাম পাওয়া যায় । পদকর্তা এঁদের মধ্যে কেউ কিনা কে জানে । টীকাকার
তাড়ক সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—সিদ্ধাচার্যোহি তাড়ক । অবশ্য টীকাকারের
ভাষ্যে চর্যাপীতিকারগণ প্রত্যেকেই ১৯ বস্তুর সিদ্ধাচার্য ।



রাগ [পটমঞ্জরী]—লুই পাদাতাম্,

কাঅ! তরুবর পঞ্চবি ডাল ।
 চঞ্চল চাঁএ পইঠো^১ কাল ॥ ধ্রু ॥
 দিট^২ করিঅ মহাসুহ পরিমাণ ।
 লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান ॥ ধ্রু ॥
 সঅল^৩ সমা[হি]অ^৪ কাহি করিঅই ।
 সুখ ছুখেতৈঁ নিচিত মরিঅই ॥^৫ ধ্রু ॥
 এড়িএউ^৬ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের^৭ আস ।
 সুখুপাথ ভিতি^৮ লেছ^৯ রে পাস ॥ ধ্রু ॥
 ভণই লুই আমহে ঝাণে^{১০} দিঠা ।
 ধমণ চমণ^{১১} বেণি পাণ্ডি^{১২} বইঠা ॥^{১৩} ধ্রু ॥

১ বাগটী—পইঠা। ২ দিট। পুঁথিতে ট চ-এর পার্থক্য সর্বত্র স্থগ্ধ নয়। তু, গটই—গটই (৫নং) এই দুই বর্ণের বিভ্রান্তি দু'শ বছর পূর্বে লিখিত বিজয় গুপ্তের পুঁথিতে লক্ষ্য করা যায়—মন্ত্র পটী জল দিল সউলের উপর। ৩ সেন—সকল; ৪ বৃত্তি—সমাহি, মূল—সহিঅ। ৫ শাস্ত্রীর পাঠ—মরিআই; ৬ সেন—এড়িএউ; ৭ বাগটী—করণ কপটের; ৮ বাগটী—ভিড়ি; ৯ সেন—সাহ। ১২, ১৩ নং পদে লেছ শব্দ থাকায় মনে হয় উক্ত শব্দটি সেকালে প্রচলিত ছিল। ১০ মূল—সানে। ১১ বৃত্তি—ধবন চবন। ১২ সেন—পাণ্ডি; শাস্ত্রীর পাঠ—পিড়ি অর্থে ধৃত পিড়ি। কিন্তু ১২নং চর্চায় পিড়ি অর্থে 'পিহাড়ি' শব্দের প্রয়োগ আছে। আমাদের ধৃত পাঠ—পাণ্ডি—Platform, Dias অর্থে। ১৩ সেন—বইন।

সরল বজ্রাসুবাদ—দেহ বৃক্ষ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার পাঁচটি ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হইল। দৃঢ় করিয়া মহাস্থ পরিমাণ (পরিমাপ) বা প্রমাণ কর। লুই বলিতেছেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া [রীতি-পদ্ধতি] অবগত হও। সমাধিগুলি দ্বারা কি করিবে। তাহাতে স্থ-দুঃখ-ভোগ দ্বারা মৃত্যু স্থনিশ্চিত। বাঁধা-ছাঁদা (সংসার-বন্ধন) এড়াইয়া, ইন্দ্রিয়-পারিপাট্যের আশা ছাড়িয়া শূন্যতা-পক্ষকে ভিত্তি-স্বরূপ পার্শ্বে গ্রহণ কর। লুই বলিতেছেন, আমি ধ্যানে দেখিয়াছি। ধমন ও চমন—এই দুইটিকে পিড়ি করিয়া আসন (উপবেশন) করিয়া বসিয়াছি।

টীকা :

॥ শ্রীবজ্র যোগিনীকে নমস্কার ॥

আমার হৃদয় শ্রীমৎ সদগুরুর মুখপদ্মনিঃসৃত রসের আনন্দে স্ফুরিত (কম্পিত)। আমি শ্রীবজ্রেরকে (যাহার বুদ্ধি অদ্বিতীয়) নমস্কার করি। শ্রদ্ধায় আমার মুখমণ্ডল আনন্দ-উৎফুল্ল। শ্রীলুইচরণ প্রমুখ সিদ্ধগণ-রচিত আশ্চর্য চর্যাসমূহে সঙ্গম প্রাপ্তির জগ্গে নির্মলগিরা টীকা বিশদভাবে রচনা করব।

রাগ পটমঞ্জরী। কায়া তরুণ ইত্যাদি। সিদ্ধাচার্য শ্রীলুগীপাদ শ্রীমদগুরু চরণপদ্মের মধুবিন্দু-ধারায় শাস্ত, সম্যকভূষণ ও আনন্দস্থিমিত হৃদয়ে সত্যদ্বয় মহামোহ-আবর্ত-সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন, নিরাশ্রয় দীনজনের উদ্ধার-কামনায় তৎপর। তিনি প্রনিধি-প্রেরিত অবতারণের জগ্গে কায়-তরুণের রূপক-চলে শুদ্ধধর্মের পীঠিকা (ভূমিকা) প্রাকৃত ভাষায় রচনা করতে গিয়ে কায় ইত্যাদি বললেন। কায় ইত্যাদি পাঁচটি (রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, সংস্কার) স্বরূপ বা ডাল। ছয় ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন) ধাতব (মেদ, মজ্জা, মাংস, রক্ত, শুক্র ইত্যাদি) বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) গ্রাহ্য-গ্রাহক [ভাব] গ্রহণের দ্বারা কি ক'রে কায়ের সঙ্গে বৃক্ষ-রূপকে গৃহীত হ'লো। অবশ্য এতে কোনো দোষ নেই। কারণ, বহিঃশাস্ত্রকাররা প্রায়ই এই উৎপ্রেক্ষা গ্রহণ করেছেন। সাদৃশ্যের আশ্রয় কিছু ভেদযুক্ত হয়ই। কি আর বলা যায়, [চিত্ত] চঞ্চলতা হেতু স্বাভাবিক সত্তার দ্বারাই রাহ নিত্য। সেই রাহই কাল-রূপে রূপায়িত রূক্ষপক্ষের প্রতিপদ-দশায় প্রবেশ করেছে, অর্থাৎ ক্রমশঃই ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে চলেছে। যেরূপ নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা, পূর্ণা তিথিক্রমের দ্বারা সংবৃতি-বোধিচিত্তরূপ চন্দ্রকে শোষণ (বিসৃজ) করে। সেই বিষয়টিই রূক্ষাচার্যপাদ কর্তৃক কথিত হয়েছে—বরগিরি কন্দর ইত্যাদি পদে।

বজ্রদেব বলেছেন, ঝড়বিসৃজ এবং বজ্রচঞ্চল চিত্তই সংসার। যে-সকল সাধক সাধনার পঞ্চক্রম বা পঞ্চস্তরে প্রবেশ-উপায় ধারণপূর্বক যুগনন্দরূপ সহজানন্দ ফল

সত্যত অন্বেষণ করেন তাঁরাও বজ্রোপসমাধি সাক্ষাৎ করেন। আর্ঘদেবপাদও বলেছেন,—পঞ্চক্রমের আত্মপূর্বিকতা ব্যতীত নিম্নক্রম-সমাধির সাক্ষাৎ বা প্রাপ্তি ঘটে না।

দিট করিঅ ইত্যাদি পদে উপাসক সম্বাদি আত্মপূর্বিকতায় পরিপাট্যক্রমে অভিব্যক্ত যোগিশ্রেষ্ঠ সময়-সংকেত দ্রব্য অপহরণের দ্বারা সঙ্গুলক আরাধনা ক'রে অর্ধরাত্রিতে প্রজ্ঞাজ্ঞান অভিষেক লাভ ক'রে দৃঢ় হয়, সেইরূপ মহাস্থতরূপ চতুর্থ আনন্দ পরিমাণ (সম্যকরূপে নির্মাণ All-round-construction) কর।

ভগ্নই লুই ইত্যাদি। শ্রীগুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিশিদিন সহজ-আনন্দরূপ মহাস্থতের স্বরূপ জান। বজ্র ও পদ্মের সংযোগ দ্বারা অক্ষয়-স্থলাভের উপায় গুরুকে জিজ্ঞাসা কর। বিরামহীন আনন্দে ব্যাপাব্যাপকরূপে বর্তমান এই মহাস্থত। ইহা অল্প সকল ধর্মের দ্বারা লাভ করা যায় না। তাই শ্রীসমাজে উক্ত হয়েছে,— বজ্রগুরু ব্যতীত সকল ক্রেশের বিনাশকারক শাস্ত, বিবর্তহীন, নির্বাণপদ লাভ করা যায় না।

নাগার্জুনপাদ কতৃক ও বজ্রজাপে উক্ত হয়েছে,—উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ থেকে পতনের সম্ভাবনাকালে কেহ পতন-কামনা করে না, তবু সে চ্যুত হয় ; কিন্তু যিনি গুরুর অল্পগ্রহের দ্বারা কল্যাণকর উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি মোক্ষবাহু না-করলেও মুক্ত হয়ে যান।

সরহপাদও বলেন,—সেই সুবিদিত যিনি মনঃসংযোগের দ্বারা নিজের জগৎ সংসারচক্র রচনা করেন, তিনি স্বামীর অল্পগ্রহে প্রপঞ্চহীন নিজভুবনকে চালনা করেন ; স্থত-কল্পনা (জালমুক্ত) জলমুক্ত জীবনের জেয় বিষয়কে উদ্ভাসিত করেন। সেই সঙ্গুলক পদযুগল সর্বদা বিনীতভাবে মন্তকে ধারণ করা উচিত।

শ্রীহেবজ্ঞেও বলা হয়েছে,—গুরুপর্ব (পূর্ণিমা ইত্যাদি) সেবার পুণ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়।

সজল সমাহি ইত্যাদি পদে মহারাগনয়-সমাধি উদ্দীপিত করার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় গুরুকে (আদি আচার্য) ভগবানরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। পদ্ধতিভেদে দশাকুশল বর্জনের জগৎ ইঙ্গিয়নিরোধ এবং অনন্তা [নির্বিকল্প] সমাধি পর্বন্ত নির্দেশ করেছেন। সমাধিগুলির দ্বারা মহারাগ-পদ্ধতিতে [জাগতিক] স্থতের অভাবহেতু এবং গুরুর পোষধ (উপবাস) ইত্যাদি নিয়মের দ্বারা কিছুই সাধিত হয় না।

তাই শ্রীসমাজে উক্ত হয়েছে,—দুষ্কর ও দুঃসাধ্য তীব্র কুক্ষুসাধনার দ্বারা, উপবাসাদি দ্বারা দেহ পীড়িত হয় এবং শুষ্ক হয়। দুঃখ-পীড়াহেতু চিন্তা বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হয়। চাঞ্চল্যহেতু সিদ্ধি বিফল হয়।

শ্রীহেবজ্ঞেও কথিত হয়েছে,—যে রাগের দ্বারা মানব আবদ্ধ হয়, সেই রাগের দ্বারাই মুক্তি আসে। বুদ্ধতীর্থিকগণ কর্তৃক এই বিপরীত (স্বতঃ বিরোধী) ভাবনা জানা নেই। মহাস্থথের (অবঘাত) অভাব দ্বারা বুদ্ধের অহুগামিগণ বহু দুঃখ অল্পভব ক'রে জন্মায় এবং মরে। মহাস্থথের ভাগী[-দার] হয় না। তাই আগম বলেন,—তত্ত্ববোধবর্জিতগণ শতকোটি কল্পেও সিদ্ধিলাভ করে না,—এইরূপ প্রবচন চলিত আছে।

মহারাগ-পদ্ধতির চর্যায় বলা হয়েছে এবং শ্রীসমাজে উক্ত হয়েছে,—পঞ্চকাম পরিত্যাগ ক'রে তপশ্চা দ্বারা বিনষ্ট দূর ক'রে, ভেদ ক'রে পীড়িত করা উচিত। স্থথের সঙ্গে বোধিসাধন করবে যোগতন্ত্র অহুসারে, তাই সরহপাদও অহুরূপ বলেছেন,—

অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র চিন্তরূপ অক্ষুরটি যদি শুদ্ধ বিষয়-রসের দ্বারা শিক্ষিত (সিক্ত) না-হয়, তবে কি ক'রে সে গগনবিস্তারী ফলদানকারী কল্পতরুর অবস্থা লাভ করবে।

মিথ্যা-জ্ঞানে অভিনিবেশকারীদিগের আগ্রহ-খণ্ডনের কথা তৃতীয় পদে বলা হয়েছে। এডিএড ইত্যাদি পদটিই মহারাগনয়-চর্যা বিষয়-ক্ষরণকারী প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মিথ্যা-জ্ঞানে প্রবেশকারীদের খণ্ডনার্থে বলা হয়েছে (এডিএড ইত্যাদি পদে) ওড্ডিয়ার ইত্যাদি বন্ধন পরিত্যাগ ক'রে শূন্যতা-পক্ষরূপ নৈরাশ্র-ধর্মপাশের সমীপবর্তী হয়ে তাকে আলিঙ্গন কর—ওহে মোক্ষকামিগণ। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে,—

এই সেই হুউচ শৃঙ্গগুলি সংকায়-দৃষ্টিরূপ বিপুলচলে অবস্থিত নৈরাশ্রবোধরূপ বজ্রের দ্বারা বিদারিত হয়ে সহজরূপ দুঃখ প্রস্তরস্তূপের ভেদপ্রাপ্ত হয়। ✓

চতুর্থ পদে যথার্থ ধর্ম থেকে অবিচ্যুত (যথার্থ ধর্মে অটল) মহেশ্বের দ্বারা উপলব্ধ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্তে নিজের নাম যুক্ত ক'রে বলেছেন ভণই ইত্যাদি পদে। আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ এইরূপে বলেন,—আমি সিদ্ধাচার্য লুই-পাদ ধ্যানে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করেছি,—মনোবিজ্ঞানে বিষয় এবং ইন্দ্রিয় বলয়া-কারে অবস্থিত। শ্রীগুরু চতুর্থ উপদেশ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস অহুশীলন দ্বারা আয়ত্ত যুগলরূপে দৃষ্ট হয়েছে।

আগমেও তাই উক্ত হয়েছে,—যুগানন্দেরূপ-সন্দর্শনের প্রাকালে চঞ্চল ইন্দ্রিয়গুলি যেন স্থপ্ত হয়; অচঞ্চল (স্থির) হয়; বিষয় থেকে বিরত হয়। মন (চিন্ত) যেন বহির্জগত থেকে অন্তর্জগতে প্রবেশ করে। সংস্থিতে আবিষ্ট কায়—তার যাবতীয় বাহ্যক্রিয়া থেকে যেন বিরত এবং নিষ্ক্রিয় হয়।

ধ্বন শব্দীভূত্বসহ অ-কারাদি বর্ণের দ্বারা এবং চরণ রবিশুদ্ধি ক-কারাদি বর্ণের দ্বারা আসন ক'রে নিজ দেবতার সঙ্গে নিজের অভেদভাব অর্থাৎ অহঙ্কারে উপবেশন ক'রে সাক্ষাৎ করা হয়েছে। দ্বিকল্পেও তাই উক্ত হয়েছে,—

আলি এবং কালির সম্যক মিলনই বজ্রসত্ত্বের যথার্থ আসন (বিষ্টর = কাঠের তৈরি আসন)। ✓

রাগ গউড়া^১ ॥ কুকুরী পাদাতাং

ছলি ছুহি পিটা ধরণ ন জাই ।
 রুখের তেস্তুলি কুস্তীরে খাঅ^২ ॥ ধ্রু ॥
 আঙ্গণ^৩ ঘরপণ^৪ সুন ভো বিআতী ।
 কানেট চোরে^৫ নিল অধরাতী ॥ ধ্রু ॥
 সূসুরা^৬ নিদ গেলা^৭ বছড়ী জাগঅ ।
 কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥ ধ্রু ॥
 দিবসই বছড়ি কাউই^৮ ডরে ভাঅ
 রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥ ধ্রু ॥
 অইসন^৯ চর্যা কুকুরী পাএ^{১০} গাইউ ।^{১০}
 কোড়ি মঝে^{১১} একু হিঅহি^{১২} সমাইউ ॥^{১২} ধ্রু ॥

১ গবড়া । ২ বাগচী—গাই । মূল—গাঅ । ৩ টীকা—অঙ্গণ । ৪ সেন—ঘরপণ । ৫ বাগচী
 —চোরী, বৃত্তি—চোরেণ । ৬ বৃত্তি—সহরা । ৭ বাগচী—গেল । ৮ মূল, টীকা—কাউই । বাগচী
 —কাগ ডরে ; ৯ টীকা—অইসনি । ১০ বাগচী—গাইউ । ১১ মূল—সনাইউ ; বাগচী—সমাইউ ।

সরল বঙ্গাশুবাদ—কচ্ছপী দোহন করিয়া পাত্রে (পাত্রে) ধরিতেছে না ।
 বৃক্ষের তেঁতুল কুমীরে খায় । আঙ্গিনায় [তোমার] ঘর-করণা, শোন ওগো
 গৃহবধূ । অধরাত্রে (মধ্যরাত্রে) কর্ণপট্ট (কর্ণাভরণ) চোরে লইল । শব্দে নিত্রা
 গেল বউটি জাগে । কর্ণপট্ট চোরে লইল, কোথায় গিয়া [প্রার্থনা, অন্বেষণ] করা
 যায় । দিনের বেলা বউটি কাকের ভয়ে ভীত [হয়] । রাত্রি হইলে কামরু[প]
 [কাম সেবার্থ] যায় । এ-হেন চর্যা কুকুরীপাদ দ্বারা গীত হয় । কোটির মধ্যে
 একজনর হৃদয়ে প্রবেশ করে ।

টীকা : স্বকীয় আনন্দরূপ আসবপানে উল্লসিতচিত্তে কুঙ্করীপাদ সেই শ্রেষ্ঠ মহাস্থখের স্বরূপ সন্ধ্যাভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন—দুলি ইত্যাদি পদে। দ্বয়াকার যাতে লীন হয়ে অবস্থান করে সেই মহাস্থখকমলকে সন্ধ্যা-সংকেতে দুলি বলে জানবে। কূর্মমূদ্রা-অবলম্বনপূর্বক আনন্দ ইত্যাদি ক্রম অহুসারে সেই মহাস্থখ-রূপ দুলির দোহনের নাম সংবৃদ্ধি-বোধিচিন্ত। সেই সংবৃদ্ধি-বোধিচিন্ত অবধূতি-মার্গে গমন ক’রে বজ্রমণিতে পতনকালে ধারণ করা যায় না। বালযোগিগণ তাহা ধারণে সমর্থ হয় না। কৃষ্ণাচার্যপাদ তাই বলেন,—

ইহা মেরুর উর্ধ্বদেশে ; ইহাকে পর্বত বলা হয়। ইহা কোথাও সম কোথাও বিষম ; ইহাতে উত্তরণ করা সহজ নয়। কাহ্ন বলেন, ইহা দুর্লভ্য, দুর্ভেদ্য, কে এই বজ্রমণি পরিমাপ করতে পারে।

সেইহেতু গুরুপরম্পরাক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগিশ্রেষ্ঠগণ কায়বুদ্ধির ফল ভক্ষণ করেন অর্থাৎ স্বভাববিনিমুক্ত করেন। এই ফল চিঞ্চাফলের মতো বজ্র, ইহা বোধিচিন্তেরই নামান্তর। কুণ্ডীর অর্থে বিশেষভাবে পরিশোধিত কুণ্ডক-সমাধি অবলম্বনে নিজের অহুভবক্রমে তাহা তাহাকে (বোধিচিন্তকে) ভক্ষণ ক’রে নিঃস্ব-ভাব করেন।

অঙ্গন ইত্যাদি পদে এই উক্তিটিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উর্ধ্বগামী বায়ুর গতিকে এখানে প্রবেশরূপে কল্পনা করা হয়েছে। যোগিশ্রেষ্ঠ বলেন, যে পরিশুদ্ধ-অবধূতি (এস্থলে আত্মাকে বিস্মৃতি বা পরিশুদ্ধ অবধূতিরূপে আরোপ ক’রে বলা হয়েছে) শোন, প্রথমে বজ্রজ্ঞাপ উপদেশের দ্বারা বিরমানন্দ এবং অবধূতিকে গৃহে অর্থাৎ সহস্রারে নিয়ে যাও। সেই গৃহে আবার অধরাজিতে (চতুর্থ সন্ধ্যায়) সহজানন্দ-চোরে কান্টে বা প্রবেশাদি-বাত দোষ অপহরণ করেছে।

দ্বিতীয় পদে সেই অর্থই প্রতিনির্দেশ করা হচ্ছে ; সমুদ্র ইত্যাদি। ত্বরিত ইত্যাদি শ্বাসকে চতুর্থানন্দ বলা হল ; এই শ্বাসকে যোগের দ্বারা স্তিমিত (বা স্থির) করা হয় ; ‘অবধূতি’ এই সন্ধ্যা-শব্দ দ্বারা অনাদি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা ধোঁত করা হয়, এবং স্বাভাবিক পরিশুদ্ধি অবলম্বন করে—সেইহেতু এই চতুর্থানন্দ অবধূতি। যোগিগণ অহর্নিশ জাগ্রত অবস্থায় থাকেন। প্রভাস্বর (স্বর্ণচোরের দ্বারা) প্রবেশ ইত্যাদি দোষপ্রাপ্ত অবস্থায় যোগিশ্রেষ্ঠ গ্রহণযোগ্য বস্তুর অভাবে দশ দিকে কোথাও কিছু প্রার্থনা করেন না। পরিশুদ্ধ অবধূতি প্রকারভেদে দু’টি

সত্যের পুনরুক্তি করেছেন—দিবসই ইত্যাদি পদের দ্বারা । মৃদু ইত্যাদি আরোপ-ভেদে সেই অবধূতিকা সংবরণের দ্বারা গুণরূপে ত্রিলোক নির্মাণ করে, এবং স্বয়ং দিবস ইত্যাদি [ভেদ] জ্ঞান উৎপাদন করে ; যেমন, কাড়ই ইত্যাদি । কায় কালপুরুষের ভয়ে সম্ভ্রান্ত হয় । আগমেও তাই উক্ত হয়েছে,—

চিত্রকর যেমন যক্ষের অতি ভীষণ আকৃতি অঙ্কন ক'রে নিজে ভীত হয়, তেমনই সংসারে অজ্ঞানী নিজের কৃতকর্মেই ভীত হয় ।

রাত্রি ইত্যাদি । প্রজ্ঞাজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতি-পরিগুহ-অবধূতিকা বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত পঞ্চস্কন্ধ ইত্যাদিকে অভিষিক্ত ক'রে নিজেই মহাস্থচকের নিজস্থানে বিনা দ্বিধায় গমন করে । আগমেও তাই বলা হয়েছে,—

সহজবায়ু নিজস্থানে স্থিত হয়, দ্বিধা সন্দেহ ইত্যাদি মুক্ত হয় ; শূণ্যস্বরূপ প্রাপ্ত হয় । এই প্রশান্ত পবন অনির্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করে । গুরু কতৃক বসিত বহু রূপা উপায়হেতু এই অসংযত সংসারে সদানন্দ স্বত্বস্বরূপ লাভে সমর্থ হয় ।

এই স্বরূপ-প্রাপ্তির দুরহতা সম্পর্কে অইসনি ইত্যাদি চতুর্থ পদে বলেছেন, এই প্রকার প্রপঞ্চমুক্ত আচরণ অর্থাৎ যোগিশ্রেষ্ঠের বিহরণ ইত্যাদি আচরণ কুক্কুরীপাদ কতৃক কথিত হয়েছে । এর অর্থ কোটি যোগীর মধ্যে যদি একজন যোগীর হৃদয়ে ঐ উপলব্ধ হয় । তাই কৃষ্ণাচার্য বলেন—

মানুষের গর্ব উৎপত্তি হয় এমন পরমার্থে হয়েছে প্রবীণ ।

কোটির মধ্যে একজনও-বা যদি সেই নিরঞ্জন হয় লীন ॥

॥ ৩ ॥

রাগ গবড়া ॥ বিক্রবা পাদানাং

এক সে শুঙিনী^১ দুই ঘরে সাক্ষঅ ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বাক্ষঅ ॥ ধ্রু ॥
সহজে থির করী বারুণী সাক্ষে^২ ।
জেঁ অজরামর হোই দিট কাক্ষ^৩ ॥ ধ্রু ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইয়া ।^৪
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥ ধ্রু ॥
চউশাটী ঘড়িয়ে দেল^৫ পসারা ।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥ ধ্রু ॥
এক ঘড়ুলী^৬ সরুই নাল ।
ভগন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—শুঙিনিগী । ২ মূল—সাক্ষে । বৃত্তি—বাক্ষে (সংস্কৃত বন্ধনং কৃত্বার অনুসরণে অনুমিত ।
কিন্দ্র বিজ্ঞাপতির কীর্তিলতায় উল্লেখ আছে—ধোয়। উড়িধানে মদিরা সাধে) । ৩ মূল—
কাক্ষ । ৪ মূল—দেখইয়া, শাস্ত্রী—দেখিয়া । ৫ প্রতিলিপি—দেত । মূল—দেট । ৬ শাস্ত্রী—স
ড়ুলী, টাকা—ঘড়ুলী ।

সরল বঙ্গানুবাদ—এক সে শুঙিনী দুই ঘরে প্রবেশ করে । চিকন বাকড়ে
(মত্ত প্রস্তুতের বটিকা) বারুণী বাঁধে (জমায়) । সহজে স্থির করিয়া বারুণী
বাঁধে । যেন অজর অমর হইয়া দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারে । দশমী দুয়ারের চিহ্ন দেখিয়া
গ্রাহক আপনি বহিয়া আসিল । চৌষট্টি ঘড়ায় পসরা দেওয়া হইল । গ্রাহক
প্রবেশ করিল আর বাহির হইল না । একটি ছোট ঘড়া (ঘড়ী) [তাহাতে]
সরু নল । বিরুআ বলেন—স্থির করিয়া চালাও (চঞ্চলতা স্থির কর) ।

টীকা : বিরূপাপাদ পরিশুদ্ধভেদে সেই অবধূতিকে পরম দয়াপূর্ণচিত্তে নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন—এক সে শুভিনী ইত্যাদি। ঘটচক্রপথে একাকিনী সেই অবধূতিকা শুভিনী উদ্বর্মুখী হয়ে ঘটিকারঞ্জে চন্দ্রস্বরূপ বাম এবং দক্ষিণ এই দুই শক্তিমানকে প্রোঢ় (অভিজ্ঞ) যোগীর জায় মধ্যমাতে প্রবেশ করায়। এর দ্বারা স্বাধিষ্ঠানকে দৃঢ় করে। পুনরায় নিজেই এসে অধঃনাসিকায় বজ্রমণি শৃঙ্গগহ্বরে বোধিচিন্ত-বিন্দুকে অবিচার বীজদেশ আবরণ রহিত (শূন্য) প্রভাস্বরের দ্বারা গুরুর উপদেশক্রমে সম্মিলিত করে স্মৃতিআনন্দহেতু বোধিচিন্তকে বন্ধন করে।

ঋবপদের দ্বারা পরমার্থ-বোধিচিন্তকে দৃঢ় করার কথা বললেন—সহজ ইত্যাদি। ওহে বালম্যোগী বজ্রগুরুর অমুগ্ধে বিরমানন্দের সঙ্গে সহজানন্দকে স্থির কর। ‘বারুণী’—এই সন্ধ্যাশব্দের দ্বারা সেই সংবৃতি-বোধিচিন্তকেই বুঝতে হবে। স্বাধিষ্ঠানে স্থিত সেই বোধিচিন্তের ক্ষরণহীন অর্থাৎ অক্ষয় স্মৃতিপাশের দ্বারা বন্ধন করে যে বিশেষ অমূলীন দ্বারা জরামরণহীন দৃঢ়স্থান লাভ করবে তাই কর। তাই যোগরত্নমালায় কথিত হয়েছে—

শূন্যতাকে বজ্র বলে এই বজ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, দগ্ধ হয় না, ছিন্ন হয় না, ভিন্ন হয় না। ইহা দৃঢ় ও ছিদ্রবিহীন সারপদার্থ।

অন্য পদের দ্বারা এই কথারই প্রতিধ্বনি করে বললেন—দশমী ইত্যাদি। বৈরোচনদ্বারেও মহারাগ স্মৃতিপ্রমোদচিহ্ন দেখে গন্ধর্বসন্ত নিজেই এসে সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে মহাস্মৃতিকমলে রসপানের দ্বারা সেই বহুকথিত প্রীতি বা আনন্দ বিধান করে। কৃষ্ণাচার্যপাদও তাই বলেছেন—এবংকার বীজ গ্রহণ করে পদ্ম প্রাসুটিত... কাহ্নু বলেন মন খোলসা করে বলবে না ; নিশ্চল পবন ঘরগিরুপে ঘরে বিরাজ করে।

এক ঘড়ুলী ইত্যাদি পদে চতুর্থ উপদেশ বিবৃত হয়েছে। সেই পূর্বোক্ত অবধূতিকা সংবৃতি এবং পরমার্থ এই দুই সত্যের (মিলন) অদ্বয় ঘটায়, তাই তাকে বলা হয় ঘটী। আভাসবয়কে নিরুদ্ধ করে সেই সূক্ষ্মরূপা [অবধূতিকা] বিরূপাপাদ এইরূপ বলেন—সেই শুক্র নাড়িকার দ্বারা গুরুর উপদেশক্রমে বোধিচিন্তকে স্থির করে নিস্তরঙ্গ অবস্থায় চালনা কর। তাই সেকোদ্যে কথিত হয়েছে—

যতক্ষণ না প্রভাস্বরময় চন্দ্রধারা দেবী পদ্মদল মধ্যে পতিত হয় ততক্ষণ জিন-গণের সঙ্গে সমরসীড়ত হয়ে বজ্রশিখার অগ্র থেকে, করুণা থেকে অভিন্ন জগতের কারণ স্বরূপ সহজ বিভূরূপটিকে জানো।

॥ ৪ ॥

রাগ—অরু^১ ॥ গুডরী পাদাতা^২

তিঅডা^৩ চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী ।
 কমল কুলিশ ঘাণে^৪ করছ বিআলী* ॥ ধ্রু ॥
 জোইনি তুই বিণু খনহি^৫ ন জীবমি ।
 তো মুহ চুসী কমলরস পীবমি ॥ ধ্রু ॥
 থেপছ জোইনি লেপ ন জাঅ^৬ ।
 মণিকুলে^৭ বহিআ ওড়িআণে সমাঅ^৮ ॥ ধ্রু ॥
 সান্সুঘরে^৯ ঘালি^{১০} কোঞ্চা তাল ।
 চান্দ সুজ বৈগি পথা ফাল^{১১} ॥ ধ্রু ॥
 ভগই গুণুরী^{১২} অহমে কুন্দুরে^{১৩} বীরা ।
 নরঅ নারী মখে^{১৪} উভিল^{১৫} চীরা ॥ ধ্রু ॥

১ 'চা-চা'-সঙ্গীতে প্রাপ্ত পাঠান্তর—রা, :-কর্ণাটীঃ তাল ঝাঁপ । ২ পুথিতে—গুডরী । গুডরী, গুডডরী । ৩ বৃত্তি—তিয়ড় । ৪ মূল ও বাগচী—বাট, শাস্ত্রী—ঘাটি । ৫ বৃত্তি—লেপন জায় । ৬ বৃত্তি—যণিমূলে । ৭ মূল ও শাস্ত্রী—সগাঅ । ৮ চা-চা-সঙ্গীত—সাহ মারে ঘানী । ৯ চা-চা-সঙ্গীত—পাখী-ফাল । ১০ গুডবী । ১১ চা-চা-সঙ্গীত—কুন্দুক । ১২ চা-চা-সঙ্গীত—উদিল । * চা-চা-সঙ্গীত—ঝিআলী

সরল বঙ্গানুবাদ—তিঅড়া (জঘন বা মেথলা) চাপিয়া যোগিনী আলিঙ্গন দে । কমল ও বজ্রের ঘাঁটাঘাটিতে কাল গত করিয়াছি । যোগিনি, তুই বিনা ক্ষণমাত্র বাঁচিব না । তোর মুখ চুষন করিয়া কমলরস পান করি । থেপছ^১ (স্বস্থান যোগ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া) যোগিনী [মোহমলে] অবলিপ্তা হয় না । মণিকূলে বাহিয়া ঊর্ধ্বস্থানে প্রবেশ করে । স্বাসঘরে চাবিতালা লাগাও । চন্দ্রস্বর্ধের যুক্ত-

প্রবাহ পক্ষকে খণ্ডন কর। গুণ্ডরী বলেন,—কুন্দুর-যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া আমি বীর হইয়াছি। নরনারীগণের মাঝে যোগীদের চীর (বস্ত্রখণ্ড) ধারণ করিয়াছি।

টীকা : সেই বিষয়টিই গুণ্ডরীপাদ হেরুক চর্চাগমের সাহায্যে স্বভাববিস্মৃত বলে প্রতিপাদিত করছেন,—তিঅড় ইত্যাদি পদে। ললনা, রসনা ও অবধূতিকা এই তিনটি নাড়ীকে বলা হয় ত্রিনাড্য বা তিন নাড়ী। এই তিন নাড়ী চেপে অর্থাৎ তাদের আভাসমুক্ত (নিঃস্বভাবীকৃত) ক'রে পরিস্কন্ধ-অবধূতিকা বা নিরাগ্না-যোগিনী করা যায়। যেমন, অঙ্কবালী ইত্যাদি। এই নিরাগ্না-যোগিনী বা পরিস্কন্ধ-অবধূতিকা নিজের পরিচয় সাধককে দান ক'রে, সাধককে পালন ক'রে অথবা বিচিত্র ইত্যাদি লক্ষণযোগে আনন্দাদি ক্রম দান করে। পুনরায় সেই পরিস্কন্ধ-অবধূতিকা বা নিরাগ্না-যোগিনী সাধকের অবিরাম সাধনাতে আশ্বাস দান করে।

কমল কুলিশ ইত্যাদি। হে যোগিবর যথোপযোগী বা যথাযথ বজ্রকমল-সংযোগে ঘর্ষণের আনন্দধারাযোগে কালরহিত (কালন্তস্ত) মহামূত্রাসিক্তি সাক্ষাৎ কর। বিকালী অর্থে কালশূন্য—অনন্ত। অতএব আমি সাধক মহাস্থখলোলুপ (লম্পট)। তাই বলছেন, হে নৈরাগ্না-যোগিনি, তোমার সঙ্গ ব্যতীত ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারি না—দুর্বার বেগচাঞ্চল্যহেতু। প্রাণবায়ু-ধারণে সমর্থ হই না। আগমেও উক্ত হয়েছে,—

উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের মধ্যে মধ্যবর্তী-অবস্থা সংস্থিতি। জগতে যাহা কিছু সৃষ্টি, যাহা কিছু রচনা, তাহা বায়ুচৈতন্তের বিভিন্ন প্রকাশ।

তোমার মুখ অর্থাৎ সহজানন্দ আবার চূষন করিয়া, কমলরস অর্থাৎ শিরস্থিত উষ্ণীষ-কমলমধু মদন-পরমার্থ বোধিচিন্ত গুরুসম্প্রদায়ক্রমে বিরমানন্দ কালিঞ্জরকালে পান করি। শ্রীহেবজ্রে কথিত আছে,—অব্যক্তকালে বলা হয় ডিণ্ডিম এবং ব্যক্ত-কালে মহৎ কালিঞ্জর।

পদান্তরে যোগিনীরই পুনঃপ্রশংসা করা হয়েছে—ক্ষেপ ইত্যাদি। স্বস্থানস্থিত সেই বোধিচিন্তরূপ নৈরাগ্ন্যযোগিনী পরিস্কন্ধা হয়ে মর্গমূল আনন্দের দ্বারা মোহমল অবলিপ্ত করে। পুনরায় তাতে ক্রীড়ারস অন্তর্ভব ক'রে মর্গিমূলের উদ্বেগমন ক'রে মহাস্থখক্ষেপে প্রবেশ করে। অতএব রক্ষাচার্যপাদ কর্তৃক কথিত হয়েছে—এই সেই পর্বতশ্রেষ্ঠ, আমাকে বল এই যেই মহাস্থখস্থান। একরাত্রি আমি সহজানন্দ লাভ করি মহাস্থখ পর্যন্ত।

সাস্ত্র ইত্যাদি পদের দ্বারা পরিশুদ্ধির উপায় বলা হচ্ছে। প্রথম যোগিশ্রেষ্ঠ দেবতায়োগপূর্বক কায়বজ্র দৃঢ় ক'রে বজ্রজাপ উপদেশের দ্বারা চন্দ্র-সূর্যের পক্ষান্তর খণ্ডন ক'রে বাগবজ্রকে স্থির ক'রে চিত্তবজ্র দৃঢ়ীকরণের জন্তে সেই বিরমানন্দ অবধূতিকা সহজানন্দ-স্বাসকে আগার অর্থাৎ সূর্যমুখিথরে নিয়ে গিয়ে তাল-সম্পূটীকরণের দ্বারা মণিমূল নিরোধ করা উচিত,—ইহা নিজেই নিজেকে সন্ধান ক'রে বলছেন। কৃষ্ণাচার্যপাদও বলেন,—

যেখানে মনপবন গগনদ্বারে দৃঢ় তালা দেয়। যেখানে ঘোর অন্ধকারে মণি-দীপ্তি দিবস করে; জিনপবন উপরে গিয়ে গগন পরিব্যাপ্ত করে, কাহ্নু বলেন, ভবভুঞ্জন ক'রে নির্বাণ সিদ্ধ হয়।

বজ্রতুল্য সমাধিসাক্ষাৎহেতু শিক্কাচার্য গুড্ডরী নিজেই বলছেন,—সম্প্রদায়-বহিমুখ যোগিনী-যোগীদের মধ্যে আমি ইন্দিয়দয়-সংযোগরূপ যোগে অবিনাশী সূত্রে দ্বারা (কুন্দুর) ক্রেশরূপ শত্রু মর্দন ক'রে বীর হয়েছি। আবার তাদের মধ্যে যোগিশ্রেষ্ঠের চিহ্ন অষ্টগুণ ঐশ্বর্য ইত্যাদি আমি অভিজ্ঞা-সন্দর্শনের (আত্মস্বরূপ দর্শনের) জন্তে আমা কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।



রাগ গুঞ্জরী^১ ॥ চাটিল পাদানাম্

ভবণই গহণ গস্তীর^২ বেগে বাহী ।
 দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী ॥ ধ্রু ॥
 ধামার্থে চাটিল সাক্ষম গটাই ।^৩
 পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥ ধ্রু ॥
 ফাড়িডঅ^৪ মোহতরু পাটি^৫ জোড়িঅ ।
 অদঅদিটি^৬ টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ ॥ ধ্রু ॥
 সাক্ষমত চড়িলে দাহিন বাম মা হোহী ।
 নিয়ড্ডী^৭ বোহি দূর মা^৮ জাহী ॥ ধ্রু ॥
 জই তুনহে লোঅ হে হইব পারগামী ।
 পুচ্ছতু^৯ চাটিল অন্তরসামী ॥ ধ্রু ॥

১ বাগটী, শাস্ত্রী—গুজরা । ২ মেন—গস্তীরা । ৩ মূল—গটাই । ৪ বৃত্তি—ফাড়িঅ । ৫ বাগটী—পাটি । ৬ বৃত্তি—দিটি । ৭ বৃত্তি—নিয়ড্ডী । ৮ মূল—ম । ৯ বৃত্তি ও বাগটী—পুচ্ছতু ।

সরল বঙ্গানুবাদ—ভবনদী গহন গস্তীর (প্রবল) বেগে নিরন্তর প্রবাহিত ।
 দুই তীরে কাদা (পিচ্ছিল) মাঝে থই নাই । [এইরূপ ভবনদীর উপর] চাটিল
 ধর্মের জগ্ন সীকো গড়িয়াছেন । পারগামী লোক [তাহার উপর] নির্ভর করিয়া
 উত্তীর্ণ হয় । মোহতরু ফাড়িয়া পাটা জোড়া হইয়াছে । অদ্বয়রূপ দৃঢ় টাঙ্গী
 নিবাণের নিমিত্ত সন্নিবিষ্ট । এই সীকোয় চড়িলে ডাহিন বাম [স্থী] হইও না ।
 নিকটেই বোধি, দূরে যাইও না । যদি ভোমরা সকলে পারগামী হইবে, তবু
 অন্তরসামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর ।

টীকা : সেই সত্যস্বরূপ বিষয়টিকেই চাটিলপাদ অন্ত্যভাষায় প্রকাশ করছেন ভবনই ইত্যাদি পদে। পূর্বোক্ত ললনা, রসনা, অবধূতিকা—এই আভাসদ্বয়কে বৃহৎ জলরাশির মতো অতল গভীর নদী এই সন্ধ্যা-শব্দে বুঝতে হবে। দিবস রাত্রি এবং সন্ধ্যায় বিষয়ের উজ্জ্বল বা প্রকাশ উৎপন্ন হয় ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব গহণ অর্থাৎ ভয়ানক ; প্রকৃতিদোষহেতু গভীর ষট্‌পথদ্বার দিয়ে মূত্রবিষ্ঠা প্রবাহিত হয়। অতএব দুই অন্তঃসূক্ত পারাবার বাম-দক্ষিণ চিখিল অর্থাৎ প্রকৃতিদোষরূপ পঙ্কে (কর্দম-)লিপ্ত। মধ্যে তাহার থৈ নাই। বালযোগী অবধূতির স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং প্রমাণ (পরিমাপ, নির্ণয়) করতে পারে না।

ঋষিপদের দ্বারা চতুর্থ-আনন্দ প্রকাশ ক'রে বলছেন, ধর্মের জন্তে অর্থাৎ স্বরূপ-ধারণের জন্তে ; কারণ ঘট-পট স্তম্ভ-কুস্ত ইত্যাদি পঞ্চভূতের পরিবর্তিত রূপ। তার প্রকৃত কোনো স্বরূপ নাই। শ্রীহরেকতন্ত্রের তত্ত্ব-পটল (অধ্যায়ে) উক্ত বিচার পাওয়া যায় না। চাটিল একজন সিদ্ধাচার্য। সাঁকো গড়ে অর্থাৎ সংবৃতি এবং পরমার্থের মিলন (ত্রৈক্য) ঘটায় গুরুসম্প্রদায়ের জন্তে। তাই সরহপাদ বলেন,—

শৃণু করুণা যে পুনরায়...বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। [সে] ভবেও থাকে না, নির্বাণেও থাকে না। অথবা কেবল করুণা ভাবে। সহস্র জন্মেও মোক্ষ মেলে না।

এই সিদ্ধাচার্যের উপায়ের দ্বারা যে সকল যোগী মোক্ষপ্রাপ্তিতে উৎসুক তারাও নিয়ত মংসার-সমুদ্র পার হয়। অন্ত পদের দ্বারা উক্ত অর্থটিই প্রকাশ ক'রে বলছেন ফাড়িঅ ইত্যাদি পদে। মোহতরু অর্থাৎ বিষয় বা সংবৃতি বোধিচিত্তবৃক্ষকে ভিন্ন ক'রে (চিরে) ছিন্নভিন্ন করে অর্থাৎ বিষয় থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পাটকের সঙ্গে মিলিত বা একীভূত ক'রে পুনরায় উহার ফলপ্রাপ্তির জন্তে যুগনন্ধ কুঠারের দ্বারা দৃঢ় করো।

সাক্ষম ইত্যাদি পদে পথের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। স্বাধিষ্ঠান এবং প্রভাস্বরের ত্রৈক্য সাধনই সাঁকো পার হওয়ার উপায়। হে যোগিগণ সেই সাঁকোতে আরোহণ ক'রে বাম দক্ষিণ বা চন্দ্রসুর্ধ আভাসদ্বয়ের কথা চিন্তা করো না। বজ্রজ্ঞাপ নিরোধের দ্বারা এই চিন্তা দূরীভূত হয়। এই [যোগ] পুনঃ পুনঃ অভ্যাসবশে বোধি-মহাসাগর-সিদ্ধি অতি দূরে থাকে না ; অতীব নিকটবর্তী হয়। অতএব বিপথে গিয়ে দূরে গমন করো না।

জই তুমহে ইত্যাদি চতুর্থ পদে বলছেন, আভাসক্ররূপ মহামোহনদী উত্তরণ যদি ইচ্ছা কর, তবে হে যোগিগণ, সিদ্ধাচার্যের উপদেশের পরম্পরাক্রমে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের অধিকারী হয়েছেন সেই চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর। অতএব সহজ-আনন্দের উপদেশ আমি নিশ্চয় জানব। অস্ত্র যোগীরা তা জানতে পারে না। তাদের কেবল পুণি-পড়া গর্ব আছে। তাই কৃষ্ণাচার্যপাদ দোহাকোষে বলেছেন,—

সহজ এক, তাহা যোগিশ্রেষ্ঠ কাহ্নুপাদ ভালোরকম জানেন। শাস্ত্র আগম বহু পড়ে-শোনে, কিন্তু [অনধিকারীরা] বিশেষ কিছু জানে না।

॥ ৬ ॥

রাগ-পটমঞ্জরী ॥ ভুস্কু পাদাতাম্,

কাহেরে^১ ঘিনি^২ মেলি অচ্ছ কীস ।

বেটিল^৩ হাক পড়অ চৌদীস ॥ ধ্রু ॥

অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী ।

খনহ ন ছাড়অ ভুস্কু অহেরি ॥ ধ্রু ॥

তিণ ন চ্ছুপ্লই^৪ হরিণা পিবই ন পানী ।

হরিণা হরিণীর নিলঅ গ জানী ॥ ধ্রু ॥

হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো ।^৫

এ বণ চ্ছাড়ী হোছ ভাস্তো ॥ ধ্রু ॥

তরঙ্গন্তে^৬ হরিণার খুর ন দীসঅ ।^৭

ভুস্কু ভণই মূঢ়া^৮ হিঅহি গ পইসঈ ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—কাঁহেরি ; টীকা—কাহেরেত্যাदि । ২ বাগচী—ঘেণি । ৩ শাস্ত্রী—বেটিল । ৪ বৃন্তি—খণ্ডই । ৫ মূল—হরিণী বোলঅ হরিণা সুন হরিণা তো ।--১১৭ ৬ তরঙ্গতে । ৭ দীসই । ৮ কোনো কোনো মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠ আছে—হিঅহি । কিন্তু এ সেই ট, ট-এর গোলমাল ; তাছাড়া এ পাঠের কোনো অর্থ নেই ।

সরল বঙ্গানুবাদ—কাহাকে গ্রহণ করিয়া এবং কাহাকে ত্যাগ করিয়া কিসে আছ (আছি) । বেড়া-হাঁক চতুর্দিকে পড়িতেছে । আপনার মাংসের জন্তে হরিণ আপনার বৈরী । ভুস্কু ব্যাধ তাহাকে ক্ষণমাত্র ছাড়ে না । হরিণ মাংস ছোঁয় না, জল খায় না ! হরিণ হরিণীর আবাসস্থল জানে না । হরিণী বলে হরিণকে—ওহে হরিণ সুন । তুমি এই বন ছাড়িয়া ভ্রমণ কর । [হরিণীর এই বাক্যে] হরিণ ভয়ে এমন ঝরিংগতিতে চলিয়া গেল যে তাহার খুর-সঞ্চালন দেখা যায় না । ভুস্কু বলেন,—মূঢ়ের হৃদয়ে [ইহার মর্ম] প্রবেশ করে না ।

টীকা : সেই বিষয়টিই পরোপকার্য করণায় আন্দোলিতচিত্ত ভৃষকুপাদ 'হরিণা' শব্দে সন্ধ্যাভাষায় বলছেন, কাহের ইত্যাদি। অনন্তকাল ধরে অসংপ্রজ্ঞ-দোষে মৃত্যু-মার বিষে বেষ্টিত হয়ে আমার চিত্ত হরিণ মার মার হাঁক শুনেছে।

ইদানীং গুরুর চরণরেণুপ্রভাবে তাকে পরিত্যাগ করে সকল ধর্মে অপ্রাপ্যতা-হেতু গ্রাহগ্রাহক-ভাববশে কোথাও ধারণ ক'রে কোথাও পরিত্যাগ ক'রে আছি। অপনা ইত্যাদি ঐবপদের দ্বারা সেই কথাই জোরালো করে বলছেন—অতএব এইরূপে স্বয়ং-কৃত অবিজ্ঞা-মাৎসর্ঘ্য-দোষে চঞ্চলতাহেতু আবার সেই চিত্ত-হরিণ সকলের বৈরী। ক্ষণকালের জ্ঞাত ও চিত্তহরিণকে পরিত্যাগ ক'রে মৃগয়াকারী ভৃষকুপাদ সদগুরুর বচনবাণের দ্বারা অন্ধকে প্রহার করে। তাই বোধিচর্চা-বতারে কথিত হয়েছে,—

এই চর্ম আবরণ (ঠোঙ্গা) তাহ'লে নিজবুদ্ধির দ্বারাই পৃথক্ কর। অস্থি-পঞ্জর থেকে প্রজ্ঞাশাস্ত্রের (শস্ত্রের) দ্বারা মাংস (ছাড়াও) মুক্ত কর। অস্থিগুলিকেও পৃথক্ ক'রে এই অনন্ত-জ্ঞান দর্শন করতে করতে এতে কি সারপদার্থ আছে তা নিজেই বিচার কর।

চিত্তহরিণকে মন্দেহাতীতভাবে প্রতিপাদনের জ্ঞো বলছেন, তিন ন খণ্ডই ইত্যাদি। যেক্রপ বহির্জগতে হরিণগুলি ভূগভক্ষণ এবং বারণার জল পান করে, চিত্তহরিণ সেক্রপ করে না। বিশেষ বিচারস্বরূপের দ্বারা সেই চিত্ত এবং পবনের নিবাস ইন্দ্রিয় সাহায্যে অবগত হওয়া যায় না। তাই কৃষ্ণাচার্যপাদ দোহাকোষে বলেছেন,—

গিরিশিখর উত্তুঙ্গস্থল যেখানে শবর বাস করে

তাকে না লংঘন করে—

তৃতীয় পদের দ্বারা দেহ-পবন-বিষয়-বিস্তার উপসংহার ক'রে বলছেন, হরিণী ইত্যাদি। বিষপানরূপ জন্মগ্রহণ হরণ করে যে, তাকেই সন্ধ্যাভাষায় হরিণী বলা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সে জ্ঞানমুদ্রা-নৈরাশ্রা; সাধকের পুনঃপুনঃ অতুলীনের প্রকর্ষবশে আশ্রয়িত হরিণী বলেন, হে চিত্তহরিণ, এই কাযবনে কাযধারণ পরিত্যাগ ক'রে মহাস্থ কামলবনে ভ্রুগমন ক'রে বিভ্রাস্তি-বিকল্পের দ্বারা বিচরণ কর। তাই সহজসম্মত বলা হয়েছে,—

মন সর্বব্যাপী আভ্যাসমুক্ত (অনির্বচনীয়), কেবল করুণানন্দময় এই শূণ্যতা শীঘ্রই আলিঙ্গন দান করে।

তরঙ্গতে হরিণা ইত্যাদি চতুর্থ পদের দ্বারা অধিমাঙ্গাধিমাঙ্গের কথা বলছেন,—
 সহজ জ্ঞানলাভের দ্বারা যোগিগণ সেই নিজচিন্ত-হরিণের অবয়ব ইত্যাদি ভেদ বা
 রূপ কল্পনা করেন না। সহজধর্ম বহির্ভূত শাস্ত্র-আগম জ্ঞানাভিমानी যে-সকল
 পণ্ডিত আছেন তাঁরাও এই ধর্মে পুরোপুরি অজ্ঞ। তাঁরা এই সহজ-জ্ঞানের ধারে-
 কাছে ঘেঁষতে পারেন নি। মিত্রাচার্য ভূসুকুপাদ তাই বলেন, সেই সব পণ্ডিতজনের
 হৃদয়ে তত্ত্বোন্মীলন (তত্ত্বজ্ঞানের উদয়) কিছুমাত্রও হয় না। যেমন চতুর্দেবী-
 পরিপূজা মহাযোগতন্ত্রে বলা হয়েছে,—মুনির ধর্মসঙ্গে চুরাশি হাজার তত্ত্ব যারা
 জানে না তারা সকলেই ব্যর্থ।

॥ ৭ ॥

রাগ-পটমঞ্জরী ॥ কাহ্নুপাদাতাম্,

আলিএ^১ কালিএ^২ বাট রুঙ্কেলা^৩ ।

তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥

কাহ্নু কহি^৪ গই^৫ করিব নিবাস ।

জো মনোগোঅর সো উআস ॥ ধ্রু ॥

তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না ।

ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না ॥ ধ্রু ॥

জে জে আইলা তে তে গেলা ।

অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা^৬ ॥ ধ্রু ॥

হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বটুই ।

ভণই কাহ্নু মো হিঅহি ন পইসই ॥ ধ্রু ॥

১ মঙ্গ—অদিএ^১ । ২ মূল—বাট এ রুঙ্কেলা । ৩ মূল—কহিব গই । ৪ মূল—ভট্টঙ্গলা ।

সরল বঙ্গানুবাদ—আলিতে কালিতে পথ রোধ করিল । তাহা দেখিয়া কাহ্নু বিমনা হইলেন । কাহ্নু কোথায় গিয়া নিবাস (বাস) করিবে । যে মনোগোচর সে উদাস (দূরে অবস্থান করে) । তাহারা তিন, তাহারা তিন এবং সে তিনও পরস্পর ভিন্ন (মতান্তরে—অভিন্ন) । কাহ্নু বলেন, এই ভব [চক্র] পরিচ্ছিন্ন (বিনষ্ট) কব । যাহারা যাহারা আসিল তাহারা তাহারা চলিয়া গেল । আনাগোনায়া কাহ্নু বিমন হইলেন । দেখ দেখি সেই জিনপুর নিকটেই বর্তমান । কাহ্নু বলেন, আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে না ।

টীকা : জগতের প্রতি করুণাভাবে আবিষ্টহৃদয় রুক্ষাচার্যপাদ সেই বিষয়টিকেই বিশিষ্ট ক'রে বলছেন, আলি ইত্যাদি পদে । উল্লিখিত নিজ-দেবতা-যোগপূর্বক বজ্রজাপ উপদেশ লাভ ক'রে আলি অর্থাৎ লোকজ্ঞান কালি অর্থাৎ

লোকভাস এই দু'টিকে এক ক'রে অবধূতিমার্গ হৃদয় করলেন। এবং সদ্গুরুর প্রসাদে প্রকৃতি-পরিপুষ্ট অবধূতিকারূপে কৃষ্ণাচার্যপাদ বিশিষ্টমনা হলেন। কাহ্নু কহি' গই ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা নিজবাস সম্পর্কে নিজেই নিজের আত্মাকে সম্বোধন ক'রে বলছেন, হে কৃষ্ণবজ্রপাদ ব্যাপ্যব্যাপকরূপে সমগ্র জগৎ সৃষ্টির দ্বারা পরিবাপ্ত। শ্রীমৎহেরুক্তত্ত্বরাজ গ্রন্থে উক্ত বিষয়টিকে উত্থাপন করা হয়েছে,—কোন স্থানে আমাদের নিবাস করা উচিত। সকল নিবাস তার দ্বারাই ব্যাপ্ত। যে-সকল যোগী মনগোচর হন অর্থাৎ মনেন্দ্রিয়ের বোধপ্রধান হন তাঁহারাও এই ধর্ম উদাস অর্থাৎ এই ধর্মের উপলব্ধি থেকে বহুদূরে অবস্থান করেন। তাই সরহপাদ বলেন,—

যে স্থানে মনপবন সঞ্চরণ করে না, চন্দ্রসূর্য প্রবেশ করে না, সেই স্থানে হে আমার চিত্ত, বিরাজ কর, বিশ্রাম কর; সরহপাদ বলেন, [সেই স্থানে উপবেশন কর।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা সেই বিষয়টিকে চোত্বিত্ত ক'রে বলছেন, তে তিনি ইত্যাদি। বাইরে স্বর্গ-মর্ত্য রসাতল বৃকতে হবে। আত্মক্ষেত্রে কায় বাক চিত্ত, দিবা রাত্রি সন্ধ্যা, যোগ যোগিনী যোগতন্ত্র ইত্যাদি বৃকতে হবে। এইগুলি পরম্পর মহাস্থ-ব্যাপকতা-হেতু পরমাখ্যবিদ যোগীদিগের কোথাও ভেদজ্ঞান লক্ষণ নাই। তাই আগম বলেন, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল মুহূর্তমধ্যে একাকার হয়ে যায়,—এই বচন। এই জন্মেই চর্চাপাদের দ্বারা উক্ত হয়েছে,—আত্মা তৃষ্ণা নবতৃষ্ণা—এই তিন মণ্ডলে ভেদ নাই।

কৃষ্ণাচার্যপাদ জ্ঞানলাভ ক'রে বলেন,—আমরা সংসারে ভেদ, (ভববিকল্প) ছেদনকারী।

তৃতীয় পদের দ্বারা নিজের উপলব্ধি বলছেন, জে জে ইত্যাদি পদে। যে যে [সকল] ভাব (পদার্থ) উৎপন্ন হয়েছে; সেই সেই ভাব বিলয়প্রাপ্ত হয়েছে। এই সৃষ্টি ও লয়ে সংবৃতি সত্য-স্বভাব পরিজ্ঞানের দ্বারা গুরুর অন্তর্গত কৃষ্ণাচার্যপাদ বিশিষ্টমনা অর্থাৎ পরিপুষ্ট হয়েছেন। তাই আগম বলেন,—ভব অর্থাৎ সত্য-স্বভাবের পরিজ্ঞান হলে নির্বাণ লাভ হয়।

চতুর্থ পদে নিজের অহুভূতি বিবৃত করছেন, হেরি সে ইত্যাদি। নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন,—হে কৃষ্ণবজ্রপাদ, পঞ্চক্রমেব অহুক্রম দ্বারা পুনরায় জিনপুর-মহাস্থস্থান আমার অতি নিকটে বিরাজ করে। তাই নাগার্জুনপাদ বলেন,—

উৎপত্তিক্রমে স্থিত এবং উৎপন্নক্রমে অভিলাষীদিগের সম্যক জ্ঞানের জন্মে এই উপায় সোপানের মতো নির্মিত।

✓ ৮ ॥

বাগ-দেবকী ॥ কল্পলান্নর^১ পাদানাম

সোনে ভরিতী^২ করুণা নাবী ।

রূপা খোই নাহি^৩ কে ঠাবী ॥ ধ্রু ॥

বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ ।

গেলী জাম বহুড়ই^৪ কইসেঁ ॥ ধ্রু ॥

খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাছি ।

বাহ তু কামলি সদগুরু পুন্ডি ॥ ধ্রু ॥

মাঙ্গত চড়্‌হিলে^৫ চউদিস চাহঅ ।

কেড়ুয়াল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥ ধ্রু ॥

বাম দাহিন চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা ।

বাটত মিলিল মহাসুহ সঙ্গা^৬ ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—কামলি । ২ ভরিলী । ৩ মূল—মহি, বাগচী—নাহিক ! ৪ শাস্ত্রী ও মূল—বহু উই, বাগচী—বাহুড়ই । ৫ মূল—চন্‌হিলে । ৬ সাঙ্গা ।

সরল বঙ্গানুবাদ—করুণা-নৌকা সোনায় পরিপূর্ণ ! রূপা রাখিবার স্থান নাই । বাহ তুই কামলি গগনের উদ্দেশে । গত জন্ম ফিরিয়া আসে কি করিয়া । খুঁটি উপড়াইয়া কাছি খোলা হইল । গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাহ তুই কামলি । মার্গে চড়িলে চতুর্দিকে তাকাও । কেড়ুয়াল নাই, কে কি করিয়া বাহিতে পারে । বাম ও দক্ষিণ চাপিয়া বিদায় মাগে । পথেই মিলিল মহাসুখের সঙ্গ ।

টীকা : পরম করুণা এবং আনন্দে প্রফুল্লিতচিত্তে কল্পলান্নরপাদ করুণার রূপকে সেই অর্থ বিশদ করে বলছেন, সোনে ইত্যাদি পদে । করুণা এই সন্ধ্যা শব্দে সেই বোধিচিন্তকে নাবী এই উৎপ্রেক্ষা অলংকারভিত্তিক বুঝতে হবে । তার সঙ্গে

অভিন্নরূপে তাকে (করুণারূপী নৌকা) সকল আকার-শূন্যতাহেতু সঙ্গুপ্তর অমুগ্রহ-
রসে পূর্ণ ক'রে মহাস্থচক্রগমনরূপ সমুদ্রের উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্বোধন ক'রে
সিদ্ধাচার্য কঞ্চলাশ্বর বাইছেন। রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান (পঞ্চস্কন্ধ)
ইত্যাদি স্থানভেদ নাই। সকলই তন্ময় অর্থাৎ তাহা হইতে অভিন্ন। ইহার দ্বারা
চতুর্থ উপায় নৌবাহন (দাবা খেলার চতুর্থ বাহন নৌকা) বিনা [আমি] সিদ্ধাচার্য
আমার গতি বা জন্মান্তর ব্যাহত হয়। এই প্রকারে নিজেকে সম্বোধন ক'রে
কঞ্চলাশ্বরপাদ বলেন,—নির্বিকল্প প্রবাহ অভ্যাস কর। তাই অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশে
উক্ত হয়েছে,—

যে পরিমাণ কোনো বিকল্প মনকে প্রভাবিত করে, সেই পরিমাণেই রূপাদি
পরিত্যক্ত হয়। পরম স্থকর যে আনন্দরূপ সুপ্রসিদ্ধ তাও সংকল্পমাত্র।

বৈরাগ্যের যে অবস্থা সুপ্রসিদ্ধ...তাহা হইতে উৎপন্ন-বিষয় গ্রহণের অভাবে
বিষয়ই নির্বিকল্প আত্মচিত্ত...ব'লে অত্ৰ কোনো কিছুই নাই।

তাই বোধিচর্যাবতারে বলা হয়েছে,—মহাস্থরূপ নৌকা অবলম্বন ক'রে দুঃখ-
মহানদী পার হও। হে মূর্খ, ইহা নিদ্রার সময় নয়, এরূপ নৌকা তুলত।

অত্ৰ একটি পদের দ্বারা সেই বিষয়টিকেই ছোঁতিত করেছেন—থংটী ইত্যাদি।
প্রথমে সঙ্গুপ্তবাক্যে দৃঢ় ক'রে হে যোগিশ্রেষ্ঠ আভাসদোষরূপ খুঁটি উৎপাটিত কর।
কাছিরূপ অবিজ্ঞা-সুত্রটিকে মুক্ত ক'রে (খুলে) শীঘ্র সেই নৌকাটি প্রবাহিত কর।
এই আভাসবিশেষের দ্বারা অমুক্তর-পবনধর্ম সাক্ষাৎ লাভ হয়।

মাঙ্গত ইত্যাদি তৃতীয় পদে গুরু.. অমুগ্রহের অভাবে বিপর্যয়ের কথা বলছেন ;
মার্গ অর্থাৎ বিরমানন্দে গমন ক'রে চারিদিকে চায় ; অর্থাৎ গ্রাহ বিষয় ব্যতীত
সংসারে পতিত হয়। তাই চর্যাপাদ বলেন,—থালে (থোলা বাতাসে ?) পড়লে
কপূর নষ্ট হয়।

যে আবার সঙ্গুপ্তর বচনের দ্বারা (পালন করে) বজ্রপদ্ম স্থখের অন্বেষণ করে
সে ভবমাগরের পারে যায়। তাই কৃষ্ণাচার্যপাদ বলেন,—যে সংবেদন-মনরত্ন
অহরহ সহজে ক্ষুরিত হয় সে পার জানে ; মূনিগণ অত্ৰ কি ধর্মগতি বলেন ?

বাম ভাহিন ইত্যাদি পদের দ্বারা কলের কথা ব্যক্ত করেছেন। বাম ভাহিন
এই আভাসদ্বয়কে মধ্যমায় প্রবিষ্ট করিয়ে, মার্গরূপ বিরমানন্দে স্থিত বোধিচিত্ত নিজ
জ্ঞানের দ্বারা পরিশোধিত। মহাস্থচক্ররূপ সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যখন মিলিত হয়,
সেই মার্গে মহাস্থচক্ররূপ নৈরাশ্রা জ্ঞানের অভিসঙ্গ আমি প্রাপ্ত হই।

॥ ৯ ॥

রাগ-পটমঞ্জরী ॥ কাহুপাদানাম্

এবংকার দিট^১ বাখোড় মোড়িউ^২

বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িউ^৩ ॥ ধ্রু ॥

কাহু বিলসঅ আসব মাতা ।

সহজ নলিনী বন পইসি নিবিতা ॥ ধ্রু ॥

জিম জিম করিণা^৪ করিনিরেঁ রিসঅ ।

তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ ॥ ধ্রু ॥

ছড়গই^৫ সঅল সহাবে সৃধ ।

ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ ॥ ধ্রু ॥

দশবল^৬ রঅণ হরিঅ দশদিসেঁ ।

অবিছা^৭ করিকুঁ দম^৮ অকিলেসেঁ ॥ ধ্রু ॥

১ দৃঢ় । ২ মোড়িঅ । ৩ তোড়িঅ । ৪ করিয়া । ৫ বৃত্তি—ছড়গই । ৬ দশবর । ৭ মল—
বিছা । ৮ মল— করি দমক ।

সরল বঙ্গানুবাদ—দৃঢ় বন্ধনগুণ্ড এবংকার মর্দি^৩ করিয়া এবং বিবিধ প্রকার
ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসবমত কাহু বিলাস করেন, এবং সহজরূপ পদ্ববনে
প্রবেশ করিয়া নিবৃত্তি লাভ করিলেন । যেমন যেমন করিয়া করী করিণীতে প্রেমা-
সক্ত হয় ; তেমনি তেমনি তথতা মদধারা বর্ষণ করে । ষড়গতি[-র প্রভাবে]
সকল স্বভাবে শুদ্ধ । ভাব এবং অভাব[-রূপ দ্বৈতবোধ তাহার] কেশাগ্র স্কন্ধ
নয় । দশবলরত্ন (তপতারত্ন) হৃত হইয়াছে দশদিকে । অবিছারূপ করীকে
অক্লেশে দমন কর ।

টীকা : আনন্দঘনচিন্তে কৃষ্ণাচার্যপাদ চিন্ত এবং গজেন্দ্র এই সন্ধ্যা-শব্দে
সেই বিষয়টিই রূপকের ছলে বলছেন ; এবংকার ইত্যাদি । এ‘কার’ চন্দ্র-কিরণকে

বোঝাচ্ছে, বং অংশটি সূর্যের ছোতক । ‘এবং’ শব্দের অর্থ দিবস ও রাত্রি । এবংকার অর্থাৎ দিব্যরাত্রি-জ্ঞান । বাথোড় অর্থে দুইটি স্তম্ভ । এই স্তম্ভ দুটিকে মর্দিত ক’রে অর্থাৎ বজ্রজাপক্রমে আভাসমুক্ত ক’রে, নানাপ্রকার অবস্থতির ব্যাপক বন্ধনগুলি ছিন্ন ক’রে, এই তিনের অল্পলক্ষ্যরূপ মতপানে প্রমত্ত হয়ে, জ্ঞানরূপ গজশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাচার্য নলিনীবন অর্থাৎ মহাস্বথকমলে প্রবেশ ক’রে নির্বিকল্পরূপে ক্রীড়া করেন । তাই আচার্য নাগার্জুনপাদ বলেন,—

যা বাইরে[র] তা অসং ; তার পারমার্থিক সত্তা নাই । কারণ, তার স্বরূপের অভাব, তার জ্ঞান-দর্শনের পরেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ক্ষরণশীল হয় । ইহা অক্ষয় অবিনাশী নহে ; স্থায়ী নহে । যাহা শূন্য ব’লে পরিকল্পিত তাও বস্তুত কেবল অ-শূন্য,—ইহাই জ্ঞানীজনের অভিমত । এই প্রকার প্রকৃত অবস্থা বা প্রকৃত স্বরূপের সত্তা বিশেষভাবে চিন্তা ক’রে, প্রশাস্ততত্ত্ববিদ্‌ মায়ানটের অভিনয়-মাত্রে নিপুণ যোগিশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া ক’রে থাকেন ।

অতএব একটি পদের দ্বারা সেই বিষয়টিই ব্যক্ত করছেন, জিম জিম ইত্যাদি । হস্তী যেরূপ বাইরে হস্তিনীর প্রতি ঈর্ষারূপ মদমত্ততা বহন করে, সেরূপে ভগবতী-নৈরাশ্র আসক্তিহেতু চিন্তের প্রতি চিন্তবিষয়ে গজশ্রেষ্ঠরূপ কৃষ্ণাচার্যপাদ তথ্যতামদ বর্ণন করছেন । তাই তৃতীয় পদ দ্বারা পদার্থগুলির স্বরূপ উপলব্ধির কথা বলছেন, ছাড়ি গই ইত্যাদি । জীব ছয় প্রকার—অণুজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, স্বতঃ উৎপন্ন, দেবপ্রকৃতি ও অস্বরপ্রকৃতি । যোগিশ্রেষ্ঠের কাছে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ পরিশুদ্ধ ; তার কাছে কেশাগ্রাস্ত অপরিশুদ্ধ থাকে না । তাই মধ্যমক-শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে,—

অতএব কিছুই বজ্রনীয় নয় ; কোনো কিছুই প্রক্ষিপ্ত করা উচিত নয় । যা ছিল তা থেকে সবকিছু দেখতে হবে, বুঝতে হবে,—এই প্রকারে পদার্থবিদ্‌ বিমুক্ত হন ।

চতুর্থ পদের দ্বারা পরিপক্ক নিপুণের লক্ষণ বলেছেন,—দশবল ইত্যাদি । দশবল-বৈশারদ্য ইত্যাদি দশগুণযুক্ত তথ্যতারত্ব দশদিকে ব্যাপ্তিহেতু অস্তিত্বের পুনঃপুনঃ অনুশীলন বলে আমরা আয়ত্ত করেছি ; অধিকার করেছি । অতএব, তথ্যতারত্বের প্রভাবে অবিচাররূপ করিশ্রেষ্ঠের আসন্দের দ্বারা মর্দন (বা দমন) কর ।

রাগ-দেশাথ ॥ কাহ্নুপাদানাম্,

নগর বাহিরি রে^১ ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ ।

ছোই ছোই জাই সো ব্রাহ্ম* নাড়িআ ॥ ধ্রু ॥

আলো^২ ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাক্ষ ।

নিধিণ কাহ্নু কাপালি জোই লাংগ ॥ ধ্রু ॥

এক সো পদমা^৩ চৌষষ্ঠী^৪ পাখুড়ী ।

তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥ ধ্রু ॥

হা লো^৫ ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে ।

আইসসি^৬ জাসি ডোম্বী কাহারি নাবেঁ ॥ ধ্রু ॥

তাস্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাংগেরা^৭ ।

তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া^৮ ॥ ধ্রু ॥

তুলো ডোম্বী হাঁউ^৯ কপালী ।

তোহোর অন্তরে মোএ ঘেনিলি^{১০} হাডেরি মালী ॥ ধ্রু ॥

সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী থাঅ মোনাণ ।

মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—বারিহিরে । ২ টীকা—অলো । ৩ বাগটী—পদমা । ৪ বাগটী—চৌষষ্ঠী, টীকা—
বাহিরে । ৫ টীকা—হকুলো । ৬ আইসসি । ৭ মূল—চাংগতা । ৮ নড়পেড়া । ৯ হাঁউ । ১০ মূল—
ঘেনিলি । * টীকা—ব্রাহ্মণতি

সরল বঙ্গানুবাদ—নগর-বাহিরে ডোমনী, তোর কুঁড়ে । নাড়া ব্রাহ্মণকে
[তুই] ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাম । ওলো ডোমনী, তোর সঙ্গে আমি সাক্ষ্য করিব ।
[আমি] কাহ্নু, কাপালিক যোগী, নিম্বণ এবং নাঙ্গা । এক সেই পক্ষ [তার]
চৌষষ্ঠি পাপড়ি । তাহার উপর চড়িয়া নৃত্য করে ডোমনী বাপুড়ী । ওলো ডোমনী,

তোকে সদ্ভাবে জিজ্ঞাসা করি,—কাহার নৌকায় ডোমনী আসিস যাস। এখন ডোমী তাঁত (বোনে) বিকায়, আর চাকারী নয়। তোর জন্ত নট-পেটিকা পরিত্যাগ করি। তুই তো ডোমনী, আমি কাপালিক। তোর জন্ত আমি হাড়ের মালা গ্রহণ করিলাম (ছাড়িলাম)। সরোবর ভাঙ্গিয়া ডোমনী মলান খায়। ডোমনীকে মারিয়া তাহার প্রাণ লই।

টীকা : নগর অর্থে রূপাদি বিষয়সমূহকে বুঝতে হবে। তার (নগরের) বাইরে ইঞ্জিয়সমূহের অগোচরত্বহেতু গুরু সম্প্রদায় থেকে তোমার গৃহরূপ মহাস্থ-চক্রে আমি সিদ্ধাচার্যরূপাদি কর্তৃক অবগত হ'লাম।

অলো ডোমী ইত্যাদি। ওগো ডোমী-নৈরাশ্রা, তোমার সঙ্গে আমার অভিসন্ধ করা উচিত (মিলনে বাধা নাই)। কারণ, তুমি যেমন [স্বভাবে] ডোমজাতীয়া স্ত্রীলোক এবং আমিও তেমনি ঘণালজ্ঞাদিদোষরহিত (অবিচ্ছিন্ন, অবিনা) থেকে প্রজ্ঞা উপায়রূপ আত্মিকমহামুদ্রা সিদ্ধি লাভ করি। শ্রীহেবজ্রে তাই বলা হয়েছে,—অতএব আমার কাছ থেকে প্রজ্ঞা-উপায়সম্বন্ধবিশিষ্ট কথিত তত্ত্ব শ্রবণ কর।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাসের স্থান বলা হয়েছে; এক সো ইত্যাদি। একটিমাত্র পদ্য নির্মাণচক্রে অবস্থিত; উহা চৌষট্টিদলযুক্ত। ওই পদ্যে মহারাগ-আনন্দে সুন্দর কৃষ্ণাচার্য ভগবতী-নৈরাশ্রার সঙ্গে সমরসে মগ্ন হয়ে নৃত্য করছেন। শ্রীহেবজ্রে এইরূপ উক্ত আছে,—অতশ্রুতি শ্রুতিযোগের দ্বারা হেয়করূপে নৃত্য কর।

তৃতীয় পদের দ্বারা নৈরাশ্রার সঙ্গে মিলন (অধিগম) দৃঢ় করা হচ্ছে। হুঙ্কলো ইত্যাদি। ওগো নৈরাশ্রা, সদ্ভাবে স্বরূপাধারে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, সর্বধর্ম নৈরাশ্রাহেতু সংরক্তিবোধিচিন্তে কার নৌমার্গে যাতায়াত করছ? সর্ব-সহজময়ত্বহেতু বিশেষভাবে কারও নৌকায় যাতায়াত করছ না (সর্বসহজময় = সকলের সঙ্গে সহজভাবে নিরাসক্ত-সম্পর্কে যুক্ত থাকা)। শ্রীহেবজ্রেও এইরূপ উক্ত হয়েছে,—

সেই হেতু জগৎ সর্বত্র সহজ এবং তার স্বরূপও সহজ ব'লে কথিত।

বিশুদ্ধ আকার এবং বিশুদ্ধ চিত্ত হওয়ার জন্ত নির্বাণ-ও স্বরূপময় ॥

চতুর্থ পদে নৈরাশ্র ধর্মের স্বরূপ বলা হয়েছে; তান্ত্রী ইত্যাদি। তত্ত্ব অর্থে অবিচ্ছিন্ন পদ্যস্থান ভগকে বলা হচ্ছে; চাকারী ইত্যাদি। উক্ত পদ্যের পল্লব (পাপড়ি) বিষয়াভাস। ওগো ডোমী-নৈরাশ্রা, তাঁত এবং চাকারী এই দুইটি

শ্রীগুরুর প্রসাদে বিক্রয়ের দ্বারা পরিত্যাগ করছ। অতএব তোমার জন্তে আমার দ্বারা নটের মতো সংসাররূপ পেটিকা পরিত্যক্ত হয়েছে।

পঞ্চম পদে যোগীশ্বরের বিষয়ে মায়াপ্রপঞ্চচর্যার কথা বলা হচ্ছে ; তুলো ইত্যাদি দ্বারা। অয়ি ভোম্বী-নৈরাঞ্জে, তোমার স্বরূপহেতু সদ্গুরুর প্রসাদে তোমাকে ভক্তভাবে (সম্যক রূপে) জানাচ্ছি। আমি কাপালিক এবং চর্যাধর। ‘ক’-অর্থো স্থ ; তোমার এই স্থ-পালনে আমি সমর্থ। অতএব, তোমার জন্তে আমি (কৃষ্ণাচার্য) ষট্ তথাগত চক্রী কুণ্ডল কণ্ঠিকা ইত্যাদি নিরংগু চর্যা (আলোকহীন) ধারণ ক’রে বাহ্য মন্ত্রতন্ত্রকে উপেক্ষাহেতু পঞ্চবর্ণ বিহরণ করেছি। কৃষ্ণাচার্যপাদও তাই বলেন,—মন্ত্রতন্ত্রে কিছুই করে না ; নিজ গৃহিণীর সঙ্গে কেলি ক’রে নিজগৃহে গৃহিণী যতক্ষণ না মগ্ন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কি পঞ্চবর্ণ অপহরণ করা যায় ?

ষষ্ঠ পদে ভোম্বীর দ্বিধাভেদের কথা বলা হয়েছে ; সরোবর ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা। গুরুসম্প্রদায়হীনের সেই ভোম্বী [হ’ল] অপরিপুষ্ট-অবধূতিকা ; সরোবর অর্থে দেহ-পুষ্কর। তার মূল বোধিচিন্ত-সংরুতি শক্তি দ্বারা গুরুরূপকে হত্যা করছি [আমি] অর্থাৎ নিঃস্বভাব (inactive) করছি। তাই বহিঃশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে,—

সেই বৃত্তি কিঞ্চিৎ জলস্বরূপ, যা বিশেষভাবে গৌরব লাভ করায় সাপের মুখে বিষ পড়ে...।

অতঃপর লাড়ীভোম্বীপাদের স্থান ইত্যাদি চর্যার ব্যাখ্যা নেই।

রাগ-পটমঞ্জরী ॥ কৃষ্ণাচার্য পাদাতাম্ ॥

নাড়ি শক্তি দিচ্ ধরিঅ খট্টে^১ ।
 অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে^২ ॥ ধ্রু ॥
 কাহু কপালী যোগী পইঠ অচারে^৩ ।
 দেহ নঅরী বিহরই একাকারে^৪ ॥ ধ্রু ॥
 আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে ।
 রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥ ধ্রু ॥
 রাগ দেষ^৫ মোহ লাইঅ ছার ।
 পরম মোখ লবএ মুক্তা হার^৬ ॥ ধ্রু ॥
 মারিঅ সামু নগন্দ ঘরে শালী ।
 মাঅ মারিঅ কাহু ভইল^৭ কবালী ॥ ধ্রু ॥

১ বাগটী—থাটে । ২ বাগটী—নাটে । ৩ পইঠঅ চারে । ৪ মূল—দেশ ; বৃত্তি—দেব ।
 ৫ মূল—মুত্তিহার । ৬ সেন—ভইঅ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—নাড়ী শক্তিকে দৃঢ়ভাবে শূন্যতায় ধারণ করিয়া অনাহত ডমরু বীরনাদে বাজিতেছে । কাপালিক যোগী কাহু অচার (জড়) দেহ-নগরীতে প্রবিষ্ট [থাকিয়াই] একাকারে (অদ্বয়ভাবে) বিরাজ করিতেছেন । আলি ও কালিকে তিনি চরণের বাজন-নূপুর এবং রবিশশীকে [কর্ণের] কুণ্ডল আভরণ করিলেন । রাগ দেষ মোহকে [দগ্ধ করিয়া তাহার] ছাই লইয়া [অঙ্গে লেপন করিলেন] । পরম মোক্ষরূপ মুক্তাহার লাভ করিলেন । স্বাসকে মারিয়া নয়টি নন্দকে ঘরে প্রবেশ করাইয়া, মায়াকে (অবিজ্ঞা) মারিয়া কাহু কাপালিক হইলেন ।

টীকা : পরম মহানন্দে সুন্দর কৃষ্ণাচার্য পুনরায় সেই অর্থ প্রতিপাদন ক'রে বলছেন,—নাড়ী ইত্যাদি পদে । বত্রিশটি নাড়ী-শক্তি তাদের মধ্যে প্রধান অব-

ধৃতিকা বিরমানন্দরূপিনী । তিনি সুরাপ্রসাদে মণিমূলকে ধারণ ক'রে থট্টাঙ্গ অর্থাৎ শূণ্যতাকে প্রভাস্বরের দ্বারা সহজভাবে স্পর্শ করে [গমন করছেন] । অনাহত ভয়রূশঙ্ক বীরনাদে শূণ্যতা-সিংহনাদের দ্বারা শঙ্ককারী যে কৃষ্ণাচার্য তিনিই কাপালিক । তিনি দেহনগরে প্রবেশ ক'রে বিচরণ করতে করতে, ক্রেশ তক্ষণের দ্বারা (ক্রেশকে জয় ক'রে) একাকার হয়ে ভ্রমণ করছেন (বিহার করছেন) ।

দ্বিতীয় পদে যোগীর অলংকারের কথা বলা হচ্ছে—আলি ইত্যাদি শব্দ দ্বারা । প্রথমতঃ সেই যোগীন্দ্র বজ্রজাপ পরিশোধিত ক'রে চন্দ্রসূর্যাদি দ্বারা ধণ্টা-নৃপু [বাজন-নৃপু] ইত্যাদি যোগালঙ্কার ধারণ করেছেন ।

তৃতীয় পদে পুনরায় অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে, রাগ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা । কৃষ্ণাচার্য সেই মহাসুখরাগরূপ বহি দ্বারা রাগ দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব ক'রে সেই ভস্ম দ্বারা নিজ অঙ্গ লিপ্ত করেছেন । তিনি পুনরায় বজ্রসত্ত্বরূপে নিজেকে না লক্ষ্য ক'রে পরম মোক্ষরূপ মুক্তাহারের দ্বারা ভূষিত হয়ে ভ্রমণ করছেন ।

চতুর্থ পদে কাপালিক-চর্চার কথা বলা হচ্ছে ; মারী ইত্যাদি শব্দের দ্বারা ! শ্বাসকে বলা হয়েছে পূর্বোক্ত মনপবন, এই মনপবনকে অধিকার ক'রে চক্ষু-ইন্দ্রিয়াদি নানা প্রকার বিজ্ঞানবায়ু বুঝতে হবে । তাকে নিঃস্বভাব ক'রে অবিজ্ঞা এবং মায়ারূপকে প্রজ্ঞাউপায়ের উপচারের দ্বারা ধ্বংস ক'রে, কৃষ্ণাচার্য জগতের কল্যাণের নিমিত্ত বজ্র কাপালিক হয়ে জগৎ পরিভ্রমণ করছেন, দিউড়িপাদও সেই-রূপ বঙ্গেন,—

যিনি...বজ্রধর কাপালিকের বণিতাসদৃশ এবং যিনি জগৎকে স্ত্রীরূপে অম্লভব করেন, সেই আমি যোগীশ্বর যিনি হেরুকমূর্তিধারী ভগবান এবং অভিন্ন সেই যোগীশ্বর (যিনি) শ্রীপদ্ম এবং মদনকে দহন করতে করতে গৌরবহেতু ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে সিদ্ধি লাভ করেন ।

[রাগ] ভৈরবী ॥ কৃষ্ণপাদালাম্,

করণা পিহারি^১ খেলছ^২ নববল ।

সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভববল ॥ ধ্রু ॥

ফীর্টউ দুআ মাদেসি^৩ রে ঠাকুর ।

উআরি উএসেঁ কাহু নিঅড় জিনউর ॥ ধ্রু ॥

পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ^৪ ।

গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ^৫ ॥ ধ্রু ॥

মতিএঁ ঠাকুরক পরিণিবিতা^৬ ।

অবশ করিআ ভববল জিতা ॥ ধ্রু ॥

ভগই কাহু আক্ষে ভাল দান দেছ^৭ ।

চউমঠ্ঠি কোঠা গুনিআ লেছ^৮ ॥ ধ্রু ॥

১ বৃত্তি—পিড়ি । ২ মাদেসি । ৩ মূল—মবাড়িউ । ৪ মূল—ঘোলিউ । ৫ পরিণিবিতা ।
৬ ভলি—দায় দেহ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—করণাপীঠে (ছকে) নববল (চতুরঙ্গ বা দাবা) খেলি । সদগুরুবোধে ভববল জয় করা হইল । দুয়া (দ্বিত্ববোধ) কাটলাম । ঠাকুরকে মাং করা হইল । উপকারিকের উপদেশে কাহু নিকটে জিনপুর [দেখিতে পাইলেন] । প্রথমে বড়িয়া (বোডেগুলিকে) তুড়িয়া (তাড়াতাড়ি) মারিলাম । গজবর দ্বারা তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করা হইল । মস্তীর দ্বারা ঠাকুরকে প্রতিনিবৃত্ত করা হইল । অবশ করিয়া ভববল জয় করা হইল । কাহু বলিতেছেন,—আমি ভাল দান দেই এবং চৌম্ঠি কোঠা গণিয়া লই ।

টীকা : পুনরায় কৃষ্ণচাৰ্খপাদ সেই অর্থই পরিস্ফুট করছেন দ্যুতকীর্ত্তারূপ ধ্যানের দ্বারা । করণাকে স্বাধিষ্ঠানচিত্তরূপ চিত্ত বুঝতে হবে ; পিড়ি ইত্যাদি । তার (পীড়ির) আশ্রিত সন্তদোষকে সমাধিমলা বুঝতে হবে । তাহাদিগকে

দূরীভূত ক'রে অর্থাৎ নিঃস্বভাব ক'রে নয় (অর্থে মজ্জ নয়—রহস্য) চতুর্থানন্দবল সেই বোধিচিন্তকে বজ্রগুরুর উপদেশে বজ্র ও পদ্মের সম্যক সংযোগে উভয়কে একীভূত ক'রে অবিরত আনন্দ সংযোগ ক'রে আমি কৃষ্ণাচার্য অক্লেশে ভববল অর্থাৎ বিষয়াভাসরূপ শক্তি জয় করেছি ।

ফীট ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা উহা স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে । প্রথমে বজ্র-জাপক্রমে আভাসদ্বয়কে কেটে ফেলা হয়েছে । পুনরায় ঠাকুররূপ অবিচ্ছিন্ন-চিত্ত উপকারিকের উপদেশের দ্বারা [জয় করা হ'লো] । রাগান্তে বিরমানন্দের আবির্ভাব লগ্নে বোধিচিন্তাক্ষরের উপদেশে অবিরত আনন্দহেতু কৃষ্ণাচার্যের নিকট জিনপুর (জয়স্বাক্ষার) নিজেই নিকটে এসে মিলিত হয়েছে ।

দুইডীপাদও তাই বলেন,—রাগান্তে বিরম([ন]ন্দ) প্রবেশ সময়ে চন্দ্রে স্বভাবত স্থিতি হয়, যে বৃত্তি মনের অপরা প্রবৃত্তি এবং যাহার গতি নিরুদ্ধ, সেই সময়ে সাক্ষাৎ যে অনন্তসম্ভব সূত্র পাওয়া যায় তাই পরমপদ । সেই সময়ে এরূপ অন্তর্ভুক্তি হয় যার ফলে মহামুদ্রার দ্বারা পুনরায় সিদ্ধ হওয়া যায় ।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাস আতিশয্যের ক্রম কথা-প্রসঙ্গে বলছেন ; পহিলে ইত্যাদি । বোড়েকে সঙ্ক্কাভাষায় ১৬০ প্রকৃতিদোষ বলা হয়েছে । ওইগুলি বজ্রজাপক্রমে প্রথমে নিঃস্বভাব করা হলো । পুনরায় গজবর অর্থাৎ যোগীজ্ঞের তথ্যতা চিত্তগজেন্দ্র দ্বারা পঞ্চস্বাক্ষাত্মক এবং পঞ্চবিষয়ের অহংকার এবং ইন্দ্রিয়াদি ভূষণ ধ্বংস ক'রে শক্তিহীন করা হলো—এইভাবে তথ্যতাসাক্ষাৎ লাভ হ'লো ।

তৃতীয় পদে উক্ত বিষয় স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে, মতিএ পদের দ্বারা । মতিকে প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধি বলা হয়েছে । ঠাকুর হলো ক্রেশাদিযুক্ত চিত্ত । ওই চিত্তকে পরিনিবাণে আরোপ করা হচ্ছে । ওই প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধির দ্বারা সংক্লিষ্ট-চিত্ত নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছে । অতএব ভববল (অর্থাৎ ভববল গ্রাম) সমগ্র রূপাদি বিষয় সূষ্ঠভাবে ব্যগ্রতা সহকারে একত্রিত ক'রে আমার দ্বারা জয় করা হলো । নাগাজুর্ন পাদও ওইরূপ বলেছেন,—

[যে] স্বচিত্ত দ্বারা সেই বালিকার সংসারে বন্ধনত্ব প্রাপ্ত হয়েছে । সেই চিত্ত দ্বারা যোগীরা স্রুগতগণের গতি (মুক্তি) লাভ করেছেন ।

চতুর্থ পদে নিজের যোগের যোগ্যতা ব্যক্ত হয়েছে ; ভণ ইত্যাদি । কৃষ্ণাচার্য বলেন, চতুঃষষ্ঠী (৬৪) কোঠায় নির্মিত এই দেহচক্রে নিজের চিত্ত স্থির করে প্রকৃতি-প্রভাবের স্বরূপ গ্রহণ করব ।

॥ ১৩ ॥

॥ রাগ কামোদ ॥ কুম্ভা [চাৰ্য্য] পাদাবাম্ ॥

তিশরণ গাবী কিঅ অঠ কমারী ।^১

নিঅ দেহ করুণা শূণ মেহেরী ^২ ॥ ধ্রু ॥

তরিত্তা ভব জলধি জিম করি মাঅ সুইনা ।

মঝ ^৩ বেণী তরঙ্গম ^৪ মুনিআ ॥ ধ্রু ॥

পঞ্চ তথাগত কিঅ কেডুআল ।

বাহঅ কাঅ কাহিল নাআজাল ॥ ধ্রু ॥

গন্ধ পরস রস জইসৌ তইসৌ ।*

নিংদ ^৫ বিহুনে সুইনা জইসৌ ॥ ধ্রু ॥

চিঅ কলহার ^৬ সুনত মাঙ্গে ।

চলিল কাহু মহাসুহ সাঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

১ মূল ও টীকা—অঠ কুমারী । ২ বাগ্গী শাস্ত্রী—শূণমে হেরী । ৩ বাগ্গী—মাঝ ।

৪ সেন—তরঙ্গ ম । ৫ নিন্দ । ৬ কণ্ঠহার ।

*‘যেমন-তেমন’ অধুনা ‘মা-তা’ গ্রাম্যকালে ‘মধাপতা’ অর্থ পবিপাটিহীন । তু এড়িএউ ছান্দক বান্ধ বণক পাটের আশ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—তিশরণকে করা হইল আট-কামরাযুক্ত নৌকা । নিজ দেহে করুণা এবং শূণ্যের রূপ দেখিয়া ; তরিল ভব জলধি যেমন করিয়া মায়াস্বপ্ন [তরে] । মাঝ গঙ্গায় তরঙ্গ (উল্লোল স্রুত) মনন [গৌচর হইল] । পঞ্চতথাগত-কে কেডুয়াল করিয়া ওরে ল কাহি কায় নৌকা বাহিয়া মায়াজাল উত্তীর্ণ হও । গন্ধ, স্পর্শ, রস যেমন-তেমন । নিদ্রা বিহনে স্বপ্ন যেমন । চিত্তরূপ কর্ণধার শূত্র মার্গে [স্থাপন করে] চলিল কাহু মহাসুখের মিলন কামনায় (সাঙ্গা) ।

টীকা : উক্ত অর্থ দৃঢ় করার জন্য এই চর্যায় কথিত হ'লো—তিশরণ ইত্যাদি । কায় বাক চিত্ত এই তিনটি যে চতুর্থ বিষয়ে নীন হয়ে আশ্রয় নিয়েছে সেই মহাস্থ কায়কেই 'নৌকা' সন্ধ্যা শব্দের দ্বারা বুঝতে হবে । অতএব শূন্যতা ও করুণার ঐক্যতাব নিজ দেহেই যুগনন্দরূপে আছে ; তাকেই বলে মহাস্থকায় । অষ্টকুমারী অর্থে স্থানান্তরিত বুদ্ধৈশ্বর্য ।

তরিত্তা ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা চতুর্থ উপায়ের কথা বলা হচ্ছে । সেই চতুর্থানন্দ উপায়রূপ নৌকায় [চড়ে] কৃষ্ণাচার্য ভবনমুদ্র পার হয়েছেন । তিনি ইহাকে মায়াময় স্বপ্নতুল্য করে তুলেছেন । মাঝ দরিয়ায় পরমানন্দে স্বাধিষ্ঠানচিত্তে তরঙ্গ অর্থাৎ উচ্ছল স্থখ আমি ভোগ করেছি । এই আত্মপরিচয় এখানে প্রতীক্ষিত নয় । তাই—নাগাজুর্নপাদ অপ্ৰতিষ্ঠানপ্রকাশে বলেছেন—

যতক্ষণ পর্যন্ত মনে কোনো প্রকার বিকল্প বুদ্ধি প্রভাব বিস্তার করে ততক্ষণ তা ত্যাগ করাই উচিত । ওই যে আনন্দরূপ পরম স্থখকর (তাহা বিকল্প নহে) ; সেও সংকল্প মাত্র । ওই যে বৈরাগ্যভাব তাও ওই বিকল্প এবং সংকল্পরূপ হইতে উৎপন্ন । বিষয়ের আগ্রহে নির্বিকল্প আত্মচিত্তরূপ নির্বাণ হইতে ভিন্ন অণু কিছু নাই ।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা স্বরূপরিণতির কথা বলেছেন । পঞ্চতথাগত ইত্যাদি । বিশুদ্ধ পঞ্চতথাগত রূপ দেহটিকে নিজের মধ্যে পরিকল্পিত করে মহাস্থরূপ নৌকা অবলম্বন করে নিজে নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেন—হে কৃষ্ণাচার্যপাদ, মায়াজাল-তুল্য স্বল্প ধাতু প্রভৃতি বিষয় সমুদ্র বাধার সৃষ্টি করে । তাই স্থতকে বলা হয়েছে—

স্বল্পধাতু এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয় নানা প্রভেদে সৃষ্টি করেছে ।

তথাগত কর্তৃক অধিষ্ঠিত একাদিক্রমে বর্তমান সংসার ধর্ম কিভাবে হয় ॥

তৃতীয় পদে সন্দেহ দূরীকরণের (নিঃসন্দেহ প্রতিপাদন) উদ্দেশ্যে ভাবনা বিশুদ্ধির কথা বলেছেন । গন্ধ ইত্যাদি । বাইরের গন্ধ, স্পর্শ, রস প্রভৃতি বিষয় যেমন আছে তেমনি থাক । সকল ধর্মের স্বরূপ অবগতির দ্বারা নিদ্রার আবেশশূন্য জাগ্রত অবস্থায় (জাগরণ দশায়) স্বপ্নের মতই মনে হয় । তাই স্থতকে বলা হয়েছে—

নিদ্রিতাবস্থা ও জাগরণে বিষয়ভেদ নাই । স্বপ্ন ফলেব অভিলাষী কোনো সংকল্প করে না । জীব দিবারাত্র স্বপ্ন দেখে । বহু চেষ্টার ফলে বিলম্বে সিদ্ধিলাভ হয় ।

চতুর্থ পদে পথের উপায়ের কথা বলেছেন চিত্ত ইত্যাদি পদে । সকল আকারের (সর্বপ্রকার) মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় শূন্যতারূপ নৌকায় চিত্ত কর্ণধারকে স্থাপন করে । কৃষ্ণাচার্য মহাস্থ চক্রদ্বীপে গমন করেছেন ।

॥ রাগ-ধনসী ॥ ডোম্বী পাদাতাং ॥

গঙ্গা জঁউনা মাঝেঁ রে বহই নার্সি ।*
 তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী যোইআ^১ লীলে পার করেই ॥ ধ্রু ॥
 বাহতু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা ।
 সদগুরু পাঅপসাএ^২ জাইব পুণু জিণউরা ॥ ধ্রু ॥
 পাঞ্চ^৩ কেড়ুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত^৪ কাচ্ছী বান্ধী ।
 গঅণ তুখোলেঁ সিঞ্চু পাণী ন পইসই সাক্ষি ॥ ধ্রু ॥
 চান্দ^৫ সূজ্জ তুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা ।
 বাম দাহিণ তুই মাগ ন চেবই^৬ বাহতু ছন্দা ॥ ধ্রু ॥
 কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সূচ্ছড়ে পার করেই ।
 জো রথে চড়িলা বাহবা ন জা [ন] ই^৭ কুলেঁ কুল বুড়ই^৮ ॥ ধ্রু ॥

* নঙ্গি

১ গোইআ—শার্খা-বাগটা । ২ বাগটা-সেন—পাঅপএ । ৩ টীকা—পঞ্চ । ৪ সেন—পিটত । ৫ মূল—চন্দ । ৬ সেন—রেবই । ৭ জাই—মূল । ৮ বুড়ই—বৃদ্ধি বেড়ানো অর্থে (ভ্রমস্তি) ।

সরল বঙ্গানুবাদ—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে গুরে (মধ্যে, বহিতেছে নদী) বহিতেছে নৌকা । তথায় বিচরণ করিলে (নিমজ্জিত হইলে) মাতঙ্গী যোগী অবলীলাক্রমে পার করে । বাহিয়া চল তুই ডোম্বি, বাহ ওলো ডোম্বি, পথে হইল বেলা । সদগুরুর পাদপ্রসাদে পুনরায় যাইতে হইবে জিনপুর । পাঁচখানি বৈঠা মার্গে পড়িতেছে শ্বিঠে কাছি বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে । গগনরূপ সেচনী দ্বারা

জল সৈঁচিতে থাক যেন জোড়ের ফাঁকে জল না প্রবেশ করে। চন্দ্র ও সূর্য দুইটি চক্র; সৃষ্টি সংহার হইল মাঙ্গল। বাম ও দক্ষিণ দুই মার্গ দেখা যায় না বাহিয়া চল তুই স্বচ্ছন্দে। কড়ি নেয় না বুড়ি নেয় না [সে] স্বচ্ছন্দে পার করে। যে রথে চড়িয়াছে, অথচ তাহা বাহিতে জানে না সে কুল হইতে কুলে ঘুরিয়া মরে।

টীকা : সেই অর্থাৎ প্রতিপাদন করেছেন পরম ককণাপ্রাপ্ত সিদ্ধাচার্য ভোয়্য। তিনি নৌকা প্রবাহের রূপকে প্রকাশ করেছেন গঙ্গা ইত্যাদি শব্দের দ্বারা। সন্ধ্যা-ভাষায় গঙ্গা যমুনা হ'লো চন্দ্রভাস ও সূর্য্যভাস অথবা গ্রাহ গ্রাহক, যার শুক্র নাড়ী বিরমানন্দ অবধূতির মধ্যে অবস্থান করছে; তাকেই সন্ধ্যাভাষায় নৌকা বলে বুঝতে হবে।

সদগুরু হ'লো বিলক্ষণ শুদ্ধ। সেখানে অবস্থান করে সহজযান প্রমত্তাঙ্গী ভোয়্য-নৈরায়া সংসার-সমুদ্রে যোগীন্দ্রকে পার করে দিচ্ছেন।

বাহতু ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা বিশ্বাস দর্শনের হেতু কুলাভ্যাস (কুলধর্ম বা কুলপ্রথা) সাধন করছেন। সহজ-পরিশোধিত বিরমানন্দরূপ নৌকাপথ প্রাপ্ত হ'লে (খান পান) খাণ্ড পানীয় গ্রহণহেতু শক্তিলভ করায় নিজেকে ভোয়্য বলে সম্বোধন করে যোগীন্দ্র বলছেন, কি জগৎ বিলপ করছ। সদগুরুর বিষয়ে অন্তর্ধান করার ফলে এবং নিরন্তর যোগাভ্যাস দ্বারা পুনরায় জিনপুর বা মহাস্থথপুর অতীব নিকটবর্তী। এই রকম চিন্তা করে দিনের পর দিন প্রবাহের মধ্য দিয়ে নৌচালনা অভ্যাস কর।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাস অন্তর্ধানের কথা বলা হয়েছে পঞ্চ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। পঞ্চ কেডুয়াল ইত্যাদি; পঞ্চক্রম উপদেশ গ্রহণ করে যে বোধিচিন্ত কাছিরূপ মণিমূলে গমন করেছে এবং যে বিমল বোধিচিন্ত সহজানন্দের দ্বারা বিধৃত হয়েছে তাকে চক্রোদেশের দ্বারা প্রবাহিত করো। চতুর্থ অভিষেকের দ্বারা গগনকপ সেউতি সেচামান হওয়ায় যোগীন্দ্রের দেহে বিষয়োদ্ভাসিত পানীয় প্রবেশ করেছে।

তৃতীয় পদে অভ্যাস বিশেষ হেতু আভ্যাসত্রয়কে নিরোধ করার কথা বলা হয়েছে চান্দে ইত্যাদি। চন্দ্র প্রজ্জাজ্ঞান উৎপাদ হেতু, সূর্য অদয়জ্ঞান; সন্ধ্যাভাষায় পুলিন্দ অর্থে নপুংসক বা নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে। এই তিনটি সংসারে সৃষ্টি সংহার-কারক। সর্বধর্ম অন্তর্পলক সমুদ্রে যেতে যেতে বাম ডান অগ্র-পশ্চাৎ তীর

অবলোকনকারী হে ভোষি, স্বহৃন্দে নিশ্চিত শোধিত বোধিচিত্তরূপ নৌকা চালনা অভ্যাস কর।

চতুর্থ পদে নৈরাশ্বধর্মের (ফলশ্রুতি) ফলাশ্রুতশাসনের কথা বলা হয়েছে। কবড়ী ইত্যাদি। যেমন বার দরিয়ার নার্বিক উত্তরণের জগ্ন কপর্দক গ্রহণ করে সেইরূপ গ্রাহ গ্রাহকহেতু সেই ভগবতী ভোষী-নৈরাশ্বা কপর্দক গ্রহণ করেন না। পরিচর্যামাত্র অনায়াসে ভবসমুদ্র পার করে দেন। নৈরাশ্বধর্মের সঙ্গে যাদের পরিচয় নাই এমন বহিঃ শাস্ত্রাভিমাত্রী যে সকল যোগী রয়েছেন তাঁরা কূলে অর্থাৎ দেহে ভ্রমণ করেন (দেহ পরিচর্যাকপ সূত্র স্বাচ্ছন্দ্যো নিমগ্ন) এঁরাই অজ্ঞানে আবৃত বালক সদৃশ।

॥ ১৫ ॥

॥ রাগ রামকী ॥ শাস্তি পাদাতাম্ ॥

সঅ-সম্বৈঅণ* সরুঅ বিআরেঁ অলক্খ লক্খ^১ ন জাই ।
 জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই ॥ ধ্রু ॥
 কুলেঁ কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা ।
 বাল ভিণ^২ একু বাকু^৩ ৭ ভুলহ রাজপথ কঙ্কারা^৪ ॥ ধ্রু ॥
 মাআ মোহ সমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাहा ।
 অগে^৫ নাব ন ভেলা দীসঅ^৬ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥ ধ্রু ॥
 সুন^৭ পাস্তুর উহ ন দীসই ভাস্তি ন বাসসি জাস্তে ।
 এষা^৮ অটমহাসিক্খি সিঝই উজুবাট জাঅস্তে ॥ ধ্রু ॥
 বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শাস্তি বুলথেউ সংকেলিউ ।
 ঘাট ন গুমা খড়তড়ি ৭ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥ ধ্রু ॥

১ শাঃ—লকখণ । ২ তিপতী অনুবাদ—তিল । ৩ কঢ়ারা । ৪ বাগচী—আগে ।

৫ বাগচী—দীসই । ৬ বন্তি—শূল । ৭ বন্তি—অত্রৈব । ৮ বন্তি—সম্বৈণ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—সংসারবেদনের স্বরূপ বিচারে যাহা অলক্ষ্য (অদৃশ্য) তাহার দর্শন পাওয়া যায় না । যে যে সোজা পথে গেল তাহারে অনাবর্তনীয় হইয়াছেন (ফিরিয়া আসিল না) । কুল হইতে কুলে ঘুরিও না রে মূঢ়, সংসার সোজা পথ । (যুর্থ) বালযোগি, তিলেক ঝাঁকে ভুলিও না (বাক্যে ভুলিও না) রাজপথ কানাত-ঘেরা (রাজা যেমন কঙ্কারা-পথ বা কনকধারা পথ ধরিয়া ক্রীড়োত্তানে প্রবিষ্ট হন তুমিও সেইরূপ অবধূতি মাগ্ন ধরিয়া মহান্থখচক্র কমলোত্তানে প্রবেশ কর) । মায়া মোহ সমুদ্রের অন্ত বা থই বুঝি না । সম্মুখে নৌকা বা ভেলা দেখা যায় না ; ভ্রান্তিবশে নাথ বা গুরুকেও জিজ্ঞাসা করিতেছ না । শূল প্রাস্তরেব সীমা দৃষ্ট

হইতেছে না [কিন্তু ওই পথে] যাইতে ভুল করিও না । এই সরল পথে গেলে অষ্ট মহাসিদ্ধি সিদ্ধ হয় । বাম ডাহিন দুই পথ ছাড়িয়া শান্তি বলিতেছেন সংক্ষেপে^১ ষাট গুণ খড়্গ হুণ নাই, আখি বুজিয়া পথ চলিয়া যাও ।

টীকা : নির্ভর পরমানন্দে আবিষ্ট শান্তিপাদ সেই অর্থ প্রকাশ করেছেন সঅ-সম্বোধন ইত্যাদি পদের দ্বারা । বজ্র ও পদ্মের সম্যক সংযোগে স্বসংবেদন অন্তর্ভব স্বরূপে অবস্থিত সিদ্ধাচার শান্তি । যে সকল যোগীন্দ্র অতীত হয়ে গেছেন তাদের অলক্ষ্য লক্ষণাদির বিচারের বিকল্প হয় না । তাঁরা বিরমানন্দ অবধূতির শ্রেষ্ঠ মার্গে গমন করেছেন । তাঁদের আর পুনরাবর্তন হয় না । তাঁরা মহাস্ব্থ পদ্বনে নিমগ্ন । রতিবজ্রে এইরূপ উক্ত আছে—

এই সেই শ্রেষ্ঠ পথ (মার্গ) যাতে মহাযান মহোদয়গণ গমন করেছেন ; যে পথে যেতে যেতে তোমরাও তথাগত হবে ॥

কুলে ইত্যাদি ধ্রুপদের দ্বারা সেই অর্থই দৃঢ় করা হচ্ছে । হে মুখ্য বালযোগি-গণ, প্রাতি জীবশরীরে অবস্থিত এই বিরমানন্দ উপায় পরিত্যাগ করে অগ্ন পথের বিস্তার লক্ষ্যে পৌছবার জন্ম নাই । তাই রতিবজ্রে কথিত আছে—অগ্ন কোনো উপায়ের দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধ হয় না—ইহাই ত্রিজগৎ ।

ওহে বালযোগি, বজ্রমার্গের বামদক্ষিণ বড় বিচার করিও না । যেমন রাজ-চক্রবর্তী স্বর্ণপথদ্বারা দিয়ে প্রমোদ কাননে প্রবেশ করেন তেমনি যোগিশ্রেষ্ঠ (সহজে) অবলীলাক্রমে অবধূতি মার্গের দ্বারা মহাস্ব্থচক্ররূপ পদ্বনে প্রবেশ করেন । তাই বিরূপাক্ষপাদ বলেন—

চক্রাক্ষের (ইড়া পিঙ্গলার) গতি নিরুদ্ধ করে সর্বদা বজ্রোখান করা

উচিত । অগ্ন কোনো প্রকারে প্রাণবায়ু অবধূতি অংশে প্রবেশ করে না ।

বালযোগীদের সম্পর্কেই দ্বিতীয় পদে বলছেন মায়ামোহ ইত্যাদি । মায়া প্রজ্ঞা নামে কথিত । তাহাতে যে আসক্তি তাই মোহ ; তাই-ই মহাসমুদ্র । বালযোগী তার অন্ত বা ইয়ত্তা পান না । তারপর এই বিষয়ে অসৎ গুরুরূপ বাহন ভেলা ছাড়া অগ্ন কোনো নৌকা বা ভেলা প্রভৃতি উপায় নাই ।

হে বালযোগি, বিভ্রান্ত হয়েও কেন তুমি সৎগুরু নাথকে জিজ্ঞাসা করছ না । শ্রীস্ব্থের বিভ্রান্তি ত্যাগ করে চতুর্থ উপায় অবলম্বন করে সেই মায়ামোহ-

সমুদ্রের অন্ত উপলব্ধি কর অর্থাৎ পরিমাপ কর। তাই অমৃতরসজ্বিতে কথিত হয়েছে—

সর্ব প্রকার মায়ার মধ্যে জীমায়ার মতো বিশিষ্ট জ্ঞানদ্বয়ে ইহা এক প্রকার। এখানে ইহা পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

তৃতীয় পদের দ্বারা ধর্মের মাহাত্ম্য বলছেন শূণ্য ইত্যাদি। ইহাতে পথলাভ করে প্রভাস্বরকে শূণ্য অর্থাৎ উচ্ছেদ করে ভ্রান্তিবশতঃ ওহে মুখ'ভুল করিও না। এই পথেই প্রভাস্বরে পরিশোধিত স্বাধিষ্ঠানচিত্তকে ভাবতে ভাবতে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। তাই আগম বলেন—

জ্ঞানবহির দ্বারা সুরম্য মায়াপুর সহসা দগ্ধ করে যোগিগণ দিব্যদৃষ্টিতে সর্বদা শূণ্য দর্শন করে থাকেন।

বাম ইত্যাদি চতুর্থ পদে সেই কথাই নির্দিষ্ট করে বলেছেন। সিদ্ধাচার্য শাস্তি বাম ও দক্ষিণ এই আভাসদ্বয় পরিহার করে ভাব বিষয়ের উপসংহারে সুষ্পষ্ট করে বলেছেন, ইহাতে পরিশুদ্ধ অবধূতি বিরমানন্দ পথ চলতে চলতে ঘাট, কুটি, গুল্ম, খাদ প্রভৃতির ভয় নাই। তৃণ, কণ্টক, খাল, বিখাল প্রভৃতি উপদ্রব নাই। স্থির থোলা চোখে সেই যোগী যুগনন্দ দর্শন করে। তাই আগমে উক্ত হয়েছে—

শূণ্যতা দর্শনকারী তরণেচ্ছূদিগের শূণ্য অবস্থা চক্ষুদ্বয়ের স্তিমিত অবস্থা আনয়ন করে এবং তাহাদের শির আনত করে।

॥ রাগ ভৈরবী ॥ মহীধর পাদানাম্ ॥

তিনিএঁ পাটে^১ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই ।
 তা স্ননি মার ভয়ঙ্কর রে বিসঅ মণ্ডল সঅল^২ ভাজই ॥ ধ্রু ॥
 মাতেল চীঅ গএন্দা^৩ ধাবই ।
 নিরন্তর গঅগন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥ ধ্রু ॥
 পাপ পুণ্য বেণি তোড়িঅ^৪ সিকল মোড়িঅ খস্তাঠাণা ।
 গঅণ টাকলি^৫ লাগি রে চিত্ত^৬ পইঠ^৭ নিবাণা ॥ ধ্রু ॥
 মহারসপানে মাতেল রে তিহঅন সএল উএথী ।
 পঞ্চ বিসঅ^৮ নায়ক রে বিপথ কোবী ন দেখী ॥ ধ্রু ॥
 খররবিকিরণ^৯ সন্তাপেঁ রে গঅণাঙ্গণ^{১০} গই পইঠা ।
 ভণন্তি মহিণ্ডা^{১১} মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা ॥ ধ্রু ॥

১ সেন—সঅ মণ্ডল সএল । ২ সেন—গঅন্দা । ৩ মূল—তিড়িঅ । ৪ বৃত্তি—টকা ।
 ৫ সেন—চিত্তা । ৬ শাস্ত্রী—বিষয়, সেন—বিষয় রে । ৭ বাগটী—বিকিরণ । ৮ মূল—
 গঅণাঙ্গন, বৃত্তি—গগন গঙ্গা । ৯ বাগটী—মহিআ, বৃত্তি—মহীধর, মূল—মহিহ্তা ।

সরল বঙ্গানুবাদ—কায়-বাক-চিত্ত এই তিন পাটে সংলগ্ন হইয়া ঘন ঘন
 ভয়ানক অনাহত ধ্বনি ক্রম্ভ মেঘের মতো গর্জন করিতে লাগিল । তাহা শুনিয়া
 ভয়ংকর মর বিষয়মণ্ডল সকল ভাঙ্গিল । মাতাল চিত্ত-গজেন্দ্র ধায়, নিরন্তর
 গগনান্ত তুম্বায় ঘোলায় (মত্ত চিত্ত গজেন্দ্র তুষ (অসার) ধ্বংস করিয়া নিরন্তর
 গগনান্তে ধাবিত হইল) । পাপ পুণ্য এই দুইকে ছিন্ন করিয়া স্তম্ভস্থানের শৃংখল
 মর্দন করিয়া গগন (শূন্যতা) শিখরে সংলগ্ন হইয়া চিত্ত নির্বাণে প্রবিষ্ট হইল ।
 ত্রিভুবনের সকল উপেক্ষা করিয়া মহা [স্থ] রস পানে মত্ত হইল । পঞ্চবিষয়ের
 নায়ক হইল কোন বিপক্ষ দেখিতে পাইল না । খররবিকিরণ সন্তাপে গগন-
 অঙ্গনে (গগন গঙ্গায়) গিয়া প্রবিষ্ট হইল । মহিণ্ডা বলিতেছেন, আমি হেথায়
 ডুবিয়া কিছুই দেখি নাই ।

টীকা: জ্ঞানরস পানে প্রমত্ত সিদ্ধাচার্য মহীধর ‘চিন্ত গজেন্দ্র’ এই সম্বা শব্দে সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন। কায়ানন্দাদি পাটঞ্জর্যকে অভেদ উপচারে গ্রহণ করে জ্ঞানরস পান মদিরার দ্বারা লগ্ন (মগ্ন)। আরও বলা হয়েছে—কায় কায়াকারের দ্বারা, চিন্ত চিন্তাকারের দ্বারা, কায় এবং চিন্ত বাক-প্রত্যাহারের দ্বারা কথিত হয়েছে গুহ-সমাজে (সংগুপ্ত সমাজে যে ধর্ম আচরিত অথবা গ্রন্থনাম)। সেই স্থানে অবস্থানকারী জ্ঞানরস মধুপানে প্রমত্ত সিদ্ধাচার্য মহীধরের চিন্ত-গজেন্দ্র কণ্ঠ গর্জন করে। সেই অনাহত শব্দ শুনে সংসারে ভয়ংকর আগন্তুক স্বপ্ন, ক্লেশাদি [রূপ] মারবর্গ [রণে] ভঙ্গ দেয়। রতিবজ্রে উক্ত হয়েছে—

শাক্যসিংহাদি বৌদ্ধগণ দ্বারা মন্ত্র প্রয়োগমণ্ডল মহাভয়ংকর মারসৈন্য ভঙ্গ হ’লো।

ধ্রুবপদের দ্বারা তার নির্ভরানন্দ প্রেমোদ প্রকাশ করা হচ্ছে মাতেল ইত্যাদি। সেই প্রমত্ত চিন্তগজেন্দ্র চন্দ্রস্বর্ষ [রূপ] দিবারাত্রি বিকল্পকে ঘুলিয়ে (নষ্ট করে) শূণ্যতা উপদেশরূপ [এমন যে] চতুর্থানন্দ গ্রহণ করে নিরন্তর মহাস্থখ সরোবরে গমন করছে।

দ্বিতীয় পদে সেই অর্থই প্রকাশিত হচ্ছে। পাপ পুণ্য ইত্যাদি। সেই চিন্ত-গজেন্দ্র পাপ পুণ্য ও সংসার বন্ধন এই দুটি খণ্ডন করে অবিচ্ছিন্ন স্তম্ভ মর্দন করে গগন টেকেতি (শূণ্যতা শব্দ ; টক্ টক্) এই অনাহত শব্দের দ্বারা অল্পপ্রেরিত হয়ে নির্বাণ সরোবরে গমন করেছেন। তাই কৃষ্ণাচার্য ক্ষিত্তি জল ইত্যাদির কথা বলেছেন।

তৃতীয় পদের দ্বারা নিজ চিন্তের (অদ্বৈতীকারতা) দ্বিধাহীন করার কথা ব্যক্ত হয়েছে। মহারস ইত্যাদি। ভাব এবং অভাবের ঐক্যরূপ মহাস্থখ পান করে তিনি প্রমত্ত হয়ে ত্রিভুবনের গ্রহ উপেক্ষা করেন। ভাবাভাব গ্রাহ্যাদির বিকল্প সাধন করেন [চিন্ত গজেন্দ্র]। স্তবরাং পঞ্চবিসয়ের নায়ক হওয়ার ফলে তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ বজ্রধর। পুনরায় বিপক্ষকারী ক্লেশাদিকে দেখতে পান না।

খররবি ইত্যাদি পদের দ্বারা নির্বিকল্প [ত্ব] প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। সেই চিন্ত গজেন্দ্র মহাস্থখ রাগানলে অন্তপ্রেরিত হয়ে গগনগঙ্গা অর্থাৎ মহাস্থখচক্রসরোবরে গিয়ে মিলিত হন।

সিদ্ধাচার্য মহীধর এইরূপ বলছেন—এই সরোবরে নিমগ্ন হয়ে কোনো নির্বিকল্প বিষয় আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। তাই আগমে বলা হয়েছে—

যেমন যেমন বিকল্প হয় তেমন তেমন সমস্তই মিথ্যা হয়।

যে তত্ত্ব নির্বিকল্প তাই যথাত্ত সত্য ॥

রাগ পটমঞ্জরী ॥ বীণা পাদ্যবাম্,

সুজ লাউ সসি লাগেলি তাস্তী ।

অণহা দাণ্ডী^১ চাকি^২ কিঅত অবধূতী ॥ ৬ ॥

বাজেই অলো সহি হেরুঅ বীণা ।

সুন তাস্তি ধনি^৩ বিলসই রুণা ॥ ৭ ॥

আলি কালি বেণি সারি সুনিআ ।^৪

গঅবর সমরস সাক্ষি গুণিআ ॥ ৮ ॥

জবে করহা করহকলে চাপিউ ।^৫

বতিস তাস্তি ধনি সঅল বিআপিউ ॥ ৯ ॥

নাচস্তি বাজিল^৬ গাস্তি দেবী ।

বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥ ১০ ॥

১ রুত্তি—ডাঙি । ২ মূল—বাকি, বাগচী-শাস্ত্রী—একি, রুত্তি—চাকি—বিষয়চক্রী ।

৩ রুত্তি—শূণ্যতাক্ষনি । ৪ সেন—মুনিআ, মণেআ । তাঁর মতে ‘মু’ ল্পষ্ট । ৫ মূল—

‘করহক লেপি চিউ’ নয় ‘করহ কলে পিটি’ । ৬ রুত্তি—বজ্রধর পদেন ।

সরল বঙ্গানুবাদ—সূর্যকে লাউ শশীকে তন্ত্রীরূপে লাগানো হইল । অনাহত হইল ডাঙী, অবধূতি করা হইল চাকী । বাজে, ওলো সহি, হেরুক বীণা । শূণ্যতারূপ তন্ত্রীধ্বনি বিলসিত হয়ে ক্রমে বিলীন হয় (করণায় ব্যাপ্ত হইতেছে) । আলি ও কালি দুই সা, ঋ (স্বরগ্রাম) গুনিয়া গজবর সম (সঙ্গীতের সম) রস সন্ধিতে উত্তীর্ণ হইল । যখন করপার্থ করহ কলে চাপা হয় [তখন] বজ্রিশ তন্ত্রী-ধ্বনিতে সকল ব্যাপ্ত হয় । নাচেন বজ্রধর, গান করেন দেবী । বুদ্ধ নাটক বিসম (বিপরীত) হয় । অথবা বুদ্ধ নাটক বিশিষ্ট নির্বাণ হইয়া থাকে ।

টীকা : বীণাপাদ হেরুক অর্থের অবগমন (ব্যাখ্যা) দ্বারা সেই অর্থই প্রকাশ করছেন । তিনি সুজ ইত্যাদি পদে বীণা শব্দের দ্বারা সেই অর্থ প্রতিপন্ন

করছেন। তুষ্ণরের (তানপুরা, তম্বুরা) ঝংকার উৎপ্রেক্ষার দ্বারা সূর্য্যভাস এবং চন্দ্রাভাসের দ্বারা তার বুঝতে হবে। বিষয়চক্রী অবধূতিকাৰ সঙ্গে একাকার করা হয়েছে। হে সখি নৈরাশ্রা, বীণাপাদ অনাহত দণ্ডের সহায়তায় বীণার সাহায্যে শ্রীহরেক এই অক্ষর চতুষ্টিয়ের অর্থ অনাহতভাবে ঘোষণা করছেন। স্তুতরাং উহা শৃঙ্খতার ধনি। উহাই সন্ধ্যাভাষায় অনাহত প্রভাস্বর রূপ। উহা এইভাবে বিলাস করে কিন্তু সংসারের বন্ধন হয় না। শ্রীহেবজ্ঞেও উক্ত হয়েছে—ভাববন্ধ ইত্যাদির সংসার বন্ধন হয়। অত্র চর্চাতেও বলা হয়েছে—

অপূর্ব বিজ্ঞানের দ্বারা ভাববন্ধন হয় না। যে সব লোকের বন্ধন হয় তারা যোগীর সঙ্গে মিলিত হন।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা উক্ত অর্থ দৃঢ় করা হচ্ছে আলি ইত্যাদি। আলি কালি বর্ণাঙ্করের মধ্যে ‘অ’-কারাদি অক্ষর সারবান (শ্রেষ্ঠ)। নাম-সঙ্গীতেও তাই উক্ত হয়েছে ‘অ’কার সমস্ত বর্ণের অগ্রে। সেই ‘অ’কার অক্ষর স্বরূপ জেনে নিয়ে তার দ্বারা উৎস্বক চিত্তরাজের সন্ধিদোষ ছিদ্রগুণ ইত্যাদি [বোঝা] যায়। উক্ত পদগুলি সেই অর্থই শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন করছে। আগমে তাই উক্ত হয়েছে—শব্দময়কে স্থূল বলা হয় চিন্তাময়কে সূক্ষ্ম বলা হয়। যা চিন্তার দ্বারা বহিত তাই যোগীদের অব্যয় পদ।

তৃতীয় পদের দ্বারা ভাব স্বরূপ বলা হয়েছে। জবে ইত্যাদি। করহ শব্দটি চিন্তার দ্বারা চিন্তের উষ্ণতা বুঝতে হবে। ‘করহ কল’ এই কথাটিকে করণামিশ্রিত প্রভাস্বর কলধ্বনি বুঝতে হবে। যার বিলক্ষণ [প্রকাশ] সময়ে সেই চিন্তের উষ্ণতা প্রভাস্বর বাহকের (দণ্ড) দ্বারা চাপা হয় বা আক্রান্ত হয়। সেই সময় বক্রিশিটি নাড়ীতে দেব বিগ্রহের ধ্বনি শোনা যায়। অনাহত-নৈরাশ্র-জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্ঞা-উপায়াত্মক ভাব এবং অভাবের ব্যাপ্তিকে বুঝতে হবে। সরহপাদও তাই বলেন—এতা এ বহি ইত্যাদি পদে।

চতুর্থ পদের দ্বারা ফলপ্রাপ্তিহেতু আনন্দে সাধক বজ্রপাদ নৃত্য করছেন। নাচন্তি ইত্যাদি। বীণাপাদ বজ্রধর পদের দ্বারা (সঙ্গে) নৃত্য করছেন। তাঁদের দেবী যোগিনী নৈরাশ্রাদি বজ্রগীতিকার দ্বারা সঙ্গীতমিশ্রিত মঙ্গলসাধন করেন। স্তুতরাং বুদ্ধ নাটক বিশিষ্ট জীবগণের শাস্তি নির্বাণের কারণ হয়। দ্বিধুল্লোও বলা হয়েছে—যাহা মোক্ষ হেতু উৎপন্ন [তাহা] আনন্দসহকারে নৃত্য করে ইত্যাদি।

॥ রাগ গউড়া ॥ কৃষ্ণবজ্র পাদাতাম্ ॥

তিনি ভূঅণ মই বাহিঅ হেলৈ^১ ।
 হাঁউ স্মতেলি মহাস্থ হ লীলৈ^২ ॥ ধ্রু ॥
 কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী ।
 অস্তে কুলিণ জণ মাঝেঁ কাবালী ॥ ধ্রু ॥
 তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটালিউ^৩ ।
 কাজ ৭ কারণ সসহর টালিউ ॥ ধ্রু ॥
 কেহো^৪ কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই ।
 বিজুজণ লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলসে ॥ ধ্রু ॥
 কাহে গাই তু^৫ কামচণালী ।
 ডোম্বি ত আগলি নাহি ছিহালী ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—লীড়ে । ২ সেন—বিটলিউ । বাগচী—বি টালিউ । ৩ মূল—কেহে ৪ মূল—
 গাইতু, বৃদ্ধি—গাই ।

সরল বঙ্গানুবাদ—তিনি ভুবন আমার দ্বারা বাহিত হইল [অব] হেলায়
 (অবলীলাক্রমে) । আমি মহাস্থ লীলায় (অথবা মহাস্থ নীড়ে) শুইলাম (স্তম্ভ
 হইলাম) । কি রকম, ওলো ডোমান, তোর চতুরালী (ভাবকালি) । শেষে
 কুলীন এবং কাপালিককে মধ্যে [স্থান দিয়াছ] । তোর দ্বারা, ওলো ডোম্বি,
 সকল বিলম্ব (অন্তি) হইল । কার্যকারণ ছাড়াই শশধর টলানো হইল । কেহো
 কেহো তোকে বিরূপ বলে । বিদ্বজ্জন লোক তোকে কণ্ঠ হইতে ছাড়ে না । কাহু
 গাইল কাম-চণালী (গীতি) । ডোমনীর বাড়ী ছিলাল নাই ।

টীকা : সেই বিষয়টিই কৃষ্ণাচার্যপাদ ডোম্বীর রূপকের ভাষায় প্রতিপাদন
 করছেন সংস্কৃতি-সত্যার্থজ্ঞানের দ্বারা পরমার্থ লাভের উদ্দেশ্যে । তিনি ইত্যাদি ।
 আমি কৃষ্ণাচার্য বঙ্গনারীর [অতি] সঙ্গ লাভ করে তিনি ভুবন অর্থাৎ কায় বাঙ্ক
 চিত্র রূপ তিনি ভুবনের ১৬০ প্রকৃতি দোষ জয় করেছি । সেইহেতু আমি এখন
 স্তম্ভ । মহাস্থ নীড়ে লীলা করছি অর্থাৎ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছি ।

রাগ ভৈরবী ॥ কৃষ্ণ পাদাতাম্

ভব নির্বাণে পড়হ মাদলা ।

মন পবণ বেণি^১ করণ্ড কশালা ॥ ধ্রু ॥

জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ^২ উছলিআ^৩ ।

কাহু ডোঙ্গী বিবাহে চলিআ^৪ ॥ ধ্রু ॥

ডোঙ্গী বিবাহিআ অহারিউ জাম ।

জউতুকে কিঅ আগুতু ধাম ॥ ধ্রু ॥

অহনিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ ।

জোইনি জালে রঅণি^৫ পোহাঅ ॥ ধ্রু ॥

ডোঙ্গীএর সঙ্গে জো জোই রন্তো ।

খণহ ৭ ছাড়অ সহজ উন্নত্তো ॥ ধ্রু ॥

১ বৃত্তি—যেনি, গৃহীত। ২ মূল—সাদ। ৩ বাগচী—উছলিলা। ৪ বাগচী—
চলিলা। ৫ রএণি।

সরল বঙ্গানুবাদ—ভব ও নির্বাণ [এর দ্বারা] পটহ ও মাদল [তৈরি
হইল] । মন ও পবন দুই ঢোল ও কঁাসি। জয় জয় দুন্দুভিশব্দ উচ্ছলিত হইল ।
কাহু ডোঙ্গী-বিবাহে চলিল । ডোঙ্গীকে বিবাহ করিয়া জন্ম আহাৰ করিলেন ।
যৌতুক করা হইল অন্ততর ধর্ম । সুরত শ্রমসঙ্গে অহর্নিশ যায় । যোগিনিগণ
পরিবৃত্ত হইয়া রজনী পোহায় । ডোমণীর সঙ্গে যে যোগী রত হইয়াছেন ; সহজা-
নন্দে উন্নত [সে ডোমণীকে] ছাড়ে না ।

টীকা : সেই অর্থ ই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণাচার্য এই চর্চায় বলছেন ভব
নির্বাণে ইত্যাদি। পূর্বোক্ত ভব ও নির্বাণ, মন পবনাদি বিকল্প ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত

করে তার সঙ্গে পটহাদি পাত্র উৎপ্রেক্ষা অলংকারের সাহায্যে মহাসুখসঙ্গ গ্রহণ করে [সিদ্ধিলাভ করেছেন]। সেই ভোম্বী শুক্রনাড়িকা বা অপরিপুষ্ট অবধূতিকা, সেই অপরিপুষ্টা অবধূতিকার বাহব (?) ভঙ্গের জন্ত যখন কৃষ্ণাচার্য অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন আকাশে প্রভূতভাবে জয় জয় ধ্বনি হৃদুভিরব, পুষ্পবৃষ্টি ইত্যাদি শুভ লক্ষণ সূচিত হচ্ছিল।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা ভোম্বী বিবাহের ফলশ্রুতির কথা বলা হয়েছে ভোম্বী ইত্যাদি পদে। সেই ভোম্বী বায়ুরূপা শক্তি; তার গমনদ্বারে বিবাহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; বিবাহ শেষে জয়ধ্বনি উত্থিত হয়েছে। উৎপাদ (সৃষ্টি) ভঙ্গাদি (বিনাশ) দোষসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে! সুতরাং যৌতুক স্বরূপ অক্লেশে অমৃতর-ধর্মের বা শ্রেষ্ঠ ধর্মের সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি কৃষ্ণাচার্য কর্তৃক ব্যক্ত হলো।

তার মানরশ্মির দ্বারা রজনী অর্থাৎ ক্লেশাক্তকার রজনী পলায়ন করে। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

প্রাণাধিক ভগবান স্বামীর আত্মায় লয় হওয়ার ফলে স্বাস-প্রশ্বাসের উচ্চাস এবং জীবনবায়ুর যন্ত্র[না] প্রশমিত হয়। যোগীশ্বরের সেই জ্যোতির বিচ্ছুরণ প্রভাস্বরতর হয় এবং উহা অঙ্গ থেকে বিনির্গত হয়ে সমস্ত অঙ্গকার দূর করে এবং ত্রৈলোক্যে ছড়িয়ে পড়ে।

চতুর্থ পদে যোগিণীর প্রসন্নতায় যোগীন্দ্রের চর্চার কথা বলা হয়েছে। ভোম্বী ইত্যাদি। সেই ভোম্বী হলেন প্রকৃতি-প্রভাস্বর-পরিপুষ্ট অবধূতিকা—জ্ঞানমূদ্রা। তার সুবত অভিসঙ্গে যে সকল যোগী নিরত হন তাঁরা সেই জ্ঞানমূদ্রাকে মহা-সুখজাত আনন্দাধার লাভ-হেতু ক্ষণকালের জগ্গৎ পরিত্যাগ করে না। সন্ন্যাস-পাদও সেইরূপ বলেন—সমস্ত অভাব গত হলে মনে স্তব্ধন বা ক্ষরণ হয় ইত্যাদি।

॥ ২০ ॥

রাগ-পটমঞ্জরী ॥ কুক্কুরী পাদালাম্

হাঁউ নিরাসী খমণ সাদি ।^১

মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥ ফ্র ॥

ফেটলিউ^২ গো মাএ অন্তউরি চাহি ।

জা এথু চাহাম^৩ সো এথু নাহি ॥ ফ্র ॥

পহিল বিআন মোর বাসন পুড়া ।^৪

নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপুড়া^৫ ॥ ফ্র ॥

জাণ^৬ জৌবণ মোর ভইলেসি পুরা ।^৭

মূল নখলি বাপ সংঘারা ॥ ফ্র ॥

ভণথি কুক্কুরীপা এ ভব থিরা ।

জো এথু বুঝএ^৮ সো এথু বীরা ॥ ফ্র ॥

১ মূল—ভতারে । টাকায়—মনঃস্বামী—সাদি । এতে অন্তামিল বজায় থাকে । ২ টিকা—
ফিটলেস্, বাগচী—ফিটলে । ৩ মূল—বাহাম, বৃত্তি—পঞ্চাম চাহমি । ৪ বাসনপুড়া ।
৫ বায়ড়—মূল । ৬ মূল—জাণ, বৃত্তি—নব । ৭ বাগচী—ভইলে সি পুরা । ৮ মূল—বুঝএ,
বাগচী—বুঝাই ।

সরল বঙ্গানুবাদ—আমি নিরাশী (frustrated), স্বামী ক্ষণিক । আমার
অ্থাহুভব বলিবার নয় । প্রসব করিলাম গো মা আঁতুড়ি চাহি (খুঁজি) । যা
হেথা চাই—তা হেথা নাই । পয়লা বিয়ান আমার বাসনার পুটলি ।^১ নাড়ী

১ মতান্তরে, প্রথম বিজ্ঞানে আমার কামপূর্ণ দেহ । বাসনপুড়া বা পুড়া (A bundle of
desire) ।

বিচার করিতে করিতে (খুঁজিতে খুঁজিতে) সেও নিঃশেষ^২। জীবন যৌবন আমার পূর্ণ। মূল দেখিলাম এবং জনকস্বরূপ সংহার করিলাম (মূল-খন্তায় বীজশস্য সংগৃহীত)। তনেন কুকুরীপা, এ ভব স্থির। যে এ তত্ত্ব বোঝে সে বীর।

টীকা : প্রজ্ঞাপারমিতার অর্থরূপ অমৃতপানে পরিভূষ্ট কুকুরীপাদ সেই বিষয়টিই নৈরাগ্ন্য-যোগিনী (যিনি নিজের মধ্যে ভগবতীরূপে বিরাজমানা) অবলম্বনে ব্যক্ত করেছেন। হাঁউ নিরাশী ইত্যাদি। আমি ভগবতী নৈরাগ্ন্য নিরাসা, আসক্তি-রহিতা (সংসর্গশূণ্য)। এ সংসর্গ কার সঙ্গে? মনঃস্বামীর সঙ্গে। আমি সর্বশূন্য। এই স্বামীর স্তবত মিলনের দ্বারা আমার যে বিশিষ্ট মিলনের স্ফরণশূন্য স্তবের অল্পভূতি হয় সে অল্পভব কোনো বিষয়ে কথা দ্বারা জ্ঞাপনযোগ্য নয়। তাই সরহপাদ বলেন—

কি অল্পভব জন্মে তা কি করে বলব.....

.....প্রিয়দর্শন হলে টলে না।

ফীটলেস্ ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা সেই বিষয়টিই জোরালো করে বলা হচ্ছে। ফীটলেস্ অর্থাৎ অন্ত পৰ্যন্ত। মহাস্থতচক্রে নিজ আবাস দেখে, স্টুটম্ ইত্যাদি। বিষয়াদি সমূহ, আমি নৈরাগ্ন্য, সেই সময় নিঃশেষে কেটে ফেলেছি। নিজেই আত্মাকে সম্বোধন করে বলছেন—হে মাতঃ নৈরাগ্ন্য! তাই এখন যে যে বিষয়-শব্দকে দেখে থাকি এ স্থলে সেগুলির কোনোটিই নেই কারণ সবগুলিরই মহাস্থত অবস্থা।

দ্বিতীয় পদে বিচারের স্বরূপ বলা হয়েছে। পহিলে ইত্যাদি। প্রথমে সংবৃত্তি-বাসনাসমূহ এই কায় প্রসৃত হয়েছে। কায়ের নাড়ী বক্রিশজন দেবী তার (কায়ের) পিণ্ডাবস্থার ক্রমাহুপবিক্রম দ্বারা শব্দগুরু বচনের প্রমাণ ধরে বিচার করতে গেলে সেই দুর্ভাগ্য! বাসনা কি করে থাকে। অর্থাৎ কোনোক্রমেই থাকে না।

নবযৌবন ইত্যাদি তৃতীয় পদে দ্বারা অভ্যাসের ফল ব্যক্ত করেছেন। মূল বলতে বোঝায় সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত। সেই মূলের নিঃশেষে কর্তন মণিমূলে অর্থাৎ মণিপূর-চক্রের মধ্যে আমি কুকুরীপাদ নৈরাগ্ন্য দ্বারা তা কর্তন করেছি। শ্রীহেবজ্ঞেও তাই উক্ত হয়েছে—

২ বাপুড়া বা বায়ুড়া অর্থে হাওয়া বা অন্তহিত বা নিঃশেষ, অতিশয় নীচ।

তীৰক্ষয়.....। সেইহেতু বিষয়সমূহৰ উপসংহাৰেৰ দ্বাৰা নবযৌবন ইত্যাদি। তাৰ প্ৰভাবে ৩২ লক্ষণসূচক ৮০টি সুন্দৰ শৰীৰ মহাবজ্জধৰ হয়েছে। হে কায়বজ্জ, ইহা অতি চমৎকাৰ। নিজেই নিজেকে সম্বোধন কৰে বলেছেন।

ভগথি ইত্যাদি চতুৰ্থ পদের দ্বাৰা সাক্ষাৎকাৰেৰ কথা বলেছেন। এই সংবৃদ্ধি-বোধিচিত্তই ভব। ভবকে স্থির কৰে প্ৰজ্ঞাপদ্য দ্বাৰা যে যে যোগিশ্ৰেষ্ঠ সংবৃদ্ধি বোধিচিত্তকে নিরঞ্জন অৰ্থাৎ নিগুৰ্ণৰূপে জানতে পেরেছেন তাঁৰা এই ভবমণ্ডলে বিষয়ৰূপ শত্ৰু মৰ্দিত কৰে বীৰ হয়েছেন। তাই কৃষ্ণাচাৰ্যপাদ বলেন - যাহাকে বুঝিয়া অবিরল.....ইত্যাদি।

রাগ-বরাড়ী ॥ ভুস্কু পাদাম্,

নিসি^১ অন্ধারী মুসা^২ অচারা^৩ ।
 অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা ॥ ধ্রু ॥
 মার রে জোইআ মুসা পবণা ।
 জেন তুটঅ অবণা গবণা ॥ ধ্রু ॥
 ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতী ।
 চঞ্চল মুসা কলিআ নাশক থাতী ॥ ধ্রু ॥
 কাল^৪ মুসা উহ ৭ বাণ ।
 গঅণে উঠি চরঅ অমন ধাণ^৫ ॥ ধ্রু ॥
 তব সে^৬ মুসা উঞ্চল পাঞ্চল ।
 সদগুরু বোহে করহ সো নিচ্চল ॥ ধ্রু ॥
 জবেঁ মুবাএর চার^৭ তুটঅ ।
 ভুস্কু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—নিসিঅ । ২ মূল—মুসার । ৩ পাট্টী-মুসঅ চারা, ৪ মূল-বদা, বস্তি—কাল, বাগচী—কাল । ৫ বাগচী—কদম্ব অমিঅ পান । ৬ মূল—তবসে । ৭ মূল—চা, বস্তি—অচারা ।

সরল বঙ্গানুবাদ—অন্ধকার রাত্রি [তে] মৃষিকের বিচরণ । অমৃত-ভক্ষক মৃষিক আহাৰ করিতেছে । রে যোগি ! মৃষিকরূপ পবনকে মার, যেন ঘুচিয়া যায় তাহার আনাগোনা । ভববিদীর্ণকারী মৃষিক গর্ত খনন করিতেছে । চঞ্চলতাই মৃষিকের বিনাশের কারণ । কাল মৃষিক ; অল্প বর্ণ নাই । গগনে উঠিয়া আমন ধানে বিচরণ করে (অ-মনস্ক ধ্যান করে) । ততক্ষণ সে মৃষিকের ওচর-পোচর

(চঞ্চলতা) যতক্ষণ না সঙ্গুৰ জ্ঞানে তাহাকে স্তব্ধ (নিশ্চল, অচঞ্চল) করে । যখন মুষিকের বিচরণ টুটিয়া যায়, ভুহু কু বলেন, তখন বন্ধন মুক্ত হয় ।

টীকা : সেই অৰ্থই ভুহু কুপাদ মুষিক সন্ধ্যাভাষায় প্রতিপন্ন করছেন । নিসি অন্ধারী ইত্যাদি পদে । যে পরিত্যাগ করে সেই অৰ্থে মুষিক শব্দ সন্ধ্যাভাষায় বলা হয়েছে চিত্ত-পবন । (অৰ্থাৎ সন্ধ্যাভাষায় মুষিককে চিত্ত-পবন বলে বুঝতে হবে ।) নিসি বা রাত্রি হলো কৰ্মাশ্রিত-প্রজ্ঞাজ্ঞান । অথবা কোনো পাত্রবিশেষ বলে বুঝতে হবে । সেই কৰ্মাশ্রিত প্রজ্ঞার বিচিত্র দৃষ্টিহেতু কায় আনন্দাদি ব্যাপার দ্বারা বজ্র ও পদ্মের সংযোগে সেই চিত্তপবন মুষিক বোধিচিত্তরূপ অমৃত আনন্দ ও আহাৰ নিজেই করে । তার দক্ষিণে ; বিরমানন্দ শ্রীগুৰুর মুখনিঃসৃত উপায়ের দ্বারা তার দ্রুত নিঃস্রবাবাকরণ হয় । সেই ক্রিয়াশীল বালযোগিরা তার দ্বারা সংসার-চক্রে যাতায়াত রূপ দয়াকার বা দ্বৈতভাব ছিন্ন করতে পারে না এবং চিত্তও শোভিত হয় না । আগমেও উক্ত হয়েছে—

দয়াকারের (দ্বৈতভাব) দ্বারা ভাগ প্রকট নিপুণ সন্ধিৎ স্তব্ধ থাকায় মেঘ-রাশিসম্ভাত হওয়ার ফলে আকাশ প্রবল রসের দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় মনে ইহাই প্রতিভাত হয় যে তন্ত্ৰের দ্বারা নানা শব্দ সৃষ্টি হওয়ায় বিনষ্ট হয়ে গেল ।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা মুষিকরূপ চিত্তের ব্যবহার বর্ণনা করা হচ্ছে । ভব ইত্যাদি ।.....করে ভব স্বকায় বিদীর্ণ করেছে । প্রকৃতির চঞ্চলতা হেতু সেই চিত্তরূপ মুষিক অল্পকম ভাব প্রকাশ করে । ‘গতি’ শব্দের দ্বারা তিৰ্থকযোনি এবং নরকাদি দুৰ্গতিপাত বুঝতে হবে । সেই মুষিক নিজেই উহা উৎপন্ন করে । অতএব হে যোগি, চিত্ত-মুষিকের প্রকৃতিদোষ লক্ষ্য করে প্রমাদ ও আপ্ত উপদেশের দ্বারা সেই মুষিকের ভাব আরোপ করিও না ।

তৃতীয় পদের দ্বারা সেই মুষিকের স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে । কালে ইত্যাদি । সংবৃতি বোধিচিত্তের পাপনাশ হেতু সেই চিত্ত-মুষিকের রঙ কালো । হে যোগি, সেই মুষিকের খাণ্ডাদি গ্রহণ ভেদে বর্ণ উপলব্ধি বিষয়ে কোনো উপদেশ হয় না (নাই) । সেই চিত্ত-মুষিক গুরু সম্প্রদায় থেকে গগনরূপ মহাস্থ কমল বনে গমন করে এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে পরমার্থ-বোধিচিত্তরূপ মধুপানের আনন্দ গ্রহণ করে । পরদর্শনে তাই মীননাথ বলেছেন—

গুরু কহেন পরমার্থের পথ । কৰ্মরূপ কুরঙ্গের সমাধিরূপ কপাট । কমল বিকশিত হলে শামুক চূপচাপ থাকবে । কমলমধু পান করতে ভ্রমর ভোলে না ।

তাবসে ইত্যাদি চতুর্থপদের দ্বারা বজ্রগুরু-মাহাত্ম্য বলা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চিত্ত-মূষিক সদগুরুর বচনরূপ যন্ত্র সন্নিধানে না গমন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মোহ এবং মানের দ্বারা উন্নত বা গর্বিত থাকে। অতএব হে যোগি, তুমি গুরুর প্রতি প্রণিধান বা ধ্যানযুক্ত হতে আরম্ভ কর। সরহপাদও তাই বলেছেন—
 খার প্রসন্নতারূপ কিরণের দ্বারা [মোহমুক্ত হয়] ইত্যাদি।

পঞ্চমপদে চিত্ত-মূষিকের স্বরূপ নির্ণীত হয়েছে। জবে ম ইত্যাদি। যে সময়ে সহজানন্দরূপ চিত্ত মূষিকের বিচরণ [হয়] আমি (আমার) প্রতিআরোপণ ভঙ্গ হয়ে যায়। সেই সময়ে তার সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে —

প্রকৃতপক্ষে সংসার বলে কিছু নাই। স্বতরাং মাহুষের এখানে বন্ধন প্রাপ্তির কি [ভয়] আছে। যেখানে কোনো বন্ধন নাই সেখানে তথ্যতামুক্তির মুক্তক্রিয়া বর্তমান। অনন্তর এ বিষয়ে মিথ্যা আরোপণ করা হলে রজ্জুসর্প এবং পিশাচ-ছায়ার ভ্রম হয়। কিছুই ত্যাগ করো না, কিছুই গ্রহণ করো না। যে ভাবে আছে। সেইভাবে স্বস্থ থেকে বিলাস কর বা প্রকাশিত হও।

॥ ২২ ॥

রাগ-গুঞ্জরী ॥ সরহ পাদনাম্,

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণ ।

মিহেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা ॥ ধ্রু ॥

অম্মে ন জানহুঁ অচিস্ত জোই ।

জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ ধ্রু ॥

জইসো জাম মরণ বি তইসো ।

জীবন্তে মঅলৈ^১ গাহি বিশেসো ॥ ধ্রু ॥

জা এথু জাম মরণে বি সঙ্কা ।^২

সো করউ রস রসানেরে কঙ্খা ॥ ধ্রু ॥

জে^৩ সচরাচর তিঅস ভমন্তি ।

তে অজরামর কিম্পি ন হোস্তি ॥ ধ্রু ॥

জামে কাম কি কামে জাম ।

সরহ ভণতি অচিস্ত সো ধাম ॥ ধ্রু ॥

১ বাগচী—মইলোঁ । ২ মূল—বিসঙ্কা । ৩ টীকা—যে যে । * মূল—অস্তে ।

সরল বঙ্গানুবাদ—ভব ও নির্বাণ আপনি (নিজে) রচিয়া রচিয়া মিছাই লোক আপনাকে বন্ধ করে । অচিন্তাযোগি ! আমরা জানি না জন্ম মরণ ভব [এই ভেদ জ্ঞান] কেমন করিয়া হয় । জন্ম যেমন মরণও তেমনি । জীবিত ও মৃতের মধ্যে বিশেষ (পার্থক্য) নেই । যাহার এখানে জন্ম ও মরণের আশঙ্কা আছে সে রস রসায়ণের আকাঙ্ক্ষা করুক । যাহারা সচরাচর (চরাচর সমেত) ত্রিদেশে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর অমর কিছুই হয় না । জন্ম হইতে কর্ম কি কর্ম হইতে জন্ম ? সরহ বলেন, সেই ধর্ম অচিন্ত্য (চিন্তার অগোচর) ।

টীকা : সর্ব ধর্ম অধিগম (আয়ত্তের) দ্বারা সরহপাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন । অপণে ইত্যাদি । মাহুষ অনাগ্র বিত্তা বাসনার দোষে ভব ও নির্বাণ

এই [দ্বৈতবোধ] কল্পনা রোপন (আরোপ) করে ভ্রান্তিবশতঃ নিজেই ভব সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় ।

ঋবপদের দ্বারা নিজের জ্ঞান দৃঢ় করেছেন অক্ষা ইত্যাদি পদে । সিদ্ধাচার্য্য সরহপাদ এইরূপ বলছেন—আমরা অচিন্ত্যযোগী ; গুরুর শ্রীচরণ প্রসাদে ভাব- (ভব সংসার ?) স্বরূপ-জ্ঞান ও চিন্তার দ্বারা [অবস্থান করছি] । অতএব আমরা উৎপাদাদি ভঙ্গ দোষ যে কিরূপ হয় তা জানি না । তাই একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—পুণ্যময়ী একমাত্র ভগবতী উৎপাদস্থিতি ভঙ্গ দোষ রহিতা ইত্যাদি ।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা উৎপাদস্বরূপ বলা হয়েছে—জইসো ইত্যাদি পদে । সর্ব নৈরাশ্রা উপলব্ধি হেতু কার উৎপাদ দোষ হয় (অর্থাৎ কারও হয় না) ওহে যোগীন্দ্র ! যোগীন্দ্রগণ নিজেরাই আত্মাকে সম্বোধন করে বলছেন—যার উৎপাদ-দোষ নাই তার ভঙ্গও দেখা যায় না । অদ্বয়সিদ্ধিতেও বলা হয়েছে—

যার স্বভাব-স্বরূপ উৎপত্তি বিনাশ দেখা যায় না, তাই অদ্বয় জ্ঞান সমস্ত সংকল্প-বর্জিত ।

অতএব জীবিত পুরুষের জন্মের সঙ্গে কোনো ভেদোপলব্ধি নাই । স্মৃতকেও তাই উক্ত হয়েছে—

সৃষ্টি ও জাগরণে কোনো ভেদ নাই [যোগীর] । স্বপ্নফল-অভিলাষী ব্যক্তি সংকল্প করে থাকেন [ফল প্রাপ্তির জন্ত] ।

তৃতীয় পদে (স্বয়ং) নিজ অমুশাসনের কথা বলা হয়েছে । যে বিষয়ে মরণাদি ভয় বর্তমান সেই যোগীও রস রসায়ণে বিবিধাদি কল্প প্রয়োগ করেন কিন্তু আমরা মরণাদি ভয়ে নিঃশঙ্ক এবং নির্বিকল্পরূপে অবস্থান করি ;

চতুর্থ পদে পুনরায় অমুশাসনের কথা বলা হয়েছে—যে যে ইত্যাদি । যে সকল বালযোগী জম্বুদ্বীপ মহাস্থানে চর ও অচরের সহিত ভ্রমণ করে অথবা মন্ত্রোষাদি আদি শক্তি দ্বারা স্বর্গ এবং দেবালয়ে যায় তারাও গুরুমার্গ অলঙ্কহেতু অমরত্ব প্রাপ্ত হয় না । আমরাও অচ্ছেদ্য অভেদরূপে বর্তমান ।

পঞ্চমপদে পথের মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে জাম ইত্যাদি । কর্তৃকর্মবিহীন যোগীন্দের জন্মের দ্বারা কি কর্ম হয় । কর্মের দ্বারাই কি উৎপন্ন হয় । অতএব সরহপাদ নিজের অভিপ্রায় অমুসারে বলেন,—পরমার্থবিদ যোগীদের অচিন্ত্যনীয় । (এরপর চার পাতা নাই ।)

রাগ-বড়ারী ॥ ভুস্কু পাদাতাম্

জই তুম্মো^১ ভুস্কু অহেরি^২ জাইবেঁ মারিহসি^৩ পঞ্চজ্ঞা ।
 নলিনীবন^৪ পইসন্তে হোহিসি একুমনা ॥ ধ্রু ॥
 জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল রঅনি^৫ ।
 হণ বিণু মাসেঁ ভুস্কু পদ্ববণ পইসহিলি^৬ ॥ ধ্রু ॥
 মাআজাল পসরিউ রে^৭ বধেলি^৮ মাআহরিণী ।
 সদ্গুরু বোহেঁ বুঝিরে কাসু কদিনি^৯ ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—তুম্মো । ২ মূল—অহেই । ৩ সেন—মারিহ সে । ৪ নলিনীবন । ৫ বাগটা—
 মএল গঅলি, সেন—মএল গঅণি । ৬ পইসহিনি । ৭ মূল, শাস্ত্রা—পসরি উরে । বাগটা—
 পসরি রে । ৮ বাগটা—বাধেলি, সেন—বাধেলি । ৯ মূল—কদিনি, তিব্বতী অনুবাদ—
 কহানী ।

সরল বঙ্গানুবাদ—ওহে ভুস্কু যদি তুমি শিকারে যাইবে তবে পঞ্চজনকে
 মারিও ; পদ্ববনে প্রবেশের কালে একাগ্রমনা হইও । জীবন্ত অবস্থায় প্রভাত
 হইল ; রজনীর অবসান হইল । হে ভুস্কু নিহতদের মাংস বিনা তুমি পদ্ববনে
 প্রবেশ করিও না । মায়াজাল প্রসারিত করিয়া মায়াহরিণীকে বধ করিয়াছ
 (মায়াহরিণী বাধা পড়িল) । সদ্গুরুদত্তজ্ঞানে বুঝিতেছি—কাহার [এই]
 কাহিনী ।

একটি লুপ্ত চর্চার কয়েকটি শব্দ টীকায় উল্লিখিত হয়েছে ।

অনহা বেয় কট রণ.....

বেনব [তোড়িঅ].....

বইঠামনি.....

তংজী.....

টীকা : ...সমগ্রতার কথা বলা হচ্ছে অনহা ইত্যাদি পদে। বেমকট-রণ এই সন্ধ্যাশব্দ দ্বারা প্রাণ এবং অপাণ প্রজ্ঞাউপায়াত্মক (কথা) বাতঙ্গয় অনাহতকে পরিকল্পনা করে অপরিমেয় অর্থ বুঝতে হবে। সহজ প্রতিচ্ছন্দকে সদগুরু উপদেশহীন হওয়ার ফলে সংবৃত্তিবোধিচিহ্নিত বুঝতে হবে। বেণব ইত্যাদি শব্দে তার ভাব ও অভাব ছিন্ন করে পদ ও বজ্রের সংযোগ দৃঢ়ভাবে অভেদ করা হয়েছে আমাদের দ্বারা।

চতুর্থপদে যোগীর বিষয়ে অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে বঠামনী ইত্যাদি পদে। সর্বধর্মপ্রকৃতিপ্রভাস্বর প্রাপ্তির ফলে যুবতীজন প্রসঙ্গে সেই নৈরাশ্রা-যোগিনী প্রকৃতি-পরিগুরু-অবধূতিকা। বঠামনী শব্দে নিত্যরূপ বুঝতে হবে। তন্ত্রীপাদের দ্বারা আমি নিত্যরূপ প্রাপ্ত হলে তারই প্রসন্নতাহেতু মোহ অভিসঙ্গ হস্তের দ্বারা বিযুক্ত হয়েছি। তন্ত্রী এই শব্দে জাতিধর্মকে ত্যাগ করার কথা বুঝতে হবে। আমি বজ্রধর হয়েছি। সরহপাদও তদ্রূপ বলেন—স শ্রীমান ইত্যাদি পদে।

॥ ২৬ ॥

রাগ—শীঘ্রী^১ ॥ শাস্তি পাদাতাম্,

তুলা ধুনি ধুনি ঐশ্বর্য রে ঐশ্বর্য ।

ঐশ্বর্য ধুনি ধুনি গিরবর সেশ্বর্য ॥ ধ্রু ॥

তউসে হেরুঅ ৭ পাবিঅই ।

শাস্তি ভগই কি ৭ স ভাবিঅই ॥ ধ্রু ॥

তুলা ধুনি ধুনি স্নেহে অহারিউ ।

শূণ্য^২ লইআ* অপণা চটারিউ ॥ ধ্রু ॥

বহল বাট^৩ দুই মার^৪ ন দিশঅ ।

শাস্তি ভগই বালাগ ন পইসঅ ॥ ধ্রু ॥

কাজ ন কারণ জ এহু জুগতি ।

সঅ সঁ বেঅণ বোলথি শাস্তি ॥ ধ্রু ॥

১. শীঘ্রী । ২. মূল—শূণ্য, বৃত্তি—শূণ্যত্ব । ৩. মূল—বাট ; বৃত্তি—বাট ; বাগচী—বাট ।

৪. বৃত্তি—আর । ৫. মূল—সইআ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আশ আশ করা হইল । আশ ধুনিয়া ধুনিয়া পরিশেষ থাকে নিরবয়ব । তবু সে হেরুক [হেতু] তার পাওয়া যায় না । শাস্তি বলিছেন, কেন তাহাকে ভাবা হয় । তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্তে-সংগৃহীত হইল । (শূন্ত আহাৰ করা হইয়াছে) । শূন্তে লইয়া আপনাকে পুনরায় নিঃশেষ (বিলীন) করিলাম । বিস্তৃত পুথু দুই দিক দৃষ্ট হয় না । শাস্তি বলেন, বালক-অজ্ঞ কেশাগ্র (বিন্দুমাত্র) প্রবেশ করিতে পারে না । কাজ না কারণ (কারণ বিনা কাজ) যে এই যুক্তি । স্বসংবেদন—বলিতেছেন শাস্তি ।

টীকা : জ্ঞানানন্দে প্রমত্ত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত সিদ্ধাচার্য শান্তিপাদের হৃদয় স্তিমিত হওয়ায় সেই অর্থই মাহুঘের কল্যাণের নিমিত্ত প্রতিপন্ন করছেন তুলা ইত্যাদি পদে। প্রকৃতি দোষত্বহেতু তুলনীয় ত্রৈলোক্যকে কায় বাক চিত্ত বলা হয়েছে। ইহার কম্প এবং অকম্পাদি ভেদে দেহীকে একমাত্র প্রমাণযুক্ত করে আমার দ্বারা দেহে ষড়ংশ-সাধন করা হয়েছে। সেই অবয়ব পরমাণু-পুঞ্জের পরমাণুর ষড়ঙ্গতা ভাব দ্বারা তাহা ধোঁত করে করে নিরাবয়ব (অবয়ব শূন্যতার) বিষয় সূচিত হয়েছে। তৎপর অকারণবশতঃ সেই চিও কারণান্তর পাওয়া যায় না। শান্তিপাদ বলেন, ভাব উপলব্ধির দ্বারা কি ভাবা যায়। তাহা প্রজ্ঞাপরিচ্ছেদে বিচার করা হয়েছে।

তুলা ধূনি ধূনি ইত্যাদি দ্বিতীয় পদের দ্বারা সেই অর্থই দৃঢ় করা হয়েছে। তার বিচার প্রমাণ হেতু.....দিয়ে। শূন্য ইত্যাদি পদে। আমার দ্বারা প্রভাস্বরে চিত্ত প্রবেশ করানো হয়েছে। সেই প্রভাস্বরকে গ্রহণ করে সমস্ত নিঃশেষিত হ'ল। আত্মগ্রহের ভাব্য-ভাবকরূপ বাধিত হয়েছে। দ্বিকল্পেও তাই বলা হয়েছে—ভাবক নাই.....তা-ও নাই।

তৃতীয় পদে পথের (মার্গের) অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে বহল ইত্যাদি পদে। অদ্বয়-সত্যাহেতু এই পথে দ্বৈতবোধ নাই। অতএব শান্তিপাদ বলেন যে, বালক এবং অজ্ঞ এই ধর্মে প্রবেশ করে না। তারা এর থেকে স্বদূরে অবস্থান করে। অথবা বালকের মতো রেখা সঙ্ক্ষিপ্ত এখানে নাই। নাগাজুর্নপাদও সেই কথা বলেছেন...সৌ শীর্ঘ্যন্তে কায় ইত্যাদি পদে।

চতুর্থপদে স্বরূপ উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে। সিদ্ধাচার্য শান্তি স্বয়ং কার্য-কারণ-রহিত হেতু অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ পদের কথা বলেছেন। এইটিই হ'লো নিশ্চিত যুক্তি—সেই যুক্তি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ সৎগুরুর প্রসাদে অনুত্তর পদ বা শ্রেষ্ঠপদ আপনা থেকেই জানা যায়। দ্বিকল্পেও বলা হয়েছে—পুত্রহেতু ও গুরুপর্ব^১ সেবাহেতু নিজের দ্বারা জানা যায়।

১। গুরুত্বপূর্ণ পদ—রাসগাত্রা, স্নানগাত্রা, গোষ্ঠ ইত্যাদি

রাগ-কামোদ ॥ ভুসুকু পাদানাম্

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ ।

বতিশ জোইগী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ^১ ॥ ধ্রু ॥

চলিঅ^২ ষষহর মাগে অবধুই ।

রঅণহ^৩ ষহজে কহেই ॥ ধ্রু ॥

চালিঅ ষষহর গউ নিবাণে^৪ ।

কমলিনি কমল বহই পণালৈ ॥ ধ্রু ॥

বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ ।

জো এথু বুঝই সো এথু বুধ ॥ ধ্রু ॥

ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলৈ ।

সহজানন্দ মহাসুহ লীলৈ^৪ ॥ ধ্রু ॥

১ মূল, শাস্ত্রা—উহ্লসিউ ; বাগচী—উহ্লসিউ । ২ মূল—চালিউঅ ; শহীদুল্লা—চালিঅ ;
বাগচী—চালিঅউ । ৩ বঅণকু । ৪ টাকায়—(লীলয়া) লীলৈ ; মূল—লোলৈ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—অধরাতি ভর (ভরা মধ্যরাত্রিতে) কমল বিকশিত
হইল । বতিশ যোগিনী তাহাদের অঙ্গ উল্লসিত হইল । শশধর চালিত হইল
অবধূতি মাগে । রত্ন সহজের দ্বারা কথিত হয় । চালিত হইয়া শশধর নির্বাণে
গমন করে । কমলিনী কমল বহিতেছে প্রকৃষ্ট নালে । বিরমানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ ।
যে ইহা বোধে সে ইহাতে [হয়] বোধ-শীল (বুদ্ধ) । ভুসুকু বলেন, আমি মিলনে
বুঝিয়াছি । সহজানন্দরূপ মহাসুখ লোলুপ আমি (সহজাত মহাসুখ লীলায় মজেছি,)
সহজানন্দ রূপ মহাসুখ অবলীলাক্রমে বুঝিয়াছি ।

টীকা : সহজানন্দ রসপূর্ণ সিদ্ধাচার্য ভূম্বু সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন অধরাতি ইত্যাদি পদে। সে বিষয় সেকপটলোক্তবিধান মতে, অধরাতিতে চতুর্থী সন্ধ্যায় প্রজ্ঞাজ্ঞান অভিষেক দান সময়ে বজ্র বা শূণ্ডারূপ সূর্যের কিরণে আমার কমল (উক্ষীষ কমল) বিকশিত হয়েছে। সেই সময়ে বত্রিশ যোগিনী (বত্রিশ-নাড়ীকা বলে কথিত) বোধিচিত্তবাহী ললনা রসনা অবধূতিকা প্রভৃতি বত্রিশ নাড়ী সেই উক্ষীষকমলে আনন্দধারা বর্ষণ করে। তাদের আনন্দরস দোহনের দ্বারা শরীরও উল্লসিত হয়েছে।

ঋবপদের দ্বারা সদ্গুরুর প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। সেইহেতু সেই সময়ে বোধিচিত্ত চন্দ্র (পরিণুক্ত চিত্ত) অবধূতি মার্গের সহায়তায় বজ্রশিখরে গমন করে। সদ্গুরুর বচনতত্ত্বরূপ রত্নের প্রভাবে (প্রসাদে) তিনি আমাকে সহজানন্দের কথা বলছেন। সরহপাদও তাই বলেছেন—চিত্তে শশধর ইত্যাদি পদে।

চালিঅ ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে সেই অর্থ বলা হচ্ছে। যে শশধর (চন্দ্র) বোধিচিত্ত অবধূতিমার্গে গমন করেছেন তিনি গুরুর প্রসন্নতাহেতু বজ্রশিখরাগ্রে প্রভাস্বর নিবাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। ঐ মহাস্থ রসরূপ কমল রস আছে বলে ইনি হয়েছেন কমলিনী। সেই প্রকৃতি পরিণুক্তাবধূতি নৈরায়া বোধিচিত্ত মহাস্থরসে সেই কমলরস এবং কায়বজ্জকে সন্তুষ্ট করে মহাস্থচক্রের উদ্দেশ্যকে বহন করেছে।

কৃষ্ণাচার্যপাদও তাই বলেছেন—পথ চলতে নিজমর বন্ধন ইত্যাদি।

বিরমানন্দ ইত্যাদি পদে সেই অর্থই বলছেন। এই বিরমানন্দ হ'লো লক্ষণশূন্য চতুর্থানন্দ। যে যোগীদের উপস্থিতি হয় দিব্যরাত্র গুরুর প্রসন্নতায় তিনিই ভগবান বজ্রধর। [তিনি] বত্রিশ লক্ষণযুক্ত এবং আশী ব্যক্তনের দ্বারা অলংকৃত। অনধিগত-তত্ত্বের এ বিষয়ে অবকাশ নাই। দবড়ীপাদও তাই বলেছেন—গরুর পালের গ্রায় ইত্যাদি পদে।

চতুর্থপদে ভূম্বু স্ববোধকে দৃঢ় করছেন ভূম্বু ভণই ইত্যাদি পদে। ভূম্বু-পাদই বলেছেন—আমি ভূম্বুপাদ দ্বারা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন সাধনে এবং সদ্গুরুর প্রসন্নতাহেতু অনায়াসে সহজানন্দ মহাস্থ অবগত হওয়া গেল।

॥ ২৮ ॥

রাগ-বলাড়িড^১ ॥ শবর পাদানাম্,

উচা উচা^২ পাবত তাঁহি বসই সবরী বালী ।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ ধ্রু ॥
উমতো সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহোরি ।
নিঅ ঘরিণী গামে সহজ সুন্দারী* ॥ ধ্রু ॥
গাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী ।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥ ধ্রু ॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা^৩ সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী ।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি^৪ দারী পেক্ষ রাতিপোহাইলি ॥ ধ্রু ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপূর খাই ।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ ধ্রু ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ^৫ বিন্ধ নিঅমণ^৬ বাণে^৭ ।
একে শরসন্ধানে^৮ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণে^৯ ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে ।
গিরিবরসিহরসন্ধি পইসন্তে^{১০} সবরো লোড়িব কইসে ॥ ধ্রু ॥

১ বলাড়ি বা বরাড়ি । ২ প্রতিলিপি—উঞ্চা উঞ্চা ; শতীদ্রুলা—উঞ্চা উঞ্চা ; বাগচী—উচা উচা ; সেন—উঞ্চা উঞ্চা ? ৩ বাগচী—পড়িলা ; সেন—পড়িলা । ৪ শাস্ত্রী—নৈরামণি , বাগচী—নৈরামণি । ৫ বাগচী—পুঙ্খিআ । ৬ সেন—নিঅ মনে । ৭ শাস্ত্রীর সংশোধিত পাঠ—মইসন্তে—অর্থহীন । *বাগচী—সুন্দরী ।

সরল বঙ্গানুবাদ—উচু উচু পর্বত ; সেখানে বাস করে শবরী বালিকা ।
ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা শবরী গলায় গুঞ্জার মালা । উন্নত শবর ! পাগল শবর !
গোল করিও না তোমার দোহাই । (তোমার) নিজের গৃহিণী নামে সহজ সুন্দরী ।

নানা [রকম] তরুণর মুকুলিত হইল রে গগনেতে লাদিল ভাল । একেলা শবরী
কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়া এ বন ঘুরিয়া বেড়ায় । শবর ত্রিধাতু [নির্মিত] খাট
পাড়িল মহাস্থখে শয্যা বিছাইল । ভুজঙ্গ শবর (নাগর) নৈরামণি গণিকা
মহাস্থখে প্রেমরজনী যাপন করে । হৃদয় তাম্বুল মহাস্থখ কপূর খাইয়া শৃঙ্খ
নৈরামণি কণ্ঠলগ্ন করিয়া মহাস্থখে রাত্রি পোহায় । গুরুবাক্যকে ধরু এবং নিজ
মনকে বাণ করিয়া এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর । গুরুতর
রোধে শবর উন্নত । গিরিবর শিখরের সঙ্কিতে (সংযোগস্থলে) শবর প্রবেশ
করিলে কিসে তাহাকে নড়ানো যায় ।

টীকা : মহাকরণা রসবিদ্ব সিদ্ধাচার্য শবরপাদ ‘লোকনিস্তারিতে’ সাধারণের
কল্যাণে সেই অর্থ প্রতিপন্ন করছেন উচা ইত্যাদি পদে । যোগীন্দ্রের নিজদেহের
(স্বকায়) উন্নত কঙ্কালদন্তই স্বমেরু পর্বত । স্বমেরু শিখরাগ্রে মহাস্থখচক্র অবস্থিত ।
শব্দকারী তিনি পবিধর (?) শিকারে তৎপর । তৎপর । তাঁহার (সিদ্ধাচার্য
শবরের) গৃহিণী গুঁজার জাতা জ্ঞানমুদ্রা (জ্ঞান স্বরূপিণী) নৈরায়া বসবাস করেন
ময়ূরাস্ত ইত্যাদি । (তিনি) নানা বিচিত্র (ভাব) বিকল্প রূপ অলংকার পরিধান
করেছেন নিজের স্বরূপ প্রকাশের জগ্ন । গ্রীবায গুজার মালা নির্বিকল্প সন্তোগচক্রে
স্থ মন্তরূপে ধারণ করেছেন । এই পদের পরের পদের দ্বারা ধ্রুবপদ বুঝতে
হবে ।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাস স্বরূপের কথা বলা হয়েছে উন্নত ইত্যাদি পরে । ভগবতী
নৈরায়া ভাবক বা সাধককে আশ্বাস দান করে বলছেন—হে উন্নত বিষয় বিহীন
চিত্ত-প্রজ্ঞা উপায় তুমি অতুসন্ধিৎসু শবর ! গুলী ইত্যাদি পদে । আনন্দের
অবিকল্প কোরো না । আমি তোমার গৃহিণী স্বয়ং জ্ঞানমুদ্রা সহজ সুন্দরী । নানা
প্রকার আনন্দাদি মন্ত্রের দ্বারা মুকুলিত হইয়া নিজস্বরূপ নষ্ট করেছে ইহার পঞ্চস্কন্ধ
স্বরূপ ভাল গগন প্রভাস্বরে লগ্ন হয়েছে । অতএব সেই নৈরায়া একাকিনী ।
কর্ণ প্রভৃতি নানা স্থানে কুণ্ডলাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা নিরলংকৃত করে (অবস্থান
করছেন) । বজ্র-উপার জ্ঞানধারণ করে যুগনরূপে এই কায়াপর্বত বনে বিচরণশীল
ও ক্রীড়ারত ।

তিঅ ধাউ ইত্যাদি তৃতীয় পদে ক্রীডাস্থ প্রবাহের কথা বলা হয়েছে । সেই
কায়বাকরিতরূপ ত্রিধাতুকে স্থরূপ প্রভাস্বরে টলিয়ে সেই মহাস্থখে শয্যা রচনা
করে শবর চিত্তরূপ বজ্র ভুজঙ্গের সঙ্গে [প্রেমাবেশে রাত্রি পোহালো] । ক্রেশ নাশ

করেন যিনি তিনি দারিকা এবং তিনিই স্ত্রীরূপিণী নৈরাশ্রা । অতুলনীর ক্রীড়ারস যা প্রেম নামে অভিহিত তাহা বর্ধিত ক'রে প্রজ্ঞা উপায় বিকল্প অন্ধকার রজনী নষ্ট করা হয়েছে । সরহপাদও তাই বলেন—শ্রীবজ্রায়ত নামে ভ্রমণকারী ইত্যাদি ।

চতুর্থপদে ফলহেতু প্রাপ্ত প্রভাব প্রতিপন্ন করেছেন হিএ ইত্যাদি পদে । প্রভাষর হৃদয়-রূপ কপূরকে তাবুলের দ্বারা সংযুক্ত ক'রে যুগনন্দরূপে ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধহেতু তাহা ধারণ করা হয়েছে । যাকে শূন্য বলা হয়েছে তিনি সর্ব আকার-প্রাপ্তা শূন্যতা নৈরাশ্রা-জ্ঞানযোগিনী । কণ্ঠ অর্থাৎ সন্তোগচক্রে মহাস্থ জ্ঞানরশ্মির দ্বারা তাকে ধারণ ক'রে [রজনী যাপন করা হ'লো ।] নিজ দেহের সর্বাধিক ক্লেশকে নিজেই নষ্ট করা হয়েছে । সূতকেও তাই বলা হয়েছে—ফলের দ্বারা হেতুকে আমন্ত্রণ ক'রে ইত্যাদি পদে ।

গুরুবাক্য ইত্যাদি পঞ্চম পদে বজ্রগুরুর মাহাত্ম্য কথিত হয়েছে । সঙ্গুগুরু বাক্য (উপদেশ) কে ধরু ক'রে নিজ মনরূপ বোধিচিন্তকে বাণ ক'রে এক শরসন্ধানে নির্বাণ বিদ্ধ ক'রে আমি শবরপাদ অবিজ্ঞা বাসনা দোষ নাশ করলাম ।

উমত ইত্যাদি ষষ্ঠপদে চিন্তের যথাভূত স্বরূপ বলা হয়েছে । সহজ রসপানে প্রমত্ত আমার চিন্তবজ্রই গুরু [-তর] রোষে (?) জ্ঞানানন্দের আবেশে প্রেরিত হ'য়ে মহাস্থ চক্ররূপ পদবনের উদ্দেশ্যে গমন করল ; তাহাতে নিরুদ্ধ হ'য়ে গেল... । আমি সিদ্ধাচার কোথায় অন্বেষণ করব । আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—

যানানাং নাস্তি বৈ নিষ্ঠা যাবৎ চিন্তা প্রবর্ততে ।

চিন্তে তদ্বৈ প্রবৃত্তে হি ন যানং ন চ যামিনঃ ॥

॥ ২৯ ॥

॥ রাগ-পটমঞ্জরী ॥ লুই পাদাতাম্ ॥

ভাব ন হোই অভাব ৭ জাই ।
অইস^১ সংবোহেঁ কো পতিআই ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই বট^২ তুলফুথ বিণাণা ।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ ৭ জানা^৩ ॥ ধ্রু ॥
জাহের বাণ চিহ্ন রূব ৭ জাগী ।
সো কইসে আগম বেএ^৪ বখাগী ॥ ধ্রু ॥
কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা ।
উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই মই ভাইব^৪ কীষ^৪ ।
জা লই অচ্ছম তাহের উহ ৭ দীস ॥ ধ্রু ॥

১ শাস্ত্রী—আইস । ২ বাগটা—বট । ৩ শাস্ত্রী—লাগে গা । সেনের মতে, উক্ত পাঠ
অত্যন্ত ব্যাকরণ-বিকল্প । তাঁর পুত্র পাঠ প্রথমে—‘উহ ন জানা ।’ পরে—‘উহ ন ঠানা ।’
৪ বাগটা—ভাবট কিস ।

সরল বঙ্গানুবাদ—ভাব হয় না, অভাব যায় না—এমন সংবোধ কে
প্রত্যাশা করে । লুই বলেন, বিজ্ঞান তুলক্ষই বটে । ত্রিধাতুতে বিলাস করিয়া
উদ্দেশ জানা যায় না । যাহার বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা যায় না আগম বেদে তাহাকে
কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায় । কাহাকে কি বলিয়া আমি সমাধান দিব । জলে
প্রতিবিস্তিত চন্দ্র সত্য না মিথ্যা । লুই বলেন, আমি ভাবিব কি । যাহাকে লইয়া
আছি তাহার দিশা নাই, উদ্দেশ নাই ।

টীকা : জ্ঞানানন্দে সুন্দর (শোভিত) লুই-পাদ সেই অর্থই বিশেষিত
করেছেন ভাব ন হোই ইত্যাদি পদে । সেইরূপ ভাব তদ্ব্যতঃ হয় না (তৎকালোচনার

মাধ্যমে অর্জন করা যায় না) [যেহেতু] যতক্ষণ না পিণ্ডগ্রহ অমুভেদ বিচারের দ্বারা ভাবের উপলব্ধি ঘটে। অনন্তিত্ব বা অভাবের স্রুতি কি ঘটে? অসংরূপত্ব-হেতু অভাবও হয় না। এইরূপ বোধের জন্ম কেহো কেহো সম্বতত্ত্ব (পরমাধ-তত্ত্ব) বুঝে থাকেন বা বিশ্বাস করেন।

লুই ভনই ইত্যাদি ধ্রুপদে ভাবস্বরূপের দুর্লভত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বলেন,—অতএব বালযোগীর দ্বারা এই দুর্লক্ষ তত্ত্ব লক্ষ্য করতে পারা যাবে না যেহেতু কায়বাকচিত্ত এই ত্রিধাতুতে [বালযোগীরা] বিলাস বা ক্রীড়া করে সম্ভানরূপ দীর্ঘ ক্রম পরিমণ্ডনাদিক্রমে। জানি না সে কোথায় নিয়ত বসতি করে।

দ্বিতীয় পদে উক্ত অর্থ স্পষ্ট করা হয়েছে জাহের ইত্যাদি। যে তত্ত্বের বর্ণচিহ্নরূপ অবগত নয় সেই বা কি? নানা কাব্য, বিনয়, আগম-শাস্ত্র, বেদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। নাগার্জুনপাদও তাই বলেন,—

উহা পীত রক্ত কথায় প্রভৃতি বর্ণের মতো উপলব্ধ হয় না - তাকে লাভ করা যায় না ইত্যাদি।

কাহের ইত্যাদি তৃতীয় পদে তত্ত্বের স্বরূপ বলা হয়েছে। কাকে কি বলে পৃথকজন (অগ্জজন-) কে আমার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেব। যেমন জলে প্রতিকলিত চন্দ্র সত্যও নয় মিথ্যাও নয় সেইরূপ যোগীদের সেই ভাবগ্রাম প্রতিভাস কি করে বলা যায়। অমুক্ত থাকার জন্ম অর্থ প্রতীতি হয় না।

চতুর্থ পদে চিত্তের স্বরূপ বলা হয়েছে। লুই ভনই ইত্যাদি। লুইপাদ বলছেন—আমার দ্বারা ভাব্য-ভাবক-ভাবনার অভাব হেতু কি ভাবা যায়? অতএব যে চতুর্থরূপ গ্রহণ ক'রে অবস্থান করছি গুরুবচন বিচারের দ্বারা তারও উদ্দেশ্য দেখা যায় না। তাই বলা হয়েছে,—

চিত্তকে নিশ্চিত ক'রে বোধের দ্বারা যখন অভ্যাস করা হয় তখন চিত্তকে দেখতে পাই না যে উহা কোথায় গেছে বা কোথায় আছে।

॥ ৩০ ॥

॥ রাগ-মল্লারী ॥ ভুসুকু পাদাতাম্ ॥

করণা^১ মেহ নিরন্তর ফরিআ ।
ভাবাভাব দ্বন্দল^২ দলিআ ॥ ধ্রু ॥
উইত্তা^৩ গঅণ মাঝে^৪ অদভুআ ।
পেথ রে ভুসুকু সহজ সরুআ ॥ ধ্রু ॥
জামু মুনন্তে^৫ তুটুই ইন্দিআল ।
নিহরে^৬ নিঅমন ন দে উলাস* ॥ ধ্রু ॥
বিসঅ বিশুদ্ধে^৭ মই বুজ্ঝিঅ আনন্দে ।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে ॥ ধ্রু ॥
এ তৈলোএ^৮ এত বিসারা ।^৮
জোই ভুসুকু ফেটই^৯ অন্ধকারা ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—করণ ; বাগচী—করণ। ২ মূল—দ্বন্দ্বল বা ধ্বন্দ্বল । ৩ টীকা—উইএ । ৪ গুণন্তে ।

৫ বৃত্তি—নিহএ । ৬ সেন—বিসঅ-বিশুদ্ধি । ৭ বৃত্তি—তেলোএ : বাগচী—তিলোএ ।

৮ সেন—এতবি বারা । ৯ বাগচী—ফেটই ; সেন—ফোড়ই ; ফেটই , মূল—হেব্ভই ।

* বাগচী—নিহএ নিঅ মন দে উলাল ।

সরল বঙ্গানুবাদ—করণা-মেঘ নিরন্তর ফুরিত হইয়া ভাব ও অভাবের দ্বন্দ্ব দলিত করিতেছে । গগন মাঝে অদ্ভুতরূপে উদ্ভিত হইতেছে—দেখরে ভুসুকু, সহজস্বরূপ । যাহা শুনিয়া ইন্দ্রজাল টুটিয়া যায়, নিভুতে নিজমন উলাস দেয় ; [সেই] বিষয়-বিশুদ্ধি আমি আনন্দে বুঝিলাম । চন্দ্র যেমন গগনকে উজ্জ্বল করে । এ ত্রৈলোক্যে এই তো সার (মূল অন্তসারে, এই বিস্তার) । যোগী ভুসুকু অন্ধকার দূর করে ।

টীকা : মহাহুথ আনন্দরসে প্রমত্ত ভুঙ্কুপাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন করুণা ইত্যাদি পদে । ভাবাভাব-বিকল্পজ্ঞান, গ্রাথাদি বিকল্প দলিত করে এবং নিঃস্বভাবিত ক'রে গুরুপ্রসন্নতাহেতু পরিশুদ্ধ সন্তোগদেহী যোগীশ্বের করুণা প্রস্ফুরিত বা বিকশিত হয়েছে । অতএব ঋবপদে তার প্রভাব প্রতিপন্ন করছেন উইএ ইত্যাদি পদে । স্ততরাং প্রভাবের উদয়ে অভূত যুগনক ফলোৎপত্তিসম্ভাত হয়েছে । ওহে ভুঙ্কুপাদ, তুমি সেই গুরুসম্প্রদায়হেতু তৃতীয়ানন্দে সহজানন্দের স্বরূপ দেখ এবং জেনে নাও । নিজেই আত্মাকে সম্বোধন করে বলছেন [স্বয়ং ভুঙ্কু পাদ] ।

দ্বিতীয় পদে তারই প্রভাব দেখানো হচ্ছে জাস্ত ইত্যাদি পদে । যে সহজানন্দের দর্শনহেতু ইন্দ্রিয়সমূহ ছিন্ন হয়েছে এবং তারা পলায়ন করেছে । সরহপাদও সেইরূপ বলেছেন—যেখানে ইন্দ্রিয় বিলীন হয়ে গেছে ইত্যাদি ।

ইন্দ্রিয়গুলি নষ্ট হওয়ায় নিভৃত নির্বিকল্প জ্ঞানে নিজমন যে বোধিচিন্তিত তাহা বজ্রগুরুর প্রসন্নতাহেতু সহজানন্দ দান করে । সরহপাদও বলেন, চিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয় বিষয় বর্জন কর ।

তৃতীয় পদে পথের ঠিকানার কথা বলা হয়েছে বিষয় ইত্যাদি পদে । যেমন চন্দ্র দ্বারা গগন উদ্ভাসিত হয় ; সেই রকম বিষয়গুলির বিগুহ্বতাহেতু বিরমানন্দে পরমানন্দকে জেনে সেই সহজানন্দ চন্দ্রের সহায়তায় আমার দ্বারা মোহাঙ্ককার নষ্ট করা হয়েছে ।

চতুর্থ পদে ফলপ্রাপ্তি হেতু তার প্রভাবের কথা বলেছেন—এ তেলোএ ইত্যাদি পদে । এই ত্রিলোকে (তুরীয়ানন্দ) চতুর্থ আনন্দ ব্যতিরেকে অগ্র উপায় নাই । যার উদয়ে সিদ্ধাচার্য ভুঙ্কুপাদ ক্লেশাঙ্ককার নষ্ট করে দিচ্ছেন । সরহপাদও তাই বলেন—যার উদয়ে এই রকম হয় তাকে নমস্কার ।

॥ ৩১ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥ আর্ঘদেব পাদাতাম্ ॥

জহি মণ ইন্দিঅ [প]বণ^১ হোই গঠা ।^২
ণ জানমি অপা কহি^৩ গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ ।
আজদেব নিরালে^৪ রাজই ॥ ধ্রু ॥
চান্দেরে^৫ চান্দকাস্তি জিম পতিভাসই ।
চিঅ বিকরণে তহি^৬ টলি পইসই ॥ ধ্রু ॥
ছাড়িঅ^৭ ভয় ঘিণ লোআচার ।
চাহন্তে চাহন্তে সুন বিআর ॥ ধ্রু ॥
আজদেবে^৮ সঅল বিহরিউ^৯ ।
ভয় ঘিণ দূর নিবারিউ ॥ ধ্রু ॥

১ সেন—ইন্দিঅবণ । ২ সেন—হো গঠা । ৩ শাস্ত্রী, বাগচী—নিরাসে ; মূল—নিরাসে ;
বৃত্তি অণুসাবে—নিরালে (নিরালম্বন) । ৪ মূল—চান্দেরে ; বৃত্তি—চান্দেবি , ৫ বৃত্তি
—ছাড়িল । ৬ বৃত্তি—বিহরিউ (বিফলীকৃতম্) ।

সরল বঙ্গানুবাদ—যখন মন ইন্দ্রিয় পবনে নষ্ট (বিচলিত) হয় ; জানি না
[তখন] আমি কোথায় গিয়া প্রবেশ করিব । করুণা-ডমরু অদ্ভুত [-শব্দে]
বাজে । আজদেব (আর্ঘদেব) নিরালায় (নিরাবলম্বে) বিরাজ করে । চন্দ্রকাস্তি
যেমন চন্দ্রে [সহজে] প্রতিভাসিত হয় চিত্তবিকারে তথায় ঘুরিয়া প্রবেশ করি ।
ভয় ঘৃণা লোকাচার ছাড়িয়া চাহিতে চাহিতে শূন্য বিচার । ভয় ঘৃণা দূর করিয়া
আজদেব সর্বত্র বিহার করিতেছেন (টীকা-বিফলীকৃতম্) ।

টীকা : আর্ঘদেবপাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন জহি মণ ইত্যাদি পদে ।
যে প্রভাস্বর সৃষ্টি হওয়ায় সংহার মণ্ডলাদিক্রমে বিষয় পবনেন্দ্রিয়াদি নিঃস্রাবিত

করা হয়েছে ; সেখানে প্রবিষ্ট হলে আত্মা কোথায় যায় (গেছে) জানি না ।
চিন্তরাজের উদ্দেশ্যও জানি না ।

ঋবপদের দ্বারা সেই আনন্দ দৃঢ় [-ভাবে প্রত্যয়িত] করছেন । অকট অর্থে
আশ্চর্য ; করুণা অর্থে সংবৃতি-বোধিচিত্ত । গুরু সম্প্রদায় [থেকে আরম্ভ করে]
ডমরু অনাহত শব্দ করছে । হত বা বিনষ্ট জ্ঞানকে অনাহত বৃত্তিতে হবে ।
অতএব আর্ঘদেবপাদ সর্বধর্ম-উপলব্ধি যোগের প্রভাবে নিরালম্ব রূপে শোভা
পাচ্ছেন ।

চান্দেদি ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে বিষয়-স্বরূপ বোঝানো হচ্ছে । চন্দ্র অন্ত গলে
তার আলো সেখানেই অন্তর্হিত হয় । (চিত্ত ইত্যাদি) সেইভাবে চিন্তরাজও
যখন অচিত্ততা প্রাপ্ত হন এবং প্রভাস্বরে গমন করেন তখন তার বিকল্পগুলিও লীন
হয় । আগমেও তাই উক্ত হয়েছে, চন্দ্র অন্ত গলে তার আলো যেমন দেখা যায়
না তেমনি চন্দ্রের শীতলতাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; সেইরূপ চিত্ত সহজ অবস্থায় লীন
হয়ে গেলে তার সমস্ত বিকল্প দোষ নষ্ট হয়ে যায় ।

তৃতীয় পদে ভাবের অখণ্ডতা সম্পর্কে বলা হয়েছে । ছাডিল ইত্যাদি পদে ।
অতএব আমি স্বয়ং সিদ্ধার্থ, আমার দ্বারা ভয় লজ্জাদি লোকব্যবহার পরিত্যক্ত
হয়েছে । গুরুর বচনে পথ পরিলক্ষিত হওয়ায় শূন্যতাভাব নৈরাশ্বরূপে দৃষ্ট
হয়েছে ।

চতুর্থ পদে আত্মানুভূতির কথা বলা হয়েছে । আর্ঘদেব ইত্যাদি । সঙ্গুরুর
প্রসাদে নৈরাশ্র্যধর্ম মুখ্যকরণ (মুখীন হওয়ায়) আর্ঘদেবপাদ সমস্ত সংসার দোষ
বিফল (নিরর্থ) করেছেন ।

॥ রাগ দেশাখ ॥ সরহ পাদানাম্ ॥

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন^১ শশিমণ্ডল ।
 চিঅরাঅ^২ সহাবে মুকল ॥ ধ্রু ॥
 উজু রে উজু^৩ চ্ছাড়ি মা লেহ রে বাক্ক ।^৪
 নিঅড়ি^৫ বোহি মা জাহরে লাক্ক ॥ ধ্রু ॥
 হাথে রে কাঙ্কণ^৬ মা লোউ দাপণ ।
 অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ ॥ ধ্রু ॥
 পার উআরে^৭ সোই গজ্জিই ।^৮
 দুজ্জন সাক্কে^৯ অবসরি জাই ॥ ধ্রু ॥
 বাম দাহিণ জো খাল বিখলা ।
 সরহ ভণই বাপা উজুবাই ভাইলা ॥ ধ্রু ॥

১ বাগটী—‘ন’ নেই । ২ সেন—চিঅরাজ । ৩ সেন—দুন্দ্রে উজ্জ ৪ শাস্ত্রী—বক্ক ; -
 বাগটী—বক্ক ; শহীদুল্লা—বাক্ক । ৫ মূল—নিঅহি । বৃত্তি—নিঅড়ি (অতীব সঙ্গীতহিতং) ।
 ৬ শাস্ত্রী—বাগটী—কাঙ্কণ । ৭ বাগটী—মজ্জিই । ৮ বাগটী—সক্কে ।

সরল বঙ্গানুবাদ—নাদ নয় বিন্দু নয় রবি নয় শশিমণ্ডল নয় । চিত্তরাজ
 স্বভাবতঃ (প্রকৃতিগতভাবে) মুক্ত । ঋজু রে, ঋজু [-পথ] ছাড়িয়া বাক্ক [-পথ]
 লইও না । নিকটেই বোধি, লক্ষ্য যাইও না । হাতের কঙ্কণ [দেখিবার জন্ত]
 দর্পণ লইও না । নিজ মন দ্বারা আপনাকে আপনি বোঝ । পার উত্তরণে তাহার
 অঙ্গগমন কর । দুর্জন সঙ্গ করিলে [সে] অপমৃত হইয়া যায় । বামে ও ডাহিনে
 যে খাল-বিখাল । সরহ বলেন, বাবা ঋজু পথ ভালো ।

টীকা : সর্বধর্ম পরিজ্ঞাত হ’য়ে সিদ্ধাচার্য সরহপাদ জনসাধারণের জন্ত সেই
 অর্থ প্রতিপাদন করছেন নাদ ন ইত্যাদি পদে । সদগুরু মুখ থেকে নির্গত অমৃত--

বচনের প্রভাবে পরমার্থজ্ঞগণের চিন্ত-রত্ন নাদ বিন্দু প্রভৃতি বিকল্প পরিবর্তন ক'রে সহজভাবে মুক্ত হয়েছেন। অনাঙ্ক-বিজ্ঞা-জ্ঞানসমূহ পুনরায় অগ্রথা-ভাবে দেখাচ্ছে। সরহপাদও তাই বলেছেন,—অহো গত ইত্যাদি পদে।

উজ্জ্ব ইত্যাদি ধ্রুপদের দ্বারা পথের হৃদিশ বলা হয়েছে। অবধূতিকাৱ পথ পরিত্যাগ ক'রে যোগীশ্বের আর কোন উপায় (গতি) নাই। সেই পথে যেতে যেতে নিজস্থান (বোধি) অত্যন্ত সন্নিকট হয়েছে। 'রে' শব্দটি সোধোধনে ব্যবহৃত হয়েছে। ওহে বালযোগি, তুমি চক্রমার্গ ভজনা কোরো না; পুনরায় সংসারী হ'য়ো না।

দ্বিতীয় পদে আত্মবিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। হাতের ইত্যাদি। হাতে কল্প থাকলে তা দেখার জন্য দর্পণের কি প্রয়োজন তোমার। ওহে, বজ্র-গুরুৱ প্রসাদে নিজের মন দ্বারা বোধিচিন্তের স্বরূপ জানো। তার দ্বারা তোমার অল্পতর-ধর্মের (শ্রেষ্ঠ ধর্মের) সাক্ষাৎ লাভ হবে।

পারোম্বারে ইত্যাদি পদে বোধিচিন্তের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পার অর্থাৎ পরমার্থের দ্বারা সেই বোধিচিন্ত যোগীবরগণ অল্পগমন করেন। তারপর সেই গুরুৱ প্রসঙ্গতা হেতু তারা মহামুদ্রাসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভব-সমুদ্রের পরপারে (পৃথকজন) অগ্র অজ্ঞ ব্যক্তি গমন করে এবং তারা সেই মোহ প্রভৃতি দুর্জন সঙ্গ হেতু সংসার সমুদ্রেই নিমজ্জিত হয়।

বাম ভাহিন ইত্যাদি চতুর্থপদে পুনরায় পথনির্দেশ দান করা হয়েছে। অতএব সরহপাদ বলেন, মহাস্থপুৱে গমনের পথ স্নগম। অবধূতিমার্গ-ই অত্যন্ত সুসার এবং অবজ্ঞ (সোজা রাস্তা)। অগ্র চব্বয় তাই বলা হয়েছে—

ঘটমন (?) গুল্ম থর তরঙ্গ প্রবাহিত।

[কিন্তু তুমি] চোখ বুজে [নির্ভয়ে] পথ চল। (অগ্রসর হও)।

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥ ঢেঁঢ়ণ পাদ্যনাম্ ॥

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী ।^১
 হাড়ীত^২ ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ ধ্রু ॥
 বেঙ্গ (গ)^৩ সংসার^৪ বড়হিল জাঅ ।
 ছহিল দুধু কি বেটে যামায়^৫ ॥ ধ্রু ॥
 বলদ^৬ বিয়াএল^৭ গবিয়া বাঁঝে ।
 পিটা ছহিএ^৮ এ তিনা সাঁঝে ॥ ধ্রু ॥
 জো সো বুধী সোই নিবুধী ।^৯
 জো ষো চোর সোই সাধী^{১০} ॥ ধ্রু ॥
 নিতি নিতি^{১১} বিয়ালা যিহে যম জুঝঅ ।
 ঢেঁঢ়ণ পাএর গীত বিরলে^{১২} বুঝঅ ॥ ধ্রু ॥

১ বাগটা—পড়িবেশী । ২ টীকা—হাড়ী । ৩ মূল—বেগ ; টীকা—বেঙ্গ । ৪ বাগটা—বেঙ্গস
 সাপ । ৫ বাগটা—সমাজ । ৬ টীকা—বলদ । ৭ বাগটা—বিয়াএল । ৮ বাগটা—ছহি-
 গই । ৯ বাগটা—সো ধনি বুধী ; শাস্ত্রী—সোধ নিবুধী ; সেন—সো ধনি বুধী । ১০ সেন—
 সো ছুযাধী । ১১ মূল—নিতে নিতে ; বৃত্তি—নিতি নিতি । ১২ শাস্ত্রী—বিচরিলে ; মূল—
 বিচিবলে ; বৃত্তি—বিরলে ।

সরল বঙ্গানুবাদ—টলায় আমার ঘর ; প্রতিবেশী নাই । হাড়িতে ভাত
 নাই ; নিত্যই প্রণয়ীর (অতিথির) আনাগোনা । ক্ষুদ্র সংসার বাড়িয়াই যায় ।
 দোহা দুধ কি বাটে প্রবেশ করে ! বলদ বিয়াইল গাভী [থাকে] বাঁঝা । পাড়া
 [ভরিয়া তাহাকে] দোহা হয়, এ তিন সাঁঝ (বেলা) । যে সেই বুদ্ধিমান সেই
 নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু (দোষাধ—চোর ধরেন যিনি অথবা বিহার অঞ্চলের

চৌধাপবাদগ্রন্থ জাতি-বিশেষ)। নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। চেন্দণ পাদের গীত বুঝিবার লোক বিরল।

টীকা : পরমানন্দে আবিষ্ট সিদ্ধাচার্য চেন্দণ সন্ধ্যাভাষায় সেই অর্থ ই প্রতিপন্ন করছেন টালত ইত্যাদি পদে। ‘টা’ অর্থে টমাল অসংরূপ বা রূপহীন কায়বাক-চিন্তের ১৬০ প্রকৃতিদোষ যে সময়ে মহাস্থচক্রের লীনপ্রাপ্ত হয় যে ঘর সেই ঘরই আমার। পার্শ্বস্থ চন্দ্রসূর্য্যদ্বয় প্রথমেই বজ্রশক্তিক্রমে সেই গৃহে অন্তর্লীন হয়ে যায়। ঈড়ি অর্থে দেহরূপ আধারকে বলা হয়েছে। তার ভাত হ’লো সংরুতি-বোধিচিন্তা বিজ্ঞানরূপ। গুরু সম্প্রদায় থেকে প্রাপ্ত হয়ে আমার উহা উপলব্ধ হয়েছে। অতএব তার [শক্তি] সাহচর্যে যোগীন্দ্র নিত্য সেই নৈরাশ্র রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন (নৈরাশ্ররূপকে প্রাপ্ত হন)। পুনরায় সেই শক্তি শীর্ষস্থানে আরোহণ করে।

বেঙ্গ ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা সেই অর্থ দৃঢ় করা হচ্ছে। বেঙ্গ অর্থে বোঝা যায় যার অঙ্গ বিগত হয়ে গেছে। অঙ্গশূন্যতা হেতু (অঙ্গ না থাকার জগ্য) তাকে প্রভাস্বর রূপে বুঝতে হবে। সয় অর্থে ছয়টি অঙ্গের গতিকে বোঝাচ্ছে। সেই অঙ্গহীন প্রভাস্বরের দ্বারা উক্তবায়ুরূপ (স্বচ্ছদেহ) দেহ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকে প্রেরণ করে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান জন্মায়। চুহিল অর্থে কর্মমুদ্রা প্রসঙ্গহেতু বজ্রাগার থেকে আগত বোধিচিন্তাকে বুঝতে হবে। যোগীন্দ্রের বাঁট অর্থে মূল মহাস্থ-চক্রকে বুঝতে হবে। যোগীন্দ্র মহাস্থচক্রকে গমন করেন এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাস-বিশেষের কথা বলা হয়েছে। বলদা ইত্যাদি। মন থেকে দেহ বিগ্রহরূপ বল যে দেয় তাকে বলদ বলা হয়। সেই আভাসত্রয় বোধিচিন্তা প্রস্তুত [হয়ে আছে]। যোগীন্দ্রের বক্ষ্যা-নৈরাশ্রা-গৃহীণীকে গাভী বলা হয়েছে। শুই গাভীর সহায়তায় গুরুসম্প্রদায় থেকে বজ্রাগ্রে তার আভাসদোষ দোহন করা হয় অর্থাৎ নিঃস্খভাবী করা হয় তিন সন্ধ্যায়। যোগীন্দ্রের দ্বারা দিবারাত্রি এই দোহন চলতে থাকে। সরহপাদও এ বিষয়ে বলেছেন—

বজ্র ও পদ্মের সংযোগে যোগিনী মন-পবনের সহায়তায় মহাস্থ অর্জন করে। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ লাভ করে ; তার পরিমাণ লক্ষ্য করা যায় না।

তৃতীয় পদে স্বরূপ-পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে যো শো বুদ্ধি ইত্যাদিতে। বালযোগীদের যে সবিকল্প জ্ঞান তাই পরমার্থদিগের গুরু প্রসঙ্গহেতু নির্বিকল্প-জ্ঞান। সরহপাদও তাই বলেন—

বালযোগীদের কাছে যা নিমিত্ত-স্বত্ব মহতের কাছে তাই অধর্ম জ্ঞান ।

অতএব যে চিত্তরাজ-চোর অদস্তা দান করে সেই সংসার বিচার করতে গিয়ে তার বিপক্ষ পরমার্থরূপ লক্ষ্য করে । অতএব বালযোগীদের কাছে যা দুঃসাধ্য পরমার্থ সত্য তাই যোগীদের দ্বারা দুঃখে (কষ্টে) সাধনীয় ।

নিতি নিতি ইত্যাদি চতুর্থপদে স্বরূপ-ভাবে কথা বলা হয়েছে । মৃত্যু হেতু সর্বত্র ভয় পায় । সেইজন্ত সে অশানচিত্তরূপ শৃগালবৎ অর্থাৎ শৃগাল যেমন মৃত্যু-ভয়ে ভীত সেইরূপ বালযোগী সর্বত্র ভয় পায় । আবার সেই বালযোগী কল্যাণের অধিষ্ঠানহেতু প্রভাস্বর-বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় তখন যুগনন্দ সিংহের সঙ্গে স্পর্ধা করে । পাখীর মতো বিক্ষুব্ধ-চঞ্চল) চিত্ত কোনো মহাশক্তিশালী সাধক চেষ্টণ পাদের এই চর্যার অর্থ নিজনে বুঝতে পারে ।

॥ রাগ বরাড়ী ॥ দারিক পাদাম্য ॥

সুন করুণরি অভিন চারে^১ কাঅবাক্‌চিএ ।^২

বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলে ॥ ৫ ॥

অলক্‌থ লখচিত্তা^৩ মহানুহে ।

বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলে ॥ ৫ ॥

কিস্তো মন্তে^৪ কিস্তো তন্তে^৫ কিস্তো রে ঝাণবখানে ।

অপইঠান মহানুহ লীলে^৬ তুলক্‌থ^৭ পরমনিবাণে ॥ ৫ ॥

তুংথে^৮ সুংথে একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী ।

স্বপরাপর^৯ ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী ॥ ৫ ॥

রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহে রে^{১০} বাধা ।

লুই পাতপসাএ^{১১} দারিক দ্বাদশ ভুঅণে^{১২} লখা ॥ ৫ ॥

১ মূল—বারে ; বৃত্তি অনুসারে—চারে (অভেদোপচারণ) । ২ সেন—চিঅ । ৩ মূল—অলক্‌ ; বৃত্তি—অলথ ; বাগটী—অলক্‌থ লক্‌থই চিএ ; শাস্ত্রী—অলক্‌লথ চিত্তা ; শাস্ত্রী—পরিবর্তিত—অলক্‌থ লক্‌থ চিত্তা । ৪ পুথি—কিস্তো কমন্তে । ৫ সেন—লীণে ; টাকা—লীলয়া । ৬ শাস্ত্রী—সেন-তুলথ । ৭ শাস্ত্রী—স্বরাপর । ৮ শাস্ত্রী—পূর্বপাঠ-মোহেরা, সেন—পূর্বপাঠ-মোহেরা । ৯ বৃত্তি—লুইপাদ-পাদাং ; বাগটী-সেন—পাতপসাএ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—শূণ্ড ও করুণার অভিন্ন আচারে (মিলনে) কায়বাক-
চিত্তে দারিক বিলাস (বিহার) করেন গগনের পরপারে । অলক্য লক্ষণ (লক্ষ্য)-
চিত্ত হইয়া দারিক বিহার করেন গগনান্ত পরমকূলে । মন্ত্র জপে তোমার কি
হইবে ; মন্ত্র পাঠেই বা তোমার কি হইবে ; তন্ত্র পাঠেই বা তোমার কি হইবে, কি
হইবে তোমার ধ্যান এবং ব্যাখ্যানে । প্রতিষ্ঠান বিহীন হইয়া মহানুহে বিলীন
হইলেও পরম নির্বাণ দুর্লভ্য [থাকিয়া যাইবে] । তুংথে সুংথে এক করিয়া
(জ্ঞানী-জন) ইচ্ছিয় ভোগ করে । স্ব পর ও অপর অসুভব করে না । দারিক
সকল অসুত্তর মানে (জ্ঞান করে) । রাজা রাজা রাজা রে [আমি] অপর রাজা
মোহে বন্ধ । লুইপাদ প্রসাদে দারিক দ্বাদশ ভুবনে লক্‌ [-প্রতিষ্ঠ] ।

টীকা : গভীর ধর্ম লাভ ক'রে সিদ্ধাচার্য দারিক সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন স্নন করুণা ইত্যাদি পদে। সংবৃদ্ধি-সত্য শূন্যতাই করুণা। তার সর্বদোষবহিত রূপ হ'লো পরমার্থ সত্য। অভেদ উপচারে (অভিন্নভাবে) উভয়কে গ্রহণ ক'রে সিদ্ধাচার্য দারিক বজ্রগুরুর প্রসাদে [সিদ্ধ হয়েছেন]। গগন অর্থে আলোকাদি তিন শূন্য বৃত্তে হবে। তার পরপারে রয়েছে প্রভাস্বর। সেই প্রভাস্বর-জ্ঞান পরিপূর্ণ কায়বাকচিতে বিভাব হেতু মহাস্থখে বিলাস করে। আগমেও তাই বলা হয়েছে—ভাব থেকে শূন্যতা হয় অল্প কোথাও থেকে হয় না। আবার শূন্যতা ছাড়া ভাবের অস্তিত্ব নাই ইত্যাদি।

অলখ ইত্যাদি দ্রুতপদে সেই অর্থই দৃঢ় করা হচ্ছে। অতএব অল্পংপন্ন না হওয়ার জন্য অলক্ষ্য চিত্ত লক্ষ্য করা যায়। সেই হেতু প্রভাস্বরময় চিত্তে পরম স্নগতি বিলাস করে না।

কিন্তু ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে অল্প অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। মন্ত্র অর্থে বাহ্য মন্ত্রের জপ বৃত্তে হবে। ওহে বালযোগি, মন্ত্র-তন্ত্রপাঠে এবং ধ্যান ব্যাখ্যান তোমার কি প্রয়োজন। অপ্রতিষ্ঠান-মহাস্থখ-লীলা হেতু তোমার নির্বাণ দুর্লভ্য। গুরুর চরণরেণুর প্রসাদে উহা প্রসিদ্ধি লাভ করে। সরহপাদও তাই বলেছেন—মন্ত্র নয় তন্ত্র নয় ইত্যাদি পদে।

দুঃখ ইত্যাদি তৃতীয় পদে পথের হৃদিশ দেওয়া হয়েছে। হে বালযোগি, দুঃখ হেতু পরমার্থ সত্যের সঙ্গে উহা একাগ্র ক'রে এবং গুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে বিষয় ইন্দ্রিয় উপভোগ কর। এইভাবে (উপায়ে) সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থানে গমন ক'রে সিদ্ধাচার্য দারিক সংসারে আপন পর বিভাগ ভেদ দেখেছেন না। ধোকাড়িপাদও তাই বলেছেন—

বহুজ্ঞানী এর প্রভাবে সংসারে বিচরণ ক'রে ভাব এবং অভাব সকল বিচার ক'রে নিজের প্রজ্ঞায় বর্তমান আছেন [সার্থকযোগী]। আমি পক্ষ এবং অপক্ষ দেখে এবং তাদের কথা শুনে তাদের পক্ষকে দেখি না। গ্রাহ্য গ্রাহক ভাব-বর্জিত অপ্রাকৃত দুঃখের দ্বারা যাহা [উৎপন্ন] তাহা সংবোধিত হয়।

রাআ ইত্যাদি চতুর্থ পদে স্বকীয় অমুভূতির কথা বলা হয়েছে। রাআ রাআ রাআ—এই তিনটি উক্তি কায় ঐশ্বর্যাদি গুণ সূচিত হচ্ছে। নাগ ইন্দ্রাদি অল্প যে সব দেবতা বর্তমান আছেন তারা বিষয় মোহে আবদ্ধ হয়ে অবস্থান করছেন। আমরা পুনরায় লুইপাদের প্রসন্নতা হেতু ষাটশতমির অধিকারী এবং জিনতুল্য।

॥ ৩৫ ॥

॥ রাগ যল্লারী ॥ ভাদে পাদাতাম্ ॥

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলে^১ স্বমোহে ।^২

এবে মই বুঝিল সদগুরু বোহেঁ ॥ ৬ ॥

এবেঁ চিঅরাঅ^৩ মকুঁ গঠা ।

গঅণ সমুদে টলিআ পইঠা ॥ ৭ ॥

পেখমি দহদিহ সববই শূন ।

চিঅ বিছুরে পাপ ন পুন্ন ॥ ৮ ॥

বাজুলে^৪ দিল মো লকুখ^৫ ভণিআ ।

মই অহারিল গঅণত পণিআ^৬ (পসিআ) ॥ ৯ ॥

ভাদে^৭ ভণই অভাগে লইলা ।^৮

চিঅরাঅ মই অহার কএলা ॥ ১০ ॥

১ সেন—অচ্ছিলে স্ব মোহে । পুথিতে এতকাল এবং হাঁউ এর মধ্যে একটি অক্ষর কাটা আছে । অতঃপর অচ্ছিলে স্বমোহে । বাগচী—অচ্ছিলে স্বমোহে । ২ সেনের প্রথম পাঠ ‘চিঅরাঅ’ পরিবর্তিত ‘চিঅ বাগ ।’ ৩ মূ.—বাজুলে ; সেন—রাবুলে । ৪ সেন—মোহকথু ; বাগচী—মো ; মূল—লকুখ । ৫ মূল পানিআ—পদান্তমিলিত থাকে ; বাগচী-সেন—পানিআ ; শাস্ত্রীর-স্বত পাঠ—‘পসিআ’ অর্থদ্ব্যাতক । ৬ পুথির পাঠ—ভাবে । ৭ লইআ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—এতকাল আমি মোহের বশীভূত ছিলাম ; এখন আমি সদগুরুর বোধে (জ্ঞানে) বুঝিলাম । এখন আমার চিত্তরাজ নষ্ট হইয়াছে । গগন সমুদ্রে টলিয়া প্রবিষ্ট [হইয়াছে] । দশদিক সবই শূন্য দেখিতেছি । চিন্তা বিহনে পাপ পুণ্য (কিছুই আমার নিকট প্রাতিভাত হইতেছে না) নাই । বাজুল (বজ্রগুরু) আমাকে লক্ষ্য বলিয়া দিলেন । আমি আহার করিলাম গগনে প্রবেশ করিয়া (পানী) । ভাদে বলেন, অভাগে লইয়া আমি চিত্তরাজকে আহার করিলাম ।

টীকা : জ্ঞানানন্দে আনন্দিত শিক্ষাচার্য ভদ্রপাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করেছেন এতকাল ইত্যাদি পদে । অনাদিকাল থেকে এই সংসারে কল্যানদায়ক বহু সংসর্গ হেতু মোহ ইত্যাদি বাহু বিষয়ে সঙ্গ না হওয়ায় অল্পকাল (এতকাল) আমি অবস্থান করেছি । সম্প্রতি বোধিজ্ঞান অনুভবহেতু সঙ্গুর উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছে ; আমি [আমার চিন্ত] স্বরূপ অবগত হয়েছি ।

ধ্রুবগদের দ্বারা সেই অর্থই দৃঢ় করা হচ্ছে—এঁবে মি ইত্যাদি । এখন পদ্য ও বক্ত্রের সংযোগহেতু নিত্য স্মৃতি আমার [অবিজ্ঞা-] চিন্তরাজ বিনষ্ট হয়েছে । এইভাবে আমি প্রকৃতি-প্রভাস্বরে প্রবেশ করেছি ।

পেথমি ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে অভ্যাস-স্বরূপের কথা বলা হয়েছে । সর্বধর্ম উপলব্ধি হেতু যে যে দিকে অবলোকন করছি সেই সকল দিক সর্বশূন্য প্রভাস্বরময় রূপে প্রতিভাত হচ্ছে [আমার কাছে] । অতএব চিন্তের অল্পদয়ে (অবিজ্ঞা চিন্তের অল্পপস্থিতিতে) পাপ পুণ্য ইত্যাদি সংসার বন্ধন জানছি । সরহ পাদও ‘অঙ্গে পচ্ছেমি’ ইত্যাদি পদে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করেছেন ।

তৃতীয়পদে বজ্রপ্রবাহের কথা বলা হয়েছে । বাজুলে ইত্যাদি । বজ্রগুরুর দ্বারা উক্তভাবে লক্ষণীয় ; তিনি আমাকে চতুর্থানন্দ উপায় বাৎলে দিয়েছেন । আমার দ্বারা পুনরায় নিরন্তর অভ্যাসহেতু গগন প্রভাস্বর-সমুদ্র আহার [বিনষ্ট] করা হয়েছে ।

চতুর্থ পদে আত্মস্বরূপের কথা বলা হয়েছে ভগ্নই ইত্যাদি পদে । অভাগ অর্থে বৃষতে হবে যে আমি ভদ্রপাদ অঙ্গুপন্নভাগ গ্রহণ করেছি ; চিন্তরাজ হ’লো অনাদি ভববিকল্পের আধার । আমি সর্বধর্ম উপলব্ধির সমুদ্রে (গভীরে) প্রবেশ করেছি ।

॥ ৩৬ ॥

‘‘ রাগ পটমঞ্জরী ॥ কৃষ্ণাচার্য্য পাদানাম্ ॥

সুণ বাহ^১ তথতা পহারী ।

মোহভণ্ডার লই^২ সঅলা অহারী ॥ ঙ্গ ॥

ঘুমই ৭ চেবই সপরবিভাগা ।

সহজ নিদালু কাহিলা লাক্সা ॥ ঙ্গ ॥

চেঅণ ন বেঅন ভর নিদ গেলা ।

সঅল সুফল^৩ করি সুহে স্মতেলা ॥ ঙ্গ ॥

স্বপণে মই দেখিল তিহবণ সুণ ।

ঘোরিঅ^৪ অবণাগমণ বিহুণ ॥ ঙ্গ ॥

শাখি^৫ করিব জালন্ধরি পাএ ।

পাখি^৬ ৭ রাহঅ^৭ মোরি পাণ্ডিআচাএ^৮ ॥ ঙ্গ ॥

১ মূল—সুণবাহ । ২ সেন—লই । ৩ বাগটা—শুকল । ৪ বাগটা—ঘোলিঅ^৪ ; টাকার পাঠ—গানিক ; মূল—ঘোরিঅ । ৫ শাস্ত্রীক পূর্বপাঠ—শাখি । ৬ সেন—পারি । ৭ বাগটা—চাহই ; টাক। অমুসারে—চাহই (পণ্ডিতে) । ৮ সেন—পাণ্ডিআচাদে । ‘পাণ্ডিআচাদে’ও নাকি পড়া যায় ।

সরল বঙ্গানুবাদ—তথতা গ্রহণ করিয়া শূণ্ডে [আমার বাস] অথবা শূণ্ডে বসতি ; তথতা গ্রহণী । মোহভাণ্ডার লইয়া সকল আহাৰ করা হইয়াছে । ঘুমের মধ্যে আত্মপর বিভেদ টের পাওয়া যায় না । নাক্সা—কাহিলা সহজে নিদ্রালু । চেতন ও বেদন ঘোর নিদ্রা গেল । সকল সুফল করিয়া সুখে শয়ন করিলেন । স্বপ্নে আমি ত্রিভুবন শূণ্ড দেখিলাম । গমনাগমন বিহনেই ঘুরিতেছে । অথবা ঘনি যেমন গমনাগমন বিহীন । জালন্ধরিপাদকে সাক্ষী করিব । পণ্ডিতাচার্য আমার পক্ষে ঋকেন না ।

টীকা : সহজানন্দে হৃদয় কৃষ্ণাচার্য সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন হৃদ-ইত্যাদি পদে। আলোক-উপলব্ধি-সম্বন্ধজ্ঞান দ্বারা বাসনার আগার বুঝতে হবে। যোগীন্দ্র তথ্যতা খণ্ডন দ্বারা সেই বাসনাদোষ প্রহার ক'রে বিষয়-আসক্তি লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে আহার বা আত্মসাৎ করেছেন।

ঘুমই ৭ ইত্যাদি ধ্রুবপদে ধ্যান-লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। [সাধক] সহজানন্দ-যোগনিদ্রা যাচ্ছেন; চৈতন্য নাই; তাতে তিনি ভ্রষ্ট হন না। তাই কৃষ্ণাচার্য উক্ত সহজানন্দ-যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে হৃদয় হয়ে উঠেছেন। দ্বিকল্পেও তাই বলা হয়েছে—গরল ভক্ষণ করে ঘুমায় ইত্যাদি (সেই সহজানন্দ নিদ্রায়)।

দ্বিতীয় পদে সেই অর্থই বলা হয়েছে। তাঁর বোধিপ্রাপ্তিহেতু চিন্ত-চেতনার বিকল্প নাই। অতএব সেই জ্ঞান দ্বারা সমস্ত পরিশুদ্ধ ত্রৈলোক্য যাতে নির্ভর হয় সেইভাবে যোগী জ্ঞাননিদ্রা প্রাপ্ত হয়েছেন।

স্বপনে ইত্যাদি তৃতীয় পদে স্বপ্রতিভাস (নিজের মধ্যে প্রতিভাসিত) জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। আসা যাওয়ার এই যে পূর্বোক্ত ক্রম অর্থাৎ চন্দ্রসূর্যের যাতায়াত [তাহা] খণ্ডন করার জন্য আঘাত হানা হয়েছে। অবধূতিকা এবং চিন্ত-পবনকে সহজানন্দে প্রবেশ করিয়ে আমার দ্বারা ত্রিভুবন স্বপ্নবৎ শূন্য দেখাচ্ছে। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—যেমন কুমারী স্বপ্নের মধ্যে নিজের পুত্রকে জাত অথবা মৃত দেখে, পুত্রের জন্মে সেই নারী তুষ্টা হয় এবং মৃত হলে দুঃখিতমনা হয়—এই প্রকারে সমস্ত ধর্মকে জানতে হবে।

চতুর্থপদে বজ্রগুরুর মাহাত্ম্য কথিত হয়েছে। শাখি করি ইত্যাদি। শ্রীগুরু জালঙ্কারিপাদ যে ধর্মে সাক্ষী করছেন তা একমাত্র গুরুচরণকমল রেণুর প্রসন্নতা-হেতু। যে সকল পণ্ডিত শুধু পুত্রকের উপর দৃষ্টি [নিবন্ধ] রাখেন তাঁরা আমার পার্শ্বসান্নিধ্য বা আমার অন্তর্ধান কোনোটাই দেখতে পান না।

॥ ৩৭ ॥

॥ রাগ কামোদ ॥ তাড়ক পাদাতাম্ ॥

অপণে নাহি^১ মো^২ কাহেরি শঙ্কা ।
তা মহামুদেৱী টুটি গেলি কংখা ॥ ধ্রু ॥
অনুভব সহজ মা তোল রে জোই ।
চৌকোটী^৩ বিমুকা জইসো তইসো হোই ॥ ধ্রু ॥
জইসনে^৪ অছিলে স তইসন^৫ অচ্ছ ।^৬
সহজ পিথক^৭ জোই ভাস্তি মা হো^৮ বাস ॥ ধ্রু ॥
বাণ্ডকুরুণ্ড^৮ সস্তারে জানী ।
বাক্পথা^৯তীত কাঁহি বখানী ॥ ধ্রু ॥
ভণই তাড়ক এথু নাহি^{১০} অবকাশ ।
জো বুঝই তা গলে^{১১} গলপাস ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—শাস্ত্রী ; বাগটী—সো। ২ মূল—চৌকোটী ; সেন—চৌকোটীডি। ৩ টীকা—
জইসনি। ৪ মূল—তইছন। ৫ বাগটী—অচ্ছ। ৬ বাগটী—পথক ; সেন—পথ (তিক্ততা
অনুবাদ অনুসারে)। ৭ বাগটী—নাতি। ৮ মূল—বণ্ডকুরু ; বৃদ্ধি—বণ্ড কুরুণ্ড।

সরল বঙ্গানুবাদ—নিজেই নিজের মধ্যে নাই [তবে] ভয় কাহার। তাই
মহা-মুদ্রার আকাংখাও টুটিয়া গেল। সহজ-অনুভব যোগী ভুলিও না। চতুষ্কোটি-
বিমুক্ত যেমন তেমন হয়। যেমন ছিলে তেমনি আছ। সহজ পথকে সোপা
ভ্রান্ত করিও না। (সহজকে পৃথক ভেবে ভুল করো না)। নদী পার করার
সময় পারের কড়ি আছে কি না তাহা পারার্থীর বটুয়া ও করণ্ড অনুসন্ধান করিয়া
জানিয়া লয় (পুরুষাঙ্গ অণ্ডকোষ নদী উত্তরণে জানা যায়)। বাক্যপথের অতীত
কিসে ব্যাখ্যাত হয়। তাড়ক বলেন, এখানে [এই ধর্ম্যে প্রবেশ করিবার] অবকাশ

নাই। যিনি বুঝেন তাহার গলায় গলপাস [-এর মতো সংলগ্ন হইয়া থাকে। অথবা নিন্দার্থেও বলা হতে পারে]।

টীকা : জ্ঞানরস পানে আনন্দিত সিদ্ধাচার্য তাড়ক সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন অপণে ইত্যাদি পদে। গুরুর চরণ রেণুর প্রসাদে এবং তথাগত বচন (উপদেশ) উপায়রূপ দ্বারে স্বকায় (নিজদেহ) বিচারে [প্রতিপন্ন হল]। আত্মীয়-সম্বন্ধের লেশমাত্র আমাতে নাই। সুতরাং আগন্তুক ক্রেশ স্বল্প মৃত্যু মার ইত্যাদি শঙ্কা ভয় আমার নাই। আগমেও তাই বলা হয়েছে—আত্মা প্রবেশ করে ইত্যাদি। তাই ইদানীং তার বিকল্পভাবে আমার মহামুদ্রাসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পলায়ন করেছে। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—

[যেহেতু] পূর্বেও কখনও বন্ধ হয় নি সুতরাং এখন মুক্তি [-র প্রসঙ্গই] নাই। ইহা বন্ধন মুক্তির বিকল্প এবং অলঙ্কিত কিঞ্চিৎ জ্ঞানমাত্র ॥

অন্তুভব ইত্যাদি ধ্রুপদদের দ্বারা উক্ত অর্থই কথিত হচ্ছে। নিজেকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন—ওহে তাড়ক, অন্তুভবের অর্থ কিভাবে বলা যায়? (অর্থাৎ বলা যায় না) তাই অন্তুভবকে সহজরূপে পরিণত করে কিভাবে দেহকে বহন করছ। পরম্পর সংবৃদ্ধি-ভাবনা-অনুরোধের দ্বারা পরম বিষয় বলা হয়ে থাকে। কিন্তু স্বরূপত বলা হয় না। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—

দেশ নিরদ যোগে বৃদ্ধ অদ্বয় রূপে কল্পিত।

আবার নিজের অচিন্ত্যযোগে বৃদ্ধও নয় অদ্বয়ও নয় ॥

সেই চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত ভাবহেতু পুনরায় সেই প্রকারে অবস্থান করি। আগম বলেছেন—সং নয় অসং নয় না সং ইত্যাদি।

জইসনী ইত্যাদি দ্বিতীয়পদে সেই অর্থই পুনরায় নির্দেশ করা হচ্ছে। উৎপাদ সময়ে পদ্মরূপিনী নৈরাশ্রার সঙ্গহেতু মহাস্থ থেকে আমি মহাবজ্রধর উৎপন্ন হয়েছি। পুনরায় বজ্রগুরু সেই অর্থই আমাকে দৃঢ় করেছেন। সেইহেতু ওহে সিদ্ধাচার্য সহজকে তুমি পৃথকরূপে কল্পনা ক'রো না। নিঃশঙ্ক চিন্তে সিংহের মতো জগতে ভ্রমণ কর।

বট ইত্যাদি তৃতীয় পদে যোগীশ্বরের নির্মিত বলা হয়েছে। যেমন পারাবারে (পারাপারে) নাবিক পাবেব দান (পাবানি) গ্রহণের জগৎ পারেজুদের নিকট থেকে বসন মুক্ত ক'রে কড়ি অন্বেষণ করে তাদের বাণ্ডুকুগাদি বাধক বিশেষও দেখে। বাইরে যা দেখানো যায় না এমন স্বসংবেত্ত লক্ষণযুক্ত ধর্ম কিভাবে এই

জগতে বাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করা যাবে। সেইরূপ বাক-প্রতীতিরূপ ধর্মলাভ হেতু কৃত্যাদির বৈশ্বণ্য-হেতু লোকের দ্বারা যোগীশ্বরের স্বরূপ নিরূপিত হয়। আগমেও তাই বলা হয়েছে—ধোঁয়ার দ্বারা আগুন জানা যায় ইত্যাদি।

চতুর্থপদের দ্বারা আত্যন্তিক নির্বিকল্পতা প্রতিপাদিত হয়েছে ভগই ইত্যাদি। সিদ্ধাচার্য তাড়ক এইরূপ বলছেন—এই ধর্মে বালযোগীদের অবকাশ নাই। পরমার্থ-বিদগণ যদি বলেন—আমাদের দ্বারা ধর্মলাভ করা হয়েছে তাহ'লে তাদের গ্রীবা সংসার পাশে আবদ্ধ হয়। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—তিনমাত্রও তুমি বিষন্ন হইও না ইত্যাদি পদে।

॥ ৩৮ ॥

॥ রাগ ভৈরবী ॥ সরহপাদানাম্ ॥

কাঅ গাবড়ি^১ খাণ্টি^২ মণ কেড়ুআল ।
 সদ্গুরুবঅনে ধর পতবাল ॥ ধ্রু ॥
 চীঅ থির করি ধরছ রে নাই^৩ ।
 আন^৪ উপায়ে পার ৭ জাই ॥ ধ্রু ॥
 নোবাহী^৫ নৌকা টাণঅ^৬ গুণে ।
 মেলি মেল^৭ সহজোঁ জাউ ৭ আণোঁ ॥ ধ্রু ॥
 বাট অভঅ^৮ খাণ্টি^৯ বি বলআ ।
 ভব উলোলোঁ বিষঅ^{১০} বোলিআ ॥ ধ্রু ॥
 কুল লই^{১১} থরসোস্তু^{১২} উজাঅ ।
 সরহ ভণই গঅণোঁ সমাঅ^{১৩} ॥ ধ্রু ॥

১ সেন—গাবাড়ি । ২ সেন—খাণ্টি । ৩ সেন—ধর [ছ] রে নাই । ৪ শাস্ত্রী—আন ;
 সেন—আন । ৫ বৃত্তি—নোবাহী । ৬ সেন—টাণঅ ; মূল—টাণঅ । ৭ বাগচী—মেলি ;
 ৮ সেন—বাটত ভয় ; বাগচী—বাটত ভয় । ৯ বৃত্তি—খণ্টি । ১০ মূল—যঅ বি ; বাগচী—
 সব বি । সেন—[বি] যঅ বি । ১১ টীকা—কুল ল [অ] নয় অর্থ ; শাস্ত্রী—‘কুলল’ নয় ।
 ১২ মূল—থরে সোস্তু ; বাগচী—থরে সোস্তু । ১৩ শাস্ত্রীর পূর্বপাঠ—গণোঁ পসোঁ ; সেন—
 গ [অ] পে পসোঁ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—কায়া নৌকাখানি মন কেড়ুয়াল । সদ্গুরু বচনে হাল
 ধর । চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধারণ কর । অল্প উপায়ে পারে যাওয়া যায় না ।
 নোবাহক নৌকা চালায় গুণ টানিয়া । সহজের সহিত মিলন কর, অল্প উপায়ে
 যাওয়া যায় না । পথে ভয় ; দস্থ্যও বলশালী । ভব [-সমুদ্রের] উল্লোলে
 (উচ্ছ্বাসে) সব পিচ্ছিল । কুল অল্পসরণ করিয়া থরস্রোতে উজাও । সরহ
 বলেন, গগনে প্রবেশ কর ।

টীকা : মৈত্রীভাবে বিভোর সরহপাদ কায়রূপ নৌকা উপমার (ছলে) দ্বারা সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন। কাঅ গাবড়ী খণ্ডী^১ ইত্যাদি। দেহরূপ নৌকাকে 'আধার-আধেয়' সহজরূপে পরিকল্পিত ক'রে মনোবিজ্ঞানকে দাঁড় রূপে পরিকল্পনা ক'রে সঙ্গুত বচনকে হালরূপে গ্রহণ ক'রে, বজ্র ও কমলের সংযোগীভূত সংসার-সমুদ্রের মধ্যে পঞ্চজ্ঞানাত্মক পরিপূর্ণ-সংরূতি-বোধিচিন্তকে স্থির ক'রে ওহে সরহপাদ, দেহ-নৌকা রক্ষা কর। ভব-সমুদ্র উত্তরণের অন্ত কোনো উপায় নাই। দউড়ীপাদও তাই বলেছেন—এব দ্বারা পঞ্চ যতি মোহনদী পার হয়েছে। ইত্যাদি।

নোবাঅ ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে পথের সন্ধান বলা হয়েছে। কর্ণধার যেমন বাহ্যত নৌকা বায় আবার গুণ দ্বারাও আকর্ষণ করে সেইরূপ এই [দেহ-] নৌকা যাতে অন্তরূপ না হয়। হে যোগি, বজ্রগুরু সমীপে সহজানন্দ উপায় গ্রহণ ক'রে [এমন ভাবে] নৌকা পরিত্যাগ কর (ছাড়) যাতে শীঘ্র মহাস্থ ধীপে গমন করতে পারে।

তৃতীয় পদে মারগণের কর্মের অধিষ্ঠানভূমির কথা বলা হয়েছে বাটত ইত্যাদি পদে। খানা পিনা ইত্যাদি বিষয় আসক্তিতে সাধক যখন মার্গভ্রষ্ট হন অবধূতি [তখন] তাকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যায়। তখন চন্দ্র স্বর্গ রূপ দুইজন দস্যু বলবান হয়ে ওঠে। সেই হেতু ভবসমুদ্রের বিষয়-তরঙ্গের দ্বারা নৈরাশ্রম্য সর্ব-প্রকারে নষ্ট হয়ে যায়।

চতুর্থ পদে অবধূতি-মার্গের সন্ধান বলা হয়েছে। কুল ল [অ] ইত্যাদি। কুল অর্থে চন্দ্রাদি যোগপরিপন্থী মার্গ যে অবধূতির মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয় সেই পরিপূর্ণ অবধূতিকাকে কুল শব্দে বুঝতে হবে। লয় অর্থে তাকে গ্রহণ করে। সেই চন্দ্র স্বর্গ অবধূতিকার মধ্যে লীন হয়ে যায়। পরমাধবিদগণের যে বোধিচিন্ত-বজ্র খরশ্রোতে মহাস্থ-রাগরূপ শ্রোতের আবর্তে গমন করে; সেই বোধিচিন্ত-বজ্র উর্ধ্বশূন্যে গমন ক'রে বিমল চক্রধীপে অন্তর্লীন হয়।

॥ ৩৯ ॥

॥ রাগ মালশী ॥ সরহ পাদাম্য ॥

সুইণা^১ হ অবিদারঅ রে^২ দিঅমণ তোহোর দোসে ।
 গুরুবঅণ বিহারে^৩ রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে ॥ ধ্রু ॥
 অকট হুঁ ভবই গঅণা^৪ ।
 বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা ॥ ধ্রু ॥
 অদভূঅ ভবমোহ রে^৫ দিসই পর অগ্ণাণা ।
 এ জগ জলবিম্বাকারে^৬ সহজে^৭ স্মণ অপণা ॥ ধ্রু ॥
 অমিআ অচ্ছন্তে^৮ বিস গিলেসি রে চিঅ পরবস অপা ।^৯
 ঘরে^{১০} পরে^{১১} কা বুঝিলে^{১২} খাইব মই চুঠ কুণ্ডবাঁ ॥ ধ্রু ॥
 সরহ ভগন্তি^{১৩} বর স্মণ গোহালী কি মো চুঠ বলন্দে^{১৪} ।
 একেলে জগ নাশিঅ রে বিহরহুঁ স্খচ্ছন্দে ॥^{১৫} ধ্রু ॥

১ টীকা—সুইনে। ২ শাস্ত্রী—অবিদার অবৈ; বাগচী—চুটপেঁ হো বিদারঅ বে; মূল—
 হণা বিদার মা বে। ৩ সেন—ই—ভব গঅণা মূল—ই অনা। ৪ বৃত্তি—মোহাবে; মূল—
 মোহারো। ৫ সেনের পরিবর্তিত পাঠ—জলবিম্বাকারে—অগ্ণহীন। ৬ সেন—অচ্ছন্তে
 পরিবর্তিত—অচ্ছন্তে (?) ৭ শাস্ত্রী প্রথম পাঠ—পসব বস অপা। ৮ শাস্ত্রী—ঘরে
 পারক বুঝিলে রে; সেন—ঘাবে^{১১} পারে^{১২} কা বুঝিলে ম রে। ৯ টীকা—ভগই। ১০ সেনের
 প্রথম পাঠ—বিরহুঁ স্খচ্ছন্দে, সেনের পরিবর্তিত পাঠ—বিরহুঁ ইইন্দ্রে। ১১ তার মতে, আসন
 পাঠ—টীকা অনুসারে—বিরহুঁ চুছন্দে। টীকা—স্খচ্ছন্দে...বিরহণ।

সরল বঙ্গানুবাদ—সপ্রে হও অবিচারত; ওরে নিজমন, তোমার নিজের
 দোষে। গুরুর বচন [জ্ঞানে] বিহার করিতে থাকিবে কেন মিথ্যা ঘুরিয়া
 বেড়াও। অকাট [মুখ] তুমি ভবচক্রের মধ্যে গমনাগমন করিতেছ। বঙ্গ
 জায়া গ্রহণ করিলে পরে তোর বিজ্ঞান ভাঙ্গিল। অদ্ভুত ভব-মোহ রে: আপন

পর দৃষ্ট হয়। এ জগৎ জলবিষাকারে [প্রতিভাত]। সহজে থাকিলে [হয়] শূন্য। অমৃত থাকিতে বিষ গলাধঃকরণ করিতেছ ওরে চিত্ত, তুমি অপরের বশীভূত। ঘরে ও পরে কি বুঝিলাম রে আমি থাইব দুষ্ট সকলের কুণ্ডকে। সরহ বলেন, বরং শূন্য গোয়াল [ভালো] কি হইবে [আমার] দুষ্ট বলদে। একলা জগৎ নাশ করিয়া আমি স্বচ্ছন্দে বিহার করি।

টীকা—সিদ্ধাচার্য মরহপাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন লোকের কল্যাণের জন্য স্বরূপভাব বুঝিয়ে দিতে স্তূইণে ইত্যাদি পদে। ওহে নিজমন-চিত্তরাজ তোমার অবিद्या দোষ এবং রূপজগতে প্রবেশহেতু স্বপ্নেও দ্রব্যের অভিলাষ হওয়ায় গুরুবচনরূপ চন্দ্রশি ত্রৈলোক্যে ক্ষুরিত হয়েছে (বিক্ষারিত হয়েছে) অতএব হে চিত্তরাজ, কোন স্থানে তুমি থাকবে।

অকট ইত্যাদি ঐবপদের দ্বারা সেই অর্থই দৃঢ় করা হচ্ছে। অকট অর্থে আশ্চর্য। গুরুপাদপদ্য প্রসাদে আমি অবলীলাক্রমে অবগত হয়েছি। বীজ থেকে হুকারের উৎপত্তি, হে চিত্তরাজ, গগনরূপ প্রভাস্বরে তুমি প্রবেশ করেছ। এখন অবিद्याদোষ বিনাশের বিষয় তোমার ভগ্ন হয়েছে।

দ্বিতীয় পদে অধিমাাত্র-সত্ত্বের নির্দেশের কথা বলা হয়েছে অদঅ ইত্যাদি পদে। ভববলের এই অদ্ভুত মোহ। যেহেতু তিনি আপন পর ভেদ বিভাগ দেখতে পাচ্ছেন অতএব অহংকারহেতু তোমার মনে পরমার্থ চিন্তের উদয় হচ্ছে না। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

অহংকার যুক্ত মনে জন্ম বিশ্বাসের বিসমতা প্রাপ্তি ঘটে।

আত্মদৃষ্টি লাভ হলে হৃদয় থেকে অহংকার দূরীভূত হয় ॥

কিন্তু অসত্য হৃদয় থেকে অহংকার চলে যায় না।

যে জগতে জয়ী হয়, তার শাস্তিদাতা কেউ নেই ॥

জগতে নৈরাশ্রবাদীও তেমন পাওয়া যায় না।

এই অবস্থায় শ্রেয়পথ সব সময় পাওয়া যায় না ॥

তত্ত্ববিদদের বিশ্বাস অনুসারে নৌরেন্দ্রাদি ষাটশ দৃষ্টান্ত দ্বার দ্বারা সর্বশূন্য প্রমাণযুক্ত সিদ্ধিলাভ হয়।

তৃতীয় পদে চতুর্থানন্দের কথা বলা হয়েছে। অমিঅ ইত্যাদি পদে। সহজানন্দে অবস্থান করলে তুমি বলপূর্বক রূপাদি বিষয় বিপাক হরণ করছ। ওহে কর্মের বশীভূত চিত্ত বিচারক। গৃহ অর্থে নিজের স্থূল দেহ। তোমার

নিজ গৃহিণী রাগ দ্বেষ মোহাদি সমূহ নৈরাশ্র-জ্ঞান-মূঢ়াকে আশিষ্ণ ক'রে তাকে ভক্ষণ (ধ্বংস) বা নিঃস্বভাবী করা আমার কর্তব্য। সরহপাদও তাই বলেন—

গৃহিণী দ্বারা পরবিষ ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি।

ঘরবিতো.....

.....পতিহাস।

চতুর্থ পদে স্বচ্ছন্দ (সহজ)-চর্যার কথা বলা হয়েছে। সরহ ভণ ইত্যাদি পদে। সিদ্ধাচার্য সরহপাদ নিজেই বলছেন—দুষ্ট বলদ অর্থে দুষ্ট বিষয়ে যে বল দান করে। এই দুষ্ট বলদ চিত্তরাজকে বুঝতে হবে। একাই সেই দুষ্ট চিত্তবলদ ত্রিলোক নাশ করেছে। সেই দুষ্ট বলদ দ্বারা আমি কি করব। গো অর্থে ইন্দ্রিয়। সেই নিজদেহ অবলম্বন করে তাকে শূন্য প্রভাস্বর রূপে [পরিণত] ক'রে গুরুর বচন প্রমাদে স্বচ্ছন্দে ত্রিজগৎ বিচরণ করি। শান্তিদেবপাদও তাই বলেছেন,—স্বচ্ছন্দ চর্যা নিলয় ইত্যাদি পদে।

॥ রাগমালসী গল্পড়া ॥ কাহু পাদাতাম্ ॥

জো মণগোঅর^১ আলাজালা ।

আগম পোখী ইষ্টামালা^২ ॥ ধ্রু ॥

ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জাঅ ।

কাঅ বাক্ চিঅ জমু ৭ সমাঅ^৩ ॥ ধ্রু ॥

আলে গুরু উএসই সীস ।

বাক্‌পথাতীত কাহিব^৪ কীস ॥ ধ্রু ॥

জেতই^৫ বোলী তে তবি টাল^৬ ।

গুরু বোব^৭ সে সীসা কাল ॥^৮ ধ্রু ॥

ভণই কাহু^৯ জিনরঅণ বি কইসা^{১০} ।

কালে^{১১} বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ ধ্রু ॥

১ শাস্ত্রীর পূর্বপাঠ—মনগোএর। সেন—মণ গোএর। ২ ঠা। ৩ শাস্ত্রী—সমায়।
৪ বাগটা—কহিব। ৫ বাগটা—তেই; টাক—তেজই। ৬ শাস্ত্রী—তে ত বিটাল। ৭ মূল—
বোধ। ৮ সেন—গুরু বোধে সে সীস কাল। ৯ সেন—কাহু। ১০ বৃত্তি অমুসারে—বি
কইসা। (কৌদৃশং জিনরভুং)। মূল ও শাস্ত্রীর পাঠ—বিকসই সা। ১১ শাস্ত্রীর পূর্বপাঠ—কালৈ।

সরল বঙ্গানুবাদ—যাহা মনগোএর তাহার জন্ত বাইরের ছটকটানি
(চঞ্চলতা), [তাহার জন্ত] আগম-পুঁথি ঘণ্টা [জপ-] মালা। বল কিসে সহজ
বলা যায়। কায়বাক্‌চিত্ত যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। বুখাই গুরু শিষ্টকে
উপদেশ দান করে। [যাহা] বাক্য পথের অতীত [তাহা] কি প্রকারে বলা
যায়। যতুই বলা যায় ততই ভুল প্রতিপন্ন হয়। গুরু বোবা শিষ্ট কাল।
কাহু বলেন, জিনবত্তি কেমন। যেমন কাল বোঝায় বোঝাকে।

টীকা : সহজানন্দে হুষ্ট কৃষ্ণাচার্য জ্যো মন ইত্যাদি পদে আনন্দের স্বরূপ প্রতিপাদন করেছেন। যা কিছু মনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত [সে] সকলই বিকল্প। আগম মন্ত্র শাস্ত্রাদি জ্ঞান সকলই তদ্রূপ। তাই বলা হয়েছে—আগম বেদ পুরাণ ইত্যাদি।

ঋবপদের দ্বারা সহজানন্দের দুর্লভত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অতএব বেদ কিভাবে সহজানন্তরজ্ঞানের কথা বলতে সক্ষম। [দেহযোগী ভিন্ন] অগ্র মানুখ কায়বাকচিন্তে সহজে প্রবেশ কবতে পারে না। তিলোপাদও তাই বলেন—স্বসংবেদনের তত্ত্বফল (ফলশ্রুতি), তিলোপা বলেন—যা মনোগোচর হয়েছে তা পরমাখ্য প্রাপ্ত হয় না।

দ্বিতীয় পদে তত্ত্বস্বরূপের কথা বলা হয়েছে। অলম ইত্যাদি পদে। বুখাই গুরু শিষ্যকে নিফল উপদেশ দান করেন। যা সহজ তা কথা দ্বারা বোঝা যায় না। সেই হেতু গুরু কি করে তাঁর বক্তব্য রাখবেন। সরহপাদও তাই বলেন—গুরু বাক্য দ্বারা তা বলে না ইত্যাদি।

তৃতীয় পদে সেই অর্থই দৃঢ় করা হচ্ছে। তেজই ইত্যাদি। সেই ভগবতি-মাত্র-গতি দ্বারা যে সহজ কথা বলা হয় সে সবই অচিরস্থায়ী ও অসংরূপ, রূপহীন। যিনি বজ্রগুরু তিনিও এই ধর্মে বচন-দরিদ্র (স্বল্পবাক) রূপে যুক্ত। তাঁর শিষ্যও কিছু না বলা হেতু কিছু শুনেতে পান না।

অতএব সেই বধিরও এই গম্ভীর ধর্মে মতি (বুদ্ধি) প্রতিপাদন করেন। ভণই ইত্যাদি। কৃষ্ণাচার্য বলেছেন—জিনরত্ন কেমন। অন্তর-স্বথ-রতিকে বিস্তার করে এমন চতুর্থানন্দ রত্নকে বুঝতে হবে। যেমন বধির সংকেত প্রভৃতি দ্বারা মূককে সংবোধিত করে সেইরকম দূরে অবস্থান ক'বে সঙ্গুরু শিষ্যের মধ্যে রতি প্রভাবে মহাস্বথ বিস্তার করেন। দউড়িপাদও তাই বলেছেন—অদূরে দূরে ইত্যাদি পদে।

॥ রাগ কহুগুঞ্জরী^১ ॥ ভুস্কুপাদানাম্ ॥

আইএ অণুঅনা এ^২ জগরে ভাংতিএ^৩ সো পড়িহাই ।
 রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে^৪ কি তাক বোড়ো খাই ॥ ধ্রু ॥
 অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহা^৫ ।
 আইস^৬ সভাবেঁ জই জগ বুঝসি তুটই বাসনা তোরা ॥ ধ্রু ॥
 মরুমরীচি গন্ধ নঅরী^৭ দাপণ পতিবিষু^৮ জইসা ।
 বাতাবোঁ সো দূঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥
 বাক্সিআ জিম কেলি করই খেলই বছবিহ খেলা^৯ ।
 বালুআ তেলৈঁ সসরসিংগে আকাশ ফুলিলা ॥ ধ্রু ॥
 রাউতু ভণই কট ভুস্কু ভণই কট সঅলা আইস সহাব^{১০} ।
 জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভাস্তী পুচ্ছতু সদগুরু পাব ॥^{১১} ধ্রু ॥

১ কহু—গুঞ্জরী । ২ বাগচী—অণুঅণাএ^৩ । বাগচী—ভক্তিএ^৪ । ৪ টাঁকা—সন্তোহন—সাঁচে ।
 সেন—ধারে কি ক বোড়ো খাই । বাগচী—সাঁচে কি ত বোড়ো খাই । ৫ সেনের পরিবর্তিত
 পাঠ—‘লোহা’ অর্থহীন । ৬ বাগচী—আইস । ৭ সেনের পরিবর্তিত পাঠ—গন্ধ [ব] নইরী ।
 ৮ মূল—দাপতিবিষু । ৯ মূল—খেড়া । ১০ বাগচী—সহাবা । ১১ বাগচী—পাবা ।

সরল বঙ্গানুবাদ—আদিতে অমৃতপন্ন (‘আদৌ উৎপন্ন হয় নাই’) এ জগৎ
 ভ্রান্তিতে তা প্রতিভাত হয় । রজ্জুমূৰ্প দেখিয়া যে চমকায় তাহাকে কি সভ্যই
 বোড়া সাপে খায় । মূৰ্খযোগি ! হাত লবণাক্ত করিও না । জগৎকে যদি ঈদৃশ
 স্বভাবে (মোহমুক্ত দৃষ্টিতে) বুঝিতে পারিস [তবেই] তোমার বাসনা টুটিয়া
 যাইবে । মরু-মরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেমন । বায়ুর আবর্তে হৃদয়
 হওয়া জলে পাথর যেমন । (বাতাবর্তে সে জল যেমন দূঢ় হইয়া প্রস্তররূপে

প্রতিভাত হয়)। বক্ষ্যার পুত্র যেমন খেলা করে, বহুবিধ খেলা খেলে। বালুকা তেল, শশকশৃঙ্গ, আকাশকুহুম যেমন অসম্ভাব্য; ভুস্কু-রাউত বলেন, সকলই এইরূপ স্বভাব। মূঢ় যদি তোর ভ্রান্তি থাকে সঙ্গুর পদতলে জিজ্ঞাসা কর।

টীকা : সহজানন্দে হৃষ্ট ভুস্কু-পা সেই অর্থই প্রতিপাদন করছেন আই ইত্যাদি পদে। এই জগৎ আদিতে অন্তঃপন্ন-ভাবহেতু পরমার্থজ্ঞ দ্বারা ইহা অবগত হয়। সেই হেতু ওই সকল বিষয়ে অগ্রথা ভাব হয় না। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

আদিতে সর্বধর্মের অন্তঃপন্ন হেতু অকার মুখ্য।

অনন্তর ভ্রান্তিবশতঃ বিচাররূপ অন্ধকার দৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য হে বালযোগি নীল পীত রূপে সেই ভাব প্রতিভাসিত হয়। তাই আচার্য নিদন্তকও বলেছেন—

অন্ধকারাচ্ছন্ন জন কর্তৃক কেশগুচ্ছ যেমন আকাশে দেখা যায় সেইরূপ আলোকাদি দোষেও বালযোগীদের দ্বারা ভাববিকল্পতা প্রাপ্ত হয়।

রজ্জুকে সর্পজ্ঞান ক’রে যে ভীত তাকে রাজমাণ কি সতাই দংশন করে।

ঋষপদের দ্বারা পথের স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে। অকট ইত্যাদি। আশ্চর্য ওহে বালযোগি, এখানে হস্তামর্শ করো না। এইরূপ স্বভাবের দ্বারা যদি জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করো তাহলে তোমার অনাদি-ভব-বিকল্প-বাসনা-দোষরাশি পলায়ন করে।

দ্বিতীয় পদে সেই অর্থই সংবৃদ্ধি দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে। মকুমরাচি ইত্যাদি পদে। মৃগতৃষ্ণা (মরীচিকা) গন্ধর্বনগর দর্শন প্রভৃতি ভাবের প্রতিভাস-মাত্র যোগিবর দেখেন। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—যেমন পাঁচ রকম মায়া সেই রকম স্বপ্ন অন্তর্গত ভাব সৃষ্টি করে।

এ সবই অবিজ্ঞাবাসনা দোষহেতু বালযোগীর নিকট মিথ্যা বিকল্প [রূপে প্রতিভাত হয়]। যেমন বাতাসের দ্বারা জলও প্রস্তরের গ্রায় মনে হয়। সেইরূপ যোগীশ্রের দ্বারা ভাব সমূহ বুঝতে হবে। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—বাসনায় সংশ্লিষ্ট শূণ্যতাই ভাবরূপ ধারণ ক’রে জলবাতাসের আবেতে দৃঢ় হয়ে কঠিন উপলথওে পরিণত হয়।

তৃতীয় পদে অত্যন্তাভাবের কথা সূচিত হয়েছে। বাক্সি ইত্যাদি পদে। ভগবতী নৈরাখ্যা বক্ষ্যা, তার পুত্র পরমার্থ সত্য বালুকা তৈলের তুল্য। শশকশৃঙ্গ

উপমার দ্বারা তার অমূল্য স্বভাব সূচিত হয়েছে। সেই পরমার্থ সত্য পঞ্চজ্ঞানাত্মক মহাস্বথ উপলব্ধ করেছে। সেই পরমার্থ সত্য জগতে নানা প্রকারে ক্রীড়ারস অন্তর্ভব করে। স্মৃতিকেও তাই উক্ত হয়েছে—

পঞ্চবুদ্ধি (বুদ্ধ) যুক্ত সমস্ত জগতে.....ইত্যাদি।

চতুর্থ পদে ভাব-পরিণতকির কথা বলা হয়েছে। ভূম্বু ইত্যাদি। ভূম্বু পাদ বলছেন—ভাব নামে এইরূপ আমার দ্বারা নিশ্চিত কথিত হয়েছে। ওহে বালযোগি, [এখনও] যদি তোমার এ বিষয়ে ভ্রান্তি থাকে তাহলে সঙ্গুপ্তর আরাধনা কর।

॥ রাগ কামোদ ॥ কাহুপাদতায় ॥

চিঅ সহজে শূণ সম্পূর্ণা ।

কান্ধ^১ বিয়োএ^২ মা হোহি বিসন্না ॥ ধ্রু ॥

ভণ কইসে কাহু^২ নাহি ।

ফুরই^৩ অনুদিন^৪ তৈলোএ পমাই^৫ ॥ ধ্রু ॥

মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর ।

ভাঙ্গতরঙ্গ^৬ কি সোষই সাঅর^৭ ॥ ধ্রু ॥

মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই ।

দুধ মাঝে লড় অচ্ছন্তে ন^৮ দেখই ॥ ধ্রু ॥

ভব জাই ৭ আবই এথু^৯ কোই ।

অইস^{১০} ভাবে বিলসই কাহিল জোই ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—কান্ধ । ২ বাগটী—কাহু । ৩ ফুরই । টীকা—ক্ষুরতি । ৪ মূলে ‘অনুদিন’ এর ‘ণ’-এর উপরে একটি শূণ্য আছে । তদনুসারে সেনের প্রথম পাঠ—অনুদিনং । পরিবর্তিত—অনুদিন । ৫ বাগটী—সমাই । ৬ ভাগতরঙ্গ । টীকা—ভগ্নতরঙ্গ । ৭ মূল—সারঅর । টীকা—সাগরং শোষণতীতি । ৮ মূল—এচ্ছন্তে । ত্রিবতী অনুবাদ অনুসারে—অচ্ছন্তে ন । ৯ শাস্ত্রীয় পুৰাতন পাঠ—এথু । সেনের পরিবর্তিত পাঠ—এথু । ১০ আইস ।

সরল বঙ্গানুবাদ—চিত্ত স্বভাবতই শূণ্যতায় সম্পূর্ণ । পঞ্চকক্ষীয়ক দেহের বিয়োগে বিষন্ন হইও না । বস কোথায় (কিসে) কাহু নাই । [তিনি] ত্রৈলোক্যে প্রবেশ (প্রমাণ) করিয়া অনুদিন ক্ষুরিত হইতেছেন । দৃষ্ট বস্তুর নষ্ট দেখিয়া মূঢ় কাতর । তরঙ্গ ভঙ্গ কি সাগর শোষণ করে । মূঢ় (মূর্খ ব্যক্তির) প্রত্যক্ষ করে না ; দুধের মধ্যে বিজ্ঞমান স্নেহপদার্থ যেমন দেখা যায় না । [এই]

ভব (সংসার) হইতে কেহ যায় না কেহ আসেও না । এইভাবে (নির্দিষ্ট ভাবে) কাহিল যোগী বিলাস করেন ।

টীকা : জানামত পানে পরিতৃপ্ত (পরিতুষ্ট) কৃষ্ণাচার্য্যপাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন চিঅ ইত্যাদি পদে । সহজের দ্বারা ইত্যাদি । প্রকৃতি স্বরূপ [উপলব্ধি] হেতু সর্বদাই ষোড়শী-শূন্যতার দ্বারা আমার এই চিত্তরাজ পরিপূরিত (পূর্ণ হয়েছে) । অতএব স্বক্কবিয়োগহেতু (ইত্যাদি) । ওহে জনগণ, তোমরা আমার স্বক্কের (দেহ) অভাব (নিপাত) হেতু (দুঃখ ক'রো না) বিষন্ন হ'য়ো না । হেবজ্ঞেও তাই বলা হয়েছে—স্বক্কের অভাব পরম [সত্য] ইত্যাদি ।

ঋষপদের দ্বারা নিজের স্বরূপ প্রতিপাদন ক'রে (কৃষ্ণাচার্য্য পাদ) বলছেন—ওহে বালযোগি ! বলো কৃষ্ণাচার্য্য কোথায় না বিরাজ করছেন ; তাকে জৈলোক্যে স্বরূপভাবে চিন্তা করা কর্তব্য । তিনি প্রতিদিন বিকাশলাভ করেন এবং পরমার্থ-সমুদ্রে ক্রীড়া করেন । আগমেও তাই বলা হয়েছে—

যেমন স্বচ্ছ নদী-জল থেকে মাছ দ্রুত উপরে ওঠে ।

তেমনি স্বচ্ছ সর্বশূন্যতা থেকে মায়াজাল উদ্ভিত হয় ॥

দ্বিতীয় পদে দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই অর্থ বিশেষভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে । মূঢ়া ইত্যাদি । যেভাবে নীল পীত প্রভৃতি বর্ণ-সংস্থান সেই ভাবের ভয়তা দেখে মূর্থ কেন কাতর হয় । সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ কি সাগর গুণে ফেলে ।

তৃতীয় পদে পরিনিপ্পন্নতার কথা বলা হয়েছে । ভব জাই ৭ ইত্যাদি । সঙ্গুগুর [পদ-] পঙ্কজরজ গ্রহণ করে না ইত্যাদি অর্থ । স্বভাবপরিজ্ঞানের দ্বারা কৃষ্ণাচার্য্য পাদ এই পৃথিবীতে বিন্দু করেন বা ক্রীড়া করেন ।

॥ ৪৩ ॥

॥ রাগ-বঙ্গাল ॥ ভুস্কু পাদানাম্ ॥

সহজ মহাতরু ফরিঅ^১ এ তেলোএ ।

খসম সভাবে রে বাণ মুকা^২ কোএ ॥ ধ্রু ॥

জিম জলে পানিআ টলিআ ভেড়^৩ ন জাত ।

তিম মণরঅনা^৪ রে সমরসে গঅন সমাঅ ॥ ধ্রু ॥

জাসু নাহি অশ্না তাসু পরেলা কাহি ।

আই-অনুঅণা রে জাম মরণ ভব^৫ নাহি ॥ ধ্রু ॥

ভুস্কু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব ।

জাই ৭ আবই রে ৭ তহি^৬ ভাবাভাব ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—ফরিভা ; বাগটী—ফরিঅএ । ২ মূল—বাণতকা ; বাগটী—বাণত মুকা । ৩ মূল—ভেড় ; বাগটী—ভেউ । ৪ মূল—মরণ অ-অনা । ৫ শাস্ত্রী বাগটী—ভাব ।

সরল বঙ্গানুবাদ—সহজ রূপ মহাতরু ত্রিলোকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) হইয়াছে । খসম স্বভাবে (গগনোপম স্বভাবে) রে কে মুক্ত নয় । যেমন জলে জল টলিয়া পড়িলে (মিশিয়া গেলে) ভেদ (স্বতন্ত্র) করা যায় না । তেমনি মনোরত্ন সমরসে গগনে প্রবেশ করে । যাহার আত্মবোধ নাই তাহার পর কোথায় । অসদিতেই অমৃতপত্র রে জন্ম মৃত্যু ভব নাই । ভুস্কু বলেন, আশ্চর্য ! রাউতু বলেন, আশ্চর্য ! সকলই এই স্বভাব । (গমনাগমনবিহীন) যায় না আসেও না তার ভাব-অভাব (রূপ-বিকল্প অথবা ভেদ-বুদ্ধি) নাই ।

টীকা : সহজানন্দ রসের মন্ততায় আনন্দিত ভুস্কু পাদ সেই অর্থই প্রকাশ করছেন । সহজ ইত্যাদি । গুরুর চরণরেণুর প্রভাবে (প্রসঙ্গে) বক্তৃপদ্য সংযোগে স্বাধিকার বীজ গ্রহণ করে যোগীশ্বরের সহজচিত্ত স্ফুরিত হচ্ছে ত্রিলোক ব্যাপ্ত ক'রে ।

এইরূপ শ্রুতাময় স্তব্ধতাবের দ্বারা ত্রিলোকে কোন্ বিধান না মুক্ত হয়।
দ্বিকল্পেও তাই উক্ত হয়েছে—

ব্যাপ্যব্যাপকরূপে স্তব্ধের দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত। এই পদের পরের পদটি
প্রবপদ বৃত্তান্তে হবে।

দ্বিতীয় পদে দৃষ্টান্ত উপমার দ্বারা সেই অর্থ দৃঢ় করেছেন—জিম জলে ইত্যাদি।
বাইরের জল অত্র জলে পতন ভেদের বিষয় যেমন পণ্ডিতদের দ্বারা জানা যায় না;
তেমনি যোগীশ্রের মনরূপ বোধিচিন্তরত্ন শ্রুততার সঙ্গে প্রভাস্বরে এমনভাবে মিলিত
হয় যে সেখানে তার জ্ঞান উপলব্ধি থাকে না। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—

যেমন জলে জল গন্ত থাকে তেমনি জ্ঞানচক্র স্থিতিশীল।

তৃতীয় পদে ভাব-স্বরূপের কথা বলা হয়েছে জাহ্নু নাই ইত্যাদি। যে যোগীর
আত্মীয় সম্বন্ধ বা পরসম্বন্ধ থাকে না সে ইতরতরের মতো অবস্থান করে। যে
ভাব আদৌ উৎপন্ন হয় নাই তার উৎপত্তি স্থিতি লয় সিদ্ধপুরুষ দেখে না।
আগমেও তাই বলা হয়েছে—

যা জন্মায় নাই মরেও নাই, যার রূপ নেই যে অ-রূপও নয়, সে না সংসারে
না নির্বাণে অবস্থান করে। সেইহেতু সে ন-কার (অস্তিত্বহীন, নেতিবাচক-)
রূপে স্ফুটিত হয়।

চতুর্থ পদে ভাব-স্বরূপের কথা বলা হয়েছে। ভূস্বকু ভগই ইত্যাদি। ভূস্বকু-
পাদ বাট অর্থে পূর্বোক্ত অর্থও বসেছেন। সকল ভাবের এই স্বরূপ। গন্তীর
সহজানন্দ অল্পভব হেতু ভাবাভাব বাক্য পরিহার করে কোন যোগী জিনসংসার
আগারে যাওয়া আসা দেখেন না। সরহপাদও তাই বলেছেন—

গন্তীর অই উঅান্ ম উপরণো অপ্যাণ।

সহজানন্দ চউজ্জহ লুনিঅ সংবেঅণ জাণ ॥

॥ রাগ-মল্লারী ॥ কঙ্কণ^১ পাদাবাম্ ॥

শূনে শুন মিলিআ জবেঁ ।

সঅল ধাম উইআ তবেঁ ॥ ধ্রু ॥

আচ্ছুহু^২ চউথণ সংবোহী ।

মাঝ নিরোহেঁ^৩ অগুঅর^৪ বোহী ॥ ধ্রু ॥

বিন্দুণাদ^৫ ৭ হিএঁ পইঠা ।

আন^৬ চাহন্তে আগ বিনঠা ॥ ধ্রু ॥

জথ^৭ আইলৈসি তথা জান ।^৮

মাঝ^৮ থাকী সঅল বিহাণ ॥ ধ্রু ॥

ভগই কঙ্কণ কলঅল সাদেঁ ।^৯

সর্ব বিচুরিল^{১০} তথতা নাদেঁ ॥ ধ্রু ॥

১ মূল--কোঁকণ । ২ আচ্ছহ । ৩ নিরোহ--বাগচী । ৪ বাগচী--অগুত্তর । ৫ মূল--
বিন্দুণাদ । ৬ মূল--অন ; বাগচী--অন । ৭ মূল--জানী--অন্ত্যামিলের পরিপন্থী । ৮ মূল ও
শাস্ত্রী--মাসং ; বাগচী--মাঝ । ৯ বাগচী--কলঅল সাদেঁ ; সেন--প্রথম পাঠ--কলএল-
সাদেঁ ; পরিবর্তিত পাঠ--কল এল-সাদেঁ । ১০ বাগচী--সর্ব বি হুনিল ; শাস্ত্রীর প্রথম
পাঠ--বিচ্ছরিল তথতা নাদেঁ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—শূনের সঙ্গে শূন্থ যখন মিলিত হয় সকল ধর্ম তখন উদ্ভিত
হয় । চতুঃকণ সংবোধে আছি । মাঝ-নিরোধে অল্পতরবোধি [লাভ করিলাম]
বিন্দুণাদ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় নাই । অল্প চাহিতে আর এক (অল্প) বিনষ্ট হইয়াছে !
যে স্থান হইতে আসিয়াছ তথায় [যাইয়া] জান । মধ্যে থাকিয়া সকল বিধান
[হয়] । কঙ্কণ বলেন, কলকলানি গলায় (উচ্চৈশ্বরে), তথতা নাদের দ্বারা সকল
চূর্ণ হইল ।

টীকা : পরম করুণারস পানে আনন্দিত সিদ্ধাচার্য কল্প শব্দান্তরে সেই অর্থই ব্যাখ্যা করেছেন। স্নেহ ইত্যাদি। তৃতীয়-স্বাধিষ্ঠান-শৃঙ্খল বজ্রগুরু অধিষ্ঠান হেতু চতুর্থপদ শৃঙ্খলা যখন স্বয়ং মিলিত হয় সেই সঙ্ক্ষিপ্তে সর্বধর্ম—এই যুগলক ফলোদয় হয়ে থাকে।

ঐবপদের দ্বারা সেই অর্থই কথিত হচ্ছে। চউৎপ অর্থে বিচিত্র পরদর্শন হেতু চতুর্থানন্দকে জাগ্রত ক'রে আমি অবস্থান করছি। এখানে মধ্যমা-নিরোধ অর্থে সপ্ত-প্রকৃতি-দোষ অ-সমাধিমল মূলে থাকায় অল্পতর-বোধি লাভ করা হয়। দিক্সেও তাই বলা হয়েছে—সে বিষয়ে আনন্দ জন্মায় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। নাদ অর্থে দীর্ঘ হংকার অনন্তো-পায়-গ্রাহক জ্ঞান-বিকল্প হচ্ছে বিন্দু। প্রজ্ঞাগ্রাহ জ্ঞানবিকল্প হ'লো নাদ—এই উভয় বিকল্প [হেতু] সেই সময়ে আমি পরিত্যাগ করেছি। অতঃপর সর্বধর্ম অল্পপলক দেখে আমার চিত্তের জাগরণ লোপ পেয়েছে।

তৃতীয় পদে সংবৃতি-বোধিচিত্তের বিকাশের কথা বলা হয়েছে। যথা ইত্যাদি। প্রথমে যেহেতু বোধিচিত্ত থেকে তুমি উৎপন্ন হয়েছ সেই সময়ে নিজ বোধিচিত্তে চক্ষুরূপ বিষয়-বিকল্প বিরহিত হওয়ায় যাহা চতুর্থ সূত্র সংবেদনের রূপ তাহা জানো। সরহপাদও তাই বলেছেন—

যে দৃষ্ট (দৃঢ়) চিত্ত অবলোকন ক'রে করুণা এবং শৃঙ্খতার সমরস হয়।

ইন্দ্রিয়-বিষয় ও করুণা-শৃঙ্খতার মিলন সন্ধি কি করে বোঝা যায় ॥

চতুর্থ পদে স্বকীয় প্রভাব প্রতিপাদন করা হচ্ছে। ভগ্নই ইত্যাদি। সিদ্ধাচার্য করুণপাদ বলেন, বালযোগীদের সাকার-নিরাকার-আদি বিতর্ক সমতথতানাদহেতু ভগ্ন হয়েছে। আগমেও তাই বলা হয়েছে—শৃঙ্খতারূপ সিংহের গর্জনে সমস্ত শত্রু ভীত হয়।

॥ ৪৫ ॥

॥ রাগ-মল্লারী ॥ কাঙ্ক্ষুপাদাতাম্ ॥

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তস্মু সাহা ।

আসা বহল পাত ফল বাহা^১ ॥ ধ্রু ॥

বর গুরু বঅণ^২ কুঠারে^৩ ছিজঅ ।

কাহু ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ॥ ধ্রু ॥

বাটই^৪ সো তরু সুভাসুভ পানী ।

ছেবই বিহুজন গুরু পরিমাণী ॥ ধ্রু ॥

জো তরু ছেব ভেবউ ন জাণই ।^৪

সড়ি পড়িআ রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥ ধ্রু ॥

সুণ তরুবর গঅণ কুঠার ।

ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ॥ ধ্রু ॥

১ সেন—পাতহ বাহা ; শাস্ত্রী—পাত ফলাহা । ২ বাগচী—বঅণে ; শাস্ত্রী—বঅণে ।

৩ 'বাটই' পাঠ ভ্রান্ত । ৪ বাগচী—ছেবই ভেউ ন জাণই ।

সরল বঙ্গানুবাদ—মনরূপ তরু ; পঞ্চইন্দ্রিয় তার শাখা । আশা বহল পত্র ফল বহন করে । সদৃশগুরুর বচনরূপ কুঠারে ছেদন কর । কাহু বলেন, তরু পুনরায় যেন উৎপন্ন না হয় । শুভাশুভ জলে সে তরু বৃদ্ধি হয় । বিদ্বৎজন [তাহাকে] ছিন্ন করে গুরু উপদেশে (প্রমাণে) । যে তরু ছেদন ও ভেদ করিতে জানে না ষড়্গতিতে পতিত হইয়া মূর্খ তাহার ভাব [চক্র] মানিয়া লয় । শূণ্য তরুবর, গগন কুঠার । সেই তরুর ডাল নয় মূল ছেদন কর ।

টীকা : পরমানন্দে আনন্দিত কৃষ্ণাচার্য সেই অর্থই প্রতিপাদন করছেন মনতরু ইত্যাদি পদে । অনাদি ভব-বাসনারূপ পল্লব আশ্রয় হেতু কৃষ্ণাচার্য পাদ

নিজ চিত্তকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করছেন। সেই চিত্ততরুর শাখা হলো পঞ্চেন্দ্রিয় এবং আশা (বাসনা) তার বহুসপত্র ও ফল।

বরগুরু ইত্যাদি ধ্রুবপদে তার অমৃতংগম্বু সূচিত করা হচ্ছে। কৃষ্ণাচার্য বলেন, শ্রেষ্ঠ গুরুর বচনরূপ কুঠারের দ্বারা তার বাসনা ছেদন কর। চিত্ততরুর সেই বাসনা যেন ভূমিতে পুনরায় উৎপন্ন না হয়। দ্বিকল্পেও তাই বলা হয়েছে—অগ্রথা হলে বুদ্ধত্ব লাভ হয় না ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদে গুরুর বচনের প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে বাটাই ইত্যাদি। সেই চিত্ততরু নিজের শুভ অশুভ রূপ জল গ্রহণ ক'রে নিজ মনরূপ সংসারভূমিতে বর্ধিত হয়। অতএব শ্রীগুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে এবং তার বচন অমৃতভব ক'রে বিধান যোগীজ্ঞগণ তাদের চিত্তবৃক্ষ ছেদন করেন।

তৃতীয় পদে অসম্প্রদায় (সম্প্রদায় বহির্ভূত) যোগীদের সংসার আসক্তির কথা বলা হয়েছে। যে সকল বালযোগী চিত্তবৃক্ষ ছেদন বা নিঃস্বভাবীকরণ জানে না তারা সংসারের দুঃখরূপ সমুদ্রে শীঘ্র পতিত হয় পুনরায় সেইখানেই সংসার বন্ধন গ্রহণ করে এবং যোক্ষমার্গের [সন্ধান] জানতে পারে না।

চতুর্থ পদে মার্গের কথা বলা হয়েছে। স্নান তরুবর ইত্যাদি। হে বাল-যোগিগণ! সেইহেতু অবিচাররূপ শৃঙ্খলতরুর প্রকৃতি-প্রভাস্বর কুঠারের দ্বারা গুরু সম্প্রদায়ের ইচ্ছায় সেই বৃক্ষের ডাল ছেদন কর; যেন পুনরায় ইন্দ্রিয়াধীশ না হয়।

॥ রাগ শবরী ॥ জয়নন্দী পাদাতায় ॥

পেখু^১ সুঅণে অদশে^২ জইসা ।
 অন্তরালে মোহ তইসা ॥ ধ্রু ॥
 মোহ^৩ বিমুক্তা জই মণা ।^৪
 তবে^৫ তুটই^৬ অবণাগমণা ॥ ধ্রু ॥
 ন উ^৭ দাটই^৮ ন উ^৯ তিমই ন চিহ্নজই ।
 পেখ লোঅ^{১০} মোহে বলি বলি বাঝই ॥ ধ্রু ॥
 ছাআ^{১১} মাআ কাঅ সমাণা ।
 বেণি পার্থে সোই বিণাণা^{১২} ॥ ধ্রু ॥
 চিঅ তথতাস্বভাবে বোহই ।^{১৩}
 ভণই জঅনন্দি ফুড়ণ ৭^{১৪} হোই ॥ ধ্রু ॥

১ টীকা—পেখই । ২ সেন—অদশ ; বাগটী—অদশ । ৩ মূল—মোহ ; টীকা অহুসারে—
 মোহ । ৪ মূল—মাণা ; টীকা—মণা । ৫ বাগটী—তুটই । ৬ টীকা—নো । ৭ দাটই ।
 ৮ নো । ৯ মূল—মোঅ ; টীকা—মাআ । ১০ সেন—ছাঅ । ১১ মূল—বিণা ; সেনের
 পরিবর্তিত—বি [না] ১২ সেন—পথম পাঠ—মোহিঅ ; সেন পরিবর্তিত—মোহিঅ (মুদ্রণ-
 প্রমাদ কি না কে জানে) বাগটী—সোহই । ১৩ মূল—ফুড় অণ ৭ ; বাগটী—ফুড় অণ ৭ ;
 সেন—ফুড় অণ ৭ ; শহীদুল্লা—ফুড় অণ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—স্বপ্নে যেমন অদশ (আদর্শ, ভবসংসার) দৃষ্ট হয় ; মোহ
 সেইরূপ অন্তরালে । মন যদি মোহ বিমুক্ত হয় ; তবে [তবে] আনাগোনা টুটিয়া
 যাইবে । উহা দৃষ্ট হয় না, ভিজে না, ছিন্ন হয় না । লোকে দেখে [তথাপি]
 ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোহে বদ্ধ হয় । ছায়া মায়া কায়া সমান (অভিন্ন) ; পক্ষাপক্ষহীন
 জ্ঞানই বিজ্ঞান । তথতা স্বভাবে চিত্ত শোধন কর, জয়নন্দি বলেন, [অন্তর্ধাম]
 ক্ষুরণ হয় না ।

টীকা: পরম-করুণা অর্জনের নিমিত্ত সেই অর্থবোধ লাভে ইচ্ছুক জয়নন্দি-পাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করেছেন পেথই ইত্যাদি পদে। স্বপ্নে যেমন নিজের প্রতিভাস হয় এবং দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায় সেই রকম ভববিজ্ঞানকে অন্তরের অন্তমহলে দেখে। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—যেমন জলমধ্যে [প্রতিবিম্বিত] চন্দ্র প্রকৃত চন্দ্র নয় ইত্যাদি।

ওহে, পথ-না-জানা [বালযোগী] ! যদি তুমি বিজ্ঞান-সংক্রমণ কালেও (যোগ বিজ্ঞান আয়ত্ত্বকালে) সঙ্গুরু বচনরূপ পথ অনুসরণ ক'রে নিজ চিত্ত মোহ বিমুক্ত কর তাহলে সংসারে জন্মমৃত্যুরূপ যাতায়াত দূর হবে। স্তবরাং কেন বৃথা নিজের আত্মাকে ভুল (মিথ্যা) পথে পরিচালিত ক'রে নিফল করছ। ভুঙ্কুপাদও তাই বলেছেন—ক্লেশবিষয় প্রভৃতিতে।

দ্বিতীয় পদে পরমাত্ম-চিন্তের স্বরূপ কথিত হয়েছে। নো দাট ইত্যাদি পদে। সঙ্গুরুর চরণ-পঙ্কজরেণুর প্রসঙ্গতা (প্রাপ্তি) হেতু এই সংসার-আসক্ত মন যদি মোহমুক্ত হয় তবে তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না; জলে প্রাবিত হয় না; শস্ত্রে ছেদন করতে পারা যায় না। পরমার্থচিন্তের অন্তঃকরণ মহাহুথরসে মত্ত থাকে এইরূপ দেখেও মূর্খেরা মোহে পতিত হয়ে সংসারে আবদ্ধ (বদ্ধ) হয়। বহিঃশাস্ত্রেও তাই বলা হয়েছে—

অজ্ঞান মানুষ পুণ্য প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে পাপ পর্ষায়ের বিষয় সকল আচরণ করে; ইহাই আশ্চর্য যে, মহুশ্যালোকে দেখা যায় মানুষেরা ক্ষীর পরিত্যাগ ক'রে বিষ পান করছে।

তৃতীয় পদে পরমার্থ সত্যের লক্ষণ বলা হয়েছে। ছায়া ইত্যাদি। পরমার্থবিদ যখন মোহমুক্ত হন; তখন তিনি জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা নিজ দেহকে ছায়া মাত্রা সমান দেখেন। তিনি সাকার নিরাকার রূপে পক্ষ অপক্ষের উৎপত্তীহেতুকরূপ শূণ্যতায় বিলীন হওয়াই পরমার্থ সত্য—এটা বুঝতে পারেন। সরহপাদও তাই বলেছেন—মহামায়াদেবী ইত্যাদি পদে।

চতুর্থ পদে চিন্তকলের স্বরূপ বলা হয়েছে। তথা ইত্যাদি। প্রজ্ঞাপারমিতা (র্থ) রূপ মহারস দ্বারা পণ্ডিতগণ যদি চিন্তের বাসনা দোষের বিস্তৃক্তি ঘটান তবে জয়নন্দি পাদ বলেন যে—চিন্তে অগ্রথা ভাব হয় না; (চিন্তা বিচলিত হয় না)। যা তথ্যতার দ্বারা বিস্তৃত তাই অপূর বা শ্রেষ্ঠ হয়। দ্বিকল্পরাজেও তাই বলা হয়েছে—সমস্ত বস্তুর বিস্তৃক্তিতা নিশ্চয়ই তথ্যতা-শক্তি-লক্ষ।

॥ রাগ-গুঞ্জরী^১ ॥ ধাম পাদতাম্ ॥

কমল কুলিশ মাঝে^২ ভই ম^৩ মিসলী^৪ ।

সমতা জোএ^৫ জলিঅ^৬ চণ্ডালী ॥ ধ্রু ॥

ডাহ ডোহী ঘরে লাগেলি আগি ।

সসহর^৭ লই সিঞ্চহু^৮ পাণী ॥ ধ্রু ॥

ন উ খর জালা ধূম ন দিশই ।

মেরুশিখর লই গঅণ পইসই ॥ ধ্রু ॥

দাঢ়ই^৯ হরিহর বান্ধা ভড়া^{১০} ।

ফীটা^{১১} হই নবগুণ শাসন পড়া* ॥ ধ্রু ॥

ভগই ধাম ফুড় লেহু রে^{১২} জাণী ।

পঞ্চনালে^{১৩} উঠি^{১৪} গেল পাণী ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—গুড়ুরী ; বাগচী—গুঞ্জরী । ২ শাস্ত্রী—ভইঅ । ৩ বাগচী—ভমই লেলী । ৪ বাগচী—জলিল । ৫ মূল—সহমলি ; টিকা—সসহর । ৬ মূল—সিঞ্চহু ; বাগচী—সিঞ্চহু । ৭ সেন—দাটই ; মূল—ফাটই ; বাগচী—বাঢ়ই । ৮ সেন—ভড়ারা ; সেন—ভ [ডারা] ; বাগচী—বান্ধা নাড়া । ৯ সেন—দাটা ; মূল—ফীটা ; বাগচী—বাঢ়ই । ১০ সেন—লেহু রে ; মূল—লেজুরে । ১১ সেন ও বাগচী—পঞ্চনালে । ১২ বাগচী—উঠে ; শাস্ত্রীর পরিবর্তিত পাঠ—উঠে ।

* বাগচী—শাসন পড়া ।

সরল বঙ্গানুবাদ—কমল ও বজ্রের মধ্যে আমি মিলিত হইলাম । সমতা-যোগে চণ্ডালী জলিল । ডোহীর দাছ ঘরে আগুন লাগিল । শশধর লইয়া জল সিঞ্চন কর । খরজালা নেই ধোঁয়া দেখা যায় না । সুমেরু শিখর লইয়া গগনে প্রবেশ করি । হরি হর ব্রহ্ম ভটজয় (ঠাকুর) দৃঢ় করিল । নবগুণ শাসন পট্ট

পুড়িয়া গেল (নষ্ট)। ধাম বলেন, স্পষ্ট করিয়া জানিয়া লইলাম। পঞ্চনাংলে পানী উঠিয়া গেল।

টীকা : পরম করুণা ও মৈত্রীভাব অন্তরে ধারণ ক'রে সিদ্ধাচার্য ধামপাদ সেই অর্থই নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করছেন কমলকুণিশ ইত্যাদি পদে। প্রজ্ঞা ও উপায়ের সম্মিলিত অবস্থায় সত্যাক্ষর মহাস্ব্থ, বাগরূপ বাতাসে নাভিতে অর্থাৎ নিমাণচক্রে আমার চণ্ডালী-শক্তি প্রজ্জ্বলিত।

যদি দোহ ইত্যাদি ধ্রুপদের দ্বারা সেই অর্থই বিশেষভাবে স্পষ্ট করা হচ্ছে। মহাস্ব্থরাগ দাহযুক্ত সেই অগ্নি পরিশুদ্ধঅবধূতিকা ভোম্বোর ঘরেও লেগেছে (লগ্ন হয়েছে)। সেই মহাস্ব্থ রাগ-অগ্নিতে আমার দ্বারা সমস্ত বিষয়াদি আশ্রয় দগ্ধ হয়েছে। শশধর বা চন্দ্র অর্থে বিলক্ষণ পরিশোধিত-বোধিচিত্ত। সৎগুরুর প্রশ্নমতায় বিলক্ষণ পরিশুদ্ধ সংব্রুতি গ্রহণ ক'রে সেই আগুন আমি নির্বাণ (নির্বাণ) করি। দ্বিকল্পেও তাই বলা হয়েছে—চণ্ডালী প্রজ্জ্বলিত হয়েছে [নাভিতে] ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদে জ্ঞানবহির স্বরূপ বলা হয়েছে নৌখর ইত্যাদি। বাইরের আগুনের যেমন তীব্র জ্বালা ইত্যাদি [অল্পভূত হয়] ধূমাদি পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানবহির ইহা দেখা যায় না। কিন্তু সে ভাবাভাব বিকল্প দগ্ধ ক'রে পূর্বোক্ত জ্ঞমেক শিখরাগ্রে গগনরূপ মহাস্ব্থচক্রে লীন হয়।

তৃতীয় পদে সেই অর্থই পুনরায় নির্দেশ করা হয়েছে। দাঁটই ইত্যাদি। ব্রাহ্ম সন্ধ্যা শব্দের দ্বারা বিট নাড়িকা বোঝানো হয়েছে; হরি অর্থে মূত্র নাড়ী; হর অর্থে শুক্র নাড়ী যা দগ্ধাভূত হয়েছে। এবগুণ অর্থে নয় পবন; নয় প্রকার প্রাণ-বায়ু; শাসন অর্থে চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে বলা হয়েছে। এই সকল দগ্ধ ক'রে এই রাগ অনল নিঃস্বভাবীত হলো (নির্বাণিত হয়ে গেল)। সরহ পাদও মনমর ইত্যাদি পদে সেই কথাই বলেছেন।

ধাম ইত্যাদি চতুর্থ পদে চতুর্থানন্দ প্রত্যয়ের কথা বলা হয়েছে। ধামপাদ বলেছেন—ওহে, পথের সন্ধান-না-জানা [যোগী], তুমি শ্রীগুরুর চরণোপায়ের দ্বারা বজ্রকমলের সম্যক সংযোগে পরিশুদ্ধ ক'রে অবস্থান কর।

উষে অঙ্গুলি তুলে কুঙ্করীপাদ বলেছেন—ওহে যোগি—এই-ই জৈলোক্য। কায়বাকচিন্তের আভাস দোষ মহাস্ব্থের দ্বারা জয় করা যায়। সরহপাদও তাই বলেছেন—ঘর-খাকতে বনে যেও না ইত্যাদি।

॥ রাগ-মল্লারী ॥ ভুস্কু পাদনাম্ ॥

বাজ-ণাব পাড়ী^১ পউআ খালে^২ বাহিউ ।
 অদঅ দঙ্গালে^৩ দেশ^৪ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
 আজি ভুস্কু^৫ বঙ্গালী ভইলী ।
 নিঅ ঘরিণী চণালী^৬ লেলী ॥ ধ্রু ॥
 দহিঅ পঞ্চ-পাটন^৭ ইংদি বিসআ ণঠা ।
 ৭ জানমি চিঅ মোর কহি^৮ গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
 সোণ রুঅ^৯ মোর কিম্পি ৭ থাকিউ ।
 নিঅ পরিবারে মহাসুহে^{১০} থাকিউ ॥ ধ্রু ॥
 চউকোড়ি ভণ্ডার^{১১} মোর লইআ সেস ।
 জীবন্তে মইলেন^{১২} নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥

১ বাগটী—রাজ নাব পাড়ী ; সেন—বাজ ণাব পাড়া । ২ বাগটী—পাল্লো ; আলো ;
 ৩ বাগটী—বঙ্গালে ; শাস্ত্রীর পরিবর্তিত—বঙ্গালে । ৪ শাস্ত্রী-বাগটী—ক্লেশ ; মূল—দেশ ।
 ৫ মূল—ভুস্কু ; টিকা—ভুস্কু । ৬ টিকা—চণালে ; বাগটী—চণালী । ৭ বাগটী—উহি জো
 পঞ্চপাটন ; টিকা—পঞ্চপাটন ; শাস্ত্রীয় প্রথম পাঠ—উহি জো পঞ্চপাট ণই দিবি সংজ্ঞা ণঠা ।
 ৮ মূল—সোণ তরুণ ; বাগটী—সোণত রুঅ । ৯ সেন—মহানেহে । ১০ বাগটী—ভাণ্ডার ।

সরল বঙ্গানুবাদ—বঙ্গনৌকা পাড়ী দিয়া পদ্মাথালে বাহিত হইল । নির্দয়
 দঙ্গাল (বা বঙ্গাল) দেশ লুট করিয়া লইল । আজ ভুস্কু [তুমি] বাঙ্গালী হইলে
 চণালীকে গৃহিণী রূপে গ্রহণ করিয়া (লইয়া) । পঞ্চপাটন দঙ্ক করিয়া ইন্দ্রিয় বিষয়
 সকল নষ্ট করিলাম । জানি না আমার চিত্ত কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট (হইল) ।
 সোনা রূপা কিছুই আমার থাকিল না । নিজ পরিবারে মহাসুখে থাকিলাম ।
 চৌ কোটি ভাণ্ডার আমার লইয়া শেষ করিয়াছে । [এখন] জীবন্ত ও মৃতের
 মধ্যে কোনো বিশেষ (পার্থক্য) নাই ।

টীকা : প্রজ্ঞাপারমিতা রূপ সমুদ্র মহনজাত অমৃত দ্বারা স্নাত সিদ্ধাচার্য ভূষকপাদ বঙ্গালিকা রূপকে সেই অর্থই প্রতিপাদন করছেন। প্রজ্ঞারূপ পদ্মের গভীর হ্রদে সঙ্গুর চরণোপায়ের দ্বারা প্রবেশ করা হয়েছে। সেখানে আনন্দাদি শব্দ ইত্যাদি অক্ষর স্তূথরূপ অদ্বয় বঙ্গালের দ্বারা বাহিত হচ্ছে; অভিন্নত্ব করা হচ্ছে। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

কোনো ক্রেশের বোধ হয় নাই এবং কোনো ক্রেশের উৎপত্তিও হয় নাই।
ব্রাহ্মবশতঃ ক্রেশের সংকল্প আসে। প্রকৃতি যে নির্মল তাও ব্রাহ্মিময়।

আজি ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা সেই অর্থই প্রকাশিত হচ্ছে। নিজেই নিজেই সন্মোহন করে বলেছেন—ওহে ভূষকপাদ, ধ্যান-পরিপক অবস্থার বিয়োগ হেতু আজ-ও তুমি বঙ্গালী হতে পারো নাই। যেহেতু নিজ গৃহিণী তোমার বায়ুরূপা অপরিপক্কা অবস্থতি; স্পর্শ প্রকৃতি প্রভাস্বরের দ্বারা চণ্ডাল কর্তৃক নীত হয়েছে।

দহিঅ ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে ভাব নিঃসঙ্গতার কথা বলা হয়েছে। সেই মহাস্থখ অনলের দ্বারা পঞ্চপাটন অর্থাৎ রূপাদি পঞ্চমুদ্রাশ্রিত অ-কারাদি অহংকার দগ্ধ হয়েছে; ইন্দ্রিয় বিষয়ও দগ্ধ হয়েছে। অতএব কল্পপরিহারহেতু স্বয়ং চিত্তরত্নকে আমি জানি না। সরহপাদও তাহ বলেছেন—যথাতথা ইত্যাদি পদে।

তৃতীয় পদে সোনা রূপা ইত্যাদি শব্দে সেই অর্থই নির্দেশ করা হয়েছে। সোনা অর্থে শূন্যতাগ্রহ; রূপা অর্থে ভাবগ্রহ। উভয়ই বিকল্প, স্বরূপ বিচারে কিছুই বিদ্যমান নাই। নিজ পরিবারে অর্থাৎ নির্বিকল্প পরিহারের দ্বারা মহাস্থখ রত্নে আমি নিমগ্ন হয়েছি। আগমেই তাই বলা হয়েছে—

যে জনতার মধ্যস্থিত প্রার্থীকে অতিন্দ্রে নিয়ে যায় তারা ধন্য। নিজেদের ভোগ বিষয়ে সংযত এবং দিব্যাত্ম ধ্যানে রত থাকেন যুগ আমি স্তূথাত্ম পদকে ধ্যান করতে করতে অনিশ (আলো বা দিন) দেখতে পাই না। সত্ত্বগুণ কামনা-কারী আমি পুনরায় অতিগ্রহণ করণারসে মগ্ন হই।

চটুকোটি ইত্যাদি চতুর্থ পদে অত্যন্তাভাবের কথা বলা হয়েছে। যার পর চতুকোটি বিচার ভাণ্ডার সেই অদ্বয় বঙ্গালের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। অতএব আমার জীবন মরণ ধ্যানাদি বিকল্প নাই। হেবজ্ঞেও তাই বলা হয়েছে—পিতার নিকট প্রাপ্ত যা তাই সুন্দর। ইত্যাদি।

॥ ৫০ ॥

॥ রাগ রামজ্ঞী ॥ শবর পাদাতাম্ ॥

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী^১ হিএ^২ কুরাড়ী ।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি^৩ জাগন্তে উপাড়ী^৪ ॥ ধ্রু ॥
ছাড়ু ছাড়ু মাআ মোহা বিষম ছন্দোলী ।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ-মেহেলী ॥ ধ্রু ॥
হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে^৫ সমতুলা ।
ষুকড় এবে^৬ রে কপাসু ফুটিলা ॥ ধ্রু ॥
তইলা বাড়ির পার্শের জোহা বাড়ী উএলা^৭ ।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিলা^৮ ॥ ধ্রু ॥
কঙ্গুচিনা^৯ পাকেলা রে শবরা শবরি মাতেলা ।
অণুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহে ভোলা^{১০} ॥ ধ্রু ॥
চারিবাসে গড়িলা রে^{১১} দিআ চঞ্চলী ।
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই শগুণ^{১২} শিআলী ॥ ধ্রু ॥
মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী ।
হের সে^{১৩} সবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিলি^{১৪} যবরালী^{১৫} ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—বাড়ী ; সেনের পরিবর্তিত পাঠ—বাড়ী ; টীকা—বাটিকা > বাড়ী । ৩ বাগটী—
বালিকা । ২ বাগটী—শাস্ত্রী—হেধে ; টীকা—জগন্নেতি—হিএ । ৪ সেন—সুবাড়ী ।
৫ বৃত্তি—খসম । ৬ মূল—এ সে বে ; বৃত্তি—ইদানীং । ৭ সেন—তাএলা । ৮ মূল—
ফুটিলা ; বাগটী—ফুলিখা । ৯ বাগটী—কঙ্গুরি ; শাস্ত্রী—কঙ্গুরি না । ১০ মূল—ভেলা ।
১১ বাগটী—চারিপার্সে ছাইলারে । ১২ সেন—কান্দ শগুণ । ১৩ শাস্ত্রী—হে রসে ।
১৪ বাগটী—ফিটিল । ১৫ সেন—অব পলী ; বাগটী—সবরালী ।

সরল বঙ্গানুবাদ—গগনে গগনে তৃতীয় বাটিকা হৃদয়ে কুঠার। কণ্ঠে নৈরামণি বালিকা জাগিয়া থাকিলে স্বরাহা। মায়্যা মোহ ভীষণ বন্দ্যযুক্ত [স্বভরাং] ছাড় ছাড়। শূণ্যতা কন্যাকে গ্রহণ করিয়া শবর মহাস্থখে বিলাস করেন। সেই আমার তৃতীয় বাটিকা দেখিতেছি খসমের সমতুল্য। চমৎকার এখন, ওরে, কাপাস ফুটিল। তৃতীয়-বাটিকার পার্শ্বে জ্যোৎস্না-বাটিকা উদ্ভিত হইল। আকাশ-পুষ্পের মতো অন্ধকার দূর হইয়া গেল। কান্ধনিদানা পাকিল রে, শবর-শবরী মত্ত হইল। দিনের পর দিন [যায়] শবর কিছুই টের পায় না; সে মহাস্থখে বিভোর। চার বাঁশে চ্যাক্সারী দিয়া [খাট] গড়িল, ওরে। তাহাতে তুলিয়া শবরকে দাহ করা হইল; শকুন শৃগাল কাঁদিল। ভবমত্ততা শেষ হইল দশদিকে পিণ্ডদান করিয়া। দেখ, সেই শবর নির্বাণ প্রাপ্ত হইল; ঘুচিয়া-গেল তাহার শবরালী (শবরগিরি)।

টীকা: পরমার্থ সত্য সাক্ষাৎ করার জন্য সিদ্ধাচার্য শবরপাদ সেই অর্থ-ই জনগণের কল্যাণের জন্য প্রতিপাদন করছেন গঅণত গঅণত ইত্যাদি পদে। দুইবার গগন শব্দের উল্লেখ দ্বারা শূণ্য ও অতিশূণ্য বুঝতে হবে। তার সংলগ্ন বাটিকাটি সন্ধ্যা-ভাষায় মহাশূণ্য বুঝতে হবে। এই তৃতীয় মহাশূণ্য অবস্থিত হৃদয়ে। প্রভাস্বর রূপ চতুর্থ শূণ্যের দ্বারা কুঠার [তৈরি] ক'রে এই আলোকাদি শূণ্যত্রেয় দোষ ছেদন ক'রে কণ্ঠে অর্থাৎ সন্তোগচক্রে নৈরাশ্বধর্মে অধিকার হেতু দিনের পর দিন যে যোগিবর জাগ্রত হয়ে থাকেন ত্রিলোক তাঁর আয়ত্তে থাকে।

ছাড় মাআ ইত্যাদি ধ্রুপদের দ্বারা আসঙ্গ পরিহারের কথা বলা হয়েছে। বিসম-বন্দ্যযুক্ত (অসমতায়ুক্ত, চকল) বর্নের আঙ্গিনা থেকে মোহ ত্যাগের দ্বারা হে যোগি, মহামুদ্রা সিদ্ধি লাভ কর। সম্বন্ধে দ্বিকল্পিত প্রয়োগ করা হয়েছে। যামই ইত্যাদি পদে সরহপাদও সেই কথাই বলেছেন। অতএব শবরও মহাস্থখে নৈরাশ্ব-জ্ঞানমুদ্রাকে গ্রহণ ক'রে ভবে শূণ্যে বিলাস অর্থাৎ ক্রীড়া করছেন।

দ্বিতীয় পদে কৃতকৃত্যের (মার্থকতার) কথা বলা হয়েছে। আমার তৃতীয় অবধৃতিকা, খসম অর্থে গুরুবচন প্রসাদে, প্রভাস্বর শূণ্যতার তুল্য হল। 'কাপাস' অর্থে 'ক'-কারের পাশ্বেবর্তী 'খ'-কার চতুর্থ শূণ্য আমার এখন এমনভাবে স্বপরিষ্কৃত হয়েছে যে পুনরায় তার অন্তর্থা হবে না। তাই বলা হয়েছে—নির্মল চক্রে যেমন সহজে স্ফুরিত হয়……।

শূণ্য চার প্রকার...শূণ্য, অতিশূণ্য, মহাশূণ্য, সর্বশূণ্য।

তৃতীয় পদে সেই অৰ্থই বিশেষভাবে পৱিশ্ৰুট কৰা হয়েছে। তইলা বাড়ী ইত্যাদি। তৃতীয় শৃংখতার পাশে অবস্থিত জ্যোৎস্না বাড়ীতে যখন জ্ঞানেন্দু মণ্ডল উদয় হয় সেই সময়ে সকল ক্ৰেণাঙ্ককার দূরীভূত হয় অর্থাৎ আকাশে মিলিয়ে যায়। 'ক' অর্থে সংবৃতি-বোধিচিন্তরূপ স্থত তার দ্বারা যার অঙ্গচিহ্ন জানা যায়।

চতুর্থ অমুশাসনে উৎপাদ-প্রকৃতি-প্রভাস্বর রূপ গুরুপ্রসাদে যোগিবরের উভয় একীভূতভাবে পৱিকল্পিত হয়েছে। অতএব সরোবর (?) চিন্তবজ্র সদৃশ। শবর জ্ঞান পানে প্রমত্ত জ্ঞানমূদ্রাকে গ্রহণ করে অনাসঙ্গ, নাদ, আনন্দ প্রমোদের দ্বারা দিনের পর দিন কিছুই বুঝতে পারছেন না। অতএব মহাস্থ শয্যায় বিহ্বল হয়ে নিদ্রিত আছেন।

পঞ্চমপদে প্রবেশ উপায়ের কথা বলা হয়েছে। চাৰি ইত্যাদি। কৰ্মমূদ্রা-সঙ্গহেতু চতুর্থসঙ্খ্যায় চতুরানন্দ বুঝতে হবে। গড়িল অর্থে যোগীন্দ্ৰের [স্থিৰীকরণ] দ্বারা স্থিৰীকৃত হ'লো। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

সেই বিষয়ে আনন্দ জন্মায় ইত্যাদি। তার উদ্দেশ্য, চঞ্চাল এই শব্দে, বিষয়েন্দ্রিয় দগ্ধ করে সকলে অবস্থান করছে। সকারায় পৰোয়ং। হ। (?)

—৪ শব্দ-সূচী ৪—

[মূনিদত্তের টীকার অনুসরণে শব্দার্থ নির্ণয়]

অর্ধ = অর্ধতৎসম

আ. বা = আধুনিক বাঙ্গালা

আমার বালাকথা ও আমার

বোম্বাই প্রবাস = সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ককচ = কবিকঙ্কণচণ্ডী

কীর্তিলতা = বিদ্যাপতি

গো. বি = গোর্খ বিজয়

টী. = মূনিদত্তের টীকা

তু. = তুলনীয়

দ্র. = দ্রষ্টব্য

প্রা. = প্রাকৃত

বৈ. প = বৈষ্ণব পদাবলী

ম. বা = মধ্যযুগের বাঙ্গালা

সং. — সংস্কৃত

॥ শব্দ-সূচী (শব্দার্থ ও টীকা) ॥

অইস ৪১। \angle ঈদৃশ = এতাদৃশ, এইরূপ
অইসন ২ \angle ইদৃশণ। তু. ঐছন-ব্রজ-
বুলি জী. অইসনি। অ। এহেন

অকট ৩১, ৩২। বিস্ময়কর, আশ্চর্য
টী. আকট : আশ্চর্য্য

অকট ৪১। অব্যবহিক। অ। আকট
= কাষ্ঠবৎ নীরস। নিরেট মূর্থ
(Impreviously dull)

অকিলেসে ২। \angle অক্লেশেন = অক্লেশে
অগে ১৫। অগ্রে = আগে, সম্মুখে

অক্বালী ৪। অক্বালিকা > আকো-
আলি = আলিঙ্গন (close-em-
brace)। টী. অক্বং স্বচিহ্নং
সাধকায় দদাতি।

অক ২৭।

অচার ২১। ন + চার (চার \angle চণ্ডক্রমণ
= আহার বা ভিক্ষার অধ্বষণ)
অচারে \angle অচারেন = বিনা অধে-
ষণে।

অচাভূঅ ১২। অত্যভূত বাপায়

অচিন্ত ২২। অচিন্ত্য

অচ্ছ ৩৭। \sqrt অস্ অচ্ছা বা বর্তমান
— থাক

অচ্ছম ২৯। \sqrt অস্। বর্তমান উত্তম
সং. তিষ্ঠামি = আছি

অচ্ছন্তে ৪২। আছে, থাকিতে। টী.
ভবন্তি

অচ্ছসি ৪১। ঐ মধ্যম = আছিস

অচ্ছহ ৬। ঐ উত্তম = আছি

অছিলেস ৩৭। (= অছিলেসি) ছিলে
ঐ অতীত মধ্যম।

অচ্ছিলে ৩৫। অচ্ছিলেন্ত ৩৫।

= ছিলাম। ঐ অতীত উত্তম।

অজরামর ৩, ২২। অজর + অমর

অটমহাসিদ্ধি ১৫। অষ্ট-মহাসিদ্ধি।

অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রাকাম্য,
মহিমা, ঈশ্বর, বশিত্ব, কামাব-
সাম্বিতা

অঠকুমারী ১৩। আট কামরা বিশিষ্ট।

\angle গ্রীক Komora = কামরা।

টীকার পাঠ অঠকুমারী = সুখানুভূত
বুদ্ধৈশ্বর্য

অণহ, অণহা ১৬, ১৭, ২৫। \angle অনাহত,

অনাঘাত। হংসমজ্জলনি। তু.

অনাহত বিতক্ব আজ্ঞাধা নিয়মল।

— যোগ-চিন্তামনি। স্বয়ং মধ্যস্থ

ষাটশ দল পদ্ম । অনাহত মিষ্টপীঠং
চতুর্থং-কমলং ক্রুদি—প্রাণদঙ্কলিনী ।
প্রাণাধার অনাহত কমলে বিনা
আধাতে হংসশব্দ ধ্বনিত হয় বসিয়া
এই পদ্মের নাম অনাহত ।

অগুহর ৪৪ । \angle অহুহর = যাহার উপর
বা পর নাই ।

অগুদিন ৫০ । \angle সং অহুদিনং = প্রতি-
দিন, সর্বদা

অদ্ব ৪২ । \angle অদ্বয় = দ্বৈতরহিত
ভাবে বা নির্দয় । তু. অদ্বয়—দোহা

অদভূত ৩২ । অদ্ভুত (অর্থ)

অদভূত ৩০ । ঐ

অদর্শে ৪৬ । . আদর্শ : অ-দৃষ্ট
(\angle অদর্শ)

অধরাভী ২ । অধরাভে

অধরাভি ২৭ । অধরাভি ব্যাপিয়া

অনহা ১১, ২৫ । অ. অগহা

অনাবাটা ১৫ । \angle অনাবর্তঃ = অগুন-
রাবর্তনকারী, নির্বাণপ্রাপ্ত । টা.
ভেদ্যপ্যনাবর্তে

অহুহর নামী ৫ । \angle অহুহরনামী =
যাহার উত্তর বা পর নাই এমন
গুরু ।

অহুদিন ৪২ । \angle অহুদিনং = প্রতিদিন
অহুভব ৩৭ । অহুভব কর । অহুভা
অন্ত ১৫ । শেব । টা. প্রমাণ

অন্ত ২০ । টা. পর্যন্ত :

অন্তউক্তি ২০ । \angle সং. অহুপুটিক =

অঁতুড়ি, গর্ভের ফুল (Placenta)

অন্তরালে ৪৬ । মাঝখানে । অন্তরে
টা. অন্তরা ।

অন্তরে ১০ । তবে, অস্ত্র

অন্তে ১৮ । একপাশে, শেষে ।

অঙ্ককারা ৩০ । অঙ্ককার ।

অঙ্কারি ৫০ । অঙ্কার । স্ত্রী

অঙ্কারী ২১ । ঐ

অপইঠান ৩৭ । অপ্ৰতিষ্ঠান = যাহার

প্রতিষ্ঠান বা আধার বা অধিকার

নেই । অর্থ । তু. অপতিষ্ঠান

গুরুত্বা = প্রতিষ্ঠানহীন গুরু

অপণা ৬ । \angle আশ্রয় : = নিজের । ষষ্ঠী

অপণে ৩, ২২, ৩২, ৩৭ । আপনি,
নিজে । করণ

অপা ৩, ৩২, ৩২ । \angle আশ্রা = স্বয়ং

অপে ৪১ । জল দিয়া, জল হইতে ।

\angle অপ + এন

অপ্পণা ৩২ । অঃ অপণা । অর্থ

অপ্লা ৪৩ । অ, অপা = আশ্র ও আশ্রীয়-
বোধ । অর্থ

অপ্যাণা ৩২ । অ. অপ্পণা

অবকাশ ৩৭ । অবকাশ

অবশ ১২ । অবশ

অভঅ ৩৮ । অভয় = ভয়

অভিন-চার্যে ৩৪ । অভিন্ন চর্যায়,
অভিন্ন আচারে

অমন ধান ২১ । অমনক ধান

অমিঅ ২১ । অমৃত

অমিঅ ৩২। ঐ
 অম্ভে ২২। আমরা, আমি। কৰ্ত্তা
 ৮ অম্ভাতি:
 অক ৪। রাগ-নাম
 অলখ ৩৪। অলক্ষ্য
 অলকথ ১৫, ৩৪। ঐ
 আলো ১০। টা. অলো। সম্বোধনে
 (নারী)। ৮ প্রা. হল
 অলো ১৭। ঐ
 অবণাগমণ ৩৫। আনাগোনা
 অবণাগমণা ২১, ৪৬। ঐ
 অবণা গমণে ৭। আনাগোনায়া। করণ,
 অধিকরণ। তু. কোন লক্ষ্য করে
 মন অমনাগমন। গো. বি। অমনা-
 গমণ—দোহা
 অবধূই ২৭। অবধূতি
 অবর ১০, ৩৪। ৮ অপর
 অবসরি জাই ৩২। সং. অপস্রিয়তে।
 প্রা. অবসরিজ্জই। অপসৃত হইয়া
 যায়
 অবিদারঅ ৩২। অবিচারত
 অবিচারী ২। অবিচারূপ হস্তী
 অহনিসি ১২। অহর্নিশ। সং. অহর্নিশং
 তু. আহনিসি যোগ ধৈআই। শ্রীক.
 কী
 অহার ৩৫। ৮ আহার
 অহারিউ ১২। ঐ। টা. প্রবেশিতং
 অহারিল ৩৫। ঐ। ক্রিয়া, অতীত
 অহারী ৩৬। ঐ। ৮ আহারিতম্

অহেরি ৬। শিকার, শিকারী ৮ আথে-
 টিক
 অহ্মে ৪। ত্র. অম্ভে।
 আই-অহুঅণা ৪৩। আর্দো যা উৎপন্ন
 হয় নাই। আদিতেই অহুৎপন্ন
 আইএ-অহুঅনা ৭১। ঐ
 আইল ৩। আসিল ৮ সং. আগতা:
 আইলা ৭। ঐ
 আইলেন্‌সি ৪৪। আসিয়াছে, (তুমি)
 আসিলে
 আইস ২২, ৪১, ৪২। এমন, ইদৃশ। ত্র.
 টা. ঈদৃক
 আইসসি ১০। আসিস
 আকাশফুলিলা ৪১, ৫০। আকাশ-কুহুম
 আখি ১৫। অন্ধি
 আগম-পোখি ৪১। আগম-পুঁথি
 ৮ পুস্তিকা
 আগম-বেএঁ ২২। আগম বেদ দ্বারা
 ৮ বেদেন
 আগলী ১৮। শ্রেষ্ঠ, বাড়। ৮ অগ্রলিকা
 টা. ব্যতিরেকাৎ
 আগি ৪৭। ৮ অগ্নি
 আগে ১৫। সম্মুখে। মরিব তোমার
 আগে দাঁড়াইয়া রও। বৈ. প
 আঙ্গণ ২। অঙ্গন, আঙ্গিনা
 আচ্ছন্তে, অচ্ছন্তে ৩২। থাকিতে।
 ৭ অম্ শব্দার্থ অসমাপিকা।
 আচ্ছহঁ ৪৪। আছি। ঐ। বর্তমান
 উত্তম

আজদেব ৩১। চৰ্চাপদকর্তার নাম। টা.
আৰ্ধ্যদেব।

আজদেবেঁ ৩১। ঐ। করণ

আজি ৪২। আজকাল, অজ্ঞ। তু.
আজি কালি করি দিবস যাবে।—
শা. প। আজি কালি বড় গোল
শোনা যায়।

—বন্ধিমস্ক্র

আণ ৪৪। অণু

আহুতু ধাম ১৪। শ্রেষ্ঠ ধর্ম / অহুতর-
ধর্ম।

আণেঁ ৩৮। অণ্ণে, অণ্ণের দ্বারা
/ অণ্ণেন

আন ৩৮। দ্র. আণ

আনন্দে ৩০।

আদঅ-দিষ্টি ৫। অদয়-দৃষ্টি

আভরণে ১১। আভরণ রূপে / আভ-
রণং

—আলাজালা ৬০। টা. সংকল্পবকল্প
জালং। বীরভূমের কথ্যভাষায়
/ আলাচালা অসম্ভিকর অর্থে।

আলি কাল ১১, ১৭। স্বরমাতৃকা,
বাক্তন মাতৃকা। তু. ধর্মণ চমণ।

আলিহঁ কালিএঁ ৭। আলিকালির
দ্বারা। এন > এঁ

আলে. আলোঁ ৪০। বৃথা, মিছে। টা.
অলীকেন।

আলো ১০। সম্বোধনে (জী)। ওলো,
হালো।

আবই ৪২। আসে / আগচ্ছতি.
আবেশী ৩৩। টা. আবিশতি।

অবসন্ন—শাস্ত্রী

বেশার / প্রণয়ী আবেশিক। -সেন

আম্হে ১। দ্র. অহ্মে

আস ১। আশা

আসব মাতা ২। আসবমত

আহারা ২১। দ্র. অহারা

আক্ষে ১২। দ্র. আম্হে

আহুঁ ২৬। আশ / অংগ Tissue
ই, ঈ, ও, ১৫, ৩২, ৩, ৩১, ১২, ৬৬।

অবায় (নিশ্চয়ার্থক) / অপ্

ইন্দি ৩৪, ৬৫। ইন্দিয়

ইন্দিঅ ৩১। ঐ

ইন্দিআল ৩০। / ইন্দিয় জাল = ইন্দিয়
সকল, তু. জোইনি জাল। -১২নং

ইংদি-বিসআ ৪২। ইন্দিরবিষয়, ইন্দের
ঐশ্চর্য।

ইন্দীজানী ৩৪। টা. বিষয়েন্দিয়-উপভোগং
বুরু। ইন্দিয় জানী।

ইন্দতাল ২৪। (তিক্ততী অম্ববাদে).
রাগ-নাম

ইষ্টামালা ৪০। ইষ্টামালা, জপমালা,
তসবী। তু. ছিলিমিলি মালা ধরে।
ক. ক. চ

উ ৪১। অবায় (সমুচ্চয়ার্থক) বাং. ও

উআরি ১২। কাছাড়ি, সদর / উপ-
কারিকা out-house। তু. বাএর-
উআরি = বহির্বাটি—গো. বি.

মতান্তরে, দাবাখেলায় অংশগ্রহণ-
কারীকে দান বলিয়া দেয় যে।
উআরে ৩২। উত্তরণে
উআস ৭। \angle উদাসীন = উদাস, রাগ-
শূন্য। তু. সময়ে ভারথি আসি
করিল উদাস। গো. বি.
উইতা ৩০। টী. উইএ। উদ্ভিত
হইয়াছে।
উইজ্ঞ ৪৫। উৎপন্ন হয় \angle সং. উদ্-
বীজয় ত। তু. নাউপজে শৃঙ্গ। ম. -
উএথী ১৬। উপেক্ষিত হইল।
উএসে ১২। উপদেশে
উএসই ৪০। \angle উপদিশতি = উপদেশ
দেয়।
উচা ২৮। উচ্চ
উছলিখা ১২। উচ্ছলিত \angle উৎসারিত
উহারা ১৪। পড়ন্তবেলা \angle উৎসার
উজ্ঞা ৩৮। উজ্ঞানে যায়। তু. উজিয়ে
যাওয়া। আধুনিক কথ্য
উজু ৩২। ঋজু, সোজা
উজুবাট ১৫, ২২। সোণা রাস্তা
 \angle ঋজুকবর্ষ
উজোলি ৩০। উজ্জ্বল হইল, দীপ্তি হইল
উকল-পাকল ২১। টী. মোহমানোন্নত
ভাতি। বাং. ওচর-পৌচড় করা।
চঞ্চলতা বা ছট্‌ফটানি
উঠি ২১, ৪৭। উঠিয়া, উথিত।
উদকচান্দ ২২। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র
উন্নতো ১২। উন্নত।

উপাড়ী ৫০। টী. স্ফটং
উপায়ে ৩৮। উপায়ে
উভিল ৪। তুলিয়া ধরিল, উপস্থিত হইল।
উমত ২৮। ত্র. উন্নতো।
উলাস ৩০। উল্লাস
উবেসে ৮। উদ্দেশে
উহ ১২। পরিমাণ, সীমা
উহ ২১, ২২। উদ্দেশ। টী. বর্ণোপলভো-
পদেশং ন বিথতে।
উহ্লসিউ ২৭। উল্লসিত হইল। রোমা-
ঞ্চিত হইল।
উইআ ৪৪। ত্র. উইতা
এ ৬, ২০, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩২। এই,
ইহা \angle এতৎ
এক ৩, ১০।
একাকারে ১১। এক আকারে, অদ্বয়-
রূপে
একু ২, ৫, ৩৪। এক। তু. একু—দোহা
একুমনা ২৩। একমন, একাগ্রচিত্ত
একে ২৮। এক
একেলী ২৮। একাকিনী। স্ত্রী।
একেলে ৩২। একেলা
এড়িএউ। এড়াও, পরিত্যাগ কর।
অজুজা
এতকাল ৩৫।
এথু ১৬, ২০, ২১, ৩৭। ঐ \angle অত্র
এথু ২৭। ইহা
এবে ৩৫। এখন, এইবার। এবে—
যাত্রার সংলাপে প্রচলিত।

এবং কাঃ ২। এ অর্থে চন্দ্রকিরণ, বৎ অর্থে
সূর্য। এবং অর্থে দিবস ও রাত্রি।

এবংকার অর্থে দিবারাত্রিজ্ঞান।

এষা ১৫। টী. ঐত্রেব। পা. এথা = হেথা,
এখানে।

এছ ২৬, এছ ৪৩। ইহা, এই। টী. এষা
ওড়িয়াণে ৪। মহাস্থত্রে

কইসন ২২। কৌদৃশ, কিরকম

কইসনি ১৮। ঐ। জী

কইসা ৪০। টী. কৌদৃশং। কেমন

কইসে ২৮, ২৯, ৩২, ৪২। কিসে, কি-
প্রকারে

কইসে ৮, ৪০। ঐ করণ

কএলা ৫৫, ৪০। করিলাম, করিল \angle কৃত

কঙ্কণ ৪৪। চর্যাকর্তা নাম অথবা
পদবী। তু. কবিকঙ্কণ

কঙ্কা ২২। আকাংক্ষা। Desire.

কংথা ৩৭। ঐ

কঙ্কুচিনা ৫০। কান্ধনিধানা, শ্রামাঘাসের
বা চিনা ঘাসের বীজ।

কট ৪১, ৪৩। নির্বদ্ধ করিয়া, নিশ্চিত-
ভাবে, Must. মতান্তরে, আশ্চর্য

কঠ ১৮। ঐব।

কঠে ২৮, ৫০। ঐ। ৭ মী

কঙ্কারা, কণ্ডারা ১৫। কোনো নদীর
কুণ্ডলাখা ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া যায় এবং
দুই পার্শ্বের জঙ্গলে দুর্গম হইয়া ওঠে।

টী. কণকধারা। বীরভূমের উপভাষায়
কান্দর বা কঁন্দর।

কল্লহার ১৩। \angle কর্ণধার = যে মাঝি
নৌকার হাল ধরিয়া থাকে।
কাণ্ডারী।

কদিনি ২৩। কাহিনী। তিব্বতী
অমুবাদে-কহানী

কপাস ৫০। কাপাস (তুলা বিশেষ)

কমল ৪, ২৭, ৪৭। পদ্ম

কমলরস ৪। পদ্মমধু। তু. কমলমধু

পিববি ধোকে ন ভমরা—মীননাথ

কমলিনি ২৭। টীকা অমুসারে, যে শশী-

ধর বোধিচিত্ত অবধূতিমার্গে গমন

করেছেন তিনি গুরু প্রণম্য তাহেতু

বজ্রশিখরাগ্রে প্রভাসর নির্বাণপ্রাপ্ত

হয়েছেন। এঁর মহাস্থতঃসরূপ

কমল-রস আছে বলে ইনি হয়েছেন

কমলিনী।

কর ২৮, ৪১। সং. কুরু

করঅ ২১। করে

করই ৪১। ঐ

করউ ২২। করক \angle সং. করোতু

করণক ১। ইঞ্জিয়ের

করণ কশালা ১২। বাণ্যযন্ত্র বি.

করহকলে ১৭। তারযন্ত্রের যে অংশ চাপ

দিয়া স্থর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঘাট।

টী. করুণাবহতং ফলং প্রভা-স্বরং।

করহা ১৭। পাণিপার্থ, উষ্ট্র। টী. চিত্তয়া

চিত্তৌষণং।

করহ ৪। কর

করি ১০, ৫৬, ৩৭। করিয়া

করী ৩। ঐ

করিঅ ১। করিয়া। অসমাপিকা

করিঅই ১। করা হয়

করিণা ২। মদা হাতী \angle করিণ্

করিণিয়ে ২। করিণীর প্রতি

করিব ৭, ১০, ৩৬। করা হইবে \angle করি-

ম্মতে

করণরি ৩৪। করণার। টী. সংবৃতি-

মত্য

করণা ১২, ১৩, ৩১। পারিভাষিক শব্দ।

টী. স্বাধিষ্ঠাণচিত্ত।

করেই ১৪। করে, করায়

কর্ণকুলবজ্রধারী ২৮।

কলঅল ৪৪। কলকল (ধ্বজাত্মক শব্দ)

টী. কলকল : সমতথতানাদেন।

কলিঅ ২১। কলে-কোশলে, জানিয়া

কবড়ী ১৪। কড়ি \angle কপর্দিক।

কবালী ১১। কাপালিক। টী. বজ্র-

কাপালিকে

কশালা ১২। বাগ্ময় বিঃ। কাসি

\angle কাংস্ততাল

কসণ ১৬। কৃষ্ণ, কালো। অর্ধ-

কহণ ন জাই ২০। কহা যায় না।

কহি ৭, ৩১, ৪২। কোথায়

কুহ-গুজরী ৪১। রাগ-নাম।

কহু-গুজরী \angle গুজরি

কা ২, ৩২। কোথায়, কি

কাঅ ১৩, ৩৮, ৪৬। কায়

কাউই ২। কাক হইতে

কাড়ই ২। কালের

কাঅর ৪২। কাতর

কাহাণ ৩২। করণ। অলঙ্কার বি.

কাছি ৮। কাছি, নৌকা বাঁধার মোটা

দড়ি

কাচ্চী ১৪। ঐ

কাজ ১৮, ২৬। কার্য

কানেট ২। কর্ণভূষণ। টী. কানেট

কান্দই ৫০। কান্দে \angle ক্রন্দতি

কান্দ ৩। সং-স্বন্ধ। দেহ।

কান্ধবিয়েএ ৪২। মূল—কাষবিয়েএ ;

পঞ্চস্বন্ধাত্মক দেহের অবশানে

কাপালী ১১, কাপালি ১০। কাপালিক-

যোগী। টী. বজ্রকাপালিক।

টী. হউ কাপালিকঃ চৰ্যাধরশচ।

কাপুৰ ২৮। কপূর

কাবালী ১৮। জ. কাপালী। তু. কাবাড়ি

ক. ক. চ

কাম ২২। কর্ম

কামে ২২। কর্মদ্বারা বা হইতে। করণ

কামচণ্ডালী ১৮। সাধন সঙ্গীত বি.। টী.

কর্মস্বসাধনোপায়চণ্ডালী।

কামলি ৮। চৰ্যাপদকর্তার নাম।

\angle কঞ্চলাঘর।

কামক ২। টী. মহাস্থখচক্রস্থানে।

কামরূপ।

কামোদ ১৩, ২৭, ৩৭, ৪২। রাগ-নাম।

কারণ ১৮, ২৬। কারণ

কাল ১। সময়। টী. রাহ :

কাল ৪০। কাল। টী' বধির :
 কালো ৪০। ঐ। করণ
 কাল ২১। কালো। টী' কাল :
 কাহ্ন ২৩। কাহার \angle কন্ড
 কাহারি ১০। কাহার। পা. কাহরি
 কাহি ১। কি What
 কাহি ৪৩। কোথায় Where
 কাহিব ৪০। কহিব
 কাহেরি ৩৭। কাহার
 কাহেরে ৬। কাহাকে
 কাহ্ন, কাহ্ন ৭, ৯, ১১, ১২। চৰ্ঘাপদ-
 ক্তার নাম \angle কৃষ্ণাচার্য
 কাহ্নি ৭। অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন
 কাহ্নিল, কাহ্নিল, কাহ্নিলা ১৩, ৩৬, ৪২,
 সম্বোধন (অবজ্ঞাসূচক)
 কাহ্ন ৭, ৯, ১২। কৃষ্ণাচার্য। টী' কৃষ্ণা-
 চার্যপাদ
 কাহ্নে ১৮। ঐ। তৃতীয়া
 কাহ্নি ৩৭। কি করিয়া। টী' কথং
 কি ২২, ২৬। অথবা। যাব কি যাব না।
 আ. বা. to be or not to be.
 কি ৮, ৩৩, ৩২, ৪২। প্রশ্নসূচক \angle কিম্
 কিঅ ১৩, ১২। কৃত, করা হইয়াছে।
 কিঅত ১৭। ঐ
 কিস্তো ৩৪। টী' কিং তব ; কিম্
 কি ৭ ২৬।
 কি ৪, ৩২। \angle কিম্ মম
 কিম্পি ১৬, ২২, ৪২, ৫০। কিছুই। টী'
 কিমপি \angle কিম্ + অপি

কিরণ ১৬। কিরণ, রশ্মি
 কীষ ২৯, কীস ৬, ৪০। কী, কি-
 করিয়া। টী' \angle কিং
 কুঙ্করী-পা ২০। চৰ্ঘাপদকর্তার নাম।
 কুঙ্করী পা ২। ঐ করণ \angle + এন
 কুঠার ৪৪। টী' পরন্ত
 কুঠারে ৪৫। ঐ \angle + এন
 কুণ্ডবা ৩২। কুটুম্ব। টী' নিম্ন গৃহিনী
 রাগদেব-মোহাদিসমূহ নৈরাশ্র-
 জ্ঞানমূত্রা
 কুণ্ডল ১১, ২৮। যোগিগণ ব্যবহৃত
 কর্ণ-ভূষণ বিঃ
 কুন্দ্রে ৪। দ্বীপ্রিয় যোগ। টী' দ্বীপ্রিয়
 সমাপত্তিঃ যোগাক্ষর স্থেন। তু
 কুন্দ্রক. খনহি মহাস্থ লাহই।
 -সরহ দোহাকোষ
 কুন্ডীরে ২। কুমার। করণ
 কুরাডী ৫০। কুঠার। তু. কুড়ালী—ক.
 ক. চ
 কুরুণ্ড ৩৭। তু. কুরুক্ষে ভাতার যার
 অভাগা কপাল। -রামদাস আদক।
 কুল ১৪, ১৫। কুল
 কুলে ১৪, ১৫, ৩৪। টী' পারং
 কে ৮। কাহার দ্বারা \angle কেন
 কেডুআল ৮, ১৩, ১৪, ৩৮। দাঁড়,
 বৈঠা। টী' কেলিপাতক।
 মেদিনীপুরের উপভাষায়—কেডেল।
 বাওয়া।
 কেলি ৪১। থেলা \angle ক্রীড়া

কেহো কেহো ১৮। কেউ কেউ

কো ২২। কে। \angle কঃ

কোই ৪২। কেউ \angle কোহপি

কোবী ১৮। কোন-ও। তু. কভু

কোণাতাল ৪। চাবিতালা। টা. কুক্ষিকা

তু. তালী দিয়া বৈসে নাথ দশমী-

দুআরে। —গো. বি

কোঠা ১২। দাবার ছক \angle সং. কোঠক

কোড়ি ২, ৪২। কোটি

কোরিঅ ৫। টা. দঢ়ং কেরোতি। বাং.

কসিয়া। আঘাত করা হ'ল।

খ : ০, ৪৩। আকাশ, শূন্যতা।

খটে : ১। টা. খট্টাঙ্গং। বাগচী-খাটে।

খড়তড়ি ১৫। ডাঙ্গা-ডহর। তট

>তড়ি। টা. তুণ কটক খলবিখল

খণঅ ২১। \angle খনতি = খনন করে

খণঅ ১২। \angle সং. ক্ষণমপি = ক্ষণমাত্র,

মুহূর্তের জন্ত।

খনহি ৪। ঐ

খণ্ডই (টাকার পাঠ) ৬। মূল—চুপই

= তুণচ্ছেদ, দাঁতে কাটা

খমণ ২০। \angle ক্ষণপক = জৈনশ্রাবক।

টা. সর্কণ্ণং মনঃ স্বামী।

খন্তাঠাণা ১৬। তন্তস্থান। টা. অবিষ্ঠা-

তন্তং।

খরজালা ৪৭। টা. তীত্রজলন

খরববিকিরণসম্ভাপে ১৬। প্রথর স্বর্ষ

কিরণ সম্ভাপের দ্বারা।

খরসোন্তে ৩৮। খরসোতে। টা. মহা-

সুচী—২

স্বখ রাগ স্রোতাবর্তন।

খসমগভাবে ৪৩। শূন্যতা স্বভাবে।

টা. খসমোপমস্বখস্বভাবেন।

খসমে ৫০। ঐ

খাঅ ২, ১০। খায়

খাই ২৮, ৪১। খায় \angle খাদতি

খাইব ৩২।

খাট ২৮।

খাণ্ট ৩৮। টা. খণ্টম্—চন্দ্রস্বর্ষ।

শঠ, ধূর্ত, দস্যু

খাণ্টি ৩৮। টা. খণ্টি = খুঁটি

খালবিখলা ৩২। খাল জোল, থানা-

ডোবা, টা. খলবিখল

খুণ্টি ৮। নোকা বাধার খুঁটি

খুর ৬। খুর

খোঁপছ ৪। উৎক্ষেপ। টা. ক্ষেপাৎ

: স্বস্থানযোগাৎ

খেলই ৪১। খেলা করে। \angle ক্রৌড়তি

খেলহ ১২। ঐ। উত্তম

মতান্তরে, খেলা করুক।

গঅণ ৮, ১৪, ৩০, ৩৫, ৪৩, ৪৫। গগন

(পারিত্যয়িক)

গঅণ টাকলি ১৬। টা. গগনটকেতি =

অনাহত শব্দে প্রেরিত সন্।

আক্ষরিক অর্থ—পত্ততাড়নের টক

টক শব্দ।

গঅণত ২৮, ৩৪, ০। গগনে

গঅণত ৩৪। গগনের

গঅণন্ত ১৬ গগনের শেষ

গজপহ ৩০। গগনে \angle গগনস্ত
গজপে ৩৮। ঐ। মতান্তরে—গণে,
ভাবে

গজবর ১৭। গজবর। চিত্তরাজ
গজবরে ১২। টা' যোগীন্দ্রস্ত তথ্যচিত্ত
লৌকিক অর্থ—দাবার ঘুঁটি 'গজ'।

গই ২। গিয়া \angle গমিত। মতান্তরে,
গতি

গই ৭, ১৬, ৩১, ৪২। \angle গয়া = গিয়া
গউ ২৭। গত \angle গতঃ

গএন্দা ১৬। গজেন্দ্র

গউড়া, গবড়া ২, ৩, ১৮। গবুড়া
(মালসী) ৪০। রাগ-নাম, গোড়

দেশের নামে সম্পৃক্ত।

গজগাঙ্গণ ১৬। টা, গগনগঙ্গা

গঙ্গা ১৪। সন্ধ্যাভাষায় 'চন্দ্রাভাস'।

গজিই ৩২। গজিয়ে ওঠে। টা' অল্প-
গম্যতে।

গড়িলা ৫০। গড়া হইল \angle গঠিত

গন্ধপদসরস ১৩। গন্ধম্পর্শরস

গন্ধ নঅরী ৪১। গন্ধর্ব নগরী

গবিয়া ৩৩। গাই, গাভী

গভীর ৫। গভীর

গরাহক ৩। গ্রাহক; খরিকার বা
ক্রেতা অর্থে প্রচলিত গরাক বা
গাহাক।

গরুয়া ২৮। গর্জন করিয়া। মতান্তরে,
গরু, অতিশয়। গরুয়া বোঝে—
রাগে গর্জন বা গরগর করা।

গল ২। গল গল করিয়া (প্রচুর
পরিমাণে)

গলপাশ ৩৭। গলায় দড়ি, গলার ফাঁশ।

আ। গ্রাম্যভাষায়—গলাশী

টা' স্ব-গ্রাবা সংসারপাশেন বন্ধা।

গলে ৩৭। গলায়

গহণ ৫। গভীর। তু. গহীন গাঙ—
ময়মনসিংহ গীতিকা

গাইউ ২। গাওয়া হইল।

গাইতু। ১৮। গাউক (গায়তু)

গাজই ১৬। গর্জন করে \angle গর্জতি

গাতী ২১। গর্ত। মতান্তরে. দেয়াল,
ভিত্তি \angle গাত্র+

গাস্তি ১৭। গাইতেছে, গান করেন।

গোরবে বহুবচন। \angle গায়ন্তি

গিবত ২৮। গ্রীবাতে, গ্রীবায়, কণ্ঠে

টা' গ্রীবায়াং সন্তোগচক্রে

গিরিবরসিহরসন্ধি ২৮। পর্বতশিখর
সন্ধিস্থল। টা' মহাপ্রথচক্রালিনী-
বন

গিলেসী ৩২। গিলিতেছে, গিলিয়াছ

গীত ৩৩।

গুজরী ২২, ৪১, ৪৭। রাগ-নাম। আ.

গুজরী

গুডরী, গুওরী ৪। পদকর্তার নাম।

টা' গুডরী

গুণিয়া ১৭। গুণে। মতান্তরে,

প্রতীক্ষা। তু. প্রেম আঙনি মনহি

গুণি গুণি। বৈ-প

গুণিয়া ১২। গুণিয়া, গণিয়া, গণনা
করিয়া।

গুণে ৩৮। দড়ির দ্বারা \angle গুণেন।
নৌকার গুণে।

গুমা ১৫। টা' গুমা।

গুরু ১, ৪০, ৪৫।

গুরুবজ্রবিহারে ৩২। টি' গুরু-
বচনেন্দুরায়ৈলোক্যে

গুরু-বাক ২৮। টা' সঙ্গুরুবাক্যেন
গুর্জরী ৫। রাগ-নাম

গুলী ২৮। গোলমাল। টা' বিকল্প

গুহাভা ২৮। সনির্বন্ধ অহুনয়, দোহাই
তু. নাহি শুনে প্রজার গোহারী—
ক. ক. চ.

গেল ২, ৪৭।

গেলা ৭, ১৫, ৩৬। গেল \angle সং. গত

গেলি ৩৭। ঐ। স্ত্রী

গেলী ৮। ঐ ঐ। গেলী জাম = গত
জাম.

গো ২০। সম্বোধনে

গোহালী ৩২। গোয়াল, গোহাল,

\angle গোশালা

ঘড়িয়ে ৩। ঘটিকা, দণ্ড। মতান্তরে,
ঘটিকা > ঘটা।

ঘড়ুলী ৩। ছোট ঘড়া, গাড়। টা'
ঘটতীতি রুদ্রা ঘটী।

ঘণ ২৬। ঘন, মেঘ

ঘণ্টা-নেউর ১১। বাজুনে-নুপুর।

ঘর ২, ৩৩।

ঘরপন ২। ঘর-করণা, ঘর-সংসার
ঘরিলী ২৮, ৪২। গৃহিনী। তু. আপনে

বিরলে বসি শিবের ঘরিলী। —

গো. বি

ঘরে ৩, ঘরে ৪। টা. আগারং, উদ্ব-
নামা ঘটিকারঞ্জে

ঘরে পরে ৩২। টা' গৃহমিতি স্বকং-
কায়াং। ঘরে-বাইরে

ঘাট ১৫। শুক আদায়ের ঘাঁটি। টা'
ঘটকুটী

ঘাণ্টে ৪। ঘাঁটা-ঘাঁটিতে। সংযোগ ও
ঘষণ। টা' সংযোগ ঘৃষ্ঠে। Stir

ঘালি ৪। ঘায়েল করে, শুক করে,
জক করে। মতান্তরে, লাগানো
হইল।

ঘালিউ ১২। ঘায়েল কর। টা' প্রহত্যয়-
নির্ম্মদঃকৃত্বা।

ঘিণ ৩১। ঘুণা

ঘিনি ৬। গ্রহণ করিয়া

ঘুও ৩২। বুধা ঘুরে বেড়ানো। মতান্তরে,
লুকাইয়া, ঘুপ্টি মেয়ে থাকা।

ঘুমই ৩৬। ঘুমায়ে। টা' সহজানন্দ-
যোগনিদ্রা।

ঘেণিলি ১০। গ্রহণ করিয়াছি। টা'
বিধৃত্য

ঘোরিঅ ৩৬। ঘূর্ণমান। টা' ঘানিকেতি
ঘোলই ১৬। বোলায়। টা' বোলয়িত্ব

ঘোলিউ ১২। ঞ: ঘালিউ

চউকোড়ি ৪২। টা' চতুষ্কোটি

চউখণ ৪৪। চতুঃক্ষণ। টা' ভাস্মাধি-
চিত্রাদিক্ষণেন।

চউদিস ৮। চারিদিক, চতুর্দিক্। টা'
চতুর্দিশং

চউশটী ৩, চউষষ্ঠি ১২। চৌষষ্টি।

টা' চতুঃষষ্টি

চকা ১৪। চাকা \angle চক্র

চঞ্চল ৫০। ১, ২১।

চঞ্চালী ৫০। টা' চঞ্চালীতি বিষয়েস্ত্রিঃ।

বাশের সরু ফালি

চটারিউ ২৬। চটারিব ইতি। আত্ম-
গ্রহ ভাব্য-ভাবক রূপং। চটাইয়া
দাও। নিঃশেষিত হইল।

চড়াইলে ৮। টা' গড়া। চলিলে, চড়িলে

চড়ি ১০। চড়িয়া

চড়িলা ১৪। চড়িল

চড়িলে ৫। চড়িলে

চণ্ডালী ৪৭, ৪২। টা' পরিত্যক্তাবধূতি।

চণ্ডাল রমণী

চন্দ ১৪। চন্দ্র। টা' প্রজ্ঞাজ্ঞানং

চমকিই ৪১। চমকিত হয়, চমকায়

চমণ ১। রেকক, খাসত্যাগ। টা' চবণং,
রবিশুদ্ধা।

চরষ ২১। চরে, চড়িয়া বেড়ায়। টা'
গড়া

চরণে ১১।

চৰ্ঘ্যা ২। টা' অতীব নিম্নপঞ্চ চৰ্ঘ্যা।

চলিষা ১২। চলিলা

চলিল ১৩।

চাকি ১৭। বিষয়চক্রী

চার ২১। টা' চিত্তমুখকস্যাচার :

চান্দেয়া, চাংগেরা ১০। টা' চাক্তিম্।

চাক্সারী Basket)

চাটিল, চাটিল ৫। পদকর্তার নাম।

চান্দ ২২। চন্দ্র। চন্দ্রশিরা = ইড়ানাড়ী

চান্দহুজ ৪। চন্দ্রস্বর্ধ্যায়োঃপক্ষগ্রহং

তু, অর্ধ'উর্দ্ধে এড়ি গেলা এ চান্দ

হুজ—গো. বি।

চান্দকান্তি ৩১। চন্দ্রকিরণ। টা' চন্দ্রিকা

চান্দেয়ে ৩১। চাঁদের

চান্দে ৩০। চন্দ্রে

চাপিউ ১৭। মূল. পিচিউ। টা' চাপিতং

চাপা হইল, চাপিবে। চাপ দেওয়া।

চাপী ৪, ৮। ঐ। টা' চাপয়িত্বা নিরা-
ভাসীকৃত্য।

চারা ২১। চরা, সঞ্চরণ, পুস্তপক্ষীর
আহার অন্বেষণ।

চারিবাসে ৫০। চার বাঁশ দিয়া।

চাল ৩। গতি, চল। অহুজা। টা'
চালয়

চালিষ ২৭। চালিত করিয়া

চাহষ ৮। চাহে

চাহন্তে ৩১, ৪৪। চাহিতে, খুঁজিতে।

টা' পশ্চন্

চাহাম ২০। টা' পশ্চাম

চাহি ২০। চাহিয়া, দেখিয়া। টা' দৃষ্ট

চিষ ১৩, ৩১, ৩৫। চিত্ত

চিঅরাষ ৩১, ৩৫। চিত্তরায়

চিঅ-বিকরণে ৩১। বিকল্প দোষমুক্তচিত্ত
চিখিল ৫। কর্দম। টা' প্রকৃতি দোষ-
পঞ্চালিষ্টং। তু. পাউস পড়লা
চিখল ঝালা।—সত্যেন্দ্রনাথ
ঠাকুর।

চিঅ-গএন্দা ১৬। চিত্তগজেন্দ্র
চিহ্ন ৩। টা' মহারাগস্বথপ্রমোদচিহ্নং।
চীঅণ ৩। চিক্ণ। মতান্তরে, মদ
পচাইবার দ্রব্য বি।। 'চিয়েন ভাঁটা'
মদ-চোলাই-এর প্রক্রিয়া-বিশেষ
চীএ ১। চিত্তে। সপ্তমী
চীরা ৪। চীর, বস্ত্রখণ্ড। টা' যোগীশ্বের
গুণ ঐশ্বৰ্যাদি অষ্টচিহ্ন [-অঙ্কিত
পতাকা]

চুই ৪। চুখন করিয়া। টা' চুষয়িত্বা
চেঅণ ৩৬। চেতনা
চেবই ১৪, ৩৪, ৩৬, ৫০। \angle চেতয়তি,
জাগরিত হয়, বুদ্ধিতে পারে। টা'
পশুস্তি, চেতয়তি

চোয়ে ২। চোরে
চোঁকোড়ি ৩৭। দ্র. চউকোড়ি
চৌদীস ৬। দ্র. চউদিস
চৌর ৩০। চোর। টা' চিত্তরাজচোর :
চোঁরে নিল ২। দ্র. চৌর \angle চৌরেন
= চোর ঝাণা অপহৃত হইল। টা'.
সহজানন্দচৌরেনহন্তং

চৌবঠা ১০। চউবঠা
ছাড়ী ১৫। ছাড়িয়া। টা' পরিহার্য
ছুই ৬। টা' খণ্ডই। ছোয়

ছিজই ৪৬। \angle সং. ছিছতে। ছেদ
করা হয়। টা' ছেদন্তুং
ছিজালী ১৮। ছিনালী, ঝট্টা নারী।
টা' ছিন্ননাসিকা নাগদ্রিকা
ছড়গই ২। বড়গতি। টা' ছড়িগই।
অণ্ডা, জরায়ুজা, উপপাদুজা,
সংবেদজা, দেবাসুরাদি প্রকৃতিকা।
ছন্তে ৪২। মূল-গচ্ছন্তে। তিব্বতী অমু-
বাদে—অচ্ছন্তে ন। থাকিতে $\sqrt{}$ অস্
ছন্দা। ১৪। টা' অচ্ছন্দেন। সহজে।
ছায়া ১৬। ছায়া
ছাইলী ২৮। বিছাইল। টা' শয্যাংকুড়া
ছাড়অ ৫০। অমুজা। ছাড়ুছাড়—
সম্মুখে দিকৃষ্টি।

ছাড়অ ৬, ১২। ছাড়ে। টা' পরিত্যজন্তি
ছান্দক ১। ছন্দয়, বাসনার। টা'
পশ্চাচ্ছন্দমোড়িয়ান ইত্যাদি।
ছার ১১। ছাই \angle ক্যার টা' ভস্মনা-
ছিঅ ৪৫। ছেদন কর। টা' ছিছমনা
ছুধ ২। অপবিত্র, ছুত। টা' অপরিপুঙ্ক
ছেব ৪৫। সং. ছেদ। টা' ছেদমিতি
নিঃস্ফাবীকরণং।

ছেবই ৪৫। টা' ছেদং বুদ্ধিস্তি
ছেবহ ৪৫। টা' ছেদং কুক
ছোই ছোই ১০। স্পৃষ্টা স্পৃষ্টা। হৌক
হৌক = লোলুপতার লক্ষণ।

জ ২৬। যে। মতান্তরে, যাহা \angle যৎ
জঅ জঅ ১২। জয় জয়। টা' জয় জয়-
ধনি।

জঅনন্দি ৪৬। জয়নন্দী পাদানাম্
জই ৫, ২৩, ৪০, ৪১, ৪৬। যদি
জইসনে ৩৭। যেমন, যেরূপে
জইসা ৪০, ৪১। যেরূপে যাদৃশ
জইসৌ, জইসো ১৩, ২২, ৩৭। ঐ। টা
যথৈবাস্তি, যস্ত
জউতুকে ১২। যৌতুকে, যৌতুকরূপে।
টা জৌতকেন
জউনা ১৭। যমুনা। টা গঙ্গা-যমুনা
সন্ধ্যাভাষয়া চন্দ্রাভাসসূর্য্যভাস গ্রাহ-
গ্রাহক।
জগ ৩২, ৪১। জগৎ। টা ত্রিজগৎ
জণ ১৮। জন
জখা ৪৪। টা যখা
জবে ১৭। যবে, যখন
জবে ২১, ৪৪। ঐ
জলবিদ্যাকারে ৩২। জলবিদ্যাকার
জলিঅ ৪৭। টা জলিতা। প্রজ্জলিত,
জলিল।
জলে ৫৩।
জম্ব ৪০। সৎ. যম্বিন্। যেখানে
জা ২০। টা যং। যে
জা ২২। যাহা, যাহাকে। যস্ত
জা ২২। যম্বিন্। যাহার
জাঅ ২, ২২, ৩৩, ৪০, ৪৩। যায়। যতি
জাইউ ১৫। যাও। অহুজা।
জাইব ১৪। যাইব
জাইবে ২৩। যাইবে
জাউ ৩৮। যায়

জাগঅ ২। জাগে। টা জাগরণং কুর্কস্টি
জাগন্তে ৫০। জাগিয়া থাকিতে। শঙ্ক-
জাত অসমাপিকা। টা জাগ্রতি
জান ১। জানো। অহুজা। জানীহি
জাগজৌবণ ২০। জীবন যৌবন। টা
পাঠ—নবযৌবন
জাগহঁ ২২। জানি
জাগী ৬, ২২, ৩৭, ৫৭। জানি। জাত
জানিত
জানমি ৩১, ৪২। টা জানামি, জানীমঃ
জান্তে ১৪। যাইতে
জাম ৮, ১২, ২২। জয়
জামে ২২। টা জয়না। জয়ের দ্বারা
জায় ১০। যায়
জায়া ৩২। স্ত্রী, পত্নী
জালঙ্করি পাএ ৩৬। জালঙ্করি পাদকে
জালা ৪৭। জালা, অগ্নিশিখা, টা
জলনতাদি
(জাই সো) জাসি ১০। যা'স, যাও।
বর্তমান। অহুজা। টা গচ্ছসি।
জাহী ৫। যাও। টা গচ্ছথ
জাহ ৩২। যাও। টা গচ্ছন্
জাহেব ৩২। যাহার। টা যস্ত
জিনউর ৭, ১২। জিনউরা ১৪।
জিনপুয়, জয়দ্বন্ধাবার। জৈন
পারিতোষিক শব্দ। টা মহান্থথপুয়ং
জিপয়অণ ৪০। জিনয়ত্ব। টা জিনয়ত্বং
জিতা ১২। জিত। টা জিতম্
জিতেল ১২। জয় করা হইল। জিত+

ইল। বাং. জিতিল

জিম ৯, ১৩, ২৯, ৩০, ৩১, ৪১, ৪৩।

যেমন। টা. যথা

জীবন্তে ২২, ২৩। জীবন্ত থাকিতে।

শত্ৰুজাত অসমাপিকা। জীব (বি)

তা

জীবমি ৩। সং. জীবামি। টা. প্রাণ-

বাতধারণে ন সমর্থোহহং।

জুঝঅ ৩৩। যুদ্ধ করে \angle যুধ্যতে। টা.

স্পর্ধাং করোতি।

জে ৭, ১৫, ২২, ৪০। যে, যাহারা।

\angle যঃ জে ৩। সং. যঃ। যে

জেতই ৫০। টাকার পাঠ—তেজই।

টা. যোপি। যতই

জেণ ২১। যেন

জো ৭, ১৪, ১৯, ২০, ২৭, ৩২। যে,

যাহা \angle যঃ। টা. যেহপি

জোই ২২। যোগী। টা. ভাবধ্বরূপ-

পরিজ্ঞানেনাচিন্ত্যা যোগিনোবয়ং

জোই ১০, ১৯, ৩০, ৩৭, ৪২। যোগী

জোইআ ২১, ৪১। সং. যোগিনঃ।

মতান্তরে—অনাদরে, অমুকম্পায়

জোইনিজালে ১৯। যোগিনী মণ্ডলী

পরিবৃত্ত হইয়া।

জোইনি ৪, জোইনী ২৭। যোগিনী

জোএ ৪৭। যোগে

জোড়িঅ ৫। জুড়িয়া দিয়া, জোড়া হইল।

জো, যো, জো সো ৩৩। যে সেই।

টা. যা সা, য ল

জোহা ৫০। জোহাং। টা. জ্ঞানেন্দু

জোবন ২০। যোবন

ঝাণ বধাণে ৩৪। ধ্যান ব্যাখ্যানের

দ্বারা। টা. ধ্যানব্যাখ্যানেন

ঝাণে ১। ধ্যানের দ্বারা, ধ্যানযোগে।

টা. ধ্যানবসেনেতি

টলি ৩১। ঘুরিয়া। টা. লীনা ভবতি।

টলিআ ৩৫, ৪৩। টলিয়া। তু. টলি

গেল কলা—গো. বি। অলিভ

হইল অর্থে।

টাকলি ১৬। পত্ততাড়নার নিমিত্ত

টকটক শব্দ। টা. গগনটকেতি

অনাহতশব্দেন।

টাকী ৫। ছেদন অস্ত্র বি. টাকী। টা.

পরশু

টাণঅ ৩৮। টা আকর্ষণতি। টানো

টাল ৪০। পা বিটাল। টা. টালনম-

সদ্রপং। অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া

দেওয়া। তুল করিয়া।

টালত ৩০। টোলায় (বস্তিতে)

বা টিলায় উপরে। টা. টমালম-

সদ্রপং। তু. টঙ্গিত পরমতত্ত্ব কহি

তোমা স্থানে।—গো. বি।

টালিউ ১৭। টলাও, নিষ্কিপ্ত হইল।

টা. নাশিতম্, বিনষ্টিকৃতং।

টুটি ৩৭। টুটিয়া, ভাঙ্গিয়া। টা. ন

বিভক্তে।

ঠাঠা ৪০। ঠাট, বাছাড়ঘর।

ঠাকুর ১২। ঠাকুর, রাজা। লংকেশা-

রোপিতচিত্তং ।

ঠাকুরক ১২ । ঠাকুরকে, ঠাকুরের
ঠাবী ৮ । স্থান, ঠাই । টা' স্থানভেদং

ডমরু ১১ ।

ডমরুলি ৩১ । ছোট ডমরু

ডরে ২ । ভয়ে

ডাল ১, ৪৫ । বৃক্ষশাখা

ডালী ২৮ । ঐ । স্ত্রী.

ডাহ ৪৭, ৫০ । টাকার পাঠ—দাহ =

মহাস্থরাগদাহয়কোহয়িঃ, দঙ্কা ।

বীরভূমের উপভাষায় প্রচলিত

ডাহ (দাহ অর্থে)—হাঁহুলি বাকের
উপকথা ।

ডোম্বী ১০, ১৪, ১৮, ১৯, ৪৭ । ডোম-
রমনী, ডুমুনী । টা' সহজযান-
প্রমত্তাঙ্গী । পরিপূজাবতিধুকা ।

ডোম্বীত ১৮ । ঐ । অধিকরণ

ডোম্বী এর ১২ । ঐ । ষষ্ঠা

ণ ১৫, ৩৬, ৪২-৪৪ । নিষেধে । নঞ.

ণইয়ামনি ২৮ । নৈরাশ্রজ্ঞানযোগিনী

ণঠা ৩১, ৩৫, ৪২ । নষ্ট

ণাপা ২৮ । নানা । টাকার পাঠ—
নানা

ণাবড়ি ৩৮ । নৌকায়

ণাবী ১৩ । নৌকা । টা' নৌকা

(সঙ্খ্যা শব্দ)

ণামে ২৮ । নামে

ণাহি ২২, ৪৩ । নাই, নাহি

নিঅ ২৮, ৩০, ৪২ । নিজ

নিঅমণ ২৮, ৩০ । নিজমন

নিঅড়ি, নিঅড়ি ৭ । নিকটস্থ

Nearby টা' সন্নিহিতং

নিবাণা, নিবাণা ১৬ । টা' নির্বাণ

নিবাণে ২৮ । ঐ । তৃতীয়া

নিবারিউ, নিবারিউ ৩১ । সং. নিবারিতং

টা' বিকলীকৃতম্ ।

নিরবর ২৬ । নিরবয়ব । টা' নিরবয়বং

সূচিতং

নিরালে, নিরালে ৩১ । নিরালশ্বে, শূন্তে ।

টা' নিরালশ্বেন

ত আগলি ১৭ । তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ।

টা' ভোগী ব্যতিরেকাৎ নান্যা

তই ৩২, ৪০ । তুই

তইছন ৩৭ । তেমন

তইলা ৫০ । টা' তৃতীয় শৃং

তইসা ৪৬ । টা' তাদৃশ, তেমনি

তইসে ১৩ । ঐ

তউসে ২৬ । তাদৃশ পথে, তাহাতে,

তবু

তই ৪, ১৮ । টা' তয়া, তয়া, তুই

তই, তই ১০, ১৪, ১৮, ৩১, ৪৩, ৫০ ।

টা' তত্র । তয়া । তাহাতে, তাহা ।

তথতা ২, ৫৬, ৪৪, ৪৬ । বৌদ্ধ পারি-

ভাষিক শব্দ ।

তথতানাদে ৪৪ । তথতানাদের দ্বারা ।

টা' সমতথতানাদেন ।

তথতাস্বভাবে ৪৬ । টা' তথতাবিশুদ্ধো

তথা ৪৪ । তেমন, তাহা । টা' তস্মিন্

তথাগত ১৩। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব। পঞ্চ-
তথাগত—অক্ষোভ্য, অমিতাভ,
রত্নেশ, বৈরোচন, অমোঘ

তন্ত্বে ৩৪। সং. তন্ত্রেণ। তন্ত্র দ্বারা

তন্ত্রী ২৫। চর্যাপদকর্তার নাম। তন্ত্রী-
পাদ সম্ভবতঃ জাতিবাচক।

তব ২১। টীকার পাঠ—তাব। তাবৎ
+ এব = তাবদেব। তখন, সে পর্যন্ত
তরই। ৫। সং. তরতি। তরে, উত্তীর্ণ
হয়। টী. পারঙ্গচ্ছন্তি।

তরঙ্গ ৪২।

তরঙ্গম ১৩।

তরঙ্গতে ৬। টীকার পাঠ—তরংগতে।

আমাদের ধৃত পাঠ—তরঙ্গস্বে
তরিত্তা ১৩। উত্তীর্ণ হইয়া। টী.
তীর্ণৎ

তরু ৪৫।

তরুবর ১।

তস্ম। ২৭, ৪৫। তাহার \angle তস্য। টী.
তস্মিন, তস্ত

তা ৭, ১৬, ৪৫। তাহা \angle তস্য। টী.
তেহপি

তা ৩৭। টী. তদিদানীং

তাড়ক ৩৭। চর্যাপদকর্তার নাম

তাস্তি ১৩। টী. ভগৎ। অবিভাকরূপ পদ্ম-
স্থান ভগ

তাস্তী ১৭। চন্দ্রভাসেন তস্ত্রিকাঞ্চ। তু.

ব্যায়লায় তাঁত—পরশুরাম

(স্থন) তাস্তিধনি ১৭। শূন্যতা ধনি

তাল ৪। তাল। টী. তালসম্পটিকরণ

তাস্ম ৪৩। তাহার \angle তস্য

তাহের ২২। ঐ

তাঁবোলা ২৮। তাহুল

তিঅড্ডা ৪। জঘন। টী. তিয়ড় =
ললনা রসনা অবধৃতিকা নাড্য
জিনাড্যং। তু. তিন নারিকেল
দিয়া শাজাহল তিয়ড়ি—ক্ষেমানন্দ
(= উনান অর্থে)

তিঅ ধাএ ২৩। টী. ত্রৈধাতুকং কায়
বাক চিত্তে।

তিঅস ২২। দেবসত্ত্ব. দেবতা। টী.
ত্রিদেশং দেবালয়ং।

তিণ ৬। তুণ

তিনা ৩৩তিন

তিনি ৭, ১৮। তিন \angle ত্রি

তিনিএ ১৬। ঐ। টী. ত্রয়ং

তিম ২, ৪৩। তেমন, তেমনি

(নউ) তিমই ৪৬। ভিজ়ে। জলে ন
প্রাবনীয়ং ভবাত।

তিশরণ ১৩। ত্রিশরণ = বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ.
টী. কায়বাকচিত্তং

তিহ্বন ৩৬। টী. ত্রিভুবনং

তিহ্বন ১৬। টী. ত্রিভুবনস্ত

তু ১০, ১৪, ৩২। তুই, তুমি

তুট ২১। টী. ত্রুট্যাতি। টুটে

তুটুই ৩০। ঐ

তুম্হে ৫। তুম্হে ২৩। সং. স্বং, তুমি

তুলা ২৬।

তুর্সে ১৬। তুঁব। মতাস্তে, তুষা।

টী চন্দ্রস্বর্ধ্য-দিবায়াত্রি-বিকল্প

তে ৭, ২২, ৪০। সং. তৎ। তাহা।

টী তেহপি

তেস্তলি। ২। তেঁতুল। টী চিঞ্চাফল

তেলে ৪১। তেল, তৈল

তেলোএ ৪৩। টী ত্রৈলোক্যং

তৈলোএ ৩০, ৪২। ঐ

তো ৪। টী তব। তোমার।

তো ৬। তুই, তুমি

তোএ ১০। টী ত্বা। তোকে

তোড়িঅ ১৬। ভাস্কিয়া। টী খণ্ডিত্বা

তোড়িঅ ১২। টী নিঃস্ৰভাবীকৃত্য

তোরা ৪১। তোরা। টী তব।

তোরে ১৮। ঐ

তোলি ৫০। তুলিয়া

তোড়িউ ২। টী তোড়িঅ তোড়িঅ

তোহোর ১০। তোহ, তোমার

তোহোরি ১০, ১৮, ২৮। ঐ জী

থাকিউ ৪২। থাকে। টী স্থিতম্

থাকিব ৩২। টী স্থাতব্যং

থাকী ৪৪। থাকিয়া

থাতী ২১। স্থিতি

থাহা ১৫। গভীরতার অন্ত। টী

প্রমাণং

থাহী ৫। থৈ। টী থাং

থির ৩, ৩৮। থিরা ২০। স্থির। টী স্থৈর্যং

টী স্থিরং কৃষা; স্থিরীকৃত্য

থোই ৮। থুইতে, রাখিতে। থুইয়া,

রাখিয়া। নিষ্ঠাজাত অসমাপিকা

দঙ্গালে ৪২। দলবদ্ধ হওয়া (হীনাথে)।

লুপ্ত গ্রায় ডিঙ্গাল জাতি।

টী বঙ্গালেন

দম ২। দমন কর। অহুজা। টী দমনং

কুরু।

দলিঅ ৩০। টী দলিত্বা নিঃস্ৰভাবী-

কৃত্য। দলিত করিয়া

দশদিসে ২। দশদিকে। টী দশদিগ্-

ব্যাপকতয়া

দশমি দুআংত ৩। টী বৈয়োচন দ্বার।

দেহের দশ দ্বার—চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়,

নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু, উপস্থ ও

ব্রহ্মরন্ধ্র। দশমি দুয়ার = ব্রহ্মরন্ধ্র।

তু. তালি দিয়া বৈসে নাথ দশমী-

দুয়ারে।—গো. বি

দশবল ২। টী দশবলবৈশারছাদি-

গুণযুক্তং তথতারঙ্গং

দহদিহ ৩৫। টী যং যং দিগ্ভাগং

দহদিহে ৫০। ঐ. দশদিসে

দহিঅ ৪২। দধু হইল, দধু করিয়া।

টী দধুং।

দাঢ়ই ৪৬। টী দধুং ভবতি। দধু

দাঙী ১৭। ডাঁটী। টী দণ্ডিকা।

দান ১২। খেলার দান (ইনিংস)।

টী দায়ং

দাপণ ৩২। দর্পণ

দাপণপতিবিধু ৪১। দর্পণ প্রতিবিম্ব

দারী ২৮। গণিত। চলিত বাংলা-

চুর দারী। তু. এমত সাহস তোর
কৈলি চুরি-দারী। গো. বি।
ওড়িয়ায় অসৎ রমনী
দাহিণ ৫, ১৪, ১৫, ৩২। ভাহিন ৮
দক্ষিণ। টা' সূর্য্যভাস
দিয়া ৫০। দিয়া, দ্বারা
দিট ১, ৩, ১১, ৪১। দূট, দড়--চলিতবাংলা
দিটি ৫। দৃষ্টি তু. দিঠি ব্রজবুলি
দিঠ ৪২। টা' দৃষ্টা
দিঠা ১, ১৬। টা' দৃষ্টং
দিধলি ৫০। দন্ধ করিল। মতান্তরে,
দেওয়া হইল।
দিল ৩৫।
দিবসই ২। দিবসে। টা' দিবাতিজ্ঞান-
মুৎপাত্ত
দিবি ২২। টা' প্রদাতব্যঃ। দেওয়া যায়।
দিশঅ ২৬। দেখা যায় ৮ দৃশতে।
টা' বিত্তে
দিশই ৪৭। টা' দৃশতে
দিসই ১৫, ৩২। ঐ। টা' পশ্চতি
দীসঅ ৬, ১৫। ঐ
দীস ২২। দিশা। টা' উদ্দেশং
জুআ ১২। টা' দ্বয়ং। দাবা খেলার জুই
এর চাল।
জুআন্তে ৫। জুইধারে। টা' অন্তদ্বয়ং
জুআরত ৩। জুয়ায়েতে. দ্বারেতে।
টা' দ্বারেহপি
জুই ৩, ১৪, ২৬। টা. দ্বৌ, দ্বয়,
দ্বয়াকারং

জুখোলো ১৪। (নোকার) জুই খোলে,
সেউতি দ্বারা। টা' জুখোলকং
জুজ্ঞ সাঙ্গে ৩২। জুর্জন সঙ্কে, টা' জুর্জন-
সঙ্গমেন
জুখেতে। টা' জুখাত্তজুয়
জুঠ, জুঠ্ঠ ৩২। জুঠ
জুধ ৪২।
জুধু ৩৩। জুধ (আদরে)
জুদুহি ১২। জুদুভি
জুন্দোলি ৫০। টা' জুন্দোলিকা।
৮ জুন্দোলিকা = জুন্দোচ্য গ্রন্থি।
মতান্তরে, জুন্দাল', জুন্দয়ুল
জুর ৩১। দূর করা। টা' বিফলীকৃত
জুলকথ ২২। জুলক্ষ্য। টা' জুলক্ষং
জুলি ২। কচ্ছপী। ৮ জুড়ী (মহাভাষ্য)।
টা. দ্বয়াকারং যন্নি লীনং গতং
মহাজুথকমলং। সঙ্খ্যা শব্দ। পূর্ব-
বঙ্গের লোক ভাষায় ছোট কচ্ছপ
অর্থে 'জুড়ি'
জুযাধী ৩৩। অরণ্যচারী আদিম জাতি
বিঃ। এ দেশের ডোম জাতির মতো
বিহারে দোবাদ্ জাতির চৌর্যপনাদ
আছে। দোবাদ্—পালামো
জুহি ২। জুহিয়া। টা' দোহনং
জুহিএ ৩৩। জুহে। টা' নিঃস্বভাবীকরণং
জুহিল ৩৩। দোহা (-হুঙ্ক)। বিশেষণ
দূর ৫। দূর। টা' দূরং
দূট ২।
দে ৪, দেই ৩০। দেয়। টা' দদাতি

দেখই ৪২। দেখে। টা' দৃষ্টা
 দেখইয়া ৩। দেখিয়া। টা' ঐ
 দেখি ৭, ৪১, ৪২। দেখি। অসমাপিকা
 দেখিল ৩৬। টা' দৃষ্টং। দেখিলাম
 দেখী ১৬। দ্র' দেখি
 দেল ৩। দিল
 দেবী ১৭। টা' দেবী যোগিনী। নৈরাঙ্ক-
 যোগিনী
 দেবকী ৮। রাগ-নাম
 দেশ ৪২। পুথির পাঠ—দেশ। ক্লেণ
 দেশাথ ১০, ৩২। রাগ নাম
 দেষ ১১। দেষ।
 দেহ ১৩। শরীর
 দেহ নঅরী ১১। টা' দেহনগরিকাং
 দেহে ১২। দিই
 দো ১৫। দুই। টা' দ্বয়
 দোষাটা ১৫। বায়দক্ষিণাভাসদ্বয় ॥
 দোসে ৩৯। দোষে। টা' অবিজ্ঞাদোষাং
 দন্দল ৩০। দন্দ। দ্র' দুন্দোলী। টা'
 গ্রাহাদিবিকল্পং
 দ্বাদশ-ভূঅর্গে ৩৪। দ্বাদশ ভুবনে। টা'
 দ্বাদশভূমিনো
 ধনসী ১৪। রাগ-নাম। অধুনা। ধানেশী
 ধনি ১৭। ধনি
 ধমণ ১। ঋসগ্রহণ। টা' ধবনং।
 ধরণ ২। ধরা। টা' ধরণং
 ধরহ ৩৮। ধর। অহুজ্জা
 (তিঅ-) ধাউ ২৮। ধাতু। টা' ত্রৈধাতু-
 কং কারবাচঁচিন্তং

ধাণ ২১। ধ্যান
 ধাবই ১৬। ধায়। ধাবতি
 ধাম ১২, ২২, ৪৪। ধর্ম। টা' ধর্ম
 ধাম ৪৭। পদকঁতার নাম। গুজরী বা
 গুজরী-পার নামান্তর।
 ধামার্থে ৫। ধর্মের জ্ঞাত। টা' ধর্মার্থং
 ধুনি ২৬। ধুনিয়া, তুলা পিঁজিয়া। টা' ধুত্বা
 ধুম ৪৭। টা' ধুমাদিকং। ধোঁয়া
 ন ২, ১৫, ২৬, ২৯, ৩৫, ৫০। না। নঞ-
 নঅবল ১২। নয়বল—চতুর্থানন্দবল,
 ভববল, বিষয়াভাসবল ইত্যাদি
 নঅ ১২। মজ্জনয়রহন্তং
 নউ ৪৭। টা' নৌ। সং. নতু
 নথলি ২০। লক্ষ্য করিলাম, দেখিলাম।
 মতান্তরে, মাটি খুড়িবার যন্ত্র—খন্ডা
 নগর ১০।
 নড়পেড়া ১০। নটপেটিকা। টা, নটবৎ-
 সংসারপেটকং
 নগন্দ ১১। স্বামীয় ভগিনী। আ, ননদ।
 টা' চক্ষুরিন্দিয়াদিপিজ্ঞানবাতং।
 নবগুণ ৪৭। নগুন, পইতা। টা, নবপবনঞ্চ
 নরঅ ৪। নরের। পুরুষের। নরকঃ
 নলিনীবন ২, ২৩। পদ্মবন। নলিনীবনং
 মহাস্থকমলং
 না ১০।
 নাই ৩৮। নৌকা। মতান্তরে, নৌকান্ন
 হাল। টা' নৌ
 নাই ১৪। নৌকা। নাবী। মতান্তরে,
 নদী

নাচ ১০। নাচে, নৃত্য করে। টা' নৃত্যতি।

নাচন্তি ১৭। নাচিতেছে। টা' নৃত্যং কুর্বন্তি

নাটক ১৭।

নাঠ ৪২। নাট্য। টা' ভাবন্তস্ত ভংগং

নাড়ি ২০। নাড়ী ছাত্রিংশ নাডিকাশক্তি (ব্রাহ্ম) নাড়িআ ১০। নেড়া ব্রহ্মচারী, লম্পট। টা' ব্রহ্মহুকায় বীজজাতং চপল যোগস্থানং চিত্তবটুকং।

নাদ ৩২, ৪৪। টা' নাদবিশ্বাদিবিকল্প, গুরুগন্তীর শব্দ।

নায়ক ১৬।

নাগী ৪।

নাল ৪। নল, নালে ৪৭। পারিভাষিক নাব ১৫। নৌকা। টা' নৌভেদকাত্ম-পায়ং

নাৰে ১০। নাএ, নৌকায়

নাশক ২১। বিনাশের জন্ত। টা' নাশকভেন

নাবড়ী ৩৮। নৌকা, ছোট নৌকা

নাশিঅ ৩২। টা' নাশিতং

নাহা ১৫। নাথ। টা' সদ্গুরুনাথং

নাহি ৩, ৩৩। নাই

নাহি ৩৭। ঐ

নিঅ ১৩, ৪২। নিজ

নিঅমন ৩২, ৩২। নিজমন। টা' নিজমন

নিঅহি ৩২। টা' অতীবসম্নিহিতং।

নিকটস্থ

নিঅ ১৩। নিয়া

নিংদ ১০। নিজ্রা

নিধিন ১০। টা' নিয়ুণো লজ্জাদিদোষ-রহিত

নিচিত ১। নিশ্চিত। অর্ধ। টা' নিদ্বিষ্টাঃ

নিচ্চল ২১। নিশ্চল, স্থির

নিতি ৩০। নিত্য

নিদ ২, ৩৬। নিজ্রা। টা' যোগনিদ্রাং, জ্ঞান নিজ্রা। তু. নিদ নাহি আধি-পাতে।—অতুলপ্রসাদ।

(সহজ-) নিদালু ৩৬। টা' সহজ্ঞানন্দ-নিজ্রালুঃ

নিভর ৫। ভর দিয়া, নির্ভর। টা' নিয়তং

নিয়ড্ডী ৫। অতীবসম্নিহিত

নিরাসী ২০। টা' আশঙ্করহিতা।

নিরাশ (Frustrated) থাত্তহীন

নিরন্তর ১৬, ৩০। টা' নিরন্তরং।

নিরালে ৩১। নিরালম্বেন। টা' শূণ্যে

নিরোবণ ৫০। নির্বাণপ্রাপ্ত

নিরোহে ৪৪। নিরোধের দ্বারা। টা' মধ্যমানিরোধেতি।

নিল ২। লইল

নিলঅ ৬। আবাসস্থল। টা' নিবাস

নিলেসি ৩২। লইলে

নিবারিউ ৩১। টা' বিফলীকৃতম্। সং নিবারিতম্।

নিবিতা ২। নিবৃত্ত। সং. নিবৃত্তা

নিসারা ৩। নিঃসরণ, বহির্গমন।

মতান্তরে, সংখ্যা।

নিসি ২১। রাত্রি, নিশা, নিশিরাতে।

‘টী’ প্রজ্ঞাকর্ষাদিনা

নিহরে ৩০। নিভৃত। টী নিভূতেন

নেউর ১১। নৃপুত্র

নৈরামবি ৫০। টী নৈরাম্বধর্ষাধি-
গমেনাহুদ্দিনং

নৌকা ৩৮।

নৌবাহী ৩৮। টী নৌকাং বাহয়তি
কর্ণধার [:]

পইঠ ১১, ১৬। টী প্রবিষ্ট। প্রবিষ্ট

পইঠা ১৬, ৩১, ৩৫, ৪২। টী মিলিত,
প্রবিষ্ট

পইঠেল ৩। প্রবিষ্ট হইল। \angle প্রবিষ্ট +
ইল

পইসঅ ২৬। সং = প্রবিশতি = প্রবেশ
করে

পইসই ৭, ৩১। ঐ

পইসন্তে ২৩, ২৮। প্রবেশ করিতে।
শত্ৰুজাত অসমাপিকা। টী নিময়ে

পইসি ২। প্রবিষ্ট \angle প্রবিশতি

পউআ ৪২। পদ্মা (খাল, নদী)।

টী প্রজ্ঞারবিন্দুকুহরত্বদে।

পথা ৪। টী পক্ষগ্রহং

পঞ্চ ১, ১৩, ৪৭। পাঁচ

পঞ্চজনা ২৩। পাঁচজন, পঞ্চেন্দ্রিয়

পঞ্চনালে ৪৭। হরি, হর, ব্রহ্মা, নবগুণ ও
বিষয়েন্দ্রিয়—এই পঞ্চনাড়ী

পঞ্চবিষয় ১৬। টী পঞ্চবিষয়াণাং

নায়কত্বেন স এব ষষ্ঠো মহাবজ্রধর।

পটমঞ্চরী ১, ৬, ৭, ২, ১১, ১৭, ২০,

২২, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪৮। রাগ নাম।

পড়অ ৬। পততি > পড়ই > পড়ে।

পড়িল

পড়ন্তে ১৪। পড়িবার কালে। শত্ৰুজাত
অসমাপিকা। পড়িতেছে

পড়বেবী ৩৩। প্রতিবেশী, পড়শী। টী
পার্ষ্ব

পড়হ ১২। পটহ। বাত্ময় বি। টী
পটহাদিতাণ্ডং

পড়া ৪৭। ভূমিদানপট্ট, শাসনপট্ট।

পড়িআ ৪৫। টী পতন্তি। পড়িয়া

পড়িহাই ৪১। প্রতিভাসতে। প্রতিভাত
হয়।

পণালো ২৭। প্রণালীতে। মতান্তরে,
প্রণাল বা মুণাল দ্বারা। টী
প্রীগয়িত্বা

পণিআ ৩৫। পানী, জল। টী অহারী-
কৃতম্।

পতবাল ৩৮। হাল (নৌকার)।

টী পতবালং

পতিআই ২২। প্রত্যয় করে। টী
প্রতীতি কয়োতি।

পতিভাসঅ ৩১। প্রতিভাসিত হয়।

টী অন্তর্ভবতি

পদমা ১০। টী পদৈকং নির্মাণচক্রং

পদ্বন ২৩।

পবণ ৩১। বিষয় পবনেন্দ্রিয়াদিকং। তু.

মনপবন সহিতে এক করি জোড়
গো. বি।

পবণা ২১। টা' চিত্তপবনঃ। মন ও

শ্বাসবায়ু

পমাই ৪২। টা' বিভাব্য। ব্যাপ্ত
করিয়া। মতান্তরে, প্রমাণ করে,
প্রবেশ করে।

পন্ন অপ্পণা ৩২। আপন-পন্ন। টা.

আত্মস্বরপরাপরভেদবিভাগং

পরম নির্বাণে ২৮। পরম-নির্বাণকে

পরম-মোখ ১১। পরম মোক্ষ

পরস ১৩। স্পর্শ

পরহিণ ২৮। পরিধান

পরায় ১০। প্রাণ। টা' বোধিচিত্তং

সংবৃত্তা শুক্ররূপং

পরিচ্ছিন্না ৭। পরিচ্ছিন্ন। ছিন্নবিচ্ছিন্ন

পরিণিবিভা ১২। সং. পরিণিবৃত্তং।

নিস্তার। টা' পরিণির্বাণোপিতং

পরিমাণ ১। প্রমাণ বা পরিমাণ

(পরিমাপ) কর। অনুজ্ঞা। টা'

পরিমাণয়

পরিমাণী ৪৫। প্রমাণ করিয়া বা

মাপিয়া। মতান্তরে, আদিত্তে।

টা' ত্রি গুরুং পৃষ্ঠা তন্ত বচনানুভবং
কৃষ্টা।

পরিবারে ৪২। পরিবারে, সংসারে।

টা' নির্বিকল্প পারিহারেণ মহাস্থখ-
রত্ননিমগ্নোহং।

পরে ৩২। অপরে

পসঙ্গে ১২। প্রসঙ্গে

পরবস ৩২। পরের বশীভূত। টা' কর্ণেব
বশুচিত্ত।

পসরি। ২৩। প্রসারিত করিয়া

পহারী ৩৬। টা' প্রহৃত। প্রহার করা

হইল। মতান্তরে, প্রহারী

পহিল ২০। প্রথম, পয়লা

পহিলে ১২। প্রথমে। পহিলিহি—ব্রজবুলি

পাএ ২। টা' পাদেন

পাএয় ৩৩। টা' পাদন্ত

পাএ ৩৬। টা' পাদান্। গুরুর নামে

যুক্ত অঙ্কবাচক বিশেষণ \angle পাদ

পাঅপসাএ, ১৪, ৩৪। পাদপ্রসাদে \angle

পাদপ্রসাদেন।

পাকেলা ৫০। পাকিল, পাকিয়া উঠিল।

পাখ ১। টা' পক্ষকেতি

পাখি ৩৬। পক্ষে। টা' পাশশাস্ত্রি-
ধানান্তরমপি

পাখুড়ী ১০। পাপড়ি। টা' দল

পাখে ৪৬। পক্ষে। টা' পক্ষাপক্ষ

পাগল ২৮।

পাঞ্চ ১৪, ৪৫। পাঁচ \angle পঞ্চ

পাঞ্চজনা ১২। পাঁচজন। টা' পঞ্চস্বক্কাঅক-
পঞ্চবিষয়ত্যাংকারমমকারাদি-

ভূষণম্।

পাটে ১৬। পীঠে। টা' পাট ত্রয়ং

পাটের ১। পটুতার বা পাটপাটের ৥

অধুনা—মাটি পাট করা = প্রযত্ন করা।

পাড়া ৪২। (নোঁকার) পাড়ী।
 পাড়িলা ২৮। টা' শয্যাং কৃত্বা।
 আ. বা. বিহানা পাড়া
 পাবিআ ৪৩। পানীয়, জল
 পাণ্ডি ১। পিড়ি, উচ্চ আসন। তু.
 পীঠী = যোগপাটা—গো. বি
 পাণ্ডিআচাএ ৩৬। পণ্ডিতাচার্য। টা'
 পণ্ডিতাচার্য্যঃ
 পাত ৪৫। পাতা। টা' পত্র
 পাথর ৪১।
 পানে ১৬। পানের দ্বারা। টা' পানেন
 পাস্তর ১৫। প্রাস্তর
 পাণ ১৬, ৩৫।
 পাবত ২৮। পর্বত। টা' স্বকায়-
 ককালদগুম্নতং স্মেরুশিখরাগ্রে
 পার ১৪, ৩৮। পার করা। টা' পারং
 করোতি, তর্জুং
 পারঅ ৮। পার হয়। মতান্তরে, পারে
 \angle পারয়তি। টা' পারং গচ্ছতি
 পার-উআরে ৩২। পারাপারে। পার-
 উত্তরণে। টাকার পাঠ-পারোআরে
 পারগামী ৫। পরপারে গমনেচ্ছু।
 পার গমনং যদীষ্যতে।
 পারিমকুলে ৩৪। পরমকুলে। মতান্তরে,
 অপরকুলে
 পাবিঅই ২৬। পাওয়া যায়। টা'
 প্রাপ্যতে
 পাস ১। পার্শ্বলয় হওয়া। নৈরাঅধর্ম
 পাশমিতি সমীপং।

পাসের ৫০। পাশের বাড়ী। টা'
 পার্শ্ব
 পিটা ২, ৩৩। পীঠকে, পীঠকং।
 দুগ্ধদোহনপাত্র, কেঁড়ে
 পিঠত ১৪। পীঠে। টা' মণিমূলং
 পিথক ৩৭। পৃথক। তিব্বতী অম্ববাদে—
 পথক = পথের। টা' পৃথক
 পিবই ৬। পান করে। টা' পানং
 পিরিচ্ছা ২২। জিজ্ঞাসা, প্রশ্নের সমাধান
 টা' সিদ্ধান্তং প্রদাতব্যঃ
 পিহাড়ি ১২। পীঠ, ছক Chess
 Board. টা' ওশাশ্রয় সপ্তদোষাঃ
 সমাধিমলা
 পীচ্ছ ২৮। পালক। টা' নানাবিচিত্র-
 পক্ষবিকল্পরূপং
 পীমি ৪। পান করি। টা' পরমার্থ
 বোধিচিন্তং গুরুসম্প্রদায়াদ্বিরমানন্দ-
 কালিজ্ঞর সময়ে করোমি। $\sqrt{পা}$
 পুচ্ছতু ৫, ৪১। জিজ্ঞাসা কর। অহুজা
 টা' পৃচ্ছথ। $\sqrt{প্রচ্ছ}$
 পুচ্ছসি ১৫। জিজ্ঞাসা করিতেছ। টা:
 পৃচ্ছসি।
 পুচ্ছি ৮। জিজ্ঞাসা করিয়া
 পুচ্ছিঅ ১। ঐ। টা' পৃষ্টা
 পুঞ্চআ ২৮। তীরের নিম্নভাগের
 পালক। মতান্তরে, বাজপাখী।
 টা' ধনুকৃত্বা
 পুণ ৪৫। পুনরায়। টা' পুনঃ
 পুণু ১৪। ঐ

পুণ্য ১৬ ।

পুন্ন ৩৫ । পুণ্য

পুলিন্দা ১৪ । মাস্তল । টা' সঙ্ঘাতাঘা

নপুংসকং

পূড়া ২০ । টা' সংযুক্তিবাসনাপূটং

পুরা ২০ । পরিপূর্ণ

পেথ ৩০, ৪৬ । দেখ । অহুজ্জা । টা'

পশু, পশুন্

পেথমি ৩৫ । আমি দেখি, দেখিতেছি ।

টা' পশ্যামি

পেথু ৪৬ । টাকার পাঠ — পেথই = পশু,

দেখিতেছি ।

পেঙ্গ ২৮ । প্রেম । টা' ক্রীড়ারসমহু-

পমং

পোইআ ১৩ । অপপাঠ । টা' যোগীন্দ্র

পোথী ৪০ । পুথি \angle পুস্তিকা

পোহাঅ ১২ । প্রভাত হয়, পোহায় ।

টা' ক্রেণাক্কার পলায়তে ।

পোহাই ২৮ । ঐ । স্বকায়ক্লেণতমঃ স্বয়ং

নাশিতং ।

পোহাইলী ২৮ । টা' অন্ধকারং প্রজ্ঞো-

পায়বিকল্পং নাশিতং । পোহাইল ।

জ্ঞীং

ফরই ৪২ । টা' ক্ষুরতি । প্রকাশিত,

বিকশিত হয় । ক্ষুতি পায় ।

ফরিঅ ৪৩ । টা' ক্ষুরিতং । প্রকাশিত,

বিকশিত হয় । ক্ষুতি পায় ।

ফলবাহা ৪৫ । ফলবাহক । ফলন্ত ।

টা' বহলফলক্ষেতি ।

ফাডিঅ ৫ । ফাড়িয়া, টাকার পাঠ—

ফা ডঅ । টা' ব্যাবৃত্তিবশাং...

খণ্ডয়িত্বা

ফাল ৪ । টা' খণ্ডয়িত্বা । ফাড়, খণ্ডন

কর ।

ফিটঅ ২১ । টা' মুক্তক্রিয়ঃ । মুক্ত হয়,

খুলিয়া যায় ।

ফীটউ ১২ । টা' নিঃকৃন্তিতং ।

ফিটলি ৫০ । দূর হইল ।

ফীটা ৪৭ । টা' দক্ষা । দক্ষ করা

ফুটিলা ৫০ । ফুটল । টা' ক্ষুটিভূতম্

ফুড় ৪৬, ৪৭ । টা' ক্ষুটং কুত্বা । স্পষ্ট

ভাবে, বিকশিত করে ।

ফেটলিউ ২০ । টা' নিঃকৃন্তিতং । গর্ত-

মোচন করিলাম । আ. বা. খালাস

ফেটই ৩০ । দূর করে । টা' ফেটয়তি

বঅণ ৩২, ৪৫ । বচন

বইঠা ১ । উপবিষ্ট । টা' উপবিষ্টঃ

বইঠামণি ২৫ । টা' নিত্যরূপা

বখালী ২২, ৩৭ । ব্যাখ্যাত । টা' ব্যাখ্যা-

য়তে, বচনধারেন প্রতিপাদয়িতব্যং

বখানে ৩৪ । ব্যাখ্যার দ্বারা । টা'

ব্যাখ্যানেন

বাক ৩২ । বাক্য পথ । টা' বক্রমার্গং

বঙ্গাল ৩৩ । রাগ-নাম

বঙ্গালী ৪২ । বাঙ্গালী ভাষা । টা'

বঙ্গালিকা

বজ্জ ৩২ । বঙ্গদেশে

বজ্জ ২৮ । টা' বজ্জনুপায় জ্ঞানং

বজ্রধারী ২৮ । বজ্রমুণ্ডায়জ্ঞানং বিধৃত্য
বট ২৯ । টা' বালযোগী । সম্বোধনে, মূঢ়
বট ২৬ । টা' মার্গ = পথ, \angle বজ্র = বাট
বট্টই ৭ । টা' বর্ততে । আছে, থাকে ।

বটে

বড়ারী ২৩ । রাগনাম
বড়িআ ১২ । দাবার ঘুঁটি বোড়ে ।
মতান্তরে, বাটিকা, বাটি । টা' বড়ি-
কেতি সন্ধ্যাভাসয়া যষ্টান্তরাত-
প্রকৃতি ।

বড়িহিল ৩৩ । বহিল, বেড়িল, বর্ধিত
হইল ।

বণ ৬, ২৮ । বন । টা' কায়বন, মহা-
সুখবন

বাণ্ডুকুণ্ড ৩৭ । টা' বাণ্ডুকুণ্ডাদিবাধক-
বিশেষক

বতিশ ২৭ । বত্রিশ । দ্বাত্রিংশং

বতিস ১৭ । ঐ ঐ

বন্ধাবএ ২২ । বান্ধে । টা' ভববন্ধনংকো

বধেলি ২৩ । বধ করিয়াছ

বর ৩৯ । বরঞ্চ

বর ১ । শ্রেষ্ঠ

বরগুরুবঅণ ৪৫ । শ্রেষ্ঠ গুরুর বচন

উপদেশে ।

বরাড়ী ২১, ৩৪ । রাগ-নাম

বরিসঅ ২ । বর্ষণ করে । টা' প্রবর্ষন্তি

বলআ ৫৮ । বলবান । টা' বলবন্তো

বলদ ৩৩ । টা' মন থেকে দেহ বিগ্রহরূপ

বল যে দান করে সে বলদ ।

বলদে ৩৯ । টা' দুষ্টবিষয়ং বলং দদাতি

ইতি দুষ্ট বলদ চিত্তরাজো বোধ্যব্যঃ

বলাগ ৯ । বালাগ ২৬ । কেশাগ্র,

বিন্দুমাত্র । টা' বালাগ্রম, বালবৎ

ধেখা সন্ধিমাত্র

বলি বলি ৪৬ । বার বার, ঘুরিয়া ঘুরিয়া

বলি ৫০ । শ্রীকৃষ্ণিণ্ড । মতান্তরে, বলবান

বসই ২৮ । বাস করে । টা' বসতি

বহই ১৪, ২৭ । বহে, প্রবাহিত হয় ।

টা' বহতি

বহল ৪৫ ।

বহল ২৬ । বিস্তৃত

বহিআ ৩, ৪ । পথ ভাঙ্গিয়া । টা'

উর্দ্ধং গত্বা গত্বা ।

বা ৪০ । অব্যয়

বহড়ই ৮ । ফিরিয়া আসা । টা' ব্যাঘট-

তীতার্থঃ । তু. বাহড়িয়া । ম. বা

বহড়ি, বহড়ী ২ । বধু, বৌ । প্রকৃতিপরি-

ণ্ডকাবধুতিরূপেন

বহবিহ ৪১ । বহবিধ । টা' নানা-

প্রকারেণ

বাক ২৮ । বাক্য

বাক্পথাতিত ৩৬, ৪০ । টা' কথাবোঝো

ন ভবতি ।

বাকলঅ ৩ । মন্ত প্রস্তুতের জন্ত ব্যবহৃত

বাটিকা-বিশেষ—বাকড় ।

বাকু ১৫ । বাক্য

বাখোড় ৯ । হস্তিবন্ধন স্তম্ভ । টা'

স্তম্ভদ্বয়ং

বাজ-নাব ৪২। বজ্রা-নৌকা। বজ্র-
নৌকা (পারিভাষিক) অমোঘ্য-
বজ্র

বাজই ১১, ১৭। টা' নাদিতঃ। বাজে
বাজিল ১৭। বজ্রধর, বজ্রপদ

বাজুলে ৩৫। বজ্রকুলেন, বজ্রগুরু
বাঝই ৪৬। বন্ধ হয়। টা' বন্ধা ভবন্তি
বাটত ৮, পথের শেষে \angle বজ্র + অন্ত
বাটত ১৪। পথে। ৭মী। টা' মার্গে
বাটা ১৫। পথ

বাটই ৪৫। টাকার পাঠ-বাটই। টা'
বর্দ্ধিতে। বর্দ্ধিত হয়।

বাড়ী ৫০। টা' বাড়িকা

বাণ ২১, ২২। বর্ণ। টা' বর্ণোপলম্বোপ-
দেশো

বাণে ২৮। তীরের দ্বারা। টা' নিজমন
বোধিচিন্তেন বাণ (ন) ২৮

বাণ্ড ৩৭।

বাতাবণ্ডে ৪১। ঘূর্ণীঝড়। টা' বাতা-
বর্ডেন

বাধা ৩৪। বন্ধ। টা' বন্ধান্তিষ্ঠন্তি

বাক্য ৩। বাধে। দান্য বাধা। টা'
বন্ধয়তি। তু. মদিরা ঈধ।—কীর্তি-
লতা

বাক ১। বন্ধ, বাধন। টা' পশ্চাচ্ছন্দ-
মোডিয়ানকরণাদিবন্ধবিহায়।

বাকন ২, ২১। বন্ধন, বাধন। টা'
প্রকারানবধূতীব্যাপকবন্ধনং।

বাক্ষিহুয়া ৪১। বন্ধ্যাপুত্র। টা' বংধ্যা

ভাগবতীনৈরাখ্যা তন্ত্রাঃসুতঃ পর-
মার্থসত্যং

বাকী ১৪। বাঁধিয়া। টা' বিধৃতং

বাপ ২০। সম্বোধন আদরে। বাপা—ম. বা
বাপা ৩২। ঐ

বাপুড়ী ১০। সম্বোধন

বাপুড়া ২০। মূল-বাঘুড়া। লুপ্ত। টা'
বাসনাবরাণী কথং বিজ্ঞতে। ন
বিজ্ঞতে এব পরং

বাস ৫, ৮, ১৪, ১৫, ৩২।

বারুণী ৩। মদ। সন্ধ্যাভাষায়—তদেব
সংবৃত্তিবোধিচিন্তং

বাল ১৫। বালক, বালযোগী

বালী ২৮, বালি ৫০। বালিকা। জ্ঞান-
মুদ্রা নৈরাখ্যা

বালুআ-তেলে' ৪১। টা' বালুকা তৈলো-
পমং। Absert

বাষণা ৪১। বাসনা। টা' অনাদিবিকল্প-
বাসনাদোষঃ গ্রহঃ।

বাস ৩৭। (ভাস্তি +)। অহুভব কর।

তু. লাক্স নাসা। ম. বা.। ভালো-

বাসা, বেজার বাসা—আ. বা

বাসন পুড়া ২০। টা' সংবৃত্তিবাসনা-
পুটং

বাসসি ১৫। অহুভব কর। পছন্দ
করিতেছ। টা' করিগ্রাসি।

বাসে ৫০। বাঁশ দিয়া

বাহঅ ১৩। টা' বাধাং কুরু। বায়, বহন
করে, বাহিতেছে।

বাহ ৮, ১৪। বাও, নোঁকা চালাও।
 অহুজ্জা টা' নির্বিকল্প-প্রবাহাত্যাসং
 কুরু।
 বাহ তু ৮, ১৪। ঐ
 বাহলো ১৪। ঐ। স্ত্রী সম্বোধনে
 বাহবকে ৮। বাহিতে কে, বাহিবারে
 বাহবা ১৪। টা' অজ্ঞানেনাবৃত্তা। বাহিতে
 বাহিঅ ১৮। টা' বাধিতঃ
 বাহিউ ৪২। বাহিত। টা' বাহিত
 ইতি অভিন্নত্বং কৃতম্।
 বাহিরি রে ১০। বাহিরে। টা' বাহে
 বাহী ৫। বাহিত, প্রবাহিত
 বায়া ৪৭। সন্ধ্যাভাষায় বিষ্ঠা নাড়ী
 ব্রাহ্মনাড়িআ ১০। টা' ব্রহ্মণেতি হুঁকার
 বীজজাতং
 বায়ে ৩৩। টা' বংধ্যা
 বি ১, ২২, ৩৮, ০, ৪৪। বা ১৬। সং-
 যোগাত্মক, নিশ্চয়াত্মক অব্যয় ৮
 অপি।
 বিআএল ৩০। প্রসব করিল। বিয়াইল
 বিআন ২০। বিয়ান, প্রসব। পয়লা-
 বিয়ানী, বাঘ-বিয়ানী, শুয়োর
 বিয়ান—আ. বা
 বিআতী ২। বিবাহিত-স্ত্রী। টা'
 আঅন। বিআদিজুবল—রোমনী।
 বিআপক ৯। ব্যাপক। টা' বিবিধ-
 প্রকারানবধূতীব্যাপকবন্ধনং
 বিআপিউ ১৭। ব্যাপ্ত। টা' ভাবাতাব-
 ব্যাপিত্তম্

বিআর ৩০। বিচার, বিকার
 বিআরে ১৫। টা' বিচারং
 বিআয়স্বে ২০। বিচার করিতে করিতে।
 শতৃজ্ঞাত অসমাপিকা। টা' বিচার্য-
 মাণে
 বিআলী ৫। কালহরণ। বিকাল,
 অবেলা টা' কালরহিতাং
 বিকণঅ ১০। বিক্রয় করে। টা' বিক্রয়ণং
 বিকসিউ ২৭। বিকশিত হইল। টা'
 বিকাসিতং
 বিকসই ৪০। ঐ
 বিগোআ ০০। টা' সুরতাভিষেক্ষণ মম
 বিশিষ্টসংযোগাক্ষরস্থখামুভব।
 বিচুরিল ৪৪। বিচূর্ণ হইল।
 বিটালিউ ১৮। নাশিতম্।
 বিণঠা ৪৪। বিনষ্ট। টা' প্রণষ্টং
 বিণানা ২২, ৩২, ৪৬। বিজ্ঞান। টা'
 তত্ত্বং, অবিজ্ঞাদোষ
 বিম্ব ৪। বিনা। টা' বিনা
 বিহুজন ১৮, ৪৫। বিদ্বজ্জন
 বিন্দুনাড ৪৪। প্রজ্ঞাগ্রাহজ্ঞানবিকল্পঃ নাদঃ
 (অ) বিজ্ঞাকরী ৯। টা' অবিজ্ঞাকরীজ্ঞ
 বিন্দারঅ ২১। বিধকারী। টা' বিদা-
 রয়তি
 বিন্দু ৩২। শুক্র। টা' বিন্দাদিবিকল্প
 বিন্দুনাড ৪৪। টা' প্রজ্ঞাগ্রাহজ্ঞানবিকল্পঃ
 নাদঃ
 বিদ্ধ, বিদ্ধহ ২৮। বিদ্ধ কর। অহুজ্জা
 টা' হত

বিপথ ১৬। বিপক্ষকারিণ
 বিবাহিআ ১৯। বিবাহ করিয়া। ভঙ্গ
 কৃত্বা।
 বিবিহ ২। বিবিধ
 বিমন ৭। দুঃখিত, বিমন। Absent-
 minded টা' বিশিষ্টমনসো
 বিমুক্ত ৪৬। বিমুক্ত। টা' বিমুক্তং
 বিস্কারে ৩২। বৃদ্ধবৃদ্ধ আকারে
 বিসমানন্দ ২৭। বিলক্ষণচতুর্থানন্দস্তদ্বো-
 -হয়ং বিরমানন্দ
 বিরলে ৩৩। অল্পলোকে। টা' বিরলে
 বিরূবা ৩। চর্চাপদকর্তার নাম।
 বিরূআ ১৮। বিরূপ। বিরুদ্ধং
 বিশেসো ২২। পার্থক্য
 বিষম ৫০। ভীষণ। টা' বিষম
 বিসমা ১৭। টা' বিশিষ্টাধিমাত্রং সন্ধানাঃ
 সমং নির্বাণং। বিশ্রাম
 বিসরা ৩০। বিকল্প, বিশাল। টা'
 ত্রৈলোক্যচতুর্থানন্দব্যতিরেকান্নাত্মো-
 পায়োনাস্তি
 বিলক্ষণ ২৭। Definite। লক্ষণহীন।
 টা' বিলক্ষণচতুর্থানন্দস্তদ্বোহয়ং।
 বিলসঅ ২। বিলসই ১৭, ২২, ৩৪, ৪২।
 বিলাস করে।
 বিলসই ২২। টা' বিলসতি। বিলসতি
 ক্রীড়তি
 বিলসন্তি ৫০। টা' বিলসতি ক্রীড়তি।
 গৌরবে বহুবচন
 বিসকা ২২। টা' ভয়ঙ্ক

বিশুদ্ধে ৩০। টা' বিশুদ্ধা
 বিস ৩২। বিষ। টা' রূপাদিবিষ
 বিসঅ ৩০। বিষয়। টা' বিষয়াণাং
 বিসমা ৪২। বিষম। টা' বিষাদ [২]
 বিহনি ২৩। উষাকাল। তু. তাম্বাচুড়া।
 রাএ হইল বিহান—বড়ু চণ্ডীদাস।
 বিহরই ১১। বিহরতি ভ্রমতি
 বিহরহ ৩২। ত্রিজগতি বিহরণং করোমি
 বিহরিউ ৩১। বিহার করেন। বিহলিউ
 টা' বিফলীকৃতম্
 বিহাণ ৪৪। বিধান, বিহিত, হনন কর।
 মতান্তরে, প্রভাত।
 বিহণে ১৩। বিনা, বিহনে, বিনে।
 বিহ্মে ৩৫। ঐ
 বিহ্ন ৩৬। ঐ। টা' খণ্ডয়িত্বা
 বীণা ১৭। চর্চাপদকর্তার নাম।
 বীরনাদে ১১। টা' শূন্ততাসিংহনাদেন
 বীরা ৪, ২০। বীর, যশস্বী টা' বীরাঃ
 বুজিঅ ১৫। চোখ বন্ধ করিয়া। টা'
 স্তব্ধাঙ্গীলিতলোচনে
 বুঝ ৩২। বোঝ। অহুজ্ঞা। টা' জানীহি
 বুঝঅ ৩৩। অথাবগমং করিষ্যতীতি।
 বুঝ্ঝিঅ ৩০। ত্র. বুঝিঅ
 বুঝি ১৫, ৪১। টা' প্রাপ্যতে। স্বরূপাব-
 গমনং করোমি।
 বুঝি ২৩। ঐ
 বুঝিঅ ২৭। টা' অবগতং
 বুঝি ২৩।
 বুঝিল ৩৫। টা' স্বরূপমবগতম্

বুড়ই ১৪। ঘুরিয়া বেড়ায়। টা' ভ্রমস্তি
বুড়ন্তে ১৬। ডুবিতে ডুবিতে। শতজাত
অসমাপিকা। টা' অশ্বিন্ মগ্নে
বুড়িলী ১৪। টা' স্থিত্বা। ডুবিলি,

জলমগ্ন

বুদ্ধনাটক ১৭। টা' বুদ্ধনাটকং
বুধ ২৭। জ্ঞানী। টা' ভগবান্ বজ্রধরঃ।
বুধী ৩৩। বুদ্ধি। টা' বুদ্ধিঃ সবিকল্পক-

জ্ঞানং

বুলথেউ ১৫। বলে
বেঅন ৩৬। বেদনা
বেঙ্গ (গ) ৩৩। অঙ্গহীন। টাকার পাঠ
— বাঙ্গঃ = বিগতাক্ষ

বেটিল, বেটিল ৬। টা' বেষ্টিতঃ
বেণি ১, ৪, ১৬, ১৭, ১৯। বেণী ১৩।
ছুই, দৈতবোধ

বেণ্টে ৩৩। ঝাঁটে। টা' মূলং
বৈরী ৬। বন্ধবৈরী
বোড়ী ১৭। বুড়ি। গননার একক
বোড়ো ৪১। বোড়া সাপ। রজ্জুসর্প
বোলবা ৪০। বলা (যায়) টা' কথং...
বক্তৃং শকাতে। ভবা জাত
অসমাপিকা

বোব ৪০। বোবা। টা' মুকস্ত
বোলঅ ৬। বলে
বোলই ১৮। টা' বদন্তি
বোলী ৪০। টা' ভক্ততে। বলা হয়।
বোলধি ২৬। বলেন। গোরবে বহুবচন
টা' বদতি

বোলিঅ ৩৮। টা' বোলিতমিতি
বোহি ৫, ৩২। বোহী ৪৪। বোধি
(পারিতোষিক) টা' বোধিমহামুদ্রা-
সিদ্ধি।

বোহে ২১। বোধে
বোহে ১২। বজ্রগুরোরূপদেশাৎ
ভঅ ৩৮। ভয়
ভইঅ. ৪৭। হইল। ভই ম
ভ ল ১৪। টা' ভূতাঃ। হইল
ভইলা ৭, ১৫, ৩২, ৫০। ঐ
ভইলী ৪৯। টা' ভূতা। হইলি
ভইলে ২। হইলে। অসমাপিকা
ভইলেসি ২০। হইল। টা'
ভূতোহসি

(অমিঅ) ভথঅ ২১। অমৃত-ভক্ষক।
টা' বোধিচিত্তমুতাস্বাদাহারং
ভড়া ৪৭। ভটত্রয়। হরি, হর, বাঙ্গ
বাঙ্গ সঙ্ঘাভাষয়া বিটনাড়িকা,
হরি = মুত্র নাড়ী, হর = শুক্রনাড়িকা
ভণ ৪০, ৪২। বল। অগুজ্জা।
ভণঅ ২১, ভণই ১, ৪, ৭, ২৬, ২৭,
২৯, ৩২, ৩৫, ৩৭-৪১, ৪৩-৪৭।
ভণে, বলে \angle ভণতি

ভণতি ২২। ঐ
ভণথি ২০। ঐ
ভণন্তি ৩, ১৬, ৩৯। ঐ। গোরবে
বহুবচন
ভণি ২৯, ভণিঅ ৩৫। বলিয়া।
অসমাপিকা

ভণ্ডার ৩৬, ৪২। টা' ভণ্ডারং। ভাণ্ডার
টা' আগারং

ভাস্তি ১৫। টা' ভাস্ত্যা। ভাস্তিবশতঃ

ভব ৭, ২০, ২২, ৪২, ৪৫। পারি-
ভাষিক। টা' ভবঃ

ভব-উলোলে ৩৮। সংসার-সমুদ্র-
তরঙ্গে। টা' ভবসমুদ্রবিষয়োল্লানেন
ভবজলধি ১৩। ভবসমুদ্র। টা' ভব-
সমুদ্রং

ভবণই ৫। ভবনদী। টা' ললনারসনা-
দ্ব্যভাষ্যত্রয়ং পারাবারগভীরত্বেন
নদীসঙ্খ্যা বোধব্যং

ভবনির্বাণ ২২, -নির্বাণে ১২। টা'
ভবনির্বাণং মন-পবনাদি বিকল্পং।
টা' অনাগ্রবিজ্ঞাবাসনাদোষণ

ভববল ১২। টা' ভববলং বিষয়াভাস
বলং

ভববিন্দারঅ ২১। টা' ভবং স্বকায়ং
বিদারয়তি

ভবমন্তা ৫০। সংসারাসক্ত

ভব মোহ ৩২। ভবসত্ত্বস্তু হি

মোহোয়মভুতঃ

ভমস্তি ২২। \angle ভমস্তি = ভ্রমণ করে

ভয় ৩১।

ভয়ঙ্কর ১৬।

ভয় ২৭। পূর্ণ। তু. ভয়-হৃপুর

ভয় ৩৬। টা' নির্ভয়ং। পূর্ণভাবে।

তু. দিন-ভোর দেয় দূরপাল্লা—
সত্যোদ্ভ্রনাথ

ভয়িতী ৮। ভর্তি, পূর্ণ

ভাঅ ২। বিভেতি। টা' সমস্তা। ভীত
হয়।

ভাইব ২২। ভাবা হইবে। ভাবা যায়।

টা' ভাব্যং

ভাইলা ৩২। প্রতিভাত হইল।

ভাঙ্গ তরঙ্গ ৪২। তরঙ্গঃ। টা'
ভগ্নতরঙ্গং

ভাগেল ৩২। ভাঙ্গিল। টা' ভগ্নং

ভাঙ্গই ১৬। টা' ভগ্নাঃ পরাজিত
হইল, ভাগিয়া গেল

ভাঙ্গীয় ১০। ভাঙ্গিয়া, ছিড়িয়া টা'
ভগ্নুলং

ভাত ৩৩। টা' ভক্তং

ভাদে ৩৫। চর্যাপদকর্তার নাম

ভাস্তি ১৫, ৩৭। ভাস্তি ৪১। ভাস্তি
ভাস্তিযুক্ত টা' ভাস্ত্যা, ভ্রম, ভাস্তির-
ভাস্তি

ভাস্তো ৬। বিভ্রাস্তি। টা' বিভ্রাস্তি
বিকল্পৈশ্চচারঃ

ভাব ২২।

ভাবাভাব ২, ৩০, ৪৩। ভাবাভাবং-
গ্রাহ্যাদিবিকল্পং। গভীরসহজানন্দানু-
ভাবান্ধাবিকল্প।

ভাবিঅই ২৬। ভাবা হয়।

ভাভরিআলী ১৮। নাগরীপনা, স্থলরী-
পনা, ছেনালী, চালাকি। তু. ভাব-
কালি। টা' ভাভরিআলিকা অসদ্বা-
য়োপেণ

ভিত্তি ১। ভিত্তি, দৃঢ়ভাবে

ভিন্ন ১৫। ভিন্ন

ভিন্না ৭। পৃথক, ভিন্ন

(ভিনি) ভূখন ১৮। ভূখন। টা' ত্রিভূনং-

কায়বাকচিহ্নং

ভূজঙ্গ ২৮। টা' শবরচিত্তবজ্রভূজঙ্গেন

ভূজই ৩৪। ভোগকৰে। টা' উপভোগং কুরু

ভূঅর্পে ৩৪। টা' ভূমিনো

ভূহ ৪২। ভূহু পাদ

ভূহু ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩,

৪২। চৰ্ঘাপদকর্তার নাম।

ভেলা ২৩। হইল।

ভেলা ১৫। ভেলা-নৌকা। টা' নৌ-

ভেদকাত্যুপায়ং

ভৈরবী। ১২, ১৬, ১৯, ৩৮। রাগ-নাম

ভো ২। সম্বোধনে

ভোল ৩৭। ভুলো। অল্পজ্ঞা

ভোলা ৫০। বিহ্বল

ম ১০, ১৩। আমি। টা' ময়া

মঙ্গল ৯। তথতামদং

মঙ্গলো ২২। মরণে বা মৃতে। টা'

সম্ভবাহবেন।

মই ১৬, ১৮, ২৭, ২৯, ৩০, ৩৫, ৩৬,

৩৯। টা' ময়াহস্ত। ময়া। আমি,

আমা কতৃক।

(জীবন্তে) মইলো ৪২। টা' জীবণ-

মরণধানাদিবিকল্পং

মউলিল, মৌলিল ২৮। মুকুলিত হইল।

টা' মুকুলিত

মএল ২৩। মদিল

মকু ৩৫। আশায়। টা' মম

মক ১৩। মাঝ। টা' মধ্য

মকো ২, ৪। টা' মধ্যে

মণ ১৯, ৪৫। মন। মন...বিকল্পং

মণগো মর ৪০। মনগোচর। টা' মন-

ইন্দ্রিয়স্তগোচরো

মণ রঅনা ৪৩। মনোবোধিচিত্তরত্ন

মণা ৪৬। টা' স্বচিত্তং

মণিকুলে ৪। টা' মণিমূলে

মণ্ডল ১৬। দলবল (?)। পারিভাষিক

মতি ৭। ১২। মস্তীর দ্বারা, মস্ত্রপার দ্বারা

মত্তা ৫০। মত্ত

মন্তো ৩৪। মস্ত্রের দ্বারা। টা' মস্ত্রেন

মরণ ২২, ৪৩।

মরিঅই ১। টা' ম্রিয়তে। মরিয়া যায়।

মরুমরৌচি ৪১। মরৌচিকা। টা' মৃগভৃক্ষা

মল্লারী ৩০, ৪৪, ৪৫, ৪৯। রাগ নাম

মহাতরু ৪৩।

মহামুদেবী ৩৭। টা' মহামুদ্রাসিদ্ধিবাহা

মহারস ১৬। টা' মহাস্থরসং। শুক্র

মহারস গুরুদেব উকেশ্বরী যায়। গো. বি

মহাস্থ ১। মহাস্থ (পারিভাষিক)

মহাস্থহে ২৮। কায়বাকচিহ্নং স্থখ-প্রভাষরে

মহাস্থহে ৩৪। টা' প্রভাষরেচিত্তে।

মহাস্থহীলো ১৮, ২৭। লীলেমিত

কৌড়য়া যোগনিদ্রাংগতঃ। প্রজ্ঞো-

পায়মেলকে সহজানন্দং মহা স্থখং

সদৃশকপ্রদানালীয়াবগতং

মূল-মহাস্থলোলো—মহাস্থলোলুপ
 মহিত্তা ১৬। চর্চাকর্তার নাম।
 মহীধর ১৬। ঐ
 মা ৫, ১৫, ২৮, ৩২, ৩৭, ৪১, ৪২। না।
 নিবেদ্যার্থক অব্যয়
 মাঅ ১১, ৪৬। মায়া
 মাআজাল, ১৩, ২৩। মায়াজাল। টা
 মায়াজালবৎ
 মাআ মোহা ১৫, ৫০। মায়ামোহ। টা
 মায়া প্রজ্ঞা চ ভগ্নতে। তত্রাভি-
 য়স্কো মোহঃ।
 মাআহরিণী ২৩। মায়াহরিণী
 মাএ ২০। টা মাতের্নৈরাঙ্ঘে
 মার্গে ২৩। মাংসে
 মাগ ১৪। মাগ, পথ
 মাগঅ ২। মাগে, অব্বেষণ করে। টা
 প্রার্থয়তি
 মাগে ২৭। টা বোধিত্তমবধূতীমার্গেণ।
 মাঙ্গত ৮। টা মার্গংবিরমানন্দং।
 মার্গেতে, নৌকার গলুই
 মাঙ্গা ৮। মার্গ বিরমানন্দ
 মাঙ্গে ১৩, ১৪। ঐ
 মাঝ ৪৪। মধ্যম! (পারিভাষিক)
 মাঝে ৫, ১৭, ১৮, ৩০, ৪২, ৪৭। টা মধো
 মাণই ৪৫। মানে, স্বীকার করে।
 টা জানন্তি।
 মাণী ৩৪। মানি, জানি। টা পশুতি
 মাতঙ্গী ১৪। টা সহজযানপ্রমত্তাঙ্গী।
 দশমহাবিভার অন্ততমা হতে পারে।

মাতেল ১৬। মাতেলা ৫০। মত্ত হইল।
 টা প্রমত্তো।
 মাদলা ১২। মাদল। টা পটহাদিভাণ্ড
 মাদেসি ১২। মাং করা হইয়াছে। মত্ত
 হইয়াছে।
 মার ১৬। টা মারা। বৌদ্ধধর্মের শয়তান
 মার ২১, ২৬। ধ্বংস কর। টা নিঃশ-
 ভাবীকরণং ভবতি
 মারমি ১০। মারি। টা মারয়ামি।
 নিঃশভাবীকরোমি
 মারিঅ ১১। মারিয়া। টা নিঃশভাবী-
 কৃত্য
 মারিউ ১২। মারিলাম। ঐ
 মারিল ৫০। মারিয়া ফেলিল
 মারিহসি ২৩। মারিস্। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
 মারী ১৩। মারিয়া
 মালশী ৩২, ৪০। রাগ-নাম
 মাসে ২৩. মাসং ৪৪। মাংস, শক্তি
 মিঅলী ৪৭। মিলিত হইলাম
 মিচ্ছা ২২। মিথ্যা
 মিছে ২২। মিছামিছি। টা ভ্রান্ত।
 মিলি ৮। মিলিত হইয়া। টা মিলিতং
 মিলিল ৮। টা প্রাপ্তমিতি
 মুকল ৩২। মুক্ত। টা পরিমুক্তং
 মুকা ৪৩। মুক্ত। টা মুক্তোবেতি
 মুক্তাহার ১১। মুক্তাহার। টা পরম-
 মোক্ষমুক্তাহারমতিতো।
 মুনিআ ১৩। মননপূর্বক. ভাবিয়া স্থির
 করা।

ম্যাএর ২১। মূষিকের
মুসঅ ২১।
মুসা ২১। মূষিক। মূষকঃ সন্ধাবচনে
চিস্তপবনঃ বোধব্যঃ।
মূহ ৪। মুগ। টা' বক্রং
মূঢ় ৪৫, মূঢ়া ১৫, ৪২।
মূঢ়হিঅহি ৬। মূঢ়ের হৃদয়ে
মূল ২০। টা' মূলঃ সংবুদ্ধিবোধিচিক্তং
মূল ৪৫। বৃক্ষ মূল
মেরি ৫০। আমার। স্ত্রী
মেল ৩৮। মিলিত হও।
মেরুশিখর ৪৭। টা' স্বয়ংরশিঃ রাগে
মেলি ৬। পরিত্যক্ত
মেলি ৩৮। বন্ধু, সাথী। মিলিয়া
মেলিলি ৮। টা' মূলীকৃত্য
মেলঙ্কে ১৮। ভাগ করা। পরিত্যজন্তি
মেল্ ২৭। প্রজ্ঞাপায়খেলকে
মেহ ৩০। মেঘ
মেহেরী ১৩। অস্ত্রঃপূর। শূগমে ছেরী
পাঠও প্রচলিত। টা' যুগনকরণং
তেন মহাঋথকায়েন
মেহেলী ৫০। জ্ঞানমুদ্রা
মো ৭, ৩৭। আমার। টা' ময়ি, মম
মোএ ১০। আমি, আমার দ্বারা। টা'
ময়া
মোথ ১১। মোক্ষ
মোড়িঅ ১৬। ভাঙ্গা হইল। টা'
মর্দয়িত্বা
মোড়িউ ২। ঐ। ঐ

মোর ২০, ৩৩, ৪২। আমার। টা' মম
মোরজি ২৮। ময়ুর। মতান্তরে, ময়ুর-
পুচ্ছং ময়ুরাজিক। টা' ময়ুরাজ-
মিতি। নানা বিচিত্রপক্ষবিকল্পরূপং
মোরি ৩৬। আমার। টা' মম
মোলাণ ১০। পদ্মলতার কন্দ। মলম-
অষ্টিক শব্দ
মোহ ১১, ৩৯, ৪৬।
মোহতরু ৫। টা' মোহতরুং
মোহবিমুক্তা ৪৬। মোহবিমুক্ত। টা'
মোহবিমুক্তং
মোহভণ্ডার ৩৬। মোহভণ্ডার। টা'
বাসনাগারং
মোহা ৫০। মোহ
মোহে ৩৫, ৪৬। মোহ দ্বারা
মোহে যে ৩৪। ঐ টা' বিষয়মোহেন
মোহোর ২০। মোর। টা' মম
যোইঅ ১৭। যোগী, যোগীন্দ্র
যোগী ১১।
রঅণ ২, ৪০। রত্ন। তথ্যতারত্বং, রত্নঃ
চতুর্থানন্দং বোধব্যং
রঅণহ ২৭। টা' সদগুরুবচনতত্ত্বরত্ন-
প্রভাবাৎ
রঅনি ১২, ২৩। রজনী। ক্লেশাককারং
রচি ২২। রচনা করিয়া
রস্তো ১২। অহুরক্ত। টা' রতাঃ
রথে ১৪।
রবি ১১, ১৬, ৩২। সূর্য (পারিভাষিক)
রস ১৩, ২২। টা' গন্ধরসস্পর্শাদিবিষয়ং

রসান্নে ২২। টী' রসায়নে বিবিধা-
দিকল্পপ্রয়োগং

রহস্য ৩৬। রহে

রাআ ৩৪। রাজা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। টী'
তিনবার 'রাআ' শব্দপ্রয়োগে
স্বকীয়ং 'কায়েশ্বর্যাদিকং গুণং
সুচিতং।'

রাউতু ৪১, ৪৩। রাউত, মৈনিক।
ভূম্বুর পূর্বাশ্রমের পদবী বা
উপাধি।

রাগ ১১। টী' মহাস্থরাগবহিনী

রাজপথ ১৫।

রাজসাপ ৪১। রজ্জুসর্প। টী' 'রজ্জো-
সর্পাভিজ্ঞানং

রাজই ৩১। বিরাজ করে। শোভাপায়।

টী' রাজতে শোভতে

রাতি ২, ২৮। রাত্রি

রামকী ১৫, ৩০। রাগ-নাম

রাহস্য ৩৬। রাখিয়া, রহে

রিসঅ ২। টী' কঁধামদং। প্রেম করে

∠রীরংসা। রিস করে—আ. বা

কঅ ৪২। রূপ। টী' ভাবগ্রহঃ

কথের ২। বৃক্ষের। টী' কায়বৃক্ষস্ত

কণা ১৭। করুণভাবে ∠কৃগণ।

কনিয়ে যাওয়া = কৃগ্ন হওয়া অর্থে

কঙ্কেলা ৭। বোধ করা হইল। টী'

সুদৃঢ় কঙ্কা

কৃপা ৮। কৃপা। টী' কৃপাবেন্দনাংজা-
সংস্কারবিজ্ঞানাদীনং

কুব ২২। রূপ। টী' রূপং

রে ১, ১২, ১৪, ১৫, ৫০। সম্বোধনে
রোষে ২৮। ক্রোধে। টী' জ্ঞানানন্দ-

গঞ্জনপ্রেরিত

লই ২২, ৩৬, ৪৭। লইয়া। টী' গৃহীত্বা

লইআ ২৮, ৩৫, ৪২, ৫০। ঐ

লক্খ ৩৪। লক্ষ্য। টী' লক্ষ্যতে।

লক্খণ ১৫। লক্ষণ

লড় ৪২। স্নেহ-পদার্থ

লধা ৩৪। লক্ক [-প্রতিষ্ঠ]

লবএ ১১। লয় ∠লভতে

লাইঅ ১১। লইয়া

লাউ ১৭। লাউ নির্মিত বীণার খোল

লাগি ১৬। লাগিয়া। নিমিত্ত

লাংগেলি ১৬, ১৭, ৪৭। লাগেলী ২৮।

লাগিল। টী' লগাবয়িত্বা, লগঃ, লগঃ

লাক ৩২। লংকা (ceylon), দূরদেশ

লাংগ ১০, লাক্সা ৩৬। নয়যোগী

লাঙ্কীডোষীপাদানাং (বৃত্তি) ১০।

চর্চাপদকর্তার নাম।

লীলে ১৪, লীলো ১৮, ২৭, ৩৪।

অনায়াসে, অবলীলাক্রমে। টী'

লীলয়া

লুই ১, ২২, ৩৪। চর্চাপদকর্তার নাম।

লুড়িউ ৪২। লুষ্ঠিত হইল, লুঠ করে।

মতান্তরে, লুটাইয়া দিলাম।

লেই ১৪। লয়। টী' গুহ্যতি

লেপ ন ৪। লেপন। টী' মোহমলাব-

লিপ্তা

লেমি (-পর্যাপ) প্রাপ লইব। টা.
 মারয়ামি। নিঃসভাবী করোমি।
 লেলী ৪২। লইলি। টা. নীতা
 লেহঁ ১২। নাও, নেও। লই। টা.
 গৃহামি
 লো ১০, ১৪, ১৮। নারী সম্বোধনে।
 লোঅ ৫, ১৮, ২২, ৪২, ৪৬। লোক
 লোআচার ৩১। লোকাচার। টা.
 লোকশ্র ব্যবহারঃ
 লোড়িভ ২৮। খোঁজা হইবে। টা.
 অশেষয়িতব্যঃ।
 ওড়িয়ায় to seek, to find অর্থে
 ব্যবহৃত।
 লোল্লা ৪১। লবনাক্ত। টা. হস্তামর্ষং
 (নাড়ি) শক্তি ১২। টা. দ্বাত্রিংশ
 নাড়িকাঃশক্তি
 শকা ৩৭। টা. শকাভয়ং
 শরসন্ধানে ২৮। টা. শরনির্বোধেণ।
 শবরো ৫০, শবর ২৮, ৫০। পদকর্তার
 নাম।
 শবরি ৫০। শবর-রমনী।
 শবরী ৪৬। রাগ-নাম। আ.
 আশাবরী (?)
 শশিমণ্ডল ৩২। চন্দ্রমণ্ডল (পারিভাষিক)
 শলী ১১। চন্দ্র (পারিভাষিক)
 শাখি ৫৬। মাকী। টা. মাক্ষিণঃ
 শান্তি ১৫, ২৬। চৰ্যাপদকর্তার নাম।
 শালী ১১। শ্রালিকা।
 শাসনপুড়া ৪৭। ভূমিদান পট্ট, দলিল-

দস্তাবেজ। টা. চক্ষুবিদ্রিগাঙ্কি-
 বিষয়াখ্যং চ
 শাস্ত ১১। শান্তকী। টা. শাসং
 শিআলী ৫০। শৃগালী
 শিবরী ২৫। রাগ-নাম
 শুভিগী ৩। শুভি-বো। টা. অবধুতিকা
 শূণ ২৬, ৪২। শূন্ত (পারিভাষিক)
 শূণ্মে ১৩। ঐ
 শুন ৩৫। ঐ। টা. সৰ্বশূন্যং প্রভাশ্র-
 ময়ং
 (যিহে) সম ৩৩। সিংহের সহিত। সং =
 সমং। টা. যুগনক্ষসিংহেনেহ।
 শবগালী ৫০। শবরগিরি
 শবহর ২৭। শশধর। টা. শশহরো
 শহজে ২৭। সহজাবস্থায়, সহজের বিবরণ
 যামায় ৩৩। প্রবেশ করে। টা. গচ্ছতি।
 তু. সামায় = প্রবেশ করা অর্থে।
 ম. বা
 শিআলা ৩৩। শৃগাল। টা. চিত্তশৃগাল
 তুল্য।
 যুকড় ৫০। চমৎকার, সুক্রিয়া। টা.
 হৃদ্যটং
 ঘোহই ৪৬। শোভিত
 স ৩৭। সেই। টা. তস্মিন্
 সঅ ১৫। স্ব
 সঅ ১৬। সহ
 সঅসম্মেয় ১৫। স্ব-সংবেদন (স্বয়চ্ছন্দ-
 মান নির্বিকল্পক মহাস্থ)
 সঅল ১, ২, ১৮, ৩৭, ৪৪। সকল

সঅলা ৩৬, ৪১, ৪৩। ঐ
 সঅলাহুস্তর ৩৪। সকল-সহুস্তর। টা.
 সকলাহুস্তরং
 সএল ১৬, ১৭। সকল।
 সংকেলিউ ১৫। ক্রীড়া কর, সংক্ষিপ্ত-
 ভাবে \angle সংকলিতঃ
 সংঘারা ২০। সংহার করিল। টা.
 উপসংহারকৃতং
 সমাঅ ৪। টা. অন্তর্ভবতি
 সংপুন্না ৪২। সম্পূর্ণ। টা. সংপূর্ণোয়ং
 সগুণ ৫০। শকুনি
 সংবোহিঅ ৪০। সংবোধিত।
 বোঝানো। টা. সংবোধনং করোতি
 সংবোহী ৪৪। সংবোধি। টা. চতুর্থা-
 নন্দং সংবোধয়িত্বা
 সংবোহেঁ ২২। সংবোধে, জ্ঞানে। টা.
 সম্বোধনে
 সংসার ৩৩।
 সংসারা ১৫। দ্র. সংসার
 সংহার ১৪।
 (সঅ) সঁবেঅণ ২৬। দ্র. সঅসম্বেঅণ
 লকা ২২। লকা
 সন্ধে ১২।
 সচরাচর ২২। চরাচরসমেত, চরাচরের
 সহিত জগৎ। টা. জম্বুদ্বীপমহাস্থানে
 সচরাচরে ভ্রমন্তি।
 সঙ্ঘি ৪৫। বড়গতি। টা. ষটিত্বা
 সমভাবে ১০। সমলমনে। সম্ভাবেন
 সদগুরু ৮, ৪১।

সদগুরু পাব ৪১। টা. সদগুরুচরণারাদনং
 সম্ভাপেঁ ১৬। সম্ভাপ জন্ম।
 সম্ভারে ৩৭। সীতার, নদী পারাশর
 কাধ। টা. পারাবারে
 সঙ্ঘি ২৮, সঙ্ঘি ১৭। সংযোগস্থল
 সপরিবিভাগা ৩৬। আত্মপরিভেদজ্ঞান
 সহায় ৪৩। স্বভাব। টা. ভাবনামেষঃ
 স্বরূপঃ।
 সম ১০। সহিত। টা. সহ
 সমতাজোএঁ ৪৭। পারিভাষিক। টা.
 প্রজ্ঞোপায়সমতাং।
 সমতুলা ৫০। সমতুল, সমান
 সমরস-১৭। তমস্করস্বরূপং
 সমরসে ৪৩। মনোবোধিচিত্তরত্ন-
 যোগীন্দ্রসমরসীভূতং
 সমাইউ ২। প্রবেশ করে। টা. অন্তর্ভবতি
 সমাণা ৪৬। সমান
 সমাহিঅ ১। টা. সমাধয়ো দশাকুশল
 পরিহারায় ইন্দ্রিয় নিরোধায়
 নিদ্রিষ্টাঃ।
 সমুদা ১৫। সমুদ্র। টা. মহাসমুদ্র
 সমুদে ৩৫। ঐ
 সরবর ১০। সরোবর। টা. সরোবরং
 কায়পুরুষং
 সরহ ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯। চর্যাপদকর্তা।
 সরুঅ ১৫। স্বরূপ
 সরুঅ ৩০। ঐ। তু. সরুঅ শঙ্খিনী-
 গো. বি
 সরহ ৩। খুব সর। টা. হৃদয়রূপা

সর্ব ৪৪। সব

সবই ৩৫। সব-ই। টা' সর্বশৃঙ্খ-

প্রভাশ্রয়ময়

সবরী ২৮। নৈরাশ্রা

সসরসিংগে ৪১। খরগোসের শৃঙ্গ। টা.

শশশৃঙ্গোপমংচ।

সসহ ১৮, ৪৭। শশধর। সংরত্তি-

বোধিচিন্ত

সসি ১৭। শশী। টা' চন্দ্রাভাসেন

সসুরা ২। শস্তুর। টা' স্থরিতাদিখাসং

সহজ ৩৭, ৪০, ৪৩। পারিত্যয়িক

সহজ ২, ৪০। সহজিয়াপন্থা

সহজউন্নতো ১২।

সহজ-সরুতা ৩০। সহজানন্দস্বরূপং

সহজে ৩, ৪২। সহজে ৩৮, ৩৯।

সহজানন্দং, সহজানন্দপাথোং।

সহাব ৪১, ৪৩। স্বভাব

সহাবে ২, ৩২, ৪৩। ঐ

সহি ১৭। সখী (সম্বোধনে)

সংহার ১৪। টা' সংহারকারকা

সা ৪০। সেই

সা'অর ৪২। সাগর

সাঁঙ্গি ২০। পতি, স্বামী। টা' মনঃস্বামী

সাক্ষম ৫। সাকো। টা' সংক্রমং

সাক্ষমত ৫। ঐ। অধিকরণ

সাক্ষ ১০। সাক্ষা। নিম্নবর্ণের দ্বিতীয়

বিবাহ। স্যাঞা।

সাক্ষে ১৩, ৩২। টা' সাক্ষমেন

সাক্ষ ২২। সত্য, সাক্ষা। টা' সত্যং

সাক্ষে ৩৩। সাক্ষায়। সাক্ষাত্ময় —

অহর্নিশং

সাক্ষে ৪১। সত্যি সত্যি। টা' সত্যেন

সাদ ১২। শব্দ। টা' শব্দাদিকং

সাদে ৪৪। সমতত্ত্বতানাদেন

সাদী ৩৩। সাধু। টা' দুঃসাধ্যং

সাস্তি ২৬। শাস্তি (চর্চাপদকর্তা)

সাক্ষ ৩। মদ চোলাই করা। তু.

ধোআ উড়িধানে মদিয়া সঁধ।

কীর্তিলতা।

সাক্ষ ৩। টা' সাক্ষয়তি মধ্যমায়াং

প্রবেশয়তি

সাক্ষি ১৫। সাক্ষিয়ল।

সাক্ষ ১৭। টা' সাক্ষিদোষচ্ছিত্ত্বগুণিহাং

সারি ১৭। সুরের চাবি বা পংক্তি।

সা, স্ব

সাহস্বরে ৪। স্বাসমাগারং

সাহা ৪৫। সাখা। টা' সাখামধিমুচ্য

(তিনা) সাক্ষে। তিন সাক্ষায়।

অহর্নিশং।

সিংগে ৪১। শৃঙ্গ। টা' শৃঙ্গোপমংচ

সিকল ১৬। শৃংখল

সিঝই ১৪। সিক্ত হয়। টা' সিক্তির্ভবতি

সিঞ্চ ১৪। পেচন কর। টা' সিচ্যমানং

সিঠি ১৪। স্ফটি

সিহর ২৮। শিখর

সীসা ৪০। শিষ্য। টা' শিষ্য

স্বপ্নে ৪৬। টা' স্বপ্নে

স্বা ৪১। পুত্র। স্বতঃ

সুইনা ৩২। অগ্নেপি
 সুইনা ১৩। ঐ। টা' অগ্নোপমং
 সুখদুখেতৈ ১।
 সুখো ৩৪। সুখকে। টা' পরমার্থ-
 সত্যোন
 সুচ্ছড়ে ১৪। স্বচ্ছন্দে
 সুচ্ছন্দে ৩২। টা' স্বচ্ছন্দেন
 সুজ ৪, ১৭। সুধ। টা' পক্ষগ্রহ,
 সুধ্যাতাষং
 সুণ ৬। শোন
 সুণ ৩১। শূত্র (পারিভাষিক)
 সুণমেহেলী ৫০। শূত্র-মহল
 সুণত ১৩। শূত্রতা (পারিভাষিক)
 সুগিঅ ১৭। গুনিয়া
 সুতেলা ৩৬। শুইলা, সুপ্ত। টা'
 নিদ্রাংগতঃ
 সুতেলি ১৮। সুপ্তঃ
 সুধ ২৭। শুদ্ধ
 সুন ১৭, ২৮, ৪৪। দ্র. সুণ
 সুন ২। শোন। টা' শূণু
 সুনকরুণরি ৩৪। সংবৃত্তিসত্যং শূত্রমিতি
 সুনবাহ ৩৬। শূত্র-বাসনাগার
 (পারিভাষিক)
 সুনস্তে ৩০। ক্ষতে (?)
 সুনা পাস্তুর ১৫। শূত্র প্রাস্তুর (পা.)
 সুনি ১৫। গুনিয়া
 সুসুপাথ ১। টা' শূত্রতাপক্ষকেতি
 সুনে ৪৪। শূত্রে। টা' তৃতীয়স্বাধিষ্ঠান-
 শূত্রে

(সহজ) সুন্দারী ২৮। জ্ঞানমুদ্রা সহজ-
 সুন্দারী
 সুফল ৩৬। সফল, সুফল
 সুভাস্ত ৪৫। শুভ-অশুভ। টা'
 শুভ চান্ডভং
 সুরঅপসঙ্গে ১২। সুরত প্রসঙ্গে। টা'
 সুরতাভিষঙ্গে
 সুহ ৮, ১৩। মহাস্থ
 সুহে ৩৬। সুখে
 সুজ্জ ১৪। সুধ (পারিভাষিক)
 সুধ ২। শুদ্ধ
 সুন ১০। শূত্র
 সে ৩, ৭, ৫০। সে (সর্বনাম)
 সেজি ২৮। শয্যা। টা' শয্যাং
 সেব ২০। সে-ও। টা' সৈব
 সেস ৪২। শেষ
 সেসু ২৬। ঐ
 সে ৭, ১০। সে, তাহাকে (সর্বনাম)।
 টা' স। তু. সো বর নাগর—বৈ. প
 সো ৩৩। সেইরকম, পূর্বোক্ত প্রকার
 সোই ৩২। সেই। টা' বোধিচিত্ত
 সোই ১৫। ঐ। টা' যোগীন্দ্র
 সোণ ৪২। সোনা, সুবর্ণ। টা' শূত্রতা-
 গ্রহঃ
 সোনে ৮। শূত্রতা
 সোন্তে ৩৮। শ্রোতে। টা' মহাস্থ-
 রাগশ্রোতাবর্জনে
 সোষই ৪২। শোষে। টা' শোষয়তি।
 স্বপণে ৩৬। টা' স্বপ্নাস্তরেযু

বপরাপর ৩৪। আপন-পর। টা' বপরাপরং

বভাবে ৪৬।

বমোহে ৩৫। টা' বাহুবিসয়সঙ্গেনা
[ন] বকদ্ব্যস্তং

হ ৬, ৩২। নিশ্চয়াত্মক বা সংযোগাত্মক
অব্যয়। ওল অপি

হই ৪৭। হইল

হণ ২৩। নিহত

হখা ৪১। হাত। টা' হস্ত

হর ৪৭। শুক্রনাড়িক।

হরি ৪৭। মৃদ নাড়ী

হরিঅ ২। হারাইয়া। টা' হারিতম্

হরিণা ৬। মদাহরিণ। তু. হাঁসা-
মদা-হাঁস

হরিণার ৬। মদা হরিণের। টা'
চিত্তহরিণ

হরিণী ৬। জ্ঞানমুদ্রানৈয়াত্মা

হাঁউ ১৮, ২০, ৩৫। আমি। টা' অহং

হাক ৬। হাঁক। টা' হাকং

হাড়ীত ৩৩। টা' স্বকায়াদারং

হাড়েরি ১০। হাড়-নির্মিত

হাথে ৩২। হাতে

হালো ১০, ১৮। নারী সম্বোধনে

হিঅ ২৮। হৃদয়। টা' হৃদয়ং প্রভাস্বরং

হিঅ'হি ২। হিঅ'হি ৬, ৭। হৃদয়ে

হিঁ ৪। অব্যয় ল অপি

হিওই ২৮। টা' হিওতি ক্রীড়তি।

খুজিয়া বেডায়। তু. চুঁড়ে—

ব্রজবুলি

হিএ ৪৪। হৃদয়ে

হুঁ ৩২। হুকার বীজ

হে ৫। সম্বোধনে

হিএ ৫০। টা' হৃদয়েন

হের ৫০। দেণ

হেরি ৭, ৫০। দেখিয়া

(শূণ্যে) হেরী ১৩। ঐ

হেরুঅ ২৬। হেরুক = বজ্রধ্বনির প্রধান

উপাস্ত্র দেবতা—বজ্রধর

হেরুঅ-বীণা ১৭। হেরুক-বীণা

হেলোঁ ১৮। অবহেলায়। টা' বহুস্কর-
শত-প্রকৃতিদোষাবহেলায়।

হো ৭, ৩৭। ও

হোই ৩, ১৭, ২২, ২২, ৪৬। হয়ল

ভবতি

হোই ১৫। হও। অল্পজ্ঞা

হোইব ৫। হইবে।

হোহী ৫। অ. হোই

হোহিসি ২৩। হও

হোহ ৬। ঐ